ফযীলতপূর্ণ

দো'আ ও যিকির

লিলবর আল-বারাদী

ফযীলতপূর্ণ দো‘আ ও যিকির

লিলবর আল-বারাদী

এম.এম (হাদীছ); বি.এ (অনার্স),
এম.এ (আরবী); রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

AL-MAHMUD PROKASHONI

আল-মাহমুদ প্রকাশনী

ফযীলতপূর্ণ দো‘আ ও যিকির

লিলবর আল-বারাদী

প্রকাশক
আল-মাহমুদ প্রকাশনী
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৮৮-৬২৫৮৭৮

সর্বস্বত্ব : লেখকের।

প্রথম প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০২০, ভাদ্র ১৪২৭, মুহাররাম ১৪৪২

দ্বিতীয় প্রকাশকাল (অনলাইন)
মার্চ ২০২৪, চৈত্র ১৪৩০, রামাযান ১৪৪৫

প্রচ্ছাদ
মারূফ ক্যালিও গ্রাফিক্স
গোরহাঙ্গা, রাজশাহী।

মুদ্রণ ও বাঁধাই
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস
নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য :
২৫০.০০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা।

FAZILATPURNO DO‘WA O ZIKIR by **Lilbar Al-Barady.** Pubished by **Al-Mahmud Prokashoni**. Nawdapara, Sopura, Rajshahi. Mobile : 01788-625878, *www.anniyat.com*

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
❖ **ভূমিকা**	১৭
❖ **দো'আ ও যিকির সম্পর্কে জ্ঞাতব্য**	১৯
◆ দো'আ অর্থ	১৯
◆ যিকির অর্থ	১৯
◆ দো'আ ও যিকিরের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য	১৯
❖ **দো'আ ও যিকিরের গুরুত্ব**	২০
ক. দো'আর গুরুত্ব	২০
খ. যিকিরের গুরুত্ব	২১
◆ কুরআন অনুধাবন করাও যিকির	২১
◆ যিকির আত্মার সঞ্জিবনী	২৩
◆ যিকির হ'ল সর্বোত্তম আমল	২৪
◆ যিকির সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ	২৫
◆ যিকিরকারীর সাথে আল্লাহ থাকেন	২৫
◆ যিকিরকারীকে আল্লাহ পুরস্কৃত করেন	২৭
◆ যিকির বিহীন ব্যক্তির সঙ্গী শয়তান	২৮
◆ যিকিরের মজলিস জান্নাতের বাগান	২৮
◆ যিকির বিহীন মজলিস আক্ষেপের কারণ	২৯
❖ **দো'আ ও যিকির কবূলের শর্তাবলী**	৩০
◆ ইখলাছ বা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য দো'আ ও যিকির করা	৩০
◆ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যথাযথ অনুসরণে দো'আ ও যিকির করা	৩৫
◆ হালাল রূযী গ্রহণ করে দো'আ ও যিকির করা	৩৭
◆ রিয়া প্রদর্শন বা লৌকিকতা পরিহার করে দো'আ ও যিকির করা	৩৯
❖ **দো'আ ও যিকির করার আদব**	৪২
ক. দো'আ করার আদব	৪২

◆ মিনতির স্বরে ও দৃঢ়ভাবে গোপনে দো'আ করা	৪২
◆ আল্লাহ্‌র ভয়ে কেঁদে দো'আ করা	৪২
◆ দো'আ কবূলের সময়	৪৪
◆ দো'আ করার পদ্ধতি	৪৬
◆ দো'আ কবূলের জন্য তাড়াহুড়া না করা	৪৭
খ. যিকির করার আদব	৪৯
◆ সর্বদা যিকির করা	৪৯
◆ নিম্নস্বরে যিকির করা	৫০
◆ যিকির আঙ্গুলে গণনা করা	৫০
❖ **ঈমান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত জ্ঞাতব্য**	৫২
◆ ঈমানে মুফাছ্ছাল বা বিস্তারিত ঈমান	৫২
◆ ঈমানে মুজমাল বা 'বিশ্বাসের সারকথা'	৫২
◆ ঈমানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	৫২
◆ ঈমানে সংজ্ঞা	৫৩
◆ মুমিনের বিশ্বাসের ছয়টি ভিত্তি	৫৪
◆ মুমিনের গুণাবলী সমূহ	৫৪
❖ **চার কালিমার ফযীলত**	৫৭
◆ কালিমা ত্বাইয়্যেবা	৫৭
◆ কালিমা শাহাদাত	৬০
◆ কালিমা তাওহীদ	৬৪
◆ কালিমা তামজীদ	৬৬
❖ **ছালাত সংশ্লিষ্ট ফযীলতপূর্ণ দো'আ ও যিকির সমূহ**	
➢ **ওযু সংশ্লিষ্ট দো'আ ও ফযীলত**	৭০
◆ ওযূ শুরুর দো'আ	৭০
◆ ওযূ শেষে পঠিতব্য দো'আ ও ফযীলত	৭০
◆ ওযূ শেষে পঠিতব্য বিশেষ দো'আ ও ফযীলত	৭১
◆ ওযূ শেষে লজ্জাস্থানে পানি ছিটানোর ফযীলত	৭২

♦ **ওযূর ফযীলত**	৭২
১. ওযূ হ'ল ছালাতের চাবি	৭৩
২. ওযূর পানিতে ছোট ছোট পাপ ঝরে যায়	৭৩
৩. ওযূতে গুনাহ মাফ হয় ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়	৭৪
৪. ওযূতে শয়তানের গিঁট খুলে যায়	৭৫
৫. ওযূর স্থান দেখে ক্বিয়ামতের দিন রাসূল (ছাঃ) উম্মতদের চিনবেন	৭৫
৬. ওযূ অবস্থায় ঘুমন্ত ব্যক্তির জন্য ফেরেশতারা দো'আ করেন	৭৬
➢ **মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দো'আ ও ফযীলত**	৭৭
➢ **মসজিদে প্রবেশের দো'আ**	৭৭
➢ **মসজিদে প্রবেশের ২য় দো'আ**	৭৮
➢ **মসজিদে হ'তে বের হওয়ার দো'আ**	৭৮
➢ **ছালাত সংশ্লিষ্ট দো'আ ও ফযীলত**	
♦ **আযান ও ইক্বামতের ফযীলত**	৭৯
১. আযানের কালিমা সমূহ	৭৯
২. আযানের ফযীলত	৮০
৩. আযানের জওয়াবের ফযীলত	৮২
৪. আযানের পরে দো'আ ও ফযীলত	৮৪
৫. ইক্বামত ও তার ফযীলত	৮৬
♦ তাকবীরে তাহরীমা ও ফযীলত	৮৮
♦ দো'আয়ে ইস্তিফতাহ বা 'ছানা' সমূহ	৮৮
♦ ছালাত শুরু করার বিশেষ দো'আ	৯১
♦ আঊযুবিল্লা-হ্ পাঠ ও তার ফযীলত	৯২
♦ সূরা ফাতিহা ও তিলাওয়াতের ফযীলত	৯৩
♦ ইমাম ও মুছল্লীদের সমস্বরে আমীন বলার ফযীলত	৯৬
♦ ক্বিরা'আত	৯৭
♦ রুকূর দো'আ	৯৭
♦ রুকূ থেকে উঠার দো'আ	৯৮
♦ ক্বওমার দো'আ ও ফযীলত	৯৯

♦ সিজদার দো'আ	১০০
♦ সিজদার ফযীলত	১০১
♦ দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকের দো'আ ও ফযীলত	১০৪
➢ **বৈঠকের দো'আ সমূহ :**	
ক. তাশাহ্হুদ (আত্তাহিইয়া-তু) পাঠ	১০৫
♦ তর্জনী আঙ্গুল নাড়ানোর বিধান	১০৭
♦ তর্জনী আঙ্গুল নাড়ানোর ফযীলত	১০৭
খ. দরূদ পাঠ	১০৭
♦ **দরূদ পাঠের ফযীলত**	১০৮
♦ দরূদ পাঠ না করলে বিপদগ্রস্ত হবে	১০৯
♦ দরূদ পাঠে অলস ব্যক্তি বখীল	১০৯
♦ দরূদ পাঠ না করলে জান্নাতের পথ ভুলে যাবে	১০৯
♦ জুম'আর দিনে দরূদ পাঠ, নবী (ছাঃ)-এর নির্দেশ	১০৯
♦ একবার দরূদ পাঠের ফযীলত	১১০
♦ রাসূল (ছাঃ)-এর উপর সালাম পেশ করলে, তিনি রূহ ফিরে পান ও সালামের জওয়াব দেন	১১০
গ. দো'আয়ে মাছূরাহ সমূহ পাঠ	১১১
♦ দো'আয়ে মাছূরাহ-১	১১১
♦ দো'আয়ে মাছূরাহ-২	১১২
♦ দো'আয়ে মাছূরাহ-৩	১১৪
♦ **শেষ বৈঠকের বিভিন্ন দো'আ ও ফযীলত**	
♦ শেষ বৈঠকে কুরআন ও হাদীছ থেকে দো'আ করার বিধান	১১৫
♦ দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনা এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচার দো'আ	১১৬
♦ আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করার পাপ থেকে ক্ষমা চাওয়ার দো'আ	১১৭
♦ পাপ হ'তে ক্ষমা চেয়ে ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করার জন্য দো'আ	১১৮
♦ হক্বের ওপর অবিচল থাকার দো'আ	১১৮

- ◆ দ্বীনের কাজ সহজ করা ও ক্ষমা প্রার্থনার দো‘আ ১১৯
- ◆ পরিবারের সকলে মুছল্লী হওয়া এবং পিতা-মাতা ও মুমিনদের জন্য দো‘আ ১২০
- ◆ পিতা-মাতা জন্য দো‘আ ১২১
- ◆ স্ত্রী ও সন্তানাদির জন্য দো‘আ ১২৩
- ◆ জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দো‘আ ১২৩
- ◆ জিহ্বার আড়ষ্টতা দূর করার দো‘আ ১২৪
- ◆ আল্লাহ্‌র রহমত কামনা ও ক্ষমা চাওয়ার দো‘আ ১২৪
- ◆ জান্নাতে প্রবেশ ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার দো‘আ ১২৪
- ◆ জান্নাত চাওয়া ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনার দো‘আ ১২৫
- ◆ বিপদ ও সংকটকালিন দো‘আ ১২৬
- ◆ আল্লাহ্‌র নামের অসীলায় দো‘আ কবূল হয়, এমন দো‘আ ১২৮
- ◆ আল্লাহ্‌র মহান নামের অসীলায় দো‘আ কবূল হওয়ার দো‘আ ১২৮
- ◆ দো‘আ কবূলের জন্য একান্ত নিবেদন ১২৯
- ◆ তাওবা করার দো‘আ ১৩০

◆ **সালাম ফিরানো ও ছালাত সমাপ্ত করা** ১৩১

❖ **সালাম ফিরানোর পরবর্তী দো‘আ ও যিকির সমূহ** ১৩২

- ◆ উচ্চস্বরে তাকবীর ও ইস্তিগফার পাঠ করা ১৩২
- ◆ শান্তি ও বরকতের দো‘আ ১৩৩
- ◆ গোলাম আযাদ করা ও জান্নাতের ভাণ্ডারের দো‘আ ১৩৩
- ◆ সুন্দর ইবাদত পালনে আল্লাহ্‌র সাহায্য চাওয়ার দো‘আ ১৩৪
- ◆ আল্লাহ্‌র রহমত কামনার দো‘আ ১৩৫
- ◆ স্বীকৃতি স্বরূপ দো‘আ ১৩৫
- ◆ ফজর থেকে চাশতের ছালাতের সময় পর্যন্ত যিকিরের ছওয়াবের দো‘আ ১৩৬
- ◆ পাঁচটি বিষয়ে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনার দো‘আ ১৩৭
- ◆ আটটি বিষয়ে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ চাওয়ার দো‘আ ১৩৮

- ◆ দ্বীনের উপর দৃঢ় থাকার দো‘আ ১৩৮
- ◆ হালাল রূযী অন্বেষণ ও ঋণ মওকুফের দো‘আ ১৪০
- ◆ পরহেযগারিতা কামনার দো‘আ ১৪০

◆ ফরয ছালাত শেষে তাসবীহ, তাহমীদ, তাহলীল ও তাকবীর ১ ১৪১

◆ ফরয ছালাত শেষে তাসবীহ, তাহমীদ, তাহলীল ও তাকবীর ২ ১৪২

- ◆ ফরয ছালাত শেষে ও ঘুমানোর পূর্বে বিশেষ যিকির ১৪৪
- ◆ ফরয ছালাত শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠ করা ১৪৬
- ◆ ফরয ছালাত শেষে সূরা ফালাক্ব ও নাস পাঠ করা ১৪৭
- ◆ মাগরিব ও ফজরের ছালাতের পর পঠিতব্য দো‘আ ১৪৮
- ◆ মাগরিব ও ফজরের ছালাত শেষে সূরা ফালাক্ব, নাস ও ইখলাছ পাঠ করা ১৪৯
- ◆ সকাল-সন্ধ্যায় পঠিতব্য সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দো‘আ ১৫০

➢ **ফযীলতপূর্ণ বিভিন্ন যিকির সমূহ**

- ◆ সর্বশ্রেষ্ঠ দো‘আ ও ফযীলত ১৫১
- ◆ হাযার নেকী উপার্জন ও হাযার গুণাহ মাফের যিকির ১৫১
- ◆ সমুদ্রের ফেনা সমপরিমাণ গুনাহ ক্ষমা হওয়ার যিকির সমূহ ১৫২
- ◆ জান্নাতে খেজুর গাছ লাগানোর যিকির ১৫৫
- ◆ আসমান-যমীন পূর্ণ করে দেয় যে যিকির ১৫৬
- ◆ মীযানের পাল্লা ভারী হওয়ার যিকির ১৫৬
- ◆ যে যিকির জান্নাতের ভাণ্ডার ১৫৭
- ◆ আল্লাহ্‌র প্রিয় চারটি বাক্য; দিনের সেরা শ্রেষ্ঠ্য আমল ১৫৮

❖ **মুনাজাতের বিধান** ১৬০

ক. ছালাতের মধ্যে দো‘আ বা মুনাজাতের স্থান সমূহ ১৬০

- ◆ ইস্তিফতাহ বা ছানা পাঠে মুনাজাত ১৬১
- ◆ আঊযুবিল্লাহ্‌ পাঠে মুনাজাত ১৬১
- ◆ সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের মধ্যে মুনাজাত ১৬১

- ইমাম ও মুছল্লী সমস্বরে আমীন বলাও মুনাজাত ১৬১
- ক্বির‘আতে বা বিভিন্ন সূরা তিলাওয়াতের মধ্যে মুনাজাত ১৬২
- রুকুর সময় মুনাজাত ১৬২
- রুকু থেকে উঠার দো‘আ ও ক্বওমা হ’ল মুনাজাত ১৬২
- সিজদার সময় মুনাজাত ১৬৩
- দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে মুনাজাত ১৬৩
- ফরয ছালাতের মধ্যে সম্মিলিত মুনাজাত ১৬৩
- বিতর ছালাতে মুনাজাত ১৬৪
- শেষ বৈঠকে মুনাজাত ১৬৪

খ. ছালাতের ভিতরে একাকী ও সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো‘আ ১৬৫

- বিতরের কুনূত ও কুনূতে নাযিলাহর ছালাতে ১৬৫
- বৃষ্টির পানি প্রার্থনার জন্য ১৬৫
- বৃষ্টির পানি বন্ধের জন্য ১৬৫
- চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময় ১৬৬

গ. ছালাতের বাহিরে একাকী দু’হাত তুলে দো‘আর স্থান সমূহ ১৬৬

- উম্মতের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর দো‘আ ১৬৭
- অন্যের হিদায়াত কামনা করে হাত তুলে দো‘আ ১৬৭
- অন্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে হাত তুলে দো‘আ ১৬৮
- যুদ্ধের ময়দানে হাত তুলে দো‘আ ১৬৮
- কবর যিয়ারতের সময় হাত তুলে দো‘আ ১৬৯
- বায়তুল্লাহ্ দেখে হাত তুলে দো‘আ ১৭০
- আরাফার ময়দানে হাত তুলে দো‘আ ১৭১
- হজ্জে পাথর নিক্ষেপের সময় হাত তুলে দো‘আ ১৭১
- মুসাফিরের হাত তুলে দো‘আ ১৭২
- ইবরাহীম (আঃ) তাঁর সন্তান ও স্ত্রীর জন্য হাত তুলে দো‘আ ১৭২

ঘ. ছালাত শেষে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে মুনাজাত সম্পর্কে মুহাদ্দীছগণের মতামত ১৭৩

- শায়খুল ইসলাম ইমাম আহমাদ ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর মন্তব্য ১৭৫
- আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর মন্তব্য ১৭৬
- শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায’-এর মন্তব্য ১৭৬
- শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী’র মন্তব্য ১৭৭
- শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু ছালিহ আল-উছায়মীন’র মন্তব্য ১৭৭
- আবূ আব্দুর রহমান জাইলানের মন্তব্য ১৭৮
- আল্লামা ওবায়দুল্লাহ রহমানী মুবারকপুরীর মন্তব্য ১৭৮
- প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারের মন্তব্য ১৭৯
- সাইয়েদ আবূল আ’লা মওদূদীর মক্তব্য ১৭৯
- সাপ্তাহিক আরাফাতের বিবৃতি ১৭৯
- দারুল ইফতা তথা মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকার ফৎওয়া ১৮০
- মাসিক পৃথিবী পত্রিকার ফৎওয়া ১৮০

❖ **বিভিন্ন ছালাতের গুরুত্ব ও দো‘আ**

ক. বিতর ছালাত ১৮১

- দো‘আয়ে কুনূত ১৮২
- কুনূতে নাযিলা ১৮৩
- বিতর ছালাতের পর দো‘আ ১৮৪

খ. তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ্র ছালাত ১৮৫

- তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ্র ছালাতের পরিচয় ১৮৫
- তাহাজ্জুদ ছালাত কবূলের দো‘আ ১৮৬
- তাহাজ্জুদ ছালাতের ফযীলত ১৮৬
- তারাবীহ্র ছালাতের ফযীলত ১৮৮

গ. জুম‘আর ছালাত ১৮৯

- জুম‘আর ছালাতের হুকুম ১৯০
- জুম‘আর দিনের ও ছালাতের ফযীলত ১৯১

ঘ. ঈদায়নের ছালাত ১৯৪

- ঈদায়নের ছালাতের গুরুত্ব ১৯৫

- ঈদায়নের ছালাতের তাকবীর সমূহ ১৯৫
- ঈদায়নের তাকবীর ১৯৬

ঙ. জানাযার ছালাত ১৯৬

- জানাযার ছালাতের নিয়ম ১৯৬
- জানাযার দো‘আ সমূহ ১৯৭
- জানাযার ছালাতের ফযীলত ২০০

চ. ইশরাক্ব বা চাশতের ছালাত ২০১

- চাশতের ছালাতের নিয়ম ২০২
- চাশতের ছালাতের ফযীলত ২০২

ছ. ছালাতুল ইস্তিস্ক্বা ২০৩

- ইস্তিস্ক্বা ছালাত আদায়ের পদ্ধতি ২০৩
- ইস্তিস্ক্বা ছালাতের দো‘আ সমূহ ২০৪
- ইস্তিস্ক্বা ছালাতের ফযীলত ২০৬

জ. সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের ছালাত ২০৭

ঝ. ছালাতুল ইস্তিখা-রাহ্ ২০৮

ঞ. ছালাতুত তাওবাহ ২১০

❖ **বিভিন্ন সূরা ও আয়াত তিলাওয়াতের ফযীলত**

- সূরা বাক্বারাহ তিলাওয়াতের ফযীলত ২১২
- আয়াতুল কুরসী পাঠের ফযীলত ২১৩
- সূরা বাক্বারাহ’র শেষের তিন আয়াত ও ফযীলত ২১৭
- সূরা আলে ইমরান তিলাওয়াতের ফযীলত ২২০
- সূরা যুমার ও বনী ইসরাঈল তিলাওয়াতের ফযীলত ২২০
- সূরা কাহাফ তিলাওয়াতের ফযীলত ২২০
- সূরা মুলক ও সাজদাহ তিলাওয়াতের ফযীলত ২২১
- সূরা কা-ফিরূণ তিলাওয়াতের ফযীলত ২২২
- সূরা ইখলাছ তিলাওয়াতের ফযীলত ২২৪
- সূরা ফালাক্ব ও নাস তিলাওয়াতের ফযীলত ২২৭

➢ **কুরআনের কতিপয় আয়াতের জওয়াব** ২৩১

➢ **আল্লাহ্‌র সুন্দরতম ৯৯টি নাম মুখস্থ করার ফযীলত** ২৩২

❖ **দৈনন্দিন জীবনে পঠিতব্য দো‘আ ও ফযীলত**

➢ **সকল ভাল কাজ শুরু করার দো‘আ** ২৩৬

➢ **শুরুতে ‘*বিসমিল্লা-হ*’ বলতে ভুলে গেলে** ২৩৬

➢ **সালাম বিনিময় ও কুশলাদী সংক্রান্ত দো‘আ সমূহ**

- সালাম প্রদানের সময় বলবে ২৩৭
- সালামের জওয়াবে বলবে ২৩৮
- অন্যের মাধ্যমে প্রাপ্ত সালামের জওয়াবে বলবে ২৩৯
- অমুসলিমদের সালামের জওয়াবে বলবে ২৪০
- কেউ কুশলাদি জিজ্ঞেস করলে বলবে ২৪০
- কেউ দো‘আ চাইলে তার জন্য দো‘আ ২৪১

➢ **গমনাগমন ও ভ্রমণ সংক্রান্ত দো‘আ সমূহ**

- বাড়ীতে প্রবেশ করার পূর্বের দো‘আ ২৪২
- বাড়ীতে প্রবেশের দো‘আ ২৪৩
- বাড়ী থেকে বের হওয়ার দো‘আ ২৪৪
- বিদায়কালে পরস্পরের উদ্দেশ্যে পঠিতব্য দো‘আ ২৪৫
- পরিবহণে আরোহণ ও সফর বা ভ্রমণের দো‘আ ২৪৫
- উপরে উঠার দো‘আ ২৪৭
- নীচে নামার দো‘আ ২৪৭
- নৌকা ও ভাসমান যানে আরোহণের দো‘আ ২৪৭
- সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দো‘আ ২৪৭
- গ্রামে বা শহরে প্রবেশের দো‘আ ২৪৮
- বাজারে প্রবেশের দো‘আ ২৫০

➢ **খানাপিনা সংক্রান্ত দো‘আ সমূহ**

- খাওয়া শুরুর দো‘আ ২৫২
- খাওয়ার শুরুতে দো‘আ বলতে ভুলে গেলে ২৫২

- ♦ খাওয়া শেষের দো'আ ২৫৩
- ♦ দুধ পান শেষের দো'আ ২৫৩
- ♦ খাওয়া শেষে দস্তারখানা উঠানোর দো'আ ২৫৪
- ♦ মিযবানের জন্য দো'আ ২৫৫
- ♦ খাদ্য ও পানীয় পাত্র ঢেকে রাখার দো'আ ২৫৬

➢ **লেখা-পড়া সংক্রান্ত দো'আ সমূহ**
- ♦ লেখা-পড়া শুরুর দো'আ ২৫৭
- ♦ নিজের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দো'আ ২৫৭
- ♦ জিহ্বার জড়তা দূর করার দো'আ ২৫৭
- ♦ অন্যের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দো'আ ২৫৮
- ♦ তিলাওয়াতে সিজদার দো'আ ২৫৯
- ♦ কুরআন তিলাওয়াতের পর দো'আ ২৫৯

➢ **ঘুমানো সংক্রান্ত দো'আ সমূহ**
- ♦ দরজা-জানালা বন্ধ করার সময় দো'আ ২৬০
- ♦ **ঘুমানোর পূর্বে করণীয় এবং দো'আ ও যিকির** ২৬১
- ♦ ওযূ করে ঘুমাতে যাওয়া ২৬১
- ♦ বিছানা ঝেড়ে পরিস্কার করা ২৬২
- ♦ ঘুমানোর দো'আ ২৬২
- ♦ সকাল-সন্ধ্যা ও ঘুমানোর দো'আ ২৬৩
- ♦ আয়াতুল কুরসী পাঠ করা ২৬৪
- ♦ সূরা বাক্বারাহ'র শেষ দু'টি আয়াত তিলাওয়াত করা ২৬৫
- ♦ সূরা ফালাক্ব, নাস ও ইখলাছ পাঠ করা ২৬৬
- ♦ সূরা কা-ফিরূণ পাঠ করা ২৬৬
- ♦ তাসবীহ, তাহমীদ ও তাকবীর পাঠ করা ২৬৭
- ♦ ইহতিসাব পর্যালোচনা করা এবং অন্যের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ না রেখে ক্ষমা করা ২৬৭
- ♦ বিছানায় শুয়ে পার্শ্ব পরিবর্তন করার দো'আ ২৬৯

- ♦ ঘুমের মধ্যে ভয় পেলে দো'আ ২৬৯
- ♦ দুঃস্বপ্ন দেখলে দো'আ ২৭০
- ♦ ঘুম থেকে উঠে দো'আ ২৭০

➢ **টয়লেট সংক্রান্ত দো'আ সমূহ**
- ♦ টয়লেটে প্রবেশের দো'আ ২৭১
- ♦ টয়লেট থেকে বের হওয়ার দো'আ ২৭২
- ♦ গোসলে ওযূ শুরুর দো'আ ২৭২

➢ **হাঁচি ও তার জওয়াব সংক্রান্ত দো'আ সমূহ**
- ♦ হাঁচি দিলে বলবে ২৭২
- ♦ হাঁচির জওয়াবে বলবে ২৭৩
- ♦ হাঁচির জওয়াব শুনে বলবে ২৭৩
- ♦ অমুসলিমদের হাঁচির জওয়াবে বলবে ২৭৪

➢ **ছিয়াম, রামাযান ও ঈদ সম্পর্কিত দো'আ**
- ♦ নতুন চাঁদ দেখার দো'আ ২৭৪
- ♦ ইফতারের দো'আ ২৭৫
- ♦ ইফতার শেষের দো'আ ২৭৫
- ♦ লায়লাতুল ক্বদরের দো'আ ২৭৬
- ♦ ঈদে পারস্পরিক সাক্ষাতের দো'আ ২৭৬
- ♦ ঈদায়নের তাকবীর বা দো'আ ২৭৭
- ♦ কুরবানী করার দো'আ ২৭৭

➢ **হজ্জ ও ওমরাহ সম্পর্কিত দো'আ**
- ♦ কা'বা গৃহ দর্শনের দো'আ ২৭৮
- ♦ কা'বা গৃহে প্রবেশের দো'আ ২৭৯
- ♦ মসজিদুল হারামে প্রবেশের ২য় দো'আ ২৭৯
- ♦ মসজিদুল হারাম থেকে বের হওয়ার দো'আ ২৮০
- ♦ হজ্জ ও ওমরার তালবিয়া পাঠ ২৮১
- ♦ হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামিনীর মাঝখানে পঠিত দো'আ ২৮২

- ◆ ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ে পঠিতব্য দো'আ ২৮২
- ◆ আরাফার দিবসে পাঠিতব্য দো'আ ২৮৪

➢ **দাম্পত্য জীবনে পঠিতব্য দো'আ সমূহ**

- ◆ চরিত্রবতী স্ত্রী ও সন্তান লাভের জন্য দো'আ ২৮৫
- ◆ বিবাহের খুৎবা ২৮৬
- ◆ বিয়ে কবূলের পরে নতুন বর-কনের জন্য খাছ করে দো'আ ২৮৬
- ◆ বাসর ঘরে স্ত্রীর কপালের চুল ধরে দো'আ ২৮৭
- ◆ বাসর রাতে দু'রাকা'আত ছালাত পরে দো'আ ২৮৮
- ◆ স্ত্রী সহবাসের পূর্বের দো'আ ২৮৯
- ◆ নবজাতকের কানে আযান শুনানো ২৮৯
- ◆ নবজাতক শিশুর তাহনীক ও দো'আ ২৯০
- ◆ সপ্তম দিনে আক্বীক্বা করার দো'আ ২৯০

➢ **মৃত ব্যক্তি সম্পর্কিত দো'আ সমূহ**

- ◆ মুমূর্ষু ব্যক্তির জন্য দো'আ ও তালক্বীন করানো ২৯১
- ◆ মৃত্যু সংবাদ, বিপদে ও মুছীবতে পড়লে দো'আ ২৯২
- ◆ মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করার সময় পঠিত দো'আ ২৯৩
- ◆ মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ ২৯৫
- ◆ জানাযার দো'আ ২৯৫
- ◆ কবরে লাশ রাখার দো'আ ২৯৬
- ◆ দাফনের সময় উপস্থিত সকলে পড়বে ২৯৬
- ◆ কবর যিয়ারতের দো'আ ২৯৭

➢ **বৃষ্টি সম্পর্কিত পঠিতব্য দো'আ সমূহ**

- ◆ আকাশে মেঘ দেখলে যে দো'আ ২৯৮
- ◆ ঝড়-তুফানের সময় পঠিতব্য দো'আ ২৯৮
- ◆ বজ্রের আওয়ায শুনলে পঠিতব্য দো'আ ২৯৯
- ◆ উপকারী বৃষ্টি প্রার্থনার দো'আ ৩০০
- ◆ বৃষ্টি চেয়ে দো'আ ৩০০

- ◆ বৃষ্টি দেখলে বলতে হয় ৩০১
- ◆ ক্ষতিকর ও অতিবৃষ্টি বন্ধের দো'আ ৩০২

❖ **দৈনন্দিন জীবনে পঠিতব্য বিভিন্ন দো'আ ও ফযীলত**

- ◆ ভবিষ্যতে কোন ভাল কাজ করতে চাইলে বলতে হয় ৩০৩
- ◆ বিস্ময়কর কিছু দেখে বা শুনে পঠিতব্য দো'আ ৩০৩
- ◆ অশুভ লক্ষণ বা কোন জিনিস অপছন্দ হ'লে দো'আ ৩০৪
- ◆ ভূমিকম্প বা কোন আকস্মিক বিপদের দো'আ ৩০৪
- ◆ অন্যের অনিষ্টতা ও ভয় থেকে পরিত্রাণের দো'আ ৩০৫
- ◆ বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখে দো'আ ৩০৬
- ◆ বিষাক্ত কীট-পতঙ্গের কামড় ও কু-নযর থেকে বাঁচার দো'আ ৩০৬
- ◆ দুরারোগ্য ব্যাধী ও মহামারী থেকে বেঁচে থাকার দো'আ ৩০৭
- ◆ রোগী দেখার বা পরিচর্যা করার দো'আ ৩০৮
- ◆ ব্যথা দূর করার দো'আ ৩০৯
- ◆ আয়না দেখার দো'আ ৩১০
- ◆ নতুন কাপড় পরিধানের দো'আ ৩১০
- ◆ শিরক হ'তে নিরাপত্তা লাভের দো'আ ৩১১
- ◆ অহংকার থেকে মুক্ত থাকার দো'আ ৩১২
- ◆ ক্বলবের প্ররোচনা থেকে বাঁচার দো'আ ৩১৩
- ◆ উপকারী ব্যক্তির জন্য পঠিতব্য দো'আ ৩১৪
- ◆ আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ভালবাসার কথা বললে, জওয়াবে বলতে হয় ৩১৫
- ◆ ঋণ পরিশোধের সময় বলতে হয় ৩১৬
- ◆ সকাল-সন্ধ্যায় পঠিতব্য দো'আ ৩১৭
- ◆ মজলিশ বা বৈঠক শেষের দো'আ ৩১৮

-ঃ-

www.anniyat.com

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

الحمد لله وحده، والصّلاة والسّلام على من لا نبيّ بعده وبعد .

ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলার অসীম রহমতের ফলে পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। মানুষ, তার বিবেকের বোধ শক্তি থাকার কারণে দুনিয়াতে শ্রেষ্ঠ জীব। এই শ্রেষ্ঠ জাতিকে সৃষ্টি করার পেছনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উদ্দেশ্য হ'ল, বান্দা যেন একমাত্র তার সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তার ইবাদত করেন। তিনি বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. 'আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্যই' *(আয-যারিয়াত ৫১/৫৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, দো'আ হ'ল ইবাদত' *(আহমাদ, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/২২৩০)*। দো'আ ও যিকির ইবাদতের মধ্যে গণ্য। ইবাদতের মধ্যে দো'আর অর্থ ও ফযীলত অবগত হ'লে ইবাদতের একাগ্রতা ও দৃঢ়তা বেড়ে যায়। তাছাড়া আল্লাহ্‌র সাথে চুপি চুপি কথপোকথনের আগ্রহ ও নিবিড়ত্ব হয় পরিপুষ্ট। সেই বিবেচনা করে **'ফযীলতপূর্ণ দো'আ ও যিকির'** বইটি রচনা করেছি। মানুষের স্বভাবধর্ম নগদ পেতে চায়। আর এই বইটি পরকালে নগদ পাওয়ার আকাংখা বাড়িয়ে দিবে এবং দুনিয়ার বিনিময়ে আখিরাতকে প্রাধান্য দিবে এই আশাতে দো'আর পরেই প্রেক্ষাপট অথবা ফযীলত বর্ণনা করেছি। যা জেনে একজন পাঠকের দো'আর প্রতি গুরুত্ব ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে, ইনশাআল্লাহ। তাছাড়া আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, أَلاَ إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلاَّ ذِكْرَ اللهِ وَمَا وَالاَهُ وَعَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا. 'দুনিয়া ও তার মাঝের সকলকিছুই অভিশপ্ত, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার যিকির ও তার সাথে সংগতিপূর্ণ অন্যান্য আমল, আলিম (দ্বীনি জ্ঞানে পণ্ডিত) ও ইলম অন্বেষণকারী (দ্বীনি জ্ঞানের শিক্ষার্থী) এর ব্যতিক্রম' *(তিরমিযী হা/২৩২২; মিশকাত হা/৫১৭৬; হাসান হাদীছ)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যখন কেউ উত্তমরূপে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তখন তার আমলকৃত প্রত্যেকটি পূণ্যের বিনিময়ে সাতশ গুণ বাড়িয়ে লেখা হয়' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর কথাকে প্রাধান্য দিয়ে অভিশাপ মুক্ত মানুষ হওয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সাতশত গুণ ছওয়াবের আশায় একজন মুসলমান দৈনন্দিন জীবনে দো'আ ও যিকিরের অর্থ ও ফযীলত অনুধাবন করে ইবাদতে যেমন তৃপ্তি ও প্রশান্তি পায়, তেমনি ইবাদতের বাহিরে দো'আ ও যিকির পাঠ করে আত্মার কোষগুলো সঞ্জিবিত রাখে।

মানুষ যেহেতু ভুলের উর্ধ্বে নয় সেহেতু এ ক্ষেত্রে আমিও এর ব্যতিক্রম নই। তদুপরি জ্ঞানের ঘাটতি তো রয়েছে। গ্রাহকের চাহিদার প্রতি সম্মান ও ভালবাসা রেখে বইটি নতুন সংস্করণের মাধ্যমে যথেষ্ট যোজন-বিয়োজন করে তা ***www.anniyat.com*** -এ ওয়েবসাইটে পিডিএফ প্রকাশ করা হলো। সুতরাং আবারও ভুল-ত্রুটি থাকা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তবে বিজ্ঞজনদের জন্য ভুল শুধরে দেয়ার দ্বার উন্মুক্ত রইল। আশা করি তারা এ কাজে সহযোগিতা করে ছাদাক্বায়ে জারিয়ার কাজে অংশগ্রহণ করবেন।

'কোভিট-১৯'-এর সময় আমার ব্যবসা যখন মন্দা যাচ্ছিল, ঠিক তখন আমি অবসর সময়কে কাজে লাগিয়ে বইটি লেখার জন্য আত্মনিয়োগ করি এবং সফল হই, আলহামদুলিল্লাহ। আর এ বই প্রনয়ণ, প্রকাশ ও পরিবেশনার ক্ষেত্রে যে যতটুকু সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে সর্বোত্তম পুরস্কার দান করুন। আল্লাহ সকলকে জাঝায়ে খায়ির দান করুন।

পরিশেষে, হে আল্লাহ! তুমি ত্রুটিগুলো ক্ষমা করো এবং দ্বীনের পথে এই খিদমত কবূল করো। যত মুমিন মুসলমান এ বইটি পড়ে আমল করবে এবং অন্যকে আমল করতে সাহায্য করবে, তোমার রাসূল (ছাঃ)-এর ওয়াদা মোতাবেক এ গুনাহগার বান্দার আমলনামায় তার ছওয়াব পূর্ণরূপে যুক্ত করে দাও। এই বইটির অসীলায় আমাকে, আমার আব্বা-আম্মা ও পরিবারবর্গ এবং আত্মীয়-স্বজনসহ সকল শুভাকাংখী যারা আমাকে এই দ্বীনের পথে পথ চলতে সহযোগীতা করেছেন, তাদের সকলকে কবরে ও হাশরে মুক্তি দান করো এবং ক্ষমা করে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করো, আমীন!! *সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী, সুবহা-নাল্লা-হিল 'আযীম*।

বিনীত লেখক

দো'আ ও যিকির সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

১. দো'আ অর্থ : দো'আ (دعاء) অর্থ ডাকা, কিছু চাওয়া, প্রার্থনা করা প্রভৃতি। বিনয়ের সাথে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করা হ'ল দো'আ। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আমার নিকট দো'আ করো, আমি তোমাদের দো'আ কবূল করব' *(মুমিন ৪০/৬০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, দো'আ হ'ল ইবাদত'।[১]

২. যিকির অর্থ : যিকির (ذكر) হ'ল স্মরণ করা, মনে রাখা, উল্লেখ করা, বর্ণনা দেওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ 'আল্লাহ্‌র যিকর (স্মরণ)ই সবচেয়ে বড়' *(আনকাবুত ২৯/৪৫)*। সৃষ্টি তার স্রষ্টাকে স্মরণ করলে স্রষ্টাও তাঁর সৃষ্টিকে স্মরণ করেন। আল্লাহ বলেন, فَاذْكُرُوْنِيْ أَذْكُرْكُمْ 'তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব' *(বাক্বারাহ ২/১৫২)*। বেশী বেশী আল্লাহ্‌র যিকির করলে সফলকাম হওয়া যায়। আল্লাহ বলেন, وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ 'তোমরা অধিকহারে আল্লাহকে স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পারো' *(জুম'আ ৬২/১০)*। অন্যদিকে যারা আল্লাহকে স্মরণ করে না, তাদের থেকে দুরে থাকা উচিৎ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا 'অতএব আপনি তাকে উপেক্ষা করে চলুন, যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হয় এবং দুনিয়ার জীবনই কামনা করে' *(নাজম ৫৩/২৯)*।

৩. দো'আ ও যিকিরের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য : দো'আ হ'ল আল্লাহ্‌র গুণগান করার মাধ্যমে বান্দা তার প্রভুর নিকট ইবাদতের ভেতরে ও বাহিরে নিজের আবেদন পেশ করে থাকে। পক্ষান্তরে যিকির হ'ল বান্দা তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র তাসবীহ, তাহলীল, তাহমীদ ও তাকবীরের মাধ্যমে সর্বদা তাঁকে স্মরণ করে থাকে।

১. আহমাদ, আবূদাউদ, মিশকাত হা/২২৩০; প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), (৪র্থ সংস্করণ), পৃষ্ঠা-২৬৮।

দো'আ ও যিকিরের গুরুত্ব

ক. দো'আর গুরুত্ব : ইবাদতের ভেতরে ও বাহিরে দো'আর গুরুত্ব অনেক বেশী। 'যে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তার উপর ক্রোধান্বিত হন'।[২] দো'আর মাধ্যমে মানুষ ক্ষমা ও কল্যাণ অর্জন করে। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عنهُ من السُّوءِ مثلها قَالُوا: إِذنْ نُكثرُ قَالَ: اللهُ أَكثر. 'মুসলমান যখন অন্য কোন মুসলমানের জন্য দো'আ করে, যার মধ্যে কোনরূপ গোনাহ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা থাকে না, আল্লাহ উক্ত দো'আর বিনিময়ে তাকে তিনটির যেকোন একটি দান করে থাকেন : (১) তার দো'আ দ্রুত কবূল করেন অথবা (২) তার প্রতিদান আখিরাতে প্রদান করার জন্য রেখে দেন অথবা (৩) তার থেকে অনুরূপ আরেকটি কষ্ট দূর করে দেন। একথা শুনে ছাহাবীগণ বললেন, তাহ'লে আমরা বেশী বেশী দো'আ করব। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ আরও বেশী দো'আ কবূলকারী'।[৩]

দো'আ তাক্বদীরের পরিবর্তন করে ছাওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلا الدُّعَاءُ، وَلا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلا الْبِرُّ، 'দো'আ ব্যতীত কোন কিছুই তাক্বদীরের পরিবর্তন আনতে পারে না এবং সৎ 'আমল ছাড়া হায়াত বৃদ্ধি করতে পারে না'।[৪] অন্যত্র তিনি বলেন, لا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلا الدُّعَاءُ، وَلا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلا الْبِرُّ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ 'দো'আ ব্যতীত ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না, পুণ্য ব্যতীত আয়ু বৃদ্ধি পায় না এবং পাপ মানুষকে নির্ধারিত জীবিকা থেকে বঞ্চিত করে'।[৫]

২. তিরমিযী ৫/৪৫৬, ইবনু মাজাহ ২/১২৫৮।
৩. আহমাদ, মিশকাত হা/২২৫৯ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭১০; হাসান হাদীছ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃষ্ঠা-২৬৮।
৪. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৩০৪৮৭; হাকিম হা/১৮১৪; ইবনে হিব্বান হা/৮৭২; আহমাদ হা/২২৩৮৬; হাসান হাদীছ।
৫. ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৯২৫; ছহীহুল জামি' হা/১৭৭৩৩।

খ. যিকিরের গুরুত্ব : যিকিরের গুরুত্ব অপরিসীম। যিকিরের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি, ক্রোধ থেকে নাজাত, রহমত ও ক্ষমার প্রত্যাশা এবং সর্বপরী মুমিন বান্দা হিসেবে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম হ'লে জান্নাতের আকাংখা করা যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, وَالذَّاكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ . أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيْمًا 'আল্লাহ্‌কে বেশী বেশী স্মরণকারী নারী ও পুরুষের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা প্রতিদান' *(আহযাব ৩৩/৩৫)*।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রাহিঃ) বলেন, أُطْلُب قلبَك في ثلاثةِ مَواطنٍ: عندَ سماعِ القرآن في مجالسِ الذِّكرِ وفي أوقات الخَلْوَة فإنْ لم تَجِدْهُ في هذه المَواطِنِ فَسَلِ اللهَ أن يَمُنَّ عليك بِقَلْب فإنه لا قلبَ لك. 'তুমি তোমার অন্তরকে তিনটি স্থানে অনুসন্ধান করো। (১) আল কুরআন শ্রবণের সময়। (২) যিকিরের বৈঠকে যে বৈঠকে মহান আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা হয়। (৩) নিরিবিলি সময় যখন নিঃসঙ্গ বা একাকী অবস্থানকালে। যদি তুমি এই তিন স্থানে অন্তর বা আত্মাকে খুঁজে না পাও তাহ'লে মহান আল্লাহ্‌র নিকটে প্রার্থনা করো যে, তিনি যেন তোমাকে অন্তর দান করেন। কেননা এরূপ অবস্থায় তোমার মাঝে কোন অন্তর নেই'।[৬]

(১) কুরআন অনুধাবন করাও যিকির : কুরআন অনুধাবন করে তিলাওয়াত করা উচিৎ। কুরআন আমাদের জন্য উপদেশ, আত্মার খোরাক ও শিফা দানকারী। যা বুঝার জন্য অতিব সহজ করে দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা'আলা বলেন, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. 'আমরা কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, উপদেশের জন্য। অতএব আছো কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী?' *(ক্বামার ৫৪/১৭)* অন্যত্র তিনি বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ 'হে মানব জাতি! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে এসে গেছে উপদেশবাণী (কুরআন) এবং অন্তরের রোগসমূহের নিরাময়কারী এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথ প্রদর্শক ও রহমত' *(ইউনুস ১০/৫৭)*।

৬. আল-ফাওয়ায়িদ, পৃষ্ঠা-১৪৯।

কুরআন তিলাওয়াতকারী মুমিন ও মুনাফিক্ব সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الأُتْرُجَّةِ ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لاَ رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِى لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ ، لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ.

'যে মুমিন কুরআন তিলাওয়াত করে তার উদাহরণ হ'ল কাগজী লেবুর মতো যার গন্ধ সুবাসিত, স্বাদও ভালো। আর যে মুমিন কুরআন তিলাওয়াত করে না তার উদাহরণ হ'ল খেজুরের মতো যার কোন গন্ধ নেই, তবে স্বাদ খুব মিষ্টি। আর কুরআন তিলাওয়াতকারী মুনাফিক্ব হ'ল রাইহানা ফুলের মত, যার গন্ধ ভালো কিন্তু স্বাদ অত্যন্ত তিক্ত। কুরআন তিলাওয়াত করে না এমন মুনাফিক্ব হ'ল মাকাল ফলের মতো যার গন্ধও তিক্ত, স্বাদও তিক্ত'।[৭]

কুরআনের দু'টো আয়াত অনুধাবন করার ফযীলত উঁচু কুঁজবিশিষ্ট দু'টো উটের মত উত্তম হবে। উক্ববা ইবনে আমির (রাঃ) বলেন, একবার আমরা সুফ্‌ফায় (মসজিদে নব্বীর আঙ্গিনায়) অবস্থান করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বের হয়ে বললেন, أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِىَ مِنْهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ نُحِبُّ ذَلِكَ. قَالَ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِى غَيْرِ إِثْمٍ وَلاَ قَطْعِ رَحِمٍ. أَفَلاَ يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمَ أَوْ يَقْرَأَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلاَثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإِبِلِ. 'তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে প্রতিদিন সকালে বুত্বহান বা আক্বীক্ব উপত্যাকা হ'তে কোন প্রকার পাপ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ব্যতিরিকে উঁচু কুঁজবিশিষ্ট দু'টো উট নিয়ে আসতে পছন্দ করে? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা তা পছন্দ করি। তিনি বললেন, 'তোমরা কেউ কি

৭. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২১১৪।

এরূপ করতে পার না, সকালে মসজিদে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কিতাব থেকে দু'টো আয়াত অনুধাবন করবে অথবা পাঠ করবে; এটা তার জন্য দু'টো উটের তুলনায় উত্তম। আর তিনটি আয়াত তিনটি উট থেকে উত্তম। চারটি আয়াত চারটি উট হ'তে উত্তম। আর সমসংখ্যক উট লাভ করা থেকেও তা অধিক উত্তম হবে'।[৮]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, পিতা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) **১২** বছরে সূরা বাক্বারাহ শেষ করেন। অতঃপর যেদিন শেষ হয়, সেদিন তিনি কয়েকটি উট নহর (যবেহ) করে সবাইকে খাওয়ান'।[৯]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রাহিঃ) বলেন, কুরআন হ'ল আরোগ্য গ্রন্থ। যা আত্মা ও দেহ এবং দুনিয়া ও আখেরাত সবকিছুকে শামিল করে।[১০] অন্যত্র তিনি বলেন, فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم 'আল কুরআনের একটি আয়াত খতমের উদ্দেশ্যে অনুধাবন ছাড়া ও না বুঝে পাঠ করার চেয়ে, উক্ত আয়াত অনুধাবন সহকারে বুঝে পাঠ করা উত্তম'।[১১]

(২) যিকির আত্মার সঞ্জিবনী : যিকির আত্মাকে সঞ্জিবিত ও বিবেককে জাগ্রত রাখে। এছাড়া যিকির হ'ল অন্তরকে সতেজ ও সজীব রাখার খাবার। যে যত বেশী আল্লাহ্কে স্মরণ করেন, তার অন্তরে তত বেশী প্রশান্তী থাকে। আল্লাহ বলেন, أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ 'জেনে রাখ! যিকিরের মাধ্যমে হৃদয়সমূহ প্রশান্তিলাভ করে' *(সূরা রা'দ ১৩/২৮)*। যিকির করলে আত্মা জীবিত থাকে নতুবা মরে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَثَلُ الَّذِيْ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِيْ لاَ يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. 'যে তার প্রতিপালকের যিকির করে ও যে করে না, তাদের তুলনা জীবিত ও মৃতের ন্যায়'।[১২]

৮. মুসলিম হা/৮০৩; মিশকাত হা/২১১০; তিরমিযী হা/১৫৮৯, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২।

৯. মুক্বাদ্দামা তাফসীর কুরতুবী 'আল্লাহ্র কিতাব শিক্ষা করা ও তা অনুধাবনের পদ্ধতি' অনুচ্ছেদ, ৭৬ পৃ.; যাহাবী, তারীখুল ইসলাম (বৈরূত : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১ম সংস্করণ ১৪০৭/১৯৮৭) ৩/২৬৭।

১০. যাদুল মা'আদ ৪/৩২৩।

১১. মিফতাহু দারিস সা'আদাহ, ১/১৮৭।

১২. বুখারী হা/৬৪০৭, মুসলিম; মিশকাত হা/২১৬৩।

(৩) যিকির হ'ল সর্বোত্তম আমল : এক বিদুঈন নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেসা করলেন, أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ 'সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি কে?' রাসূল (ছাঃ) বলেন, طُوْبَى لِمَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ 'সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য, যে ব্যক্তি দীর্ঘ জীবন পেয়েছে এবং সুন্দর আমল করেছে'। অতঃপর লোকটি বলল, أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ 'কোন আমল সবচেয়ে ভাল'? রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَنْ تَفَارِقَ الدُّنْيَا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللهِ 'তুমি দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে এমতাবস্থায় যে, তোমার জিহ্বা আল্লাহ্র যিকিরে সজীব থাকবে'।[১৩]

জিহাদের চেয়েও যিকির হ'ল উৎকৃষ্ট আমল। এমনকি আল্লাহ্র আযাব থেকে মুক্তির মাধ্যম। আবূ আবূদারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: مَا شَيْءٌ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ. 'আমি কি তোমাদেরকে সর্বোত্তম কাজ সম্পর্কে অবহিত করব না, যা তোমাদের মালিকের নিকটে সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের মর্যাদার দিক দিয়ে সর্বাধিক উঁচু, সোনা ও রূপা দান-খয়রাত করার চেয়ে অধিক উত্তম এবং তোমাদের শত্রুর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়ে তাদেরেকে তোমাদের আঘাত ও তোমাদেরকে তাদের আঘাত অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর? তারা বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তাহ'ল আল্লাহ্র যিকির। মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহ্র যিকিরের চেয়ে অগ্রগণ্য কোন জিনিস নেই'।[১৪]

যিকির মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং সোনা-রূপা দান করা ও জিহাদের ময়দানে লড়াই করার চেয়েও উত্তম। আবূ দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِيْ دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ

১৩. আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৭০।

১৪. তিরমিযী হা/৩৩৭৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৭৯০; হাকিম হা/১৮২৫; সনদ ছহীহ।

مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ. 'আমি কি তোমাদের বলব না তোমাদের আমল সমূহের মধ্যে কোনটি উত্তম, তোমাদের মালিকের নিকট অধিক পবিত্র, তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য অধিক কার্যকর। এমনকি সোনা-রূপা দান করার চেয়েও এবং তোমাদের এই আমল থেকেও উত্তম যে, তোমরা শত্রুর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তোমরা তাদের গলা কাটবে এবং তারা তোমাদের গলা কাটবে (অর্থাৎ জিহাদ করবে)? ছাহাবাগণ বললেন, 'অবশ্যই বলুন'। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى 'তা হ'ল আল্লাহ্‌র যিকর করা'।[১৫]

(৪) যিকির সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ : পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ সম্পদের অন্যতম সম্পদ যিকিরকারীর জিহ্বা। ছাওবান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট জনৈক ছাহাবী বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আমরা জানতে পারতাম কোন সম্পদ উত্তম, তবে তা জমা করতাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيْمَانِهِ 'তোমাদের কারো শ্রেষ্ঠ সম্পদ হ'ল যিকিরকারী জিহ্বা, অল্পে তুষ্ট অন্তর এবং ঈমানদার স্ত্রী যে তার স্বামীকে দ্বীনের ব্যাপারে সহযোগিতা করে'।[১৬]

(৫) যিকিরকারীর সাথে আল্লাহ থাকেন : যিকিরে যখন কোন ব্যক্তির ঠোঁটদ্বয় নড়ে উঠলে, তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার সাথে থাকেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَنَا مَعَ عَبْدِى حَيْثُمَا ذَكَرَنِىْ وَتَحَرَّكَتْ بِىْ شَفَتَاهُ. 'আল্লাহ বলেন, আমি আমার বান্দার নিকটে থাকি যখন সে আমার যিকির করে এবং আমার জন্য তার ঠোঁটদ্বয় নড়ে ওঠে'।[১৭]

আল্লাহ্‌কে স্মরণ করলে তিনি মানুষকেও উত্তম দলের মাঝে স্মরণ করেন। এমর্মে হাদীছে কুদসীতে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى أَنَا

১৫. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২১৬৪।
১৬. আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২২৭৭।
১৭. বুখারী, মিশকাত হা/২২৮৫।

عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِىْ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِىْ، فَإِنْ ذَكَرَنِى فِىْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِىْ نَفْسِىْ، وَإِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلأٍ ذَكَرْتُهُ فِىْ مَلأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ 'আল্লাহ বলেন, আমি আমার বান্দার নিকটে সেরূপ, যেরূপ সে আমাকে ভাবে। আমি তার সাথে থাকি, যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে তার মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও তাকে আমার মনে স্মরণ করি। যদি সে আমাকে মানুষের দলে স্মরণ করে, আমি তাকে তাদের অপেক্ষা উত্তম দলে স্মরণ করি'।[১৮]

আল্লাহ বলেন, فَاذْكُرُوْنِيْ أَذْكُرْكُمْ 'তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব' *(বাক্বারাহ ২/১৫২)*। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন,

يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِى إِنْ ذَكَرَنِى فِى نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِى نَفْسِى وَإِنْ ذَكَرَنِى فِى مَلإٍ ذَكَرْتُهُ فِى مَلإٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّى شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِى يَمْشِى أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.

'আল্লাহ বলেন, 'আমি বান্দার ধারণা অনুযায়ী নিকটে আছি। যখন সে আমার যিকির (স্মরণ) করে সে সময় আমি তার সাথে থাকি। বান্দা আমাকে একাকী স্মরণ করলে আমিও তাকে এককী স্মরণ করি। আর যদি সে আমাকে কোন মজলিশে আমার কথা স্মরণ করে তাহ'লে আমি তাকে তার চেয়ে উত্তম সভায় স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় তাহ'লে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে আসি। যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌড়িয়ে আসি'।[১৯] অন্যত্র বলেন, 'যখন কিছু মানুষ আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে বসে তখন ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে নেয়, আল্লাহ্‌র রহমত তাদেরকে ঢেকে ফেলে, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয় এবং আল্লাহ তাঁর নিকটস্থদের (অর্থাৎ ফেরেশতাদের) কাছে তাদের কথা উল্লেখ করেন'।[২০]

১৮. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২১৬৪।
১৯. মুসলিম হা/২৬৭৫।
২০. মুসলিম হা/২৭০০, মিশকাত হা/২১৬১।

(৬) যিকিরকারীকে আল্লাহ পুরস্কৃত করেন : যিকিরকারীকে আল্লাহ ক্ষমা করেন এবং কেহ হতভাগ্য থাকে না, যার সাক্ষী ফেরেশতাগণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘আল্লাহ্র একদল ফেরেশতা আছেন, যারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে আল্লাহ্র যিকরকারীদের অনুসন্ধান করেন। যখন তাঁরা কোন দলকে আল্লাহ্র স্মরণ করতে দেখেন, তখন তাঁরা একে অপরকে বলেন, আসো! তোমাদের কাম্য বস্তু এখানেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, অতঃপর ফেরেশতারা তাদেরকে নিজ নিজ ডানা দ্বারা দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত ঘিরে নেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যদিও তিনি তাদের অবস্থা অধিক অবগত। আল্লাহ ফেরেশতাগণকে বলেন, আমার বান্দারা কি বলছে? ফেরেশতাগণ বললেন, তারা আপনার পবিত্রতা, বড়ত্ব, প্রশংসা ও মর্যাদা বর্ণনা করছে। তখন আল্লাহ বলেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? ফেরেশতাগণ বললেন, আপনার কসম, তারা কখনো আপনাকে দেখেনি। তখন আল্লাহ বলেন, যদি তারা আমাকে দেখত তবে কেমন হ’ত? তখন ফেরেশতাগণ বললেন, যদি তারা আপনাকে দেখত, তবে তারা আরো বেশী আপনার ইবাদত করত এবং বেশী বেশী আপনার মর্যাদা ও পবিত্রতা ঘোষণা করত।

আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করেন, তারা কি চায়? ফেরেশতাগণ বললেন, তারা আপনার নিকট জান্নাত চায়? তখন আল্লাহ বলেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতাগণ বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার কসম, তারা কখনো জান্নাত দেখেনি। তখন আল্লাহ বলেন, যদি তারা জান্নাতকে দেখত তবে কেমন হ’ত? ফেরেশতাগণ উত্তর দেন, যদি তারা জান্নাত দেখত তবে প্রচন্ড লোভ করত, এটা পাওয়ার অধিক আগ্রহে বেশী বেশী প্রার্থনা করত। এবার আল্লাহ বলেন, তারা কোন জিনিস হ’তে আশ্রয় চায়? ফেরেশতাগণ উত্তর দেন, জাহান্নাম হ’তে। তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? ফেরেশতাগণ জওয়াবে বললেন, হে আমাদের রব! আপনার কসম, তারা জাহান্নাম দেখেনি। তখন আল্লাহ বলেন, কেমন হত, যদি তারা উহা দেখত? ফেরেশতাগণ বললেন, যদি তারা উহা দেখত তাহ’লে উহা হ’তে পলায়ন করত এবং বেশী বেশী ভয় পেত। তখন আল্লাহ বলেন, আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করছি, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘এমন সময় ফেরেশতাগণের একজন বলে উঠেন, অমুক ব্যক্তি তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। সে

শুধু তার নিজের কাজে এখানে এসেছে। তখন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, তারা এমন একদল লোক যাদের কেউই হতভাগ্য নয়’।[২১]

(৭) যিকির বিহীন ব্যক্তির সঙ্গী শয়তান : আল্লাহ্কে স্মরণ করলে শয়তান কাছে আসতে পারে না। মানুষ যখন আল্লাহ্র স্মরণ থেকে দূরে সরে যায়, তখন শয়তান তার বন্ধু হয়। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ أَنَّهُم مُّهْتَدُوْنَ. ‘যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্র স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্য একটি শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতঃপর সে-ই হয় তার সঙ্গী। শয়তানরাই মানুষকে সৎ পথে বাধা দান করে, আর মানুষ মনে করে যে, তারা সৎ পথেই রয়েছে’ *(যুখরুফ ৪৩/৩৬-৩৭)*। অন্যত্র বলেন, إِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ ‘শয়তান তাদের ওপর চেপে বসেছে এবং তাদেরকে আল্লাহ্র যিকির ভুলিয়ে দিয়েছে। এরাই শয়তানের দল। জেনে রেখো, নিশ্চয়ই শয়তানের দল ক্ষতিগ্রস্থ’ *(মুজাদালাহ ৫৮/১৯)*।

(৮) যিকিরের মজলিস জান্নাতের বাগান : আল্লাহ্কে স্মরণ করা হয় যে মজলিসে তা জান্নাতের সাথে তুলনা করে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا ‘যখন তোমরা জান্নাতের বাগানে পৌঁছবে তখন উহার ফল খাবে। ছাহাবীগণ বলেন, জান্নাতের বাগান কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সেটা হ’ল- حِلَقُ الذِّكْرِ ‘যিকিরের মজলিস’।[২২] অন্যত্র রয়েছে, যিকিরের মজলিশ নিয়ে আল্লাহ ফেরেশতাদের সামনে গর্ববোধ করেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একবার আমীরে মু‘আবিয়াহ্ (রাঃ) মাসজিদে গোল হয়ে বসা এক মাজলিসে পৌঁছলেন এবং মজলিসের লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কি কাজে এখানে বসে আছেন? জওয়াবে তারা বললেন, আমরা এখানে

২১. মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/২২৬৭।
২২. তিরমিযী হা/৩৫১০; মিশকাত হা/২২৭১।

আল্লাহ্‌র যিকির করছি। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম করে বলুন, আপনারা এখানে আর অন্য কোন কাজের জন্য তো বসেননি? তারা বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, আমরা এখানে এছাড়া আর অন্য কোন কাজে বসিনি। অতঃপর মু'আবিয়াহ্ (রাঃ) বললেন, জেনে রাখুন! আমি আপনাদের কথা অবিশ্বাস করে আপনাদেরকে শপথ করাইনি। মর্যাদাবান ছাহাবীগণের মধ্যে আমার মতো এত কম হাদীছ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট হ'তে বর্ণনা করেননি। (তাহ'লে শুনুন!) একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘর থেকে বের হয়ে তাঁর ছাহাবীগণের এক মাজলিসে পৌঁছলেন এবং বললেন, مَا أَجْلَسَكُمْ هَاهُنَا. 'তোমরা এখানে কেন বসে আছো?' উত্তরে তারা বললেন, আমরা এখানে আল্লাহ্‌র যিকির ও প্রশংসা করতে বসে আছি। কেননা, তিনি আমাদেরকে ইসলামে হিদায়াত দান করেছেন। তখন তিনি বললেন, آللّٰهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذٰلِكَ؟ 'তোমরা আল্লাহ্‌র কসম করে বলতে পার কি যে, তোমরা এছাড়া অন্য কোন কারণে এখানে বসনি'। তারা বললেন, আমরা শপথ করে বলছি, এছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে বসিনি।

তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَمَا إِنِّيْ لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنَّه أَتَانِيْ جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِيْ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِيْ بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ. 'শোন, তোমাদের কথাকে অবিশ্বাস করে আমি শপথ করাইনি। বরং প্রকৃত ব্যাপার হ'ল, এখন জিব্রীল (আঃ) এসে আমাকে খবর দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নিয়ে তাঁর ফেরেশতাগণের কাছে গর্ববোধ করছেন'।[২৩] হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, 'দুনিয়া পুরোটাই অন্ধকার; শুধু জ্ঞানীদের মাজলিস ব্যতীত'।[২৪]

(৯) যিকির বিহীন মজলিস আক্ষেপের কারণ : আল্লাহকে স্মরণ ব্যতীত কোন স্থানে বসা ক্ষতির কারণ হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لاَ يَذْكُرُ اللهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ

---

২৩. মুসলিম, মিশকাত হা/২২৭৮; তিরমিযী হা/৩৩৭৯; আহমাদ হা/১৬৮৮১।

২৪. জামিয়ু বায়ানিল ইলমি ও ফাদলিহী, পৃঃ ২৬৪।

مِنَ اللهِ تِرَةٌ 'যে ব্যক্তি কোন স্থানে বসেছে আর সেখানে আল্লাহকে স্মরণ করেনি, আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী সেখানে বসা তার জন্য ক্ষতির কারণ হবে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি কোন শয়নের স্থানে শুয়েছে অথচ সেখানে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করেনি, আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী সেই শয়ন তার জন্য ক্ষতি বা আফসোসের কারণ হবে'।[২৫]

যে মজলিসে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা হয় না, সেখানে মরা গাধা খোরাক হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُوْمُوْنَ مِنْ مَجْلِسٍ لاَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ فِيْهِ إِلاَّ قَامُوْا عَنْ مِثْلِ جِيْفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً 'যে স্থানে কোন দল আল্লাহ্‌কে স্মরণ না করে মজলিস হ'তে উঠল, নিশ্চয়ই তারা গাধার মরা খেয়ে উঠল। সেই মজলিস তাদের আক্ষেপের কারণ হবে'।[২৬] কোন মজলিসে আল্লাহকে স্মরণ না করলে, তার কারণে আক্ষেপ করতে হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ 'যখন কোন একদল লোক মজলিসে বসল অথচ আল্লাহ্‌কে স্মরণ করল না এবং নবীর প্রতিও দরূদ পাঠ করল না, নিশ্চয়ই সে বৈঠক তাদের জন্য ক্ষতির কারণ হবে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের শাস্তি দিতে পারেন অথবা ইচ্ছা করলে ক্ষমাও করতে পারেন'।[২৭]

দো'আ ও যিকির কবূলের শর্তাবলী

দো'আ হ'ল ইবাদত। আর এই দো'আ ও যিকির কবূলের মৌলিক চারটি শর্ত রয়েছে। যা নিম্নে আলোচনা করা হ'ল-

১. ইখলাছ বা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য দো'আ ও যিকির করা :

দো'আ ও যিকির কবূলের অন্যতম শর্ত হ'ল ইখলাছ ঠিক রাখা। দো'আ ও যিকির আল্লাহ্‌র ইবাদত। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, দো'আ হ'ল

---

২৫. আবূদাঊদ, মিশকাত হা/২২৭২, সনদ ছহীহ।

২৬. আহমাদ, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/২২৭৩, সনদ ছহীহ।

২৭. তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৭৪, সনদ ছহীহ।

ইবাদত'।[২৮] আর তাই আল্লাহ্‌র সেই ইবাদতের সাথে অন্য কাউকে শরীক করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. 'যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে' *(কাহ্‌ফ ১৮/১১০)*। অত্র আয়াতে বর্ণিত (فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا) দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল, সে যেন রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী আমল করে এবং (وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا) দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল, একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য শিরক মুক্ত আমল করে।[২৯] অন্যত্র তিনি বলেন, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا إِيَّاهُ 'তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না' *(বনী ইসরাঈল ১৭/২৩)*। তিনি আরো বলেন, وَاعْبُدُوْا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا 'তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না' *(নিসা ৪/৩৬)*। তিনি অন্যত্র বলেন, قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا. '(হে মুহাম্মাদ!) বলো, তোমরা এসো! তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি কি কি হারাম করেছেন, তা আমি তোমাদেরকে পাঠ করে শুনাব, আর তা এই যে, তোমরা তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না' *(আন'আম ৬/১৫১)*।

মুশরিকদের ধ্বংস ও বিপর্যয়ের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ 'যে আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করে, সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ে, আর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায় অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে দূরবর্তী কোন স্থানে নিক্ষেপ করে' *(হজ্জ২২/ ৩১)*।

২৮. আহমাদ, আবূদাউদ, মিশকাত হা/২২৩০।
২৯. তাফসীর ইবনু কাছীর, সূরা কাহফ ১১২নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

বান্দার উপর আল্লাহ্‌র হক্ব হ'ল ইবাদত করা এবং আল্লাহ্‌র উপর বান্দার হক্ব হ'ল শিরক না করা। রাসূল (ছাঃ) মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ)-কে বলেন, يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِى حَقَّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ؟ قُلْتُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. 'হে মু'আয! তুমি কি জানো বান্দার উপর আল্লাহ্‌র হক্ব কি এবং আল্লাহ্‌র উপর বান্দার হক্ব কি? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, বান্দার উপর আল্লাহ্‌র হক্ব হ'ল, বান্দা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহ্‌র উপর বান্দার হক্ব হ'ল, তাঁর ইবাদতে কাউকে শরীক না করলে আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন না'।[৩০]

শিরককারীদের হুশিয়ারী দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَوْ أَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ 'যদি তারা শিরক করে তবে তারা যা কিছু করেছে, সবই ধ্বংস হয়ে যাবে' *(আন'আম ৬/৮৮)*। তিনি অন্যত্র বলেন, 'তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই (এ মর্মে) অহী হয়েছে যে, যদি তুমি শিরক করো তবে অবশ্যই তোমার কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(যুমার ৩৯/৬৫)*। শিরককারীর প্রতিফল জাহান্নাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক করে মৃত্যুবরণ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে'।[৩১]

শিরককে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) জঘন্যতম পাপ বলে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'যে আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করল সে জঘন্য পাপ করল' *(নিসা ৪/৪৮)*। হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ

৩০. বুখারী হা/২৮৫৬; মুসলিম হা/৩০; মিশকাত হা/২৪।
৩১. বুখারী হা/১২৩৮; মুসলিম হা/৯২; মিশকাত হা/৩৮।

خَلَقَكَ. 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র নিকট জঘন্যতম পাপ কোনটি? জওয়াবে তিনি বললেন, কাউকে আল্লাহ্র সমকক্ষ বানানো (শরীক করা), অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন'।[৩২]

শিরককারী ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِى مُؤْمِنٌ بِى وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِى وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِى وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ. 'আমার বান্দাদের মধ্যে আমার প্রতি কেউ মুমিন এবং কেউ কাফির হয়ে গেল । যে বলেছে আল্লাহ্র করুণা ও রহমতে আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি, সে হ'ল আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী। আর যে বলেছে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টি আমাদের উপর বৃষ্টিপাত হয়েছে। সে আমার প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী হয়েছে'।[৩৩]

অথচ শিরক না করে মৃত্যুবরণ করলে ক্বিয়ামত দিবসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশেষ শাফা'আত পাওয়া যাবে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّى اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِى شَفَاعَةً لأُمَّتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِىَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِى لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا. 'প্রত্যেক নবীর জন্য একটি বিশেষ দো'আ আছে যা কবূল হবে, তন্মধ্যে সকলেই তাদের দো'আ পৃথিবীতেই করে নিয়েছে। আর আমার দো'আটি ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত আমার উম্মাতের জন্য গোপন রেখে দিয়েছি। আমার উম্মতের যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে অথচ কোন প্রকার শিরক করেনি, সে ইনশাআল্লাহ আমার এ দো'আ পাবে'।[৩৪]

৩২. বুখারী হা/৪২০৭।

৩৩. বুখারী, হা/৮৪৬, ১০৩৮, ৪১৪৭, ৭৫০৩, 'আযান' অধ্যায়, 'সালাম ফিরানোর পর ইমাম মুক্তাদীগণের দিকে ঘুরে বসা' অনুচ্ছেদ।

৩৪. মুসলিম হা/১৯৯; মিশকাত হা/২২২৩; ইবনু মাজাহ হা/৪৩০৭; আহমাদ হা/৯৫০০।

শিরক মুক্ত ইবাদতসহ জীবন-যাপন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ শিরককারী জান্নাতে যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৩৫] তিনি আরোও বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক না করে আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৩৬] যিনাকারী ও চোর ব্যক্তি জান্নাতে যাবে যদি সে শিরকের গুণাহ থেকে বেঁচে থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَتَانِى آتٍ مِنْ رَبِّى فَأَخْبَرَنِى أَوْ قَالَ بَشَّرَنِى أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِى لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ. 'একজন আগন্তুক (জিব্রীল) আমার প্রতিপালকের নিকট হ'তে এসে আমাকে সুসংবাদ দিলেন, আমার উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে কাউকে শরীক না করা অবস্থায় মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যদিও সে যিনা করে এবং যদিও সে চুরি করে থাকে? তিনি বললেন, যদিও সে যিনা করে ও চুরি করে'।[৩৭]

আসমান যমীন ভর্তি গুণাহ থাকলেও আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন যদি বান্দা তাঁর সাথে শরীক না করেন। 'আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلاَ أُبَالِيْ يَا ابنَ آدمَ إِنَّك لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ لَقِيتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مغْفرَة. 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! যতদিন তুমি আমাকে ডাকবে এবং আমার নিকট ক্ষমার আশা রাখবে আমি তোমাকে ক্ষমা করব, তোমার অবস্থা যাই হোক না কেন। আমি কারো পরওয়া করি না। হে

৩৫. বুখারী, হা/১২৩৮, ৪৪৯৭, ৬৬৮৩, 'জানাযা' অধ্যায়; মুসলিম হা/১৬৯ 'ঈমান, অধ্যায়।

৩৬. মুসলিম হা/১৭১, 'ঈমান' অধ্যায়; মিশকাত হা/১৭১।

৩৭. বুখারী হা/১২৩৭, ২৩৮৮, ৩২২২, ৫৮২৭, ৬২৬৮, ৬৪৪৩, ৬৪৪৪, 'জানাযা' অধ্যায়, মুসলিম হা/১৭৩ 'ঈমান' অধ্যায়।

আদম সন্তান! তোমার গুনাহ যদি আকাশ পর্যন্তও পৌঁছে তবুও তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, আমি ক্ষমা করার ব্যাপারে কারও পরওয়া করি না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার দরবারে উপস্থিত হও এবং আমার সাথে কোন শরীক না করে থাক, তবে আমি পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে উপস্থিত হবো'।[৩৮]

ইবনু রজব হাম্বলী (৭৩৬-৭৯৫হি.) (রাহিঃ) বলেন, رَائِحَةُ الْإِخْلَاصِ كَرَائِحَةِ الْبُخُوْرِ الْخَالِصِ، كُلَّمَا قَوِيَّ سِتْرُهُ بِالثِّيَابِ، فَاحَ وَعِبْقٌ بِهَا. 'ইখলাছের ঘ্রাণ (উপমা) হ'ল খাঁটি বখুরের (একধরনের সুগন্ধি যা আগুনে জালিয়ে ব্যবহার করা হয়) ঘ্রাণের ন্যায়। যখন তা ছড়িয়ে দেয়া হয় (ইখলাছের শক্তিশালী), তখন তা চারিদিকে সুবাস ছড়িয়ে সুশোভিত করে'।[৩৯]

২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যথাযথ অনুসরণে দো'আ ও যিকির করা :

দো'আ ও যিকির কবূলের দ্বিতীয় শর্ত হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যথাযথ আনুগত্য করা। রাসূল (ছাঃ) যা আদেশ করেছেন তা পালন করতে হবে এবং যা নিষেধ করেছেন তা পরিহার করে চলতে হবে। আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا. 'রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন তা হ'তে বিরত থাকো' *(হাশর ৫৯/৭)*। এমন আমল গ্রহণীয় নয়, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ নেই। অবশ্যই তা বর্জনীয় ও পরিত্যাজ্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. 'যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[৪০]

রাসূল (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা করে হাশরের মাঠে সফল হওয়া যাবে না। তাই তাঁর আনুগত্য জরুরী। এমনকি রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করলে আল্লাহ্র আনুগত্য করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

৩৮. তিরমিযী হা/৩৫৪০; মিশকাত হা/২৩৩৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১২৭; হাসান ছহীহ।
৩৯. মাজমূউর রাসায়িল, পৃঃ ৭৫৮।
৪০. মুসলিম হা/১৭১৮।

وَسَلَّمَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ. 'যে মুহাম্মাদের আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করল। আর যে মুহাম্মাদের অবাধ্যতা করল, সে আসলে আল্লাহ্রই অবাধ্যতা করল। আর মুহাম্মাদ হ'লেন মানুষের মাঝে পার্থক্যের মাপকাঠি'।[৪১]

যারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অনুসরণ না করে বিদ'আত করবে তাদেরকে হাশরের দিন তাড়িয়ে দেয়া হবে এবং তারা রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত থেকে বঞ্চিত হবে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِيْ، فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. فَأَقُوْلُ يَا رَبِّ أُصَيْحَابِي. فَيَقُوْلُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِى مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ. فَأَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ (وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ) إِلَى قَوْلِهِ (الْحَكِيْمُ) قَالَ فَيُقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ. 'সাবধান হয়ে যাও, আমার উম্মতের কিছু লোককে ধরে আনা হবে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, হে আমার রব! এরা তো আমার উম্মত। জওয়াবে আমাকে বলা হবে, তুমি জান না তোমার (ওফাতের) পরে এরা কত নতুন (হাদীছ) কথা তৈরী করেছিল। আমি তখন আল্লাহ্র সৎ বান্দা (ঈসার) মত বলব, 'যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। কিন্তু আমার পরে তুমিই তাদের সাক্ষী। তখন বলা হবে, তুমি এদের কাছ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর, এরা (তোমার দ্বীন তথা কুরআন-সুন্নাহ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়ে উল্টো পথে চলেছিল'।[৪২]

শুধু তাই নয়, ঐ সমস্ত বিদ'আতী ব্যক্তিরা হাউযে কাওছারের পানি পান করতে পারবে না। সেদিন প্রত্যেক বিদ'আতীকে হাউযে কাওছারের নিকট থেকে বিতাড়িত হবে এবং তৃষ্ণার্ত অবস্থায় তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সাহলি ইবনে সা'দি (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنِّيْ فَرَطُكُمْ

৪১. বুখারী হা/৭২৮১, 'কুরআন ও সান্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/১৪৪।
৪২. বুখারী হা/৪৭৪০; মুসলিম হা/২৮৬০; আহমাদ হা/২০৯৬; ইবনে হিব্বান হা/৭৩৪৭।

عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُوْنِيْ، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَأَقُوْلُ إِنَّهُمْ مِنِّيْ فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِيْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَأَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِيْ. 'আমি তোমাদের পূর্বে হাউযে কাওছারের নিকটে পৌঁছে যাবো। যে আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে, সে হাউযের পানি পান করবে। আর যে একবার পান করবে সে আর কখনও পিপাসিত হবে না। নিঃসন্দেহে কিছু সম্প্রদায় আমার সামনে (হাউযে) উপস্থিত হবে। আমি তাদেরকে চিনতে পারব, আর তারাও আমাকে চিনতে পারবে। এরপর আমার ও তাদের মাঝে আড়াল করে দেওয়া হবে। আমি তখন বলব, এরাতো আমারই উম্মত। তখন বলা হবে, তুমি জান না তোমার (মৃত্যুর) পরে এরা কি সব নতুন নতুন কথা ও কাজ (বিদ'আত) সৃষ্টি করেছিল। তখন আমি বলব, দূর হোক, দূর হোক, যারা আমার পরে দ্বীনের ভিতর পরিবর্তন এনেছে'।[৪৩]

দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন করা বিদ'আত। প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ. 'তোমরা প্রত্যেকটি নতুন সৃষ্টি হ'তে বেঁচে থাকো। কেননা, প্রত্যেকটি নতুন সৃষ্টিই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আত গোমরাহী। আর প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম'।[৪৪]

৩. হালাল রূযী গ্রহণ করে দো'আ ও যিকির করা :

ইবাদত কবূলের তৃতীয় শর্তটি হ'ল হালাল রূযী উপার্জন ও ভক্ষণ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا. 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যমীন থেকে হালাল ও পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করো' *(বাক্বারাহ ২/১৬৮)*। এর বিপরীত খাদ্য হারাম। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

৪৩. বুখারী হা/৬৫৮৩; মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৭১।
৪৪. নাসাঈ হা/১৫৭৮; ইবনে খুযায়মাহ হা/১৭৮৫।

فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. 'হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, পূজার বেদী, শুভাশুভ নির্ণয়ের তীর, এসবই গর্হিত বিষয় ও শয়তানী কাজ। অতএব তোমরা এসব থেকে দূরে থাক। যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পারো' *(মায়েদাহ ৫/৯০)*।

হারাম ভক্ষণকারীর দো'আ ও যিকির কবূল হয় না। দো'আ হ'ল ইবাদত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ 'দো'আই ইবাদত'।[৪৫] অন্যত্র তিনি বলেন, أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ 'উত্তম ইবাদত হচ্ছে দো'আ'।[৪৬] দো'আ ও যিকিরের অন্যতম শর্ত হচ্ছে জীবিকা হালাল হওয়া। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'হে লোকসকল! নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র ছাড়া কোন কিছু গ্রহণ করেননা। তিনি রাসূলদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন একই নির্দেশ মুমিনদের প্রতিও জারী করেছেন। তিনি বলেন, يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. 'হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হ'তে আহার কর এবং সৎকর্ম কর। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর, সব বিষয়ে আমি অবগত' *(মুমিনূন ২৩/৫১)*। তিনি আরও বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ 'হে বিশ্বাসীগণ! আমরা তোমাদের যে রূযী দান করেছি, সেখান থেকে পবিত্র বস্তুসমূহ ভক্ষণ কর' *(বাক্বারাহ ২/১৭২)*। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّىَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ 'অতঃপর তিনি এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন। যে দীর্ঘ সফর করেছে। যার চুল উষ্কখুষ্ক, কাপড় ধূলিমলিন। সে আকাশ পানে দু'হাত প্রসারিত করে বলে, হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং হারাম দ্বারা দেহ গঠিত। কাজেই এমন ব্যক্তির দো'আ কিভাবে কবূল হ'তে

৪৫. তিরমিযী হা/৩৩৭২; আবূদাউদ হা/১৪৭৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৮২৮, হাদীছ ছহীহ।
৪৬. ছহীহুল জামে' হা/১১২২; ছহীহাহ হা/১৫৭৯।

পারে'?[৪৭] অন্যত্র, আবূ বকর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِالْحَرَام. 'হারাম খাদ্যে গঠিত দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৪৮] ইবনে রজব (রহঃ) বলেন, فأكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به سبب موجب، 'হালাল খাওয়া, হালাল পান করা, হালাল পরিধান করা ও হালাল খেয়ে পরিপুষ্ট হওয়া দো'আ কবূল হওয়ার শর্ত'।[৪৯]

হারাম রূযী ভক্ষণকারীর পরিণতি সম্পর্কে ইবনুল জাওযী (রাহিঃ) বলেন, اَلْحَرَامُ مِنَ الْقُوْتِ نَارٌ تُذِيْبُ شَحْمَةَ الفِكْرِ، وَتُذْهِبُ لَذَّةَ حَلاَوَةِ الذِّكْرِ، وَتُحَرِّقُ ثِيَابَ إِخْلاَصِ النِّيَّاتِ، وَمِنَ الْحَرَامِ يَتَوَلَّدُ عَمَى الْبَصِيْرَةِ وَظَلاَمِ السَّرِيْرَةِ. 'হারাম খাদ্য এমন এক আগুন, যা চিন্তা শক্তিকে বিনষ্ট করে দেয়, যিকিরের স্বাদ দূরীভূত করে দেয় এবং নিয়তের পরিশুদ্ধিতার পোষাক জ্বালিয়ে দেয়। আর হারাম খাদ্য গ্রহণের ফলে চোখে ও অন্তরজুড়ে ঘোর অন্ধকার নেমে আসে'।[৫০]

বিখ্যাত সাধক ইবরাহীম বিন আদহাম (রহঃ)-কে বলা হয়, আমরা দো'আ করি কিন্তু তা কবূল হয় না কেন? উত্তরে বলেন, তার কারণ তোমরা আল্লাহ্‌কে চিনেও তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলো না। রাসূলকে জেনেও তাঁর সুন্নাহর অনুসরণ করো না। কুরআনকে বুঝেও তদানুযায়ী আমল করো না। আল্লাহ্‌র নি'আমত ভোগ করে তাঁর শোকর আদায় করো না। জান্নাত সম্পর্কে জানেও তা তালাশ করো না এবং জাহান্নামের ভয়াবহতা সম্পর্কে অবহিত থেকেও পলায়ন করো না। শয়তানকে শত্রু হিসাবে জেনেও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো। মৃত্যুকে সত্য জেনেও কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করো না। নিজেদের দোষ-ত্রুটি সংশোধন না করে মানুষের দোষ-ত্রুটি ধরায় ব্যস্ত থাকো। (এজন্য দো'আ কবূল হয় না)।[৫১]

---

৪৭. মুসলিম হা/৬৫, মুসলিম হা/১০১৫; তিরমিযী হা/২৯৮৯; ছহীহুল জামি' হা/২৭৪৪; মিশকাত হা/২৭৬০।
৪৮. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/১১৫৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬০৯; মিশকাত হা/২৭৮৭।
৪৯. ইবনু রজব আল-হাম্বলী, জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১ম খন্ড (বৈরূত : দারুল মারিফাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হিঃ), পৃঃ ২৯৩।
৫০. বাহরুদ দুমূ', পৃষ্ঠা-১৪৬।
৫১. তাফসীরে কুরতুবী ২/৩০৩ পৃঃ।

৪. রিয়া প্রদর্শন বা লৌকিকতা পরিহার করে দো'আ ও যিকির করা :

রিয়া প্রদর্শন করা শিরকে আছগার বা ছোট শিরক বলা হয়। আর আল্লাহ বিচার দিবসে এমন ব্যক্তিদেরকে তাড়িয়ে দিবেন। মাহমূদ বিন লাবীদ বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الرِّيَاءُ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً. 'আমি তোমাদের জন্য যা সবচেয়ে বেশী ভয় করি তা হ'ল শিরকে আছগর (ছোট শিরক)। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেসা করলেন 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছোট শিরক কি?' তিনি জওয়াবে বললেন 'রিয়া' লোক দেখানো বা জাহির করা। কারণ নিশ্চয়ই শেষ বিচারের দিনে মানুষ তার পুরস্কার গ্রহণের সময় আল্লাহ বলবেন, 'বস্তুজগতে যাদের কাছে তুমি নিজেকে জাহির করেছিলে তাদের কাছে যাও এবং দেখ তাদের নিকট হ'তে কোন পুরস্কার পাও কি না'।[৫২]

রিয়া প্রদর্শনকারী আল্লাহ্‌র সামনে সিজদা করতে পারবে না। তারা রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত ও হাউযে কাওছারের পানি পান করতে পারবে না। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ... অশেষে মুমিন হোক বা গুনাহগার হোক, এক আল্লাহ্‌র উপাসক ব্যতীত আর কেউ (ময়দানে) অবশিষ্ট থাকবে না। তখন আল্লাহ তাদের কাছে এসে বলবেন, সবই তাদের স্ব স্ব উপাস্যের অনুসরণ করে চলে গেছে, আর তোমরা কি কারু অপেক্ষা করছ? তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! যেখানে আমরা বেশি মুখাপেক্ষী ছিলাম, সেই দুনিয়াতে আমরা অপরাপর মানুষ থেকে পৃথক থেকেছি এবং তাদের সঙ্গী হইনি। তখন আল্লাহ বলবেন, আমিই তো তোমাদের প্রভু। মুমিনরা বলবে, 'আমরা তোমার থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আল্লাহ্‌র সঙ্গে আমরা কিছুই শরীক করি না। এই কথা তারা দুই বা তিনবার বলবে। এমন কি কেউ কেউ অবাধ্যতা প্রদর্শনেও অবতীর্ণ হয়ে যাবে। আল্লাহ বলবেন, আচ্ছা, তোমাদের কাছে এমন কোন নিদর্শন আছে

---

৫২. আহমাদ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৫৩৩৪।

যার মাধ্যমে তাকে তোমরা চিনতে পারো? তারা বলবে, অবশ্যই আছে। এরপর ‘সাক’ উন্মোচিত হবে, তখন পৃথিবীতে যারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সিজদা করত, তাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা সিজদা করার অনুমতি দিবেন। আর যারা লোক দেখানো বা লোকভয়ে আল্লাহ্‌কে সিজদা করত, সে মুহূর্তে তাদের মেরুদন্ড শক্ত ও অনমনীয় করে দেয়া হবে। যখনই তারা সিজদা করতে ইচ্ছা করবে তখনই তারা চিৎ হয়ে পড়ে যাবে। তারপর তারা মাথা তুলবে। ইত্যবসরে তারা আল্লাহ্‌কে প্রথমে যে আকৃতিতে দেখেছিল তা পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং তিনি তাঁর আসল রূপে আবির্ভূত হবেন এবং বলবেন, আমি তোমাদের রব। তারা বলবে হ্যাঁ, আপনি আমাদের প্রতিপালক। তারপর জাহান্নামের উপর জিস্‌র (পূল) স্থাপন করা হবে। শাফা‘আতেরও অনুমতি দেয়া হবে। মানুষ বলতে থাকবে, হে আল্লাহ! আমাদের নিরাপত্তা দিন, আমাদের নিরাপত্তা দিন। জিজ্ঞেস করা হ’ল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! জিস্‌র কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ‘এটি এমন স্থান, যেখানে পা পিছলে যায়। সেখানে আছে নানা প্রকারের লৌহ শলাকা ও কাঁটা, দেখতে নজদের নাদান বৃক্ষের কাঁটার মত।

মুমিনগণের কেউ এ পথ পলকের গতিতে, কেউ বিদ্যুতের গতিতে, কেউ বায়ুর গতিতে, কেউ অশ্বগতিতে, কেউ উষ্ট্রের গতিতে অতিক্রম করবে। কেউ অক্ষত অবস্থায় নাজাত পাবে, আবার কেউ হবে নাজাতপ্রাপ্ত ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায়। আর কতককে কাঁটাবিদ্ধ অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অবশেষে মুমিনগণ জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সে সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, ঐ দিন মুমিনগণ তাদের ঐসব ভাইয়ের স্বার্থে আল্লাহ্‌র সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে, যারা জাহান্নামে রয়ে গেছে। যা তোমরা পার্থিব অধিকারের ক্ষেত্রেও এমন বিতর্কে লিপ্ত হও না।[৫৩]

আর এই রিয়া প্রদর্শন করাকে গুপ্ত শিরকও বলা হয়। এই শিরক দাজ্জালের ফেৎনার চেয়েও ভয়াবহ। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন রাসূল (ছাঃ) বের হয়ে এলেন এবং ঘোষণা দিলেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِى مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ؟ قَالَ قُلْنَا بَلَى، فَقَالَ الشِّرْكُ الْخَفِىُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّى

৫৩. মুসলিম হা/১৮৩; জামি‘ ছাগীর হা/১২৯৮৭।

فَيُزَيِّنُ صَلاَتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ. ‘আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জালের চেয়ে ভয়ংকর একটি বিষয় সম্পর্কে বলব না? আমরা বললাম, জি বলুন। তিনি উত্তর দিলেন, সেটা হ’ল গুপ্ত শিরক। (অর্থাৎ) যখন কেউ ছালাত আদায় করতে উঠে ছালাত সুন্দর করার জন্য চেষ্টা করে এই ভেবে যে লোকেরা তার প্রতি চেয়ে আছে, সেটাই গুপ্ত শিরক’।[৫৪] ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই বাস্তবতা সম্বন্ধে উল্লেখ করে বলেছিলেন ‘চন্দ্রবিহীন রাত্রে একটা কালো পাথর বেয়ে উঠা একটা কালো পিঁপড়ার চেয়েও গোপন হ’ল শিরক’।[৫৫]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ ، وَمَنْ يُرَائِى يُرَائِى اللَّهُ بِهِ. ‘যে ব্যক্তি জনসম্মুখে প্রচারের ইচ্ছায় নেক আমাল করে আল্লাহ তা’আলাও তার কৃতকর্মের অভিপ্রায়ের কথা লোকেদেরকে জানিয়ে ও শুনিয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি লৌকিকতার উদ্দেশ্যে কোন নেক কাজ করে, আল্লাহ তা’আলাও তার প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা লোকেদের মাঝে ফাঁস করে দিবেন।[৫৬]

ইবনু রজব হাম্বালী (৭৩৬-৭৯৫হি.) (রহিঃ) বলেন, وَرَائِحَةُ الْرِيَاءِ كَدُخَانِ الْحِطَبِ، يَعِلُوْ إِلَى الْجُو ثُمَّ يَضْمِحَل وَتَبْقِى رَائحته الكَرِيْهَة ‘রিয়া বা লৌকিকতার ঘ্রাণ (উপমা) হ’ল কয়লার ধুঁয়োর ন্যায়। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ার পর তা নিঃশেষ হয়ে যায়, কিন্তু তার দূর্গন্ধ কেবল অবশিষ্ট থাকে’।[৫৭]

রিয়া প্রদর্শনকারী ব্যক্তি সকল জাহান্নামী হবে। কেননা আল্লাহ তা‘আলা লোক দেখানে কোন ইবাদত কবূল করেন না। যেমন, আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘নিশ্চয় সর্বপ্রথম ব্যক্তি কিয়ামতের দিন যার ওপর ফয়সালা করা হবে, সে ব্যক্তি যে শহীদ হয়েছিল। তাকে আনা হবে, অতঃপর তাকে আল্লাহ্‌র নি‘আমতরাজি জানানো হবে, সে তা স্বীকার

৫৪. ইবনে মাজাহ হা/৪২০৪; মিশকাত হা/৫৩৩৩।
৫৫. ছহীহুল জামি‘ হা/৩৭৩০।
৫৬. বুখারী হা/৬৪৯৯; মুসলিম হা/২৯৮৬; মিশকাত হা/৫৩১৬; আহমাদ হা/২০৪৭০।
৫৭. মাজমূঊর রাসায়িল, পৃষ্ঠা-৭৫৮।

করবে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا 'তুমি এতে কি আমল করেছ?' সে বলবে, قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ. আপনার জন্য জিহাদ করে শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِىءٌ. فَقَدْ قِيلَ. 'মিথ্যা বলেছ, তবে তুমি এ জন্য জিহাদ করেছ যেন তোমাকে বীর বলা হয়, অতএব তা বলা হয়েছে'। অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হবে এবং তাকে তার চেহারার ওপর ভর করে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

আবারও আলিম ব্যক্তিকে আনা হবে, যে ইলম শিখেছে, শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন তিলাওয়াত করেছে। অতঃপর তাকে তার নি'আমতরাজি জানানো হবে, সে তা স্বীকার করবে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا 'তুমি এতে কি আমল করেছ?' সে বলবে, تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. আমি ইলম শিখেছি ও শিক্ষা দিয়েছি এবং আপনার জন্য কুরআন তিলাওয়াত করেছি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ. وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ. فَقَدْ قِيلَ. 'মিথ্যা বলেছ, তবে তুমি ইলম শিক্ষা করেছ যেন তোমাকে আলিম বলা হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেছ যেন তোমাকে ক্বারী বলা হয়। অতএব তা-ই বলা হয়েছে'। অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হবে, তাকে চেহারার ওপর ভর করে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

পুনরায় আরও এক ব্যক্তিকে আনা হবে, যাকে আল্লাহ সচ্ছলতান সাথে সকল প্রকার ধন-সম্পদ দান করেছেন। তাকে তার নি'আমতরাজি জানানো হবে, সে তা স্বীকার করবে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا 'তুমি এতে কী আমল করেছ?' সে বলবে, مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا আপনি পছন্দ করেন এমন কোন খাত নেই, যেখানে আমি আপনার জন্য দান করিনি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ

فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ. فَقَدْ قِيلَ 'মিথ্যা বলেছ, তবে তুমি দান করেছ যেন তোমাকে দানশীল বলা হয়। অতএব বলা হয়েছে'। অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হবে, তাকে তার চেহারার ওপর ভর করে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[৫৮]

অতএব নিয়ত পরিশুদ্ধ হ'তে হবে, নতুবা কোন ইবাদত কবূল হবে না। যেমন ওমর ইবনু খাত্তাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، 'প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে।[৫৯] হে মানুষ! ইবাদত করুন খালিছ অন্তরে একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে।

দো'আ ও যিকির করার আদব

ক. দো'আ করার আদব :

কাকুতি-মিনতি সহকারে, চোখের অশ্রু ঝরিয়ে দো'আ করা উচিৎ। আল্লাহ দো'আ ও যিকির অধিক মর্যাদাপূর্ণ বিষয়। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মহান আল্লাহ্‌র নিকট দো'আর চেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ বিষয় আর কিছু নেই'।[৬০]

(১) মিনতির স্বরে ও দৃঢ়ভাবে গোপনে দো'আ করা : আল্লাহ তা'আলা বলেন, أُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً 'তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক, কাকুতি-মিনতি সহকারে গোপনে *(আ'রাফ ৭/৫৫)*। (২) এক মনে ভয় ও আকাংখা সহকারে এবং অনুচ্চ শব্দে অথবা মধ্যম স্বরে হওয়া *(যুমার ৩৯/৫০-৫৪; ইসরা ১৭/১১০)*। (৩) সারগর্ভ ও তাৎপর্যপূর্ণ হওয়া।[৬১]

---

৫৮. মুসলিম হা/১৯০৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৫১৮; ছহীহুল জামি হা/২০১৪।
৫৯. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১; আবূদাঊদ হা/২২০১।
৬০. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২২৩২।
৬১. আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৮২।

দৃঢ়তার সাথে চাওয়াকে আল্লাহ পছন্দ করেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ. 'তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই এভাবে না বলে, হে আল্লাহ! আপনি যদি চান আমাকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! আপনি যদি চান আমাকে দয়া করুন। বরং সে যেন দৃঢ়ভাবে চায়। কেননা আল্লাহর ওপর জবরদস্তি করার কেউ নেই'।[৬২]

(২) আল্লাহ্র ভয়ে কেঁদে দো'আ করা : আল্লাহ্র ভয়ে কেঁদে কেঁদে দো'আ করা উচিৎ। কারণ আল্লাহ্র ভয়ে নির্গত অশ্রুর ফোঁটা ও আল্লাহ্র পথে নির্গত রক্তের ফোঁটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয়। আবূ উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ، قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوعٍ فِيْ خَشْيَةِ اللهِ، وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهَرَاقُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ. 'দু'টি ফোঁটা ও দু'টি চিহ্নের চেয়ে অধিক প্রিয় আল্লাহ্র নিকট অন্য কিছু নেই। (১) আল্লাহ্র ভয়ে নিঃসৃত অশ্রু ফোঁটা (২) আল্লাহ্র পথে (জিহাদে) নির্গত রক্তের ফোঁটা'।[৬৩] অন্যত্র তাদের এক শ্রেণী সম্বন্ধে রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاه 'ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহ্কে স্মরণকালে তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে থাকে'।[৬৪]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ. 'আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনকারী জাহান্নামে যাওয়া এরূপ অসম্ভব যেরূপ দোহনকৃত দুধ পুনরায় পালানে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। আর আল্লাহ্র পথের ধুলা ও জাহান্নামের ধোঁয়া কখনও একত্রিত হবে না'।[৬৫] অন্যত্র এসেছে,

৬২. বুখারী হা/৬৩৩৯; মুসলিম হা/২৬৭৯।
৬৩. তিরমিযী হা/১৬৬৯; মিশকাত হা/৩৮৩৭, সনদ হাসান।
৬৪. বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/৭১১; তিরমিযী হা/২৩৯১; মিশকাত হা/৭০১।
৬৫. তিরমিযী হা/১৬৩৩; মিশকাত হা/৩৮২৮, সনদ ছহীহ।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، 'জাহান্নামের আগুন দু'টি চোখকে স্পর্শ করবে না। **এক-** আল্লাহ্র ভয়ে যে চোখ ক্রন্দন করে এবং **দুই-** আল্লাহ্র রাস্তায় যে চোখ পাহারা দিয়ে বিনিদ্র রাত অতিবাহিত করে'।[৬৬]

উমাইয়া খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (রাহিঃ) ইসলামের ইতিহাসে অধিক ক্রন্দনকারী হিসাবে খ্যাত। তাঁর পুণ্যময় জীবনের বিস্ময়কর একটি ঘটনা হচ্ছে, ফাতিমা বিনতে আব্দুল মালিক কেঁদে কেঁদে তাঁর দৃষ্টিশক্তি দুর্বল করে ফেলল। অতঃপর তাঁর ভাই মাসলামা ও হিশাম তাঁর নিকট এসে বলল, কোন জিনিসটি তোমাকে এভাবে কাঁদাচ্ছে? তোমার যদি দুনিয়ার কোন কিছু হারায় তাহ'লে আমাদের সম্পদ ও পরিজন দ্বারা তোমাকে আমরা সাহায্য করব। তাদের জওয়াবে ফাতিমা বললেন, ওমরের কোন কিছুর জন্যে আমি দুঃখ করছি না। কিন্তু আল্লাহর কসম! গত রাত্রে দেখা একটি দৃশ্য আমার ক্রন্দনের কারণ। অতঃপর ফাতিমা বিনতে আব্দুল মালিক বললেন, আমি গত রাত্রে ওমর বিন আব্দুল আযীযকে ছালাতরত অবস্থায় দেখেছি। এরপর তিনি আল্লাহ্র বাণী, يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ، وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ. 'যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙিন পশমের মত' *(ক্বারি'আহ ১০১/৪-৫)* এই আয়াতদ্বয় পাঠ করে চিৎকার করে উঠলেন এবং মাটিতে পড়ে গেলেন। অতঃপর কঠিনভাবে চিৎকার করতে থাকলে আমার মনে হ'ল তাঁর রূহ বের হয়ে যাবে। এরপরে তিনি থেমে গেলেন, আমার মনে হ'ল তিনি হয়ত মারা গেছেন। তিনি চেতনা ফিরে পেয়ে ফরিয়াদ করে বলতে লাগলেন, হায়! মন্দ সকাল! অতঃপর তিনি লাফিয়ে উঠে ঘরের মধ্যে ঘুরতে থাকলেন আর বলতে লাগলেন, 'হায়! আমার জন্য দুর্ভোগ। সেদিন লোকরা হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙিন পশমের মত'?[৬৭]

৬৬. তিরমিযী হা/১৬৩৯; মিশকাত হা/৩৮২৯, সনদ ছহীহ।
৬৭. জামালুদ্দীন আল-জাওযী, আল-মুনতাযাম ফী তারীখিল উমাম ওয়াল মুলূক, তাহক্বীক : মুহাম্মাদ আব্দুল কাদির ও মোস্তফা আব্দুল ক্বাদির (বৈরূত : দারুল কুতুবুল ইলমিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯২ খ্রীঃ), ৭/৭২।

(৩) দো‘আ কবূলের সময় : দো‘আ কবূল হওয়ার অনেক সময় রয়েছে, তন্মধ্যে অন্যতম সময় হ’ল দু’টি; শেষ রাতে ও প্রত্যেক ফরয ছালাতের শেষ বৈঠকে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ. ‘সবচেয়ে বেশী দো‘আ কবূল হয় শেষ রাতে এবং প্রত্যেক ফরয ছালাতের শেষে’[৬৮] উক্ত হাদীছে ‘ছালাতের শেষ ভাগ’ বলতে সালাম ফিরানোর পূর্বে শেষ বৈঠক।[৬৯]

রাতে এমন একটি বিশেষ মুহূর্ত আছে, যখন বান্দা কোন দো‘আ করলে আল্লাহ তাকে তা প্রদান করেন। জাবির (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ فِى اللَّيْلِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. ‘নিশ্চয়ই রাতের মধ্যে একটি মুহূর্ত রয়েছে, সে সময় মুসলিম বান্দা দুনিয়া ও আখিরাতের এমন বিষয়ে আল্লাহ্র নিকট কোন কল্যাণ প্রার্থনা করলে তিনি তাকে তা দিবেন। আর এটা (মুহূর্তটি) প্রতি রাতেই এসে থাকে’।[৭০]

রাতের শেষভাগে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা সপ্তম আসমানে অবতরণ করে বান্দাকে আহ্বান জানান এবং তাদের প্রয়োজন সমূহ পূরণ করেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ يَدْعُونِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ. ‘কে আছে আমাকে আহ্বান করবে? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে আমার কাছে চাইবে? আমি তাকে তা প্রদান করব। আমার কাছে কে ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো’।[৭১]

অন্যত্র তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِىْ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ. ‘প্রত্যহ রাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া

৬৮. তিরমিযী হা/৩৪৯৯, মিশকাত হা/৯৬৮।
৬৯. ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা‘আদ ১/৩০৫; উছায়মীন, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ১৩/২৬৮।
৭০. মুসলিম হা/৭৫৭।
৭১. বুখারী হা/১১৪৫।

তা‘আলা রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করে বলতে থাকেন, কে আমার নিকট কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করবে? আমি তার দো‘আ কবূল করব, যে কেউ আমার নিকট কিছু যাচঞা করবে, আমি তা তাকে প্রদান করব এবং যে আমার নিকট গুনাহ মাফের জন্য দো‘আ করবে, আমি তার গুনাহ মাফ করব’।[৭২]

রাতের এক-তৃতীয়াংশে আল্লাহ ডেকে ডেকে দো‘আ কবূলের প্রতিশ্রুতি দেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস‘উদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইরশাদ করেন, إِذَا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْبَاقِي يَهْبِطُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، ثُمَّ يَفْتَحُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ، ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَهُ فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى سُؤْلَهُ؟ وَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَسْطَعَ الْفَجْرُ. ‘যখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ বাঁকী থাকে, তিনি (আল্লাহ) দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন। অতঃপর আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। তারপর তিনি স্বীয় হাত প্রসারিত করে বলতে থাকেন, আছে কি কোন প্রার্থনাকারী? তার দাবী অনুযায়ী তাকে তা প্রদান করা হবে। আর ফজরের আভা স্পষ্ট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এটা চলতে থাকে’।[৭৩]

মুসলিম বান্দার সকল দো‘আ কবূল হবে, যা সে চাইবে। তবে অন্যের মাল আত্মসাৎকারী ও যিনাকারীর দো‘আ কবূল হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ نِصْفَ اللَّيْلِ فَيُنَادِي مُنَادٍ: هَلْ مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابَ لَهُ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى؟ هَلْ مِنْ مَكْرُوبٍ فَيُفَرَّجَ عَنْهُ؟ فَلَا يَبْقَى مُسْلِمٌ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ إِلَّا زَانِيَةٌ تَسْعَى بِفَرْجِهَا أَوْ عَشَّارٌ. ‘মধ্যরাত্রিতে আকাশের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। অতঃপর একজন ঘোষক ঘোষণা করতে থাকেন। কোন আহ্বানকারী আছে কি? তার সেই আহ্বানে সাড়া দেওয়া হবে। কোন যাচঞাকারী আছে কি? তাকে তা প্রদান করা হবে। আছে কি কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি? তার বিপদ দূর করে দেওয়া হবে। এই সময় কোন মুসলিম বান্দা যে দো‘আ করে, আল্লাহ তার সে দো‘আ কবূল করেন। তবে সেই যিনাকারিণী ও

৭২. আবূদাঊদ হা/১৩১৫; ছহীহুল জামি‘ হা/৩২৪৩।
৭৩. আহমাদ হা/৩৬৭৩; ইরওয়া ২/১৯৯, হা/৬।

আত্মসাতকারী ব্যক্তির দো'আ কবূল করা হয় না, যে তার লজ্জাস্থানকে ব্যভিচারে নিয়োজিত রাখে এবং যে ব্যক্তি অপরের মাল আত্মসাৎ করে'।[৭৪]

(৪) দো'আ করার পদ্ধতি : দরূদ পাঠ ব্যতীত দো'আ কবূল হওয়া থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوبٌ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 'নবী (ছাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি দরূদ পেশ করা না হ'লে সমস্ত দো'আ কবূল হওয়া থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে'।[৭৫] অন্যত্র ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لاَ يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ ﷺ. 'আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে দো'আ ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। তোমারা রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি যতক্ষণ না দরূদ পাঠ করো, ততক্ষণ তার কিছুই উপরে ওঠে না'।[৭৬]

দো'আ করার পূর্বে নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ পালন করা যরূরী। (১) দো'আ করার শুরুতে এবং শেষে হাম্দ ও দরূদ পাঠ করা (২) দো'আ আল্লাহ্র প্রতি খালিছ আনুগত্য সহকারে হওয়া (৩) দো'আয় কোন পাপের কথা কিংবা আত্মীয়তা ছিন্ন করার কথা না থাকা (৪) খাদ্য-পানীয় ও পোষাক হালাল ও পবিত্র হওয়া (৫) দো'আ কবূলের জন্য ব্যস্ত না হওয়া (৬) নিরাশ না হওয়া এবং দো'আ পরিত্যাগ না করা (৭) উদাসীনভাবে দো'আ না করা এবং দো'আ কবূলের ব্যাপারে সর্বদা দৃঢ় আশাবাদী থাকা।[৭৭] তবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে যে কোন সময় যে কোন বান্দার এমনকি কাফির-মুশরিকদের দো'আও কবূল করে থাকেন, যদি সে অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা চায়।[৭৮]

৭৪.সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০৭৩; ছহীহুল জামি' হা/২৯৭১; জামি' ছাগীর হা/৫২৮২; আত-তারগীব হা/২৩৯১।

৭৫.ত্বাবারানী, আল-মু'জামুল আওসাত হা/৭২১; ছহীহুল জামি' হা/৪৫২৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০৩৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬৭৫।

৭৬. তিরমিযী হা/৪৮৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০৫৩।

৭৭. মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৫৯, ২২২৭; তিরমিযী, আহমাদ, মিশকাত হা/২২৪১।

৭৮. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃষ্ঠা-২৬৮।

(৫) দো'আ কবূলের জন্য তাড়াহুড়া না করা : দো'আ করার পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, ফাযালা বিন ওবায়দ (রাঃ) বলেন,

بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَقَالَ أَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ فَاحْمَدْ اللهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَصَلِّ عَلَيَّ ثُمَّ ادْعُهُ قَالَ ثُمَّ صَلَّى رَجُلٌ آخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَحَمِدَ اللهَ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي ادْعُ تُجَبْ.

'একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে ছালাত আদায় করল। এরপর দো'আ করল, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ করে দাও, তুমি আমাকে দয়া করো'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'হে মুছল্লী! তুমি বেশ তাড়াহুড়া করে ফেললে। তুমি ছালাত আদায় করে যখন বসবে তখন আগে আল্লাহ্র যথোপযুক্ত প্রশংসা করবে, আমার ওপর দরূদ পড়বে। এরপর আল্লাহ্র কাছে দো'আ করবে'।[৭৯]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لْيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ. 'যখন তোমাদের কেউ ছালাত আদায় শেষ করবে, তখন আল্লাহ্র প্রশংসা ও স্তুতি দিয়ে শুরু করবে। এরপর নবী করীম (ছাঃ)-এর ওপর দরূদ পড়বে। অতঃপর যা ইচ্ছা দো'আ করবে'। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর অপর এক লোক ছালাত আদায় করল। সে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রশংসা করল, নবী করীম (ছাঃ)-এর ওপর দরূদ পড়ল। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'হে মুছল্লী! দো'আ করো, আল্লাহ তোমার দো'আ কবূল করবেন'।[৮০]

৭৯. তিরমিযী হা/৩৪৭৬; নাসাঈ হা/১২৮৪; সনদ ছহীহ।

৮০. তিরমিযী হা/৩৪৭৭; তিরমিযী হা/২৭৬৫, ২৭৬৭।

বান্দা আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণকর যা ইচ্ছা তা চাইবে, কাকুতি-মিনতি করবে। তবে দো‘আর ফলাফল প্রাপ্তিতে তাড়াহুড়া করবে না। নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

لاَ يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا الاِسْتِعْجَالُ قَالَ يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِى فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ .

‘বান্দার দো‘আ ততক্ষণ পর্যন্ত কবূল করা হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দা কোন পাপ নিয়ে কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা নিয়ে দো‘আ করে। বান্দার দো‘আ ততক্ষণ পর্যন্ত কবূল করা হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দা ফলাফল প্রাপ্তিতে তাড়াহুড়া করে। জিজ্ঞেস করা হ’ল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাড়াহুড়া বলতে কী বুঝাচ্ছেন? তিনি বললেন, বান্দা বলে যে, আমি দো‘আ করেছি, আমি দো‘আ করেছি। কিন্তু আমার দো‘আ কবূল হ’তে দেখিনি। তখন সে ব্যক্তি উদ্যম হারিয়ে ফেলে এবং দো‘আ করা ছেড়ে দেয়’।[৮১] সুতরাং দো‘আ বারংবার করতে থাকতে হবে।

খ. যিকির করার আদব :

তাসবীহ, তাহমীদ, তাহলীল, তাকবীরের মাধ্যমে সর্বদা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা উচিৎ। কারণ তিনি বান্দাকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। নিম্নে যিকিরের আদবসমূহ তুলে ধরা হ’ল-

(১) সর্বদা যিকির করা : সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করাও ইবাদত। আল্লাহ্‌কে স্মরণ ব্যতীত মানুষ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِيْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ‘যারা দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে

৮১. বুখারী হা/৬৩৪০; মুসলিম হা/২৭৩৫।

চিন্তা করে এবং বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এগুলো অনর্থক সৃষ্টি করনি, তুমি পবিত্র। আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হ’তে রক্ষা করো’ *(আলে ইমরান ৩/১৯১)*। অন্যত্র বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে বেশী বেশী স্মরণ করো’ *(আহযাব ৩৩/৪১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র যিকির করতেন। শুধুমাত্র পেশাব-পায়খানারত অবস্থায় আল্লাহ্‌র যিকির করা যাবে না।[৮২] এছাড়া সর্বাবস্থায় মুমিনের জন্য তাসবীহ পাঠ করা উচিত। হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, ‘রাসূল (ছাঃ) সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকির করতেন’।[৮৩]

যারা বেশী আমল করতে অপারগতা অনুভব করেন, তারা যেন সর্বদা আল্লাহ্‌কে বেশী বেশী স্মরণ করে জিহ্বাকে সজীব রাখে। আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি আরয করল হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইসলামের বিধি-বিধান আমার জন্য বেশী হয়ে গেছে। তাই আপনি আমাকে এমন কিছু বিষয়ে খবর দিন, যা শক্ত করে আঁকড়ে ধরব। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. ‘তোমার জিহ্বা যেনো সারাক্ষণ আল্লাহ্‌র যিকিরে সজীব থাকে’।[৮৪]

(২) নিম্নস্বরে যিকির করা : দৈনন্দিন জীবনে চুপিসারে যিকির করা আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيْفَةً وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ ‘তুমি তোমার প্রতিপালককে মনে মনে, ভীতি সহকারে, চুপে চুপে, নিম্নস্বরে সকাল-সন্ধ্যায় (সারাক্ষণ) স্মরণ করো। আর তুমি গাফিল হয়ো না’ *(আ‘রাফ ৭/২০৫)*। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,.مَنْ لَمْ يَدْعُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ غَضِبَ عَلَيْهِ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ডাকে না, তিনি তার উপর ক্রুদ্ধ হন’।[৮৫]

৮২. মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৩৭ ও ৩৫৯; ফাতাওয়া লাজনা-দায়িমা ৫/৯২।
৮৩. মুসলিম হা/৩৭৩; মিশকাত হা/৪৫৬।
৮৪. তিরমিযী হা/৩৩৭৫; আহমাদ হা/১৭৭১৬।
৮৫. ইবনু মাজাহ হা/৩৮২৭।

(৩) যিকির আঙ্গুলে গণনা করা : যিকির হাতের আঙ্গুলে গণনা করা সুন্নাহ। আর আঙ্গুলে গণনা করলে আঙ্গুলগুলো ক্বিয়ামতের দিনে সাক্ষী দিবে। ইউসায়রা (রাঃ) বলেন, তিনি ছিলেন মুহাজির নারী, একদা রাসূল (ছাঃ) বলেন, عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ وَاعْقِدْنَ بِالأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولاَتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ وَلاَ تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ. 'অবশ্যই তোমরা তাসবীহ *(সুবহানাল্লাহ)*, তাহলীল *(লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ)* ও তাক্বদীস *(সুব্বুহুন কুদ্দূসুন রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রূহ অথবা সুবহানালা মালিকিল কুদ্দূস)* আঙ্গুলে গণনা করবে। নিশ্চয়ই ক্বিয়ামাতের দিন আঙ্গুলকে জিজ্ঞেসা করা হবে এবং আঙ্গুল কথা বলবে। সুতরাং তোমরা রহমত সম্পর্কে উদাসীন থেকো না এবং তা ভুলেও যেওনা'।[৮৬] তাসবীহ ডান হাতে গণনা করতে হবে। রাসূলু (ছাঃ) সকল শুভ ও পবিত্র কাজ ডান হাতে সম্পাদন করতেন'।[৮৭] অন্যত্র আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আঙ্গুলে গণনা করে তাসবীহ পাঠ করতে দেখেছি। ইবনু কুদামাহ (রহঃ) বলেন, ডান হাতের আঙ্গুল দ্বারা।[৮৮] তাসবীহ, তাহমীদ, তাহলীল ও তাকবীর হ'ল ছাদাক্বাহ।[৮৯] আর ছাহাবীগণ তা আঙ্গুলে গণনা করা ব্যতীত ইহাকে ভ্রষ্টতা বা বিদ'আতের শামিল মনে করেছেন। 'একদা আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-কে মসজিদে ডেকে দেখালেন কিছু লোক দলে দলে কংকর নিয়ে একশতবার তাকবীর, তাসবীহ, তাহলীল গণনা করছে। তা দেখে তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদের উম্মাত! ধীক, তোমাদের ধ্বংস আসন্ন। এখনও নবীর ছাহাবীগণ জীবিত। আল্লাহ্র কসম, আজ মনে হচ্ছে তোমরা মুহাম্মাদের দ্বীন (কুরআন ও সুন্নাহ) হ'তে আরও বেশী সঠিক পথে আছো কিংবা ভ্রষ্টতার দ্বার খুলে দিয়েছ। ঐ সকল ব্যক্তিরা বলল, আমরা এর মাধ্যমে উত্তম আমল করার ইচ্ছে পোষণ করেছি। তিনি বললেন, এমন কতক ব্যক্তি আছে, যারা কল্যাণ চায় বটে, কিন্তু কল্যাণ লাভ করতে পারেনা'।[৯০]

৮৬. তিরমিযী হা/৩৫৮৩; আবূদাঊদ হা/১৫০১; মিশকাত হা/২৩১৬; সনদ হাসান।
৮৭. মুসলিম হা/৬১৬ 'পবিত্রতা' অধ্যায় ১৯ অনুচ্ছেদ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) টীকা ৫১৯ ও ১০১০।
৮৮. আবূদাঊদ হা/১৫০২; সনদ ছহীহ।
৮৯. মুসলিম, মিশকাত হা/১৩১১।
৯০. দারেমী হা/২০৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০০৫; সনদ ছহীহ।

আঙ্গুলে গণনা ব্যতীত তা বিদ'আত। প্রত্যেক বিদ'আত ভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ. 'তোমরা প্রত্যেকটি নতুন সৃষ্টি হ'তে বেঁচে থাকো। কেননা, প্রত্যেকটি নতুন সৃষ্টিই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আত গোমরাহী। আর প্রত্যেক গোমরাহী জাহান্নাম'।[৯১]

যারা সুন্নাতের অনুসরণ করে না, দুনিয়ার জীবনে তাদের সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যায়। অথচ তারা মনে করে কতই না সুন্দর আমল করছে। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং স্বীয় আমল বিনষ্ট করো না' *(মুহাম্মদ-৪৭/৩৩)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'আপনি বলে দিন, আমি কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্থ আমলকারীদের সম্পর্কে খবর দিব? দুনিয়ার জীবনে যাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়েছে। অথচ ভাবে যে, তারা সুন্দর আমল করে যাচ্ছে *(কাহ্ফ-১৮/১০৩-৪)*।

যিকির সুন্নাতি পন্থায় করা সর্বোত্তম। সঠিক পদ্ধতিতে যিকির করলে আত্মা কলুষমুক্ত হয় ও জীবনী শক্তি ফিরে পায় এবং ইবাদতে একাগ্রতা ফিরে আসে। সুতরাং তাসবীহ, তাহমীদ, তাহলীল ও তাকবীর-কে ছাদাক্বাহ হিসাবে বর্ধিত করুন।[৯২]

৯১. নাসাঈ হা/১৫৭৮; ইবনে খুযায়মাহ হা/১৭৮৫।
৯২. মুসলিম, মিশকাত হা/১৩১১।

ঈমান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত জ্ঞাতব্য

(ক) ঈমানে মুফাছ্ছাল বা বিস্তারিত ঈমান :

آمَنْتُ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى.

উচ্চারণ : *আ-মানতু বিল্লা-হি, ওয়া মালা-ইকাতিহী, ওয়া কুতুবিহী, ওয়া রুসুলিহী, ওয়াল ইয়াওমিল আ-খিরি, ওয়াল ক্বাদরি খায়রিহী ওয়া শাররিহী মিনাল্লা-হি তা'আলা।*

অর্থ : 'আমি ঈমান আনলাম আল্লাহ্র উপরে, ফেরেশতাগণের উপরে, তাঁর প্রেরিত কিতাব সমুহের উপরে, রাসূলগণের উপরে, ক্বিয়ামত দিবসের উপরে এবং তাক্বদীরে নির্ধারিত ভাল-মন্দের উপরে'।[৯৩]

(খ) ঈমানে মুজমাল বা 'বিশ্বাসের সারকথা' :

آمَنْتُ بِاللهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَ صِفَاتِهِ وَ قَبِلْتُ جَمِيْعَ أَحْكَامِهِ وَ أَرْكَانِهِ.

উচ্চারণ : *আ-মানতু বিল্লা-হি কামা হুয়া, বি আসমা-ইহী ওয়া ছিফা-তিহী, ওয়া ক্বাবিলতু জামী'আ আহ্কা-মিহী ওয়া আর্কা-নিহী।*

অর্থ : আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম আল্লাহ্র উপরে যেমন তিনি, তাঁর যাবতীয় নাম ও গুণাবলী সহকারে এবং আমি কবূল করলাম তাঁর যাবতীয় আদেশ-নিষেধ ও ফরয-ওয়াজিব সমূহকে।

(গ) ঈমানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

পৃথিবীতে মানুষে মানুষে পার্থক্যের মানদণ্ড হ'ল ঈমান। যারা আল্লাহতে বিশ্বাসী, তারা ইহকাল ও পরকালে সফল। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহতে অবিশ্বাসী, তারা ইহকাল ও পরকালে বিফল। ঈমানদারের সকল কাজ হয় আখিরাতমুখী। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসীদের সকল কাজ হয় প্রবৃত্তিমুখী। দু'জনের

৯৩. মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/২।

জীবনধারা হয় সম্পূর্ণ পৃথক। আল্লাহ বলেন, 'আমরা রাসূলদের পাঠিয়ে থাকি এজন্য যে, তারা মানুষকে জান্নাতের সুসংবাদ দিবে ও জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করবে। এক্ষণে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও নিজেকে সংশোধন করে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা কোনরূপ চিন্তান্বিত হবে না'। 'পক্ষান্তরে যারা আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করে, তাদের পাপাচারের কারণে তাদের উপর শাস্তি আপতিত হবে' *(আন'আম ৬/৪৮-৪৯)*।

১. ঈমানের সংজ্ঞা :

(ক) আভিধানিক অর্থ : 'ঈমান' অর্থ নিশ্চিন্ত বিশ্বাস, নিরাপত্তা দেওয়া, যা ভীতির বিপরীত।[৯৪] রাগেব আল-ইছফাহানী (রহঃ) বলেন, ঈমানের মূল অর্থ হচ্ছে আত্মার প্রশান্তি এবং ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাওয়া।[৯৫] সন্তান যেমন পিতা-মাতার কোলে নিশ্চিন্ত হয়, মুমিন তেমনি আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে নিশ্চিন্ত হয়। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, ঈমানের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে স্বীকারোক্তি এবং আত্মার প্রশান্তি। আর সেটা অর্জিত হবে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ ও আমলের মাধ্যমে।[৯৬]

(খ) পারিভাষিক অর্থ : আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মতে, 'ঈমান' হ'ল অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম, যা আনুগত্যে বৃদ্ধি হয় ও গুনাহে হ্রাস হয়। প্রথম দু'টি মূল ও শেষেরটি হ'ল শাখা, যেটা না থাকলে পূর্ণ মুমিন হওয়া যায় না।[৯৭]

ঈমান হ'ল মূল এবং আমল হ'ল শাখা, এদু'টি না থাকলে পূর্ণ মুমিন হওয়া যায় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যাতে তারা তাদের ঈমানের সঙ্গে ঈমান মজবুত করে নেয়' *(ফাতাহ ৪৮/৪)* 'আমরা তাদের সৎ পথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম' *(কাহাফ ১৮/১৩)* 'এবং যারা সৎপথে চলে আল্লাহ তাদের অধিক হিদায়াত দান করেন' *(মারইয়াম ১৯/৭৬)* 'যাতে মু'মিনদের ঈমান বেড়ে যায়' *(মুদ্দাছছির ৭৪/৩১)* 'এটা তোমাদের মধ্যে কারু ঈমান বাড়িয়ে দিলো? যারা

৯৪. জাওহারী, আছ-ছিহাহ ৫/২০৭১; ফিরোযাবাদী, আল-ক্বামূসুল মুহীত, পৃঃ ১১৭৬।

৯৫. আল-মুফরাদাত, পৃঃ ৩৫।

৯৬. আছ-ছারিম আল-মাসলূল, পৃঃ ৫১৯।

৯৭. ইবনু মান্দাহ, কিতাবুল ঈমান ১/৩৩১; আহলেহাদীছ আন্দোলন মনোন্নয়ন সিলেবাস, পৃঃ ১১।

মু'মিন এ তো তাদের ঈমান বাড়িয়ে দেয়' *(তাওবাহ ৯/১২৪)* 'এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্য আরও বৃদ্ধি পেল' *(আহ্যাব ৩৩/২২)*।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. 'ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি। ১. আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল-এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা। ২. ছালাত কায়িম করা। ৩. যাকাত আদায় করা। ৪. হজ্জ সম্পাদন করা এবং ৫. রমাযানের ছিয়াম পালন করা।[৯৮] আর ইসলামের প্রথম স্তম্ভটি মুখে স্বীকার এবং কাজে পরিণত করাই হচ্ছে ঈমান এবং তা বৃদ্ধি পায় ও হ্রাস পায়।

২. মুমিনের বিশ্বাসের ছয়টি ভিত্তি : যথা- أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. 'আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম (১) আল্লাহ্র উপরে (২) তাঁর ফেরেশতাগণের উপরে (৩) তাঁর প্রেরিত কিতাব সমূহের উপরে (৪) তাঁর রাসূলগণের উপরে (৫) ক্বিয়ামত দিবসের উপরে এবং (৬) আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে নির্ধারিত তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপরে'।[৯৯]

৩. মুমিনের গুণাবলী সমূহ :

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে মুমিনের ১৬টি গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে কুরআনে ১০টি এবং হাদীছে ৬টি মুমিনের গুণাবলী পাওয়া যায়। প্রকৃত মুমিন হ'তে গেলে যে দু'টি গুণাবলী অপরিহার্য। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ. 'প্রকৃত মুমিন তারাই, ১. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। অতঃপর তাতে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করে না এবং ২. তাদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে।

৯৮. বুখারী হা/৮; মুসলিম হা/১৬; মিশকাত হা/৪।
৯৯. হাদীছে জিব্রীল, মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/২ 'ঈমান' অধ্যায়।

বস্তুতঃপক্ষে তারাই হ'ল সত্যনিষ্ঠ' *(হুজুরাত ৪৯/১৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'সফলকাম হ'ল ঐসব মুমিন' ৩. 'যারা তাদের ছালাতে গভীরভাবে মনোযোগী' ৪. 'যারা অনর্থক ক্রিয়া-কর্ম এড়িয়ে চলে' ৫. 'যারা সঠিকভাবে যাকাত আদায় করে' ৬. 'যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে' ৭. 'নিজেদের স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত। কেননা এসবে তারা নিন্দিত হবে না। অতঃপর এদের ব্যতীত যারা অন্যকে কামনা করে, তারা হ'ল সীমা লংঘনকারী' ৮. 'আর যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করে' ৯. 'যারা তাদের ছালাত সমূহের হিফাযত করে'। 'তারাই হ'ল উত্তরাধিকারী'। 'যারা উত্তরাধিকারী হবে ফেরদৌসের। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে' *(মুমিন ২৩/১-১১)*। আবারও তিনি বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য'। ১০. 'তোমরা ন্যায়ের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজে নিষেধ করবে এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস রাখবে' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*।

অতঃপর মুমিনের গুরুত্বপূর্ণ ৬টি গুণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . 'এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। (১) সে তার উপর যুলুম করবে না (২) তাকে লজ্জিত করবে না (৩) আর যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকবে, আল্লাহ তার সাহায্যে থাকবেন। (৪) যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিনের বিপদ সমূহের একটি বড় বিপদ দূর করে দিবেন। (৫) যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন'।[১০০] (৬) যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না ও বড়দের মর্যাদা বুঝে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়'।[১০১] আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে

১০০. বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫৮ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'সৃষ্টির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ' অনুচ্ছেদ।
১০১. তিরমিযী হা/১৯২০; আবূ দাউদ হা/৪৯৪৩।

বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ. 'ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম হ'ল তাওহীদের ঘোষণা '*লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ*' এবং সর্বনিম্ন হ'ল রাস্তা হ'তে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা'।[১০২]

ঈমানের প্রকৃত স্বাদ পেতে হ'লে তিনটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ. 'যে লোকের মধ্যে তিনটি গুণের সমাবেশ ঘটেছে, সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ পেয়েছে। (১) তার মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা দুনিয়ার সকল কিছু হ'তে অধিক প্রিয়। (২) যে লোক কোন মানুষকে কেবলমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই ভালবাসে। (৩) যে লোক কুফরী হ'তে নাজাতপ্রাপ্ত হয়ে ঈমান ও ইসলামের আলোগ্রহণ করার পর পুনরায় কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে এত অপছন্দ করে যেমন আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে'।[১০৩]

ঈমানের দ্বীপ্ততার কারণে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে জাহান্নাম থেকে জান্নাতে নিবেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'জান্নাতবাসীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের বলবেন, 'যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান আছে, তাকে জাহান্নাম হ'তে বের করে আনো। তারপর তাদের জাহান্নাম হ'তে এমন অবস্থায় বের করা হবে, তারা পুড়ে পুড়ে কালো হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের বৃষ্টিতে বা হায়াতের নদীতে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তারা সতেজ হয়ে উঠবে, যেমন নদীর তীরে ঘাসের বীজ গজিয়ে উঠে। তুমি কি দেখতে পাও না সেগুলো কেমন হলুদ বর্ণের হয় এবং ঘন হয়ে গজায়'?[১০৪]

১০২. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৫।
১০৩. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৮।
১০৪. বুখারী হা/২২, অধ্যায় : 'ঈমান ও আমলের ফযীলত'; ছহীহুল জামি' হা/১৪০৩৩।

চার কালিমার ফযীলত

১. কালিমা ত্বাইয়্যিবা :

(১) لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

উচ্চারণ : *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু।*

অর্থ : 'নেই কোন ইলাহ্ (সত্য উপাস্য) আল্লাহ ব্যতীত'।[১০৫]

ফযীলত : (১) জাবির ইবনে 'আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. 'সর্বোত্তম যিকির হলো- '*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*'।[১০৬]

(২) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ঈমানের সত্তরটির বেশী শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম শাখা হচ্ছে '*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*'।[১০৭] আর এই শাখা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. 'তুমি কি দেখ না, আল্লাহ কীভাবে উপমা পেশ করেছেন? কালিমা ত্বাইয়্যিবা, যা একটি ভাল বৃক্ষের ন্যায়, যার মূল সুস্থির আর শাখা-প্রশাখা আকাশে' *(ইবরাহীম ১৪/২৪)*।

(৩) জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (مُخْلِصًا) دَخَلَ الْجَنَّةَ. 'যে ব্যক্তি ইখলাছের সাথে বলবে, '*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[১০৮]

(৪) একদা আবূ যার (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, إِذَا عَمِلْتَ

১০৫. তাফসীর ইবনু কাছীর ৪/৪৯১পৃঃ; বুখারী, মিশকাত হা/৪২৫; মুসলিম হা/১৫২৮।
১০৬. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৩০৬, সনদ হাসান।
১০৭. নাসাঈ হা/১১০; ইবনু মাজাহ হা/৫৭; মিশকাত হা/৫।
১০৮. সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৩৫৫।

سَيِّئَةً فَأَتْبِعْهَا حَسَنَةً تَمْحُهَا 'পাপ কাজ করার সাথে সাথেই সৎ আমল করবে, তাহ'লে এটা তোমার পাপকে মিটিয়ে দিবে'। বর্ণনাকারী বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! '*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*' বলা কি সৎ আমল'? তিনি বললেন, هِيَ أَفْضَلُ الْحَسَنَاتِ 'এটা তো সর্বোৎকৃষ্ট সৎ আমল'।[১০৯]

(৫) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ. 'ক্বিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত লাভে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান হবে ঐ ব্যক্তি, যে খালিছ অন্তরে বলে '*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*'।[১১০] অন্যত্র তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি '*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*' বলবে এই কালিমা ঐ সময় মুক্তি দিবে, যখন তার উপর মুছীবত আসবে'।[১১১]

(৬) 'ওসমান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ. 'যে ব্যক্তি অন্তরে এই বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করল যে, '*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*' অর্থাৎ, 'নেই কোন ইলাহ্ (সত্য উপাস্য) আল্লাহ ব্যতীত', সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[১১২]

(৭) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلِمَتِهِ لا إِلَهَ إِلا اللهُ عِنْدَ الْمَوْتِ دَخَلَ الْجَنَّةَ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ وَإِنْ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ. 'তোমরা মৃত্যু পথযাত্রীকে '*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*' তালক্বীন দাও। কেননা যে ব্যক্তির মৃত্যুর সময় '*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*' শেষ বাক্য হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[১১৩]

(৮) আবূ যার (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে দেখি তিনি সাদা কাপড় জড়িয়ে ঘুমিয়ে আছেন। এরপরে আবার ফিরে এসে ঘুমন্ত

১০৯. আহমাদ হা/ ২১৪৮৭; আত-তারগীব হা/ ৩১৬২; সনদ ছহীহ।
১১০. বুখারী হা/৯৯; আহমাদ হা/৮৮৪৫; মিশকাত হা/৫৫৭৪।
১১১. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৩২; সনদ ছহীহ।
১১২. মুসলিম হা/৪৩; মিশকাত হা/৩৭; আহমাদ হা/৪৯৮।
১১৩. মুসলিম, মিশকাত হা/১৬১৬; তিরমিযী হা/৯৭৬; ইবনে হিব্বান হা/৩০০৪।

অবস্থায় দেখি। অতঃপর আবার এসে দেখি তিনি জাগ্রত হয়েছেন। আমি রাসূল (ছাঃ)-এর পাশে বসি। তখন তিনি বললেন, مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ. قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ. قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ. ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ فِى الرَّابِعَةِ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِى ذَرٍّ قَالَ فَخَرَجَ أَبُو ذَرٍّ وَهُوَ يَقُولُ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِى ذَرٍّ. 'যে ব্যক্তি বলে '*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*' এবং এর ওপর মৃত্যুবরণ করে, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ কথা শুনে আবূ যার (রাঃ) বললেন, সে যদি যিনা করে ও চুরি করে তবুও? রাসূল (ছাঃ) বলেন, সে যদি যিনা করে ও চুরি করে তবুও জান্নাতে প্রবেশ করবে। আবূ যার (রাঃ) এভাবে রাসূল (ছাঃ)-কে তিনবার জিজ্ঞাসা করেন, প্রতিবারই তিনি একই জবাব দেন। অতঃপর চতুর্থবার একই প্রশ্নের জওয়াবে তিনি বললেন, আবূ যারের নাক ধুলোই মলিন হোক'।[১১৪]

(৯) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا قَالَ عَبْدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَطُّ مُخْلِصًا، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، حَتَّى تُفْضِيَ إِلَى الْعَرْشِ، مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ. 'কোন বান্দা একনিষ্ঠতার সাথে '*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*' পাঠ করলে তার জন্য আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। ফলে সেই কালিমা আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত সে কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে'।[১১৫]

(১০) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে বসা ছিলাম। তখন বনভূমি থেকে সীজান (এক প্রকার মাছ) রঙের জুব্বা পরিহিত এক ব্যক্তি এসে নবী করীম (ছাঃ)-এর মাথার কাছে দাঁড়ালো এবং বলল, তোমাদের সাথী প্রত্যেক আরোহীকে অবদমিত করেছে বা আরোহীদেরকে অবদমিত করার সংকল্প করেছে এবং প্রত্যেক রাখালকে সমুন্নত করেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জুব্বার হাতা ধরে বলেন, আমি কি

১১৪. বুখারী হা/৫৮২৭; মুসলিম হা/১৫৪; মিশকাত হা/২৬; আহমাদ হা/২১৫০৪।
১১৫. তিরমিযী হা/৩৫৯০; ছহীহুল জামি' হা/৫৬৪৮; সনদ হাসান।

তোমাকে নির্বোধের পোষাক পরিহিত দেখছি না? অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র নবী হযরত নূহ (আঃ)-এর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হ'লে তিনি তাঁর পুত্রকে বললেন, আমি তোমাকে একটি উপদেশ দিচ্ছি। আমি তোমাকে দু'টি বিষয়ের আদেশ দিচ্ছি এবং দু'টি বিষয়ে নিষেধ করছি। আমি তোমাকে '*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*'-এর নির্দেশ দিচ্ছি। কেননা সাত আসমান ও সাত যমীনকে যদি এক পাল্লায় তোলা হয় এবং অপর পাল্লায় '*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*' তোলা হয়, তবে সেই তাওহীদের পাল্লাই ভারী হবে। সাত আসমান ও সাত যমীন যদি একটি জটিল গ্রন্থির রূপ ধারণ করে, তবে '*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*' এবং '*সুবহানাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী*' তা চুরমার করে দিবে। কেননা তা প্রত্যেক বস্তুর ছালাত এবং সকলেই এর বদৌলতে রিযিক লাভ করে থাকে।

আর আমি তোমাকে বারণ করছি শিরক ও অহংকারে লিপ্ত হওয়া থেকে। আমি বললাম, অথবা বলা হ'ল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! শিরক তো আমরা বুঝলাম, তবে অহংকার কি? আমাদের মধ্যকার কারু যদি কারুকার্য খচিত চাদর থাকে, আর তা পরিধান করে? তিনি বলেন, না। সে আবার বলল, যদি আমাদের কারু সুন্দর ফিতাযুক্ত একজোড়া জুতা থাকে? তিনি বললেন, না। সে পুনরায় বলল, যদি আমাদের কারু আরোহণের একটি জন্তু থাকে? তিনি বললেন, না। সে বলল, যদি আমাদের কারু বন্ধু-বান্ধব থাকে এবং তারা তার সাথে ওঠা-বসাও করে (তবে তা কি অহংকার হবে)? তিনি বললেন, না। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহ'লে অহংকার কি? তিনি বলেন, সত্য থেকে বিমুখ থাকা এবং মানুষকে হেয় জ্ঞান করা'।[১১৬]

২. কালিমা শাহাদাত :

(١) أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

১. উচ্চারণ : *আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু*।

অর্থ : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল'।[১১৭]

১১৬. আহমাদ হা/৬৫৮৩; হাকিম হা/১৫৪; আত-তারগীব হা/১৫৩০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬২৯৫।
১১৭. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯৬৪; ৫৮৯৫।

(٢) أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

২. উচ্চারণ : *আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু*।

অর্থ : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত। যিনি একক ও শরীকবিহীন। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল'।[১১৮]

ফযীলত : (১) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামত দিবসে আমার উম্মতের একজনকে সমস্ত সৃষ্টির সামনে আলাদা করে এনে উপস্থিত করবেন। তিনি তার সামনে নিরানব্বইটি আমলনামার খাতা খুলে ধরবেন। প্রতিটি খাতা দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। তারপর তিনি প্রশ্ন করবেন, তুমি কি এগুলো হ'তে কোন একটি (গুনাহ) অস্বীকার করতে পার? লেখক ফেরেশতারা কি তোমার উপর যুলুম করেছে? সে বলবে, না, হে আমার প্রভু! তিনি আবার প্রশ্ন করবেন, তোমার কোন অভিযোগ আছে কি? সে বলবে, না, হে আমার প্রভু! তিনি বলবেন, আমার নিকট তোমার একটি ছওয়াব আছে। আজ তোমার উপর এতটুকু যুলুমও করা হবে না। তখন ছোট একটি কাগজের টুকরা বের করা হবে। তাতে লেখা থাকবে, '*আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান্ আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু*'। তিনি তাকে বলবেন, দাঁড়িপাল্লার সামনে যাও। সে বলবে, হে প্রভু! এতগুলো খাতার বিপরীতে এই সামান্য কাগজটুকুর কি আর ওযন হবে? তিনি বলবেন, তোমার উপর কোন রকম যুলুম করা হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তারপর খাতাগুলো এক পাল্লায় রাখা হবে এবং উক্ত টুকরাটি আরেক পাল্লায় রাখা হবে। ওযনে খাতাগুলোর পাল্লা হালকা হবে এবং কাগজের টুকরার পাল্লা ভারী হবে। আর আল্লাহ তা'আলার নামের বিপরীতে কোন কিছুই ভারী হ'তে পারে না'।[১১৯]

১১৮. মুসলিম, সিলসিলা ছহীহাহ, মিশকাত হা/২৮৯।
১১৯. তিরমিযী হা/২৬৩৯; ইবনু মাজাহ হা/৪৩০০; মিশকাত হা/৫৫৫৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫৬৩।

(২) ওমর ইবনে খাত্তাব হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ওযু শেষে বলবে ‘*আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহূ*’ তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হয়। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করবে’।[১২০]

(৩) ‘উবাদা বিন সামিত (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَابْنُ أَمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَىِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ.

‘যে ব্যক্তি বলে ‘*আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহূ*’। আর (বিশ্বাস করে) ‘নিশ্চয়ই ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌র বান্দা, তাঁর বান্দীর (মরিয়মের) পুত্র, ও তাঁর সেই কালিমা যা মরিয়মকে পৌঁছায়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে একটি রূহ মাত্র, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য’, তাকে জান্নাতের আটটি দরজার যে কোনটি দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে’।[১২১] অন্য বর্ণনায় আছে, أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ. ‘তার আমল যা-ই হোক না কেন আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন’।[১২২]

(৪) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللهِ لاَ يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ. ‘যে ব্যক্তি সন্দেহাতীতভাবে বাক্য দু’টির ওপর ঈমান আনবে, ‘*আশ্হাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুল্লাহ্*’। সে আল্লাহ্‌র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, সে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে না’।[১২৩]

১২০. মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৯।
১২১. বুখারী হা/৩৪৩৫; মুসলিম হা/৪৬।
১২২. মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/২৭।
১২৩. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৯১২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৫৩০।

(৫) ‘উবাদা বিন সামিত (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ. ‘যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়, *আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ*’। আল্লাহ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন’।[১২৪] অন্যত্র তিনি বলেন, ‘যে ব্যক্তি অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে সাক্ষ্য দিবে যে, *আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ*’ তার জন্য আল্লাহ জাহান্নামকে হারাম করে দিবেন’।[১২৫]

(৬) মু‘আয ইবনে জাবাল (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ وَهِىَ تَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللهِ يَرْجِعُ ذَاكَ إِلَى قَلْبٍ مُوقِنٍ إِلاَّ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا. ‘যে ব্যক্তি খালেছ অন্তরে সাক্ষ্য দিবে, ‘*আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আন্না রাসূলুল্লাহ*’ এবং এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দিবেন’।[১২৬]

(৭) আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ অর্থাৎ, ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল’। আল্লাহ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন’। তখন মু‘আয বিন জাবাল (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি লোকদের এ সুসংবাদ জানিয়ে দেব না? রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘তাহ’লে তারা এর উপর ভরসা করে থাকবে (আমল ছেড়ে দেবে)’। অতঃপর মু‘আয (রাঃ) স্বীয় মৃত্যুর সময় (ইলম গোপন করা গুনাহের ভয়ে) এ হাদীছটি বর্ণনা করেন।[১২৭]

১২৪. মুসলিম হা/৪৭; মিশকাত হা/৩৬।
১২৫. বুখারী হা/১২৮; মিশকাত হা/২৫।
১২৬. আহমাদ হা/২২০৫১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৭৮; সনদ হাসান।
১২৭. মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/২৫।

৩. কালিমা তাওহীদ :

(٣) لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণ : *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।*

অর্থ : 'নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত, যিনি একক ও শরীকবিহীন। তাঁরই জন্য সকল রাজত্ব ও তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশীল'।[১২৮]

ফযীলত : (১) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ ، إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

'যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার বলবে '*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর*' ঐ ব্যক্তির দশটি গোলাম আযাদ করার সমান ছওয়াব হবে, তার জন্য একশত নেকী লেখা হবে, একশত গুনাহ ক্ষমা করা হবে। এটি তার ঐ দিনের জন্য শয়তান থেকে রক্ষাকবচ হবে যতক্ষণ না সন্ধ্যা হয়। আর সে যা করেছে তার চেয়ে উত্তম আর কেউ করতে পারবে না ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যে তার চেয়ে বেশী এ আমল করবে'।[১২৯]

(২) উমারাহ ইবনু শাবীব সাবায়ী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

১২৮. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৩০২।
১২৯. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০২।

مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى إِثْرِ المَغْرِبِ بَعَثَ اللهُ لَهُ مَسْلَحَةً يَحْفَظُونَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ مُوجِبَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ مُوبِقَاتٍ، وَكَانَتْ لَهُ بِعَدْلِ عَشْرِ رِقَابٍ مُؤْمِنَاتٍ .

'যে ব্যক্তি মাগরিবের ছালাতের পর দশ বার পাঠ করে, '*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হাম্দু, ইয়ুহয়ী ওয়া ইয়ুমীতু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর*' আল্লাহ তার নিরাপত্তার জন্য এক দল ফেরেশতা পাঠান, যারা তাকে ভোর পর্যন্ত শয়তানের অনিষ্টকারিতা থেকে রক্ষা করেন। তার জন্য আল্লাহ্র রহমত আবশ্যককারী দশটি পুণ্য লেখা হয় এবং তার দশটি ধ্বংসাত্মক পাপ (কবীরা গুনাহ) মুছে দেওয়া হয়। আর তার জন্য দশটি ঈমানদার দাসমুক্ত করার সমপরিমাণ ছওয়াব রয়েছে'।[১৩০]

(৩) আবূ 'আইয়ূব আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ قَالَ عَشْرَ مَرَّاتٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَانَتْ لَهُ عِدْلَ أَرْبَعِ رِقَابٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ.

'যে ব্যক্তি '*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হাম্দু, ইয়ুহ্য়ী ওয়া ইয়ুমীতু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর*' দশ বার পাঠ করবে, সে ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশের চারজন দাস মুক্ত করার নেকী পাবে'।[১৩১]

৪. কালিমা তামজীদ :

(٤) سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ.

১৩০. তিরমিযী হা/৩৫৩৪; ইবনে হিব্বান হা/৮৫০; সনদ হাসান।
১৩১. তিরমিযী হা/৩৫৫৩; সনদ ছহীহ।

উচ্চারণ : *সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াল হামদু লিল্লা-হি ওয়া লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার।*

অর্থ : 'আল্লাহ পবিত্র, আল্লাহর জন্য প্রশংসা, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই ও আল্লাহ সর্বাপেক্ষা মহান'।[১৩২]

ফযীলত : (১) ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِى فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّى السَّلاَمَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا قِيعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ. 'মি'রাজের রাতে ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে আমার দেখা হ'ল। তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি আপনার উম্মতকে আমার সালাম বলবেন এবং তাদেরকে সংবাদ দিবেন যে, জান্নাত হ'ল সুগন্ধ মাটি এবং সুমিষ্ট পানি বিশিষ্ট স্থান। এতে কোন গাছপালা নেই। *সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াল হামদু লিল্লা-হি ওয়া লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার* হ'ল উক্ত গাছ'।[১৩৩]

(২) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ '*সুবহা-নাল্লা-হ, ওয়াল হাম্‌দুলিল্লা-হি, ওয়া লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার*' বলা আমার নিকট পৃথিবী অপেক্ষা অধিক প্রিয়'।[১৩৪]

(৩) সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহর নিকটে সর্বাধিক প্রিয় বাক্য চারটি। (এক) سُبْحَانَ اللهِ '*সুবহা-নাল্লা-হ*' (দুই) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ '*আলহামদুলিল্লা-হ*' (তিন) لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ '*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু*' (চার) اَللهُ أَكْبَرُ '*আল্লা-হু আকবার*'। এই চারটি কালিমার যে কোন একটি প্রথমে বললে, কেউ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না'।[১৩৫]

---

১৩২. আবূদাঊদ, মিশকাত হ/৮৫৮; ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৫৯১।
১৩৩. তিরমিযী হা/৩৪৬২; ছহীহুল জামি' হা/৫১৫২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০৫।
১৩৪. মুসলিম, মিশকাত হা/২২৯৪-৯৫।
১৩৫. মুসলিম হা/২১৩৭; মিশকাত হা/২২৯৪; সনদ ছহীহ।

(৪) নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, الَّذِينَ يَذْكُرُونَ مِنْ جَلاَلِ اللهِ مِنْ تَسْبِيحِهِ، وَتَحْمِيدِهِ، وَتَكْبِيرِهِ، وَتَهْلِيلِهِ، يَتَعَاطَفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ، لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، يُذَكِّرْنَ بِصَاحِبِهِنَّ، أَلَا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ لَا يَزَالَ لَهُ عِنْدَ اللهِ شَيْءٌ يُذَكِّرُ بِهِ. 'যারা তাসবীহ *(সুবহা-নাল্লা-হ)*, তাহমীদ *(আলহামদুলিল্লা-হ)*, তাহলীল *(লা ইলা-হা ইল্লা-হ)*, তাকবীর *(আল্লা-হু আকবার)* এবং বলে মহান আল্লাহ্‌র যিকির করে, তাদের পঠিত বাক্যগুলো আল্লাহ্‌র আরশের চারপাশে মৌমাছির মত প্রদক্ষিণ করতে থাকে এবং বাক্যগুলো পাঠকারীর নাম বলতে থাকে। তোমরা কি পসন্দ করো না যে, তোমাদের নাম আল্লাহ্‌র কাছে সর্বদা স্মরণ করা হোক?'[১৩৬]

(৫) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বাক্য থেকে চারটি বাক্য চয়ন করেছেন। '*সুবহা-নাল্লা-হ*', *আলহামদুলিল্লা-হ*', '*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*' ও '*আল্লা-হু আকবার*'। যে ব্যক্তি 'সুবহা-নাল্লা-হ' বলবে তার জন্য ২০টি নেকী লেখা হবে এবং ২০টি গুনাহ মোচন করা হবে। যে ব্যক্তি '*আল্লা-হু আকবার*' বলবে, তার জন্য অনুরূপ। যে '*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*' বলবে, তার জন্যও অনুরূপ ফযীলত রয়েছে। আর যে ব্যক্তি একনিষ্ঠতার সাথে অন্তর থেকে '*আল-হামদুলিল্লা-হি রাব্বিল 'আলামীন*' বলবে, তার জন্য ৩০টি নেকী লেখা হবে অথবা ৩০টি পাপ মোচন করা হবে'।[১৩৭]

(৬) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি একটি বৃক্ষ রোপণ করছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا الَّذِى تَغْرِسُ. 'হে আবূ হুরায়রা! তুমি কী রোপণ করছ?' উত্তরে আমি বললাম, আমার জন্য একটি বৃক্ষ রোপণ করছি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى غِرَاسٍ خَيْرٍ لَكَ مِنْ هَذَا. 'আমি কি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম বৃক্ষ রোপণের কথা বলব

---

১৩৬. আহমাদ হা/ ১৮৩৬২; হাকিম হা/ ১৮৪১; সনদ ছহীহ।
১৩৭. আহমাদ হা/ ৮০১২; হাকিম হা/১৮৬৬; ছহীহুল জামি' হা/ ১৭১৮।

না?' তিনি বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, قُلْ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ يُغْرَسْ لَكَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ شَجَرَةٌ فِى الْجَنَّةِ. 'তাহ'লে তুমি বলো, '*সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াল হামদুলিল্লা-হি ওয়া লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু আল্লা-হু আকবার*'। তবে প্রত্যেক বার পাঠের বিনিময়ে জান্নাতে তোমার জন্য একটি করে বৃক্ষ রোপণ করা হবে'।[১৩৮]

(৭) উম্মে হানী (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার নিকটে আসলেন। আমি তাঁকে বললাম, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি এবং দুর্বল হয়ে পড়েছি। তাই আমাকে এমন একটি আমল সম্পর্কে অবহিত করুন, যা আমি বসে বসে সম্পাদন করতে পারি'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, سَبِّحِى اللَّهَ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ رَقَبَةٍ تُعْتِقِينَهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاحْمَدِى اللَّهَ مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ فَرَسٍ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ تَحْمِلِينَ عَلَيْهَا فِى سَبِيلِ اللهِ وَكَبِّرِى اللَّهَ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ بَدَنَةٍ مُقَلَّدَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ وَهَلِّلِى اللَّهَ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ تَمْلأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلاَ يُرْفَعُ يَوْمَئِذٍ لأَحَدٍ عَمَلٌ إِلاَّ أَنْ يَأْتِىَ بِمِثْلِ مَا أَتَيْتِ بِهِ. 'তুমি ১০০ বার '*সুবহা-নাল্লা-হ*' পাঠ করো, তাহ'লে ইসমাঈলের বংশধর থেকে ১০০ জন গোলাম আযাদ করার সমপরিমাণ নেকী লাভ করতে পারবে। আবার ১০০ বার '*আলহামদুলিল্লা-হ*' পাঠ করো, তাহ'লে তোমার জন্য সেই পরিমাণ নেকী লেখা হবে, যেন তুমি জিন বাঁধা ও লাগাম পরিহিত ১০০টি ঘোড়ায় চড়ে আল্লাহ্র পথে লড়াই করছ। এরপর ১০০ বার '*আল্লা-হু আকবার*' পাঠ করবে, তাহ'লে তোমার জন্য কবূলযোগ্য ১০০টি পশু কুরবানীর নেকী লেখা হবে। আর ১০০ বার '*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*' পাঠ করবে, তাহ'লে আকাশ ও যমীনের মধ্যবর্তী জায়গা নেকী দ্বারা পূর্ণ হয়ে

১৩৮. ইবনু মাজাহ হা/৩৮০৭; হাকিম হা/১৮৮৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৫৪৯; সনদ ছহীহ।

যাবে। সেই দিন কারু আমল তোমার মত হবে না। তবে সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যে তোমার মত এরূপ আমল করেছে'।[১৩৯]

(৮) আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি শুকনা পাতা গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর লাঠি দিয়ে তাতে আঘাত করলে হঠাৎ পাতাগুলো ঝরে পড়ে। অতঃপর তিনি বললেন, إِنَّ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تَنْفُضُ الْخَطَايَا كَمَا تَنْفُضُ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا. 'কোন বান্দা '*সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াল হামদুলিল্লা-হি ওয়া লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু আল্লা-হু আকবার*' বললে তার গুনাহসমূহ ঝরে যাবে, যেভাবে এ গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়েছে'।[১৪০]

(৯) হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلاَقَكُمْ، كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي الْمَالَ مَنْ أَحَبَّ وَمَنْ لاَ يُحِبُّ، وَلاَ يُعْطِي الإِيْمَانَ إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ، فَمَنْ ضَنَّ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ، وَخَافَ الْعَدُوَّ أَنْ يُجَاهِدَهُ، وَهَابَ اللَّيْلَ أَنْ يُكَابِدَهُ، فَلْيُكْثِرْ

'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে চরিত্র বণ্টন করেছেন, যেভাবে তোমাদের মধ্যে রিযিক বণ্টন করেছেন। আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন এবং যাকে ভালোবাসেন না তাদের উভয়কে সম্পদ দান করেছেন। কিন্তু তিনি যাকে ভালোবাসেন কেবল তাকেই ঈমান দান করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি সম্পদ ব্যয়ে কৃপণ, শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদে ভীত এবং ইবাদতের মাধ্যমে রাত জাগরণে দুর্বল, সে যেন '*সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াল হামদুলিল্লা-হি ওয়া লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু আল্লা-হু আকবার*' বেশি বেশী পাঠ করে'।[১৪১]

১৩৯. আহমাদ হা/২৬৯৫৬; আত-তারগীব হা/১৫৫৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩১৬; সনদ হাসান।
১৪০. আহমাদ হা/১২৫৫৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩১৬৮।
১৪১. সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭১৪; শু'আবুল ঈমান হা/৬০৭,।

ছালাত সংশ্লিষ্ট ফযীলতপূর্ণ দো'আ ও যিকির সমূহ

ওযূ সংশ্লিষ্ট দো'আ ও ফযীলত

১. ওযূ শুরুর দো'আ :

بِسْمِ اللهِ.

উচ্চারণ : *বিস্‌মিল্লা-হ্*

অর্থ : 'আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি'।[১৪২]

ফযীলত : সা'ঈদ ইবনু যায়দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ. 'যে ব্যক্তি ওযূর শুরুতে '*বিসমিল্লা-হ*' পাঠ করেনি, তার ওযূ হয়নি।[১৪৩]

২. ওযূ শেষে পঠিতব্য দো'আ ও ফযীলত :

(١) أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ، وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْـمُتَطَهِّرِيْنَ.

উচ্চারণ : *'আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা শারীকা লাহূ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহূ ওয়া রাসূলুহূ। আল্লা-হুম্মাজ'আল্‌নী মিনাৎ তাউওয়াবীনা ওয়াজ্'আল্‌নী মিনাল মুতাত্বহ্‌হিরীন'*।

অর্থ : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি একক ও শরীক বিহীন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তওবাকারীদের ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন'।[১৪৪]

---

১৪২. বুখারী হা/৩২৮০; আবূদাঊদ হা/৩৭৩১।

১৪৩. তিরমিযী, মিশকাত হা/৪০২; আহমাদ হা/১১৩৮৮; দারাকুৎনী হা/৩২০; দারেমী হা/৭১৬।

১৪৪. তিরমিযী হা/৫৫; নাসাঈ হা/১৪৮।

ফযীলত : (১) ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি সুন্দর করে ওযূ সম্পাদন করার পর বলবে, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ অর্থাৎ, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি একক ও শরীক বিহীন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তওবাকারীদের ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন'। তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হয়। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[১৪৫]

৩. ওযূ শেষে পঠিতব্য বিশেষ দো'আ ও ফযীলত :

(٢) سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

উচ্চারণ : *'সুবাহা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লা আন্‌তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা'*।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র এবং তোমার প্রশংসা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তওবা করে তোমার দিকে ফিরে যাচ্ছি'।[১৪৬]

ফযীলত : আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ওযূ শেষে এই দো'আটি পাঠ করে, سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أنت، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র এবং তোমার প্রশংসা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তওবা করে তোমার দিকে ফিরে

---

১৪৫. তিরমিযী হা/৫৫; নাসাঈ হা/১৪৮; ইবনু মাজাহ হা/৪৭০; ইবনু হিব্বান হা/১০৫০; বায়হাক্বী, সুনানে ছুগরা হা/১০৯, সনদ ছহীহ।

১৪৬. ছহীহ আত-তারগীব হা/২২৫।

যাচ্ছি'। দো'আটি একটি বিশেষ মোহর দ্বারা মোহরাঙ্কিত করা হয়। অতঃপর সেটা আরশের নিচে রাখা হয়, ক্বিয়ামত পর্যন্ত সেই মোহর খোলা হয় না।[১৪৭]

অন্যত্র দো'আটির ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, সেই দো'আটি তার জন্য একটি কাগজে লেখা হয় এবং তাতে সীল মেরে দেওয়া হয়, যা ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত খোলা হয় না।[১৪৮] বিশেষ করে এই দো'আটি 'মজলিসের কাফ্ফারা' রূপে পরিচিত, যা কোন বৈঠকের শেষে পাঠ করলে উক্ত বৈঠকের মাঝে কৃত ভুলগুলোর ক্বাফ্ফারা হয়ে যায়।[১৪৯]

৪. ওযূ শেষে লজ্জাস্থানে পানি ছিটানোর ফযীলত :

'লজ্জাস্থান বরাবর কাপড়ের উপর পানি ছিটানো নারী-পুরুষের জন্য মুস্তাহাব'।[১৫০] 'পেশাবের সন্দেহ দূর করার জন্য বাম হাতে সামান্য পানি নিয়ে লজ্জাস্থান বরাবর কাপড়ের উপরে ছিটিয়ে দিবে'।[১৫১]

যায়িদ ইবনে হারিছা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَتَاهُ فِى أَوَّلِ مَا أُوحِىَ إِلَيْهِ فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوءِ أَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ. 'প্রথমে আমার নিকট যখন অহী নাযিল করা হয় তখন জিব্রীল (আঃ) আমার নিকট এসে আমাকে ছালাত ও ওযূ শিক্ষা দিলেন। তিনি ওযূ শেষ করলেন এবং হাতে পানি নিয়ে তার লজ্জাস্থান বরাবর ছিটিয়ে দিলেন'।[১৫২]

৫. ওযূর ফযীলত : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল, যে সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটিয়েছে, ছালাতের জন্য (যথাসময়ে) জাগ্রত হয়নি, তখন তিনি বললেন,

১৪৭. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৭৩০; ছহীহ আত-তারগীব হা/২২৫।
১৪৮. ছহীহ আত-তারগীব হা/২২৫।
১৪৯. আবূদাঊদ হা/৪৮৫৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৫১৭।
১৫০. মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী হা/৫০-এর ব্যাখ্যা।
১৫১. আবূদাঊদ হা/১৬৬-৬৮; নাসাঈ হা/১৩৪-৩৫; ইবনু মাজাহ হা/৪৬১; মিশকাত হা/৩৬১, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'পেশাব-পায়খানার আদব' অনুচ্ছেদ।
১৫২. আহমাদ হা/১৭৫১৫; মিশকাত হা/৩৬৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৪১।

'শয়তান তার কানে পেশাব করে দিয়েছে'।[১৫৩] অন্যত্র, আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا اسْتَيْقَظَ، أُرَاهُ، أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاَثًا ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ. 'তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে উঠে এবং ওযূ করে তখন তার উচিৎ তিনবার নাক ঝেড়ে ফেলা। কারণ শয়তান তার নাকের ছিদ্রে রাত্রী যাপন করেছে'।[১৫৪]

(১) ওযূ হ'ল ছালাতের চাবি : 'আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ 'ছালাতের চাবি হ'ল ওযূ, যা তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা শুরু হয় ও সালাম দ্বারা শেষ হয়'।[১৫৫]

(২) ওযূর পানিতে ছোট পাপ ঝরে যায় : আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوْبِ .

'কোন মুসলিম অথবা মুমিন বান্দা ওযূ করার সময় যখন মুখমণ্ডল ধুয়ে ফেলে তখন তার চোখ দিয়ে অর্জিত পাপ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায়। যখন সে উভয় হাত ধৌত করে তখন তার দু'হাতের স্পর্শের মাধ্যমে অর্জিত পাপ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়। অতঃপর যখন সে উভয় পা ধৌত করে তখন তার দু'পা দিয়ে হাঁটার মাধ্যমে অর্জিত পাপ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়। এইভাবে সে যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়'।[১৫৬] অন্যত্র এসেছে, ওছমান বিন আফফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল

১৫৩. বুখারী হা/১১৪৪ 'তাহাজ্জুদ' অধ্যায়; মুসলিম হা/৭৭৪।
১৫৪. বুখারী হা/৩২৯৫; মুসলিম হা/২৩৮।
১৫৫. আবূদাঊদ, তিরমিযী, দারেমী , মিশকাত হা/৩১২।
১৫৬. মুসলিম, সিলসিলা ছহীহাহ, মিশকাত হা/২৮৫।

(ছাঃ) বলেন, مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ. 'যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করবে, তার পাপসমূহ তার দেহ থেকে বেরিয়ে যাবে। এমনকি তার নখগুলোর নিচে থেকেও পাপসমূহ বেরিয়ে যাবে'। [১৫৭]

(৩) ওযূতে গুনাহ মাফ হয় ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায় : আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ. قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ.

'আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজ সম্পর্কে জানাবো না, যা করলে আল্লাহ বান্দার গুনাহসমূহ ক্ষমা করেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি বলুন। তিনি বললেন, কষ্টকর অবস্থায় থেকেও পূর্ণাঙ্গরূপে ওযূ করা, ছালাতের জন্য মসজিদে বার বার যাওয়া এবং এক ছালাতের পর আর এক ছালাতের জন্য অপেক্ষা করা। আর এই কাজগুলোই হ'ল সীমান্ত প্রহরা'।[১৫৮] অন্যত্র এসেছে, ওছমান (রাঃ)-এর আযাদকৃত দাস হুমরান বলেন, আমি ওছমান ইবনু আফফান (রাঃ)-এর জন্য ওযূর পানি নিয়ে আসলে তিনি ওযূ করে বললেন, লোকেরা রাসূল (ছাঃ) থেকে বেশ কিছু হাদীছ বর্ণনা করে থাকে। ঐ হাদীছগুলো কি তা আমার জানা নেই। তবে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আমার এই ওযূর ন্যায় ওযূ করতে দেখেছি। তারপর তিনি বলেছেন, مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَكَانَتْ صَلاَتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً. 'যে ব্যক্তি এভাবে ওযূ করে তার পূর্বের সকল গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হয়। ফলে তার ছালাত ও মসজিদে যাওয়া অতিরিক্ত আমল হিসাবে গণ্য হয়'।[১৫৯]

---

১৫৭. মুসলিম হা/২৪৫; বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৪; আহমাদ হা/৪৭৬।
১৫৮. মুসলিম হা/৪১; তিরমিযী হা/৫৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫।
১৫৯. মুসলিম হা/২২৯; শু'আবুল ঈমান হা/২৪৬৮।

(৪) ওযূতে শয়তানের গিঁট খুলে যায় : আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ.

'তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শয়তান তার ঘাড়ের পশ্চাদাংশে তিনটি গিঁট দেয়। প্রতি গিঁটে সে এ বলে চাপড়ায়, তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত, অতএব তুমি শুয়ে থাক। অতঃপর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহ্কে স্মরণ করে তাহ'লে একটি গিঁট খুলে যায়। পরে ওযূ করলে আরেকটি গিঁট খুলে যায়। অতঃপর ছালাত আদায় করলে আরেকটি গিঁট খুলে যায়। তখন তার প্রভাত হয় উৎফুল্ল মনে ও অনাবিল চিত্তে। অন্যথায়, সে সকালে ঘুম থেকে উঠে কলুষ কালিমা ও আলস্য সহকারে'।[১৬০]

(৫) ওযূর স্থান দেখে ক্বিয়ামতের দিন রাসূল (ছাঃ) উম্মতদের চিনবেন : আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন,

كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَىْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ. قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ فَإِنَّهُمْ يَأْتُوْنَ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنَ الْوُضُوْءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ.

'হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আপনার উম্মাতের এমন লোকদের কিভাবে চিনবেন যারা এখনও দুনিয়াতেই আসেনি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, বলো দেখি, যদি কোন ব্যক্তির নিকট কালো এক রঙ্গের বহু ঘোড়ার মধ্যে একদল ধবধবে সাদা কপাল ও সাদা হাত-পা বিশিষ্ট ঘোড়া থাকে, সে কি তার ঘোড়া সমূহ চিনতে পারবে না? তারা বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমার উম্মতেগণও ওযূর কারণে (ক্বিয়ামতের দিন)

---

১৬০. বুখারী হা/১১৪২।

সেইরূপ ধবধবে সাদা কপাল ও সাদা হাত-পা অবস্থায় উপস্থিত হবে। আর আমি হাউযে কাওছারের নিকট তাদের অগ্রগামী হিসাবে উপস্থিত থাকব'।[১৬১]

(৬) ওযূ অবস্থায় ঘুমন্ত ব্যক্তির জন্য ফেরেশতারা দো'আ করেন : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ بَاتَ طَاهِرًا بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ، لاَ يَسْتَيْقِظُ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ إِلاَّ قَالَ الْمَلَكُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلاَنٍ، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا. 'যে ব্যক্তি ওযূ করে শয্যাগ্রহণ করে, তার শরীরের সাথে থাকা বস্ত্রের মাঝে একজন ফেরেশতা রাত্রি যাপন করেন। যখনই সে ব্যক্তি জাগ্রত হয়, তখন ফেরেশতা বলেন, হে আল্লাহ! আপনি অমুক বান্দাকে ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয়ই সে ওযূ করে শয়ন করেছে'।[১৬২] অন্যত্র তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, طَهِّرُوْا هَذِهِ الأَجْسَادَ طَهَّرَكُمُ اللهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ يَبِيْتُ طَاهِرًا إِلاَّ بَاتَ مَلَكٌ فِيْ شِعَارِهِ لاَ يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ إِلاَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا. 'তোমাদের শরীরকে পবিত্র রাখ। আল্লাহ তোমাদেরকে পবিত্র করবেন। যে ব্যক্তি পবিত্রার সাথে (ওযূ অবস্থায়) রাত অতিবাহিত করবে, অবশ্যই একজন ফেরেশতা তার সঙ্গে রাত অতিবাহিত করবেন। রাতে যখনই সে পার্শ্ব পরিবর্তন করে তখনই সে ফেরেশতা বলেন, হে আল্লাহ! আপনার এই বান্দাকে ক্ষমা করুন। কেননা সে পবিত্রাবস্থায় ঘুমিয়েছে'।[১৬৩] অন্য হাদীছে এসেছে, মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِرًا فَيَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. 'যে মুসলমান রাতে ওযূ করে দো'আ ও যিকির পাঠ করে শয়ন করে, সে যদি রাতে জাগ্রত হয়ে দুনিয়া ও আখিরাতের কোন কল্যাণ আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করে, তাহ'লে আল্লাহ তাকে তা দান করেন'।[১৬৪]

---

১৬১. মুসলিম, মিশকাত হা/২৯৮।

১৬২. ইবনে হিব্বান হা/১০৫১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫৩৯।

১৬৩. জামিউছ ছাগীর হা/৭৩৮৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৯৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫৩৯।

১৬৪. আবূদাঊদ হা/৫০৪২; মিশকাত হা/১২১৫, হাদীছ ছহীহ।

৬. মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দো'আ ও ফযীলত :

মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার প্রথমে রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ তাঁর নির্দেশ। আবূ হুমাইদ আস-সায়েদী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لْيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

'যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তখন সে যেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করে অতঃপর যেন বলে, اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দ্বার সমূহ খুলে দাও'। আর বের হওয়ার সময় যেন বলে, اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি'।[১৬৫]

৭. মসজিদে প্রবেশের দো'আ :

(١) أَللَّهُمَّ افْتَحْ لِى أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মাফ্তাহ্লী আবওয়া-বা রাহমাতিকা।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমার জন্য তুমি তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও'।[১৬৬]

৮. মসজিদে প্রবেশের ২য় দো'আ :

(٢) أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

---

১৬৫. মুসলিম হা/৭১৩; নাসাঈ হা/৭২৯; আবূদাঊদ হা/৪৬৫; ইবনু মাজাহ হা/৭৭২; আলবানী হাদীছটি ছহীহ বলেছেন।

১৬৬. মুসলিম হা/৭১৩; মিশকাত হা/৭০৩ 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ-৭।

উচ্চারণ : *আ'উযুবিল্লা-হিল 'আযীমি ওয়া বিওয়াজহিহিল কারীমি ওয়া সুলত্বানিহিল ক্বাদীমি মিনাশ্ শাইত্বা-নির রাজীম।*

অর্থ : 'মহান আল্লাহ্‌র, তাঁর সম্মানিত চেহারার ও তাঁর অনাদি ক্ষমতার অসীলায় বিতাড়িত শয়তান হ'তে আমি আশ্রয় চাচ্ছি'।[১৬৭]

ফযীলত : আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনু 'আছ বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন, أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. অর্থাৎ, 'মহান আল্লাহ্‌র, তাঁর সম্মানিত চেহারার ও তাঁর অনাদি ক্ষমতার অসীলায় বিতাড়িত শয়তান হ'তে আমি আশ্রয় চাচ্ছি'। দো'আটি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ حُفِظَ مِنِّيْ سَائِرَ الْيَوْمِ. 'যখন কেউ উক্ত দো'আ পাঠ করে, তখন শয়তান বলে, আমা হ'তে সে সারা দিনের জন্য রক্ষা পেল'।[১৬৮]

৯. মসজিদে হ'তে বের হওয়ার দো'আ :

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

উচ্চারণ : '*আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মিন ফাযলিকা*'।

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমি অনুগ্রহ চাই'।[১৬৯]

১৬৭. আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৭৪৯।
১৬৮. আবূদাঊদ হা/৪৬৬; মিশকাত হা/৭৪৯; সনদ ছহীহ।
১৬৯. মুসলিম হা/৭১৩; মিশকাত হা/৭০৩।

ছালাত সংশ্লিষ্ট দো'আ ও ফযীলত

১. আযান ও ইক্বামতের বাক্য :

আযানের কালিমা সমূহ :

(١) أَللهُ أَكْبَرُ، أَللهُ أَكْبَرُ. أَللهُ أَكْبَرُ، أَللهُ أَكْبَرُ.

(১) উচ্চারণ : '*আল্লা-হু আকবার*'*(৪ বার)*।
অর্থ : 'আল্লাহ সবার চেয়ে বড়'*(৪ বার)*।

(٢) أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

(২) উচ্চারণ : '*আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*'*(২ বার)*।
অর্থ : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই'*(২ বার)*।

(٣) أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ.

(৩) উচ্চারণ : *আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (২ বার)*।
অর্থ : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল' *(২ বার)*।

(٤) حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ.

(৪) উচ্চারণ : '*হাইয়া 'আলাছ ছালা-হ*'*(২ বার)*।
অর্থ : 'ছালাতের জন্য এসো' *(২ বার)*।

(٥) حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ.

(৫) উচ্চারণ : '*হাইয়া 'আলাল ফালা-হ*'*(২ বার)*।
অর্থ : 'কল্যাণের জন্য এসো' *(২ বার)*।

(٦) أَللهُ أَكْبَرُ، أَللهُ أَكْبَرُ.

(৬) উচ্চারণ : '*আল্লা-হু আকবার*' *(২ বার)*।

অর্থ : 'আল্লাহ সবার চেয়ে বড়' *(২ বার)*।

(৭) لَآ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ.

(৭) উচ্চারণ : *'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'*
অর্থ : 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই' *(১ বার)*।[১৭০]

(৮) ফজরের আযানে **'*হাইয়া 'আলাল ফালা-হ*'**-এর পরে বলবে,

أَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ. أَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ.

উচ্চারণ : *'আছছালা-তু খায়রুম মিনান নাঊম'(২ বার)*।
অর্থ : 'নিদ্রা হ'তে ছালাত উত্তম'*(২ বার)*।[১৭১]

২. আযানের ফযীলত : (১) আবূ মাহযূরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ هَذَا الْأَذَانَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، ثُمَّ يَعُوْدُ فَيَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ زَادَ إِسْحَاقُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا الله .

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আযানের কালিমা শিক্ষা দিয়েছেন, '*আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার; আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ, আশহাদু আল্লা-ইল্লাহা ইল্লাল্লা-হ; আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লা-হ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লা-হ; হাইয়া 'আলাছ ছালা-হ, হাইয়া 'আলাছ ছালা-হ; হাইয়া 'আলাল ফালা-হ, হাইয়া 'আলাল ফালা-হ; আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার; লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ*'।[১৭২]

১৭০. আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৬৫০; মিরআত হা/৬৫৫।

১৭১. আবূদাঊদ হা/৫০০-১, ৫০৪, মিশকাত হা/৬৪৫। ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃষ্ঠা-৭২।

১৭২. আবূ দাঊদ হা/৫০২, ছহীহ হাদীছ।

(২) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَّلاَ إِنْسٌ وَّ لاَ شَيْئٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 'মুওয়ায্যিনের আযানের ধ্বনি মানুষ ও জিনসহ যত প্রাণী শুনবে, ক্বিয়ামতের দিন সকলে তার জন্য সাক্ষ্য প্রদান করবে'।[১৭৩]

(৩) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا نُودِىَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ، فَإِذَا قُضِىَ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِىَ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الإِنْسَانِ وَقَلْبِهِ، فَيَقُولُ اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا. حَتَّى لاَ يَدْرِى أَثَلاَثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَإِذَا لَمْ يَدْرِ ثَلاَثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا سَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ. 'যখন ছালাতের আযান দেওয়া হয়, তখন শয়তান বায়ু নিঃসরণ করতে করতে পিছু হটে যায়। আযান শেষ হয়ে গেলে আবার ফিরে আসে। তারপর ইক্বামতকালে শয়তান আবার হটে যায়। ইক্বামত শেষে সে এসে মানুষের ফাঁকে ও তাদের অন্তরের মধ্যে অবস্থান নেয় এবং বলতে শুরু করে যে, তুমি এটা স্মরণ করো, ওটা স্মরণ করো। শেষ পর্যন্ত লোকটি ভুলেই যায় যে, সে ছালাত তিন রাক'আত পড়ল, নাকি চার রাক'আত। তারপর তিন রাক'আত পড়ল, নাকি চার রাক'আত পড়ল তা নির্ণয় করতে না পারলে সে যেন দু'টি সাহু সিজদা করে নেয়'।[১৭৪]

(৪) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى وَشَاهِدُ الصَّلاَةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ صَلاَةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا. 'মুওয়ায্যিনের আযান ধ্বনির শেষ সীমা পর্যন্ত সজীব ও নির্জীব সকল বস্তু তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে ও সাক্ষ্য প্রদান করে। ঐ আযান শুনে যে ব্যক্তি ছালাতে যোগ দিবে, সে পঁচিশ ছালাতের সমপরিমাণ নেকী পাবে। মুওয়ায্যিনও উক্ত মুছল্লীর সমপরিমাণ নেকী পাবে এবং তার দুই আযানের মধ্যবর্তী সকল (ছগীরা)

১৭৩. বুখারী হা/৬০৯; মিশকাত হা/৬৫৬।

১৭৪. বুখারী হা/ ৩২৮৫ 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৬৫৫।

গুনাহ ক্ষমা করা হবে'।[১৭৫] অন্য বর্ণনায় আছে, ক্বিয়ামতের মাঠে মুয়ায্যিনের গর্দান উঁচু হবে।[১৭৬]

(৫) ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَذَّنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِيْنِهِ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ سِتُّوْنَ حَسَنَةً وَبِإِقَامَتِهِ ثَلاَثُوْنَ حَسَنَةً. 'যে বার বছর আযান দেয় তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে যায় এবং তার প্রত্যেক আযানের বিনিময়ে ষাট নেকী এবং এক্বামতের বিনিময়ে ত্রিশ নেকী অতিরিক্ত লেখা হয়'।[১৭৭] উল্লেখ্য, সাত বছর আযান দিলে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ।[১৭৮]

৩. আযানের জওয়াবের ফযীলত :

(১) ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمْ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. 'যখন মুওয়ায্যিন বলে *'আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার'* যদি তোমাদের কেউ বলে *'আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার'*, অতঃপর যখন মুওয়ায্যিন বলে *'আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'* সেও বলে *'আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'*, মুওয়ায্যিন বলে *'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লা-হ'* সেও বলে *'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লা-হ'*, এরপর মুওয়ায্যিন বলে,

১৭৫. আবূ দাউদ হা/৫১৫; নাসাঈ হা/৬৬৭; ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৬৬৭; সনদ ছহীহ।
১৭৬. মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৪।
১৭৭. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪২।
১৭৮. তিরমিযী হা/২০৬; ইবনু মাজাহ হা/৭২৭; মিশকাত হা/৬৬৪; যঈফা হা/৮৫০।

'হাইয়া 'আলাছ ছালাহ' সে বলে *'লা- হাওলা ওয়ালা- কুউওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ'*, পুনরায় যখন মুওয়ায্যিন বলে *'হাইয়া আলাল ফালাহ'* সে বলে *'লা- হাওলা ওয়ালা- কুউওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ'*, পরে যখন মুওয়ায্যিন বলে *'আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার'* সেও বলে *'আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার'*। অতঃপর যখন মুওয়ায্যিন বলে *'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'* সেও বলে *'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'*। আর কেহ এই বাক্যগুলি মনে-প্রাণে ভয়-ভীতি নিয়ে বলে তাহ'লে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[১৭৯]

(২) আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম তখন বেলাল (রাঃ) দাঁড়িয়ে আযান দিতে লাগলেন। যখন বেলাল (রাঃ) আযান শেষ করলেন, তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَالَ مِثْلَ هَذَا يَقِيْنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. 'যে অন্তরে বিশ্বাস নিয়ে আযানের অনুরূপ বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[১৮০] অন্যত্র হাদীছে এসছে, আবূ ইয়া'লা আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক রাত্রি যাপন করলেন। তখন বেলাল আযান দিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ، وَشَهِدَ مِثْلَ شَهَادَتِهِ فَلَهُ الْجَنَّةُ. 'যে ব্যক্তি তার (বেলালের) কথার অনুরূপ বলবে এবং তার সাক্ষ্য দানের মত সাক্ষ্য দিবে তার জন্য জান্নাত'।[১৮১]

(৩) আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! 'মুওয়ায্যিনগণ আমাদের চেয়ে অধিক মর্যাদা লাভ করছেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, قُلْ كَمَا يَقُوْلُوْنَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَ. 'তুমিও বলো যেরূপ তারা বলে এবং যখন আযানের জওয়াব দেয়া শেষ হবে, তখন আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করো, তাহ'লে তোমাকেও প্রদান করা হবে'।[১৮২]

৪. আযানের পরে দো'আ ও ফযীলত :

আযানের জওয়াব শেষে প্রথমে রাসূল (ছাঃ)-এর ওপর দরূদ পাঠ করতে হবে তারপর নিচের দো'আগুলো পাঠ করতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার ইবনে

১৭৯. মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫।
১৮০. নাসাঈ, মিশকাত হা/৬৭৬, হাদীছ ছহীহ।
১৮১. ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৭৬, হাদীছ হাসান।
১৮২. আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৬৭৩, হাদীছ হাসান।

'আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ، 'যখন তোমরা আযান শুনবে, তখন আযানের জওয়াবে তাই বলবে যা মুওয়ায্যিন বলে থাকেন। অতঃপর আমার উপর দরূদ পাঠ করবে'।[১৮৩] দরূদ পাঠের পর নিচের দো'আগুলো পাঠ করতে হবে।

দো'আ-১

(১) اَللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَهُ،

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা রব্বা হা-যিহিদ্ দা'ওয়াতিত্ তা-ম্মাতি ওয়াছ্ ছালা-তিল ক্বাইমাতি, আ-তি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযীলাতা, ওয়াব্'আছহু মাক্বা-মাম্ মাহ্মূদানিল্লাযী ওয়া 'আদ্তাহ।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! (তাওহীদের) এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত ছালাতের তুমি প্রভু। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে তুমি দান কর 'অসীলা' নামক (জান্নাতের সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান) ও মর্যাদা এবং তাকে পৌঁছে দাও প্রশংসিত স্থান মাক্বামে মাহমূদে যার ওয়াদা তুমি তাকে দিয়েছ'।[১৮৪]

ফযীলত : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার ইবনে 'আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِذَا سَمِعْتُمِ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّه مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ.

'যখন তোমরা আযান দিতে শুন তখন তার পুনরাবৃত্তি করো যা মুওয়ায্যিন বলে। তারপর আমার প্রতি দরূদ পাঠ করো। কারণ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন।

১৮৩. মুসলিম হা/৩৮৪; মিশকাত হা/৬৫৭।
১৮৪. বুখারী হা/৬১৪; মিশকাত হা/৬৫৯।

এরপর আমার জন্য আল্লাহ্র কাছে 'ওয়াসীলা' প্রার্থনা করবে। 'ওয়াসীলা' হ'ল জান্নাতের সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান, যা আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্য হ'তে শুধুমাত্র একজন লাভ করতে পারবে। আর আমার আশা যে আমিই হবো সেই ব্যক্তি। তাই যে ব্যক্তি আমার জন্য 'ওয়াসীলার দো'আ করবে, ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশ করা আমার জন্য ওয়াজিব হয়ে পড়বে'।[১৮৫]

(২) আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ. 'আযান ও ইক্বামতের মধ্যকার সময়ের দো'আ আল্লাহ্র দরবার হ'তে ফেরত দেওয়া হয় না' অর্থাৎ এটা দো'আ কবূলের সময়।[১৮৬]

দো'আ-২

(২) أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا، وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا، وَّبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا.

উচ্চারণ : *'আশ্হাদু আল্ লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকা লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু। রাযীতু বিল্লা-হি রাব্বাওঁ, ওয়া বিমুহাম্মাদির রাসূলাওঁ, ওয়া বিল ইসলা-মি দ্বীনা।*

অর্থ : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহ্কে রব হিসাবে এবং মুহাম্মাদকে রাসূল হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মেনে সন্তুষ্ট হ'লাম'।[১৮৭]

ফযীলত : (১) জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فِيْ أُمَّتِهِ وَخَبَأْتُ دَعْوَتِى شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ

১৮৫. মুসলিম হা/৩৮৪; আবূদাঊদ হা/৫২৩; তিরমিযী হা/৩৬১৪; মিশকাত হা/৬৫৭।
১৮৬. আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৬৭১।
১৮৭. মুসলিম, মিশকাত হা/৬৬১।

الْقِيَامَةِ. 'প্রত্যেক নবীকে গ্রহণীয় একটি বিশেষ দো'আর অনুমতি দেয়া হয়েছে। সকল নবী তাঁদের উম্মাতের কল্যাণের জন্য দো'আ করেছেন। তবে আমি ক্বিয়ামাত দিবসে আমার উম্মাতের শাফা'আতের জন্য দো'আ গোপনে রেখে দিয়েছি।[১৮৮]

(২) সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا. غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ.

'যে ব্যাক্তি মু'আয্যিনের আযান শুনে বলে '*আশ্হাদু আল্ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকা লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু। রাযীতু বিল্লা-হি রাব্বাওঁ, ওয়া বিমুহাম্মাদির রাসূলাওঁ, ওয়া বিল ইসলা-মি দ্বীনা*'। আল্লাহ তার গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেন'।[১৮৯]

৫. ইক্বামত ও তার ফযীলত :

ইকামত : আযান হবে দু'বার দু'বার করে এবং ইক্বামত হবে একবার একবার। আর ইক্বামত একবার একবার করে দেয়াই সুন্নাত। তবে ইক্বামতে অতিরিক্ত বলতে হবে, قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ '*ক্বাদ ক্বামাতিছ ছালাহ*' *(২ বার)* ।[১৯০]

(১) আনাস (রাঃ) বলেছেন, فَأُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ. 'অতঃপর বেলালকে দু'বার দু'বার করে আযান এবং একবার একবার করে ইক্বামাত দিতে আদেশ দেয়া হয়েছিল'।[১৯১]

১৮৮. মুসলিম হা/২০১।
১৮৯. মুসলিম হা/৩৮৬; মিশকাত হা/৬৬১; আবূদাঊদ হা/৫২৫; তিরমিযী হা/২১০।
১৯০. আবূদাঊদ, নাসাঈ, দারেমী , মিশকাত হা/৬৪৩।
১৯১. বুখারী হা/৬০৩, ৬০৫-৬-৭; মুসলিম হা/৩৭৮।

(২) ইবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন, إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ، مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً، مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ، يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে আযান ছিল দু'বার দু'বার করে এবং ইক্বামত ছিল একবার একবার। তবে এ ব্যতীত তিনি বলতেন, ক্বাদ ক্বামাতিছ ছালাহ (দু'বার বলতেন)।[১৯২]

(৩) শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেছেন, 'নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত ছহীহ হাদীছসমূহে যা এসেছে তার আলোকে (বলা যায়), নিশ্চয়ই আযান এবং ইক্বামত-এর বিষয়টি বিস্তৃত। কিন্তু উত্তম হ'ল, ইক্বামতের প্রথম এবং শেষে তাকবীরগুলি দু'বার দু'বার করে বলা এবং '*ক্বাদ ক্বামাতিছ ছালাহ*' ব্যতীত অবশিষ্টগুলি একবার একবার করে বলা। কেননা এটিই সেই কাজ যা বিলাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সম্মুখে করতেন তাঁর (রাসূলের) মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত'।[১৯৩]

(৪) '*ক্বাদ ক্বামাতিছ ছালাহ*' ব্যতীত ইক্বামতের শব্দগুলি একবার একবার করে বলা মর্মে ইমাম বুখারী একটি অনুচ্ছেদ বেঁধেছেন।[১৯৪]

ফযীলত : (১) জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَاسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ. 'যখন ছালাতের ইক্বামত দেয়া হয়, তখন আকাশের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং দো'আ কবূল করা হয়।[১৯৫] অন্যত্র এসেছে, 'দুই সময়ে দো'আকারী দো'আ করলে তা ফেরত দেয়া হয় না। যখন ছালাতের ইক্বামত দেয় এবং আল্লাহ্র পথে (জিহাদের) কাতার হয়'।[১৯৬]

(২) ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَذَّنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ سِتُّوْنَ حَسَنَةً وَبِإِقَامَتِهِ ثَلاَثُوْنَ

১৯২. আবূ দাঊদ হা/ ৫১০; আলবানী হাসান বলেছেন।
১৯৩. মাজমূ ফাতাওয়া ১০/৩৩৭।
১৯৪. বুখারী হা/৬০৭-এর পূর্বে, ১/২৯৫, (তাওহীদ পাবলিকেশন্স), পর্ব-১০, অনুচ্ছেদ-৩।
১৯৫. আহমাদ হা/১৪৭৩০।
১৯৬. ইবনে হিব্বান, ছহীহ আত-তারগীব হা/২৬০।

حَسَنَةً . 'যে বার বছর আযান দেয় তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে যায় এবং তার প্রত্যেক আযানের বিনিময়ে ষাট নেকী এবং এক্বামতের বিনিময়ে ত্রিশ নেকী অতিরিক্ত লেখা হয়'।[১৯৭]

৬. তাকবীরে তাহরীমা ও ফযীলত :

اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ : *'আল্লা-হু আকবর'*।

অর্থ : 'আল্লাহ সবার চেয়ে বড়'।[১৯৮]

ফযীলত : আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ، كَتَبَ اللهُ لَهُ عِشْرِينَ حَسَنَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ عِشْرِينَ سَيِّئَةً، 'যে ব্যক্তি *'আল্লা-হু আকবার'* বলবে, তার জন্য ২০টি নেকী লেখা হবে এবং ২০টি গুনাহ মোচন করা হবে'।[১৯৯]

৭. দো'আয়ে ইস্তিফতাহ বা 'ছানা' সমূহ :

ছানা-১

(١) أَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، أَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّي الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، أَللّٰهُمَّ إغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

উচ্চারণ : *'আল্লা-হুম্মা বা-'ইদ বায়নী ওয়া বায়না খাত্বা-ইয়া-ইয়া, কামা বা-'আদতা বায়নাল মাশরিক্বি ওয়াল মাগরিব। আল্লা-হুম্মা নাকক্বিনী মিনাল খাত্বা-ইয়া, কামা ইউনাকক্বাছ ছাওবুল আব্ইয়ায়ু মিনাদ দানাস। আল্লা-হুম্মাগ্সিল খাত্বা-ইয়া-ইয়া বিল্মা-ই ওয়াছ্ ছালজি ওয়াল বারাদ'*।

১৯৭. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪২।
১৯৮. আবূদাঊদ, তিরমিযী, দারেমী , মিশকাত হা/৩১২ ও ৮০১।
১৯৯. আহমাদ হা/ ৮০১২; হাকিম হা/১৮৬৬; ছহীহুল জামি' হা/ ১৭১৮।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনি আমার ও আমার পাপরাশির মধ্যে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন, যেমন দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে পরিচ্ছন্ন করুন গুনাহ হ'তে, যেরূপ পরিচ্ছন্ন করা হয় সাদা কাপড় ময়লা হ'তে। হে আল্লাহ! আপনি আমার অপরাধ সমূহ বিধৌত করে দিন পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা'।[২০০]

ফযীলত : আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) তাক্বীরে তাহ্রীমা ও কিরাআতের মধ্যে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতামাতা আপনার উপর কুরবান হোক, তাকবীর ও ক্বিরা'আতের মধ্যে চুপ থাকার সময় আপনি কি পাঠ করে থাকেন? তিনি বললেন, এ সময় আমি বলি-

أَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اللّٰهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، اللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ .

অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! আপনি আমার ও আমার পাপরাশির মধ্যে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন, যেমন দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে পরিচ্ছন্ন করুন গুনাহ হ'তে, যেরূপ পরিচ্ছন্ন করা হয় সাদা কাপড় ময়লা হ'তে। হে আল্লাহ! আপনি আমার অপরাধ সমূহ বিধৌত করে দিন পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা'।[২০১]

ছানা-২

(٢) سُبْحَانَكَ أَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ.

উচ্চারণ : *'সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবা-রাকাসমুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলা-হা গাইরুকা'*।

২০০. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ মিশকাত হা/৮১২।
২০১. বুখারী হা/৭৪৪; মুসলিম হা/৫৯৮; মিশকাত হা/৮১২।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসার সাথে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আপনার নাম চির বরকতময়, সকলের ঊর্ধ্বে, সকলের শীর্ষে আপনার মর্যাদা, আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই'।[২০২]

ছানা-৩

(৩) وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ
الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. لَا
شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا اِلٰهَ
اِلَّا اَنْتَ رَبِّىْ وَاَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ
ذُنُوْبِىْ جَمِيْعًا اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ، وَاهْدِنِىْ لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ
لَا يَهْدِىْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّىْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّىْ
سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِىْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ
اَنَا بِكَ وَاِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ.

উচ্চারণ : *ওয়াজজাহ্তু ওয়াজহিইয়া লিল্লাযী ফাত্বারাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযা হানীফাওঁ ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না ছালা-তী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়া-ইয়া ওয়া মামা-তী লিল্লা-হি রাব্বিল 'আ-লামীন। লা শারীকা লাহূ ওয়া বিযা-লিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন। আল্লা-হুম্মা আন্তাল মালিকু লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা রাব্বী ওয়া আনা 'আবদুকা যালামতু নাফসী ওয়া'তারাফতু বিযাম্বী ফাগ্ফিরলী যুনূবী জামী'আন ইন্নাহূ লা-ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্তা। ওয়াহদিনী লি আহ্সানিল আখলাকি লা-ইয়াহদী লি আহ্সানিহা ইল্লা আন্তা, ওয়াছরিফ 'আন্নী সাইয়্যিআহা লা-ইয়াছরিফু 'আন্নী সাইয়্যিআহা ইল্লা আন্তা। লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা ওয়াল খাইরু কুল্লুহূ ফী ইয়াদাইকা ওয়াশ শাররু লাইসা ইলাইকা আনা বিকা ওয়া ইলাইকা তাবা-রাকতা ওয়া তা'আলাইতা। আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।*

২০২. তিরমিযী হা/২৪৩; আবূদাঊদ হা/৭৭৬; মিশকাত হা/৮১৫।

অর্থ : 'আমি সেই মহান সত্তার দিকে আমার মুখ ফিরাচ্ছি, যিনি আসমান সমূহ ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয়ই আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই, আর এজন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্গত। আল্লাহ আপনিই বাদশাহ, আপনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। আপনি আমার প্রভু আর আমি আপনার দাস। আমি আমার নিজের উপর অত্যাচার করেছি এবং আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি। সুতরাং আপনি আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি ব্যতীত অন্য কেউ অপরাধ সমূহ ক্ষমা করতে পারে না। আপনি আমাকে উত্তম চরিত্রের দিকে চালিত করুন, আপনি ব্যতীত আর কেউ উত্তম চরিত্রের দিকে চালিত করতে পারে না। আমা হ'তে মন্দ আচরণকে আপনি দূরে রাখুন, আপনি ব্যতীত অন্য কেউ তা দূরে রাখতে পারে না। হে আল্লাহ! উপস্থিত আছি আপনার নিকটে এবং প্রস্তুত আছি আপনার আদেশ পালনে। সমস্ত কল্যাণ আপনার হাতে এবং কোন অকল্যাণ আপনার প্রতি বর্তায় না। আমি আপনার সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত আছি এবং আপনারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করব। আপনি কল্যাণময়, আপনি সুউচ্চ। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকে ফিরছি'।[২০৩]

ফযীলত : আলী (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ছালাত আদায় করার জন্য দাঁড়াতেন। অন্যত্র আছে, ছালাত শুরু করার সময়, সর্বপ্রথম তাকবীরে তাহরীমা বলতেন। তারপর তিনি *ওয়াজজাহ্তু ওয়াজহিইয়া লিল্লাযী ফাত্বারাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযা হানীফা...* দো'আটি পাঠ করতেন।[২০৪]

৮. ছালাত শুরু করার বিশেষ দো'আ : ছানা-৪[২০৫]

(٤) اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً
وَّأَصِيْلًا.

২০৩. মুসলিম, তিরমিযী, মিশকাত হা/৮১৩।

২০৪. মুসলিম হা/৭৭১; তিরমিযী হা/৩৪২২; আহমাদ হা/৭২৯; মিশকাত হা/৮১৩; ইবনে হিব্বান হা/১৯৬৬।

২০৫. ছহীহ আল-কালিমুত্ তাইয়িব, মূল : ইমাম ইবনে তায়মিয়া, সম্পাদনা : নাছিরুদ্দীন আল-বানী; অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান; *(২য় সংস্করণ, ১৪১৯হিঃ)*, পৃষ্ঠা-৪২-৪৩।

উচ্চারণ : *আল্লা-হু আকবারু কাবীরা, ওয়াল হামদুলিল্লা-হি কাছীরা, ওয়া সুবহা-নাল্লা-হি বুকরাতাও ওয়া আছীলা।*

অর্থ : 'আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ মহান, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, আল্লাহ সর্বদা পুত ও পবিত্র'।[২০৬]

ফযীলত : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার (রাঃ) বলেন, 'আমরা একদা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করছিলাম। হঠাৎ কওমের এক ব্যক্তি তাকবীরে তাহরীমার পর বলে উঠল, اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا. অর্থাৎ, 'আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ মহান, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, আল্লাহ সর্বদা পুত ও পবিত্র'। রাসূল (ছাঃ) ছালাত শেষ করে জিজ্ঞেস করলেন, مَنِ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا. 'এই কথাগুলো কে বলল?' সবার মধ্য থেকে জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি বলেছি। তখন তিনি বললেন, عَجِبْتُ لَهَا فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ. 'কথাগুলো আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হয়েছে। কারণ কথাগুলোর জন্য আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়েছিল'।[২০৭] অন্যত্র হাদীছে এসেছে, لَقَدِ ابْتَدَرَهَا اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا. 'বারো জন ফেরেশতা এর ছওয়াব আগে ভাগে আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করছিল'।[২০৮]

৯. আ'উযুবিল্লা-হ্ পাঠ ও তার ফযীলত :

أَعُوْذُ بِا للهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ.

উচ্চারণ : *আ'উযুবিল্লা-হিস্ সামীয়িল 'আলীম, মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম; মিন হাম্‌ঝিহী, ওয়া নাফ্‌খিহী, ওয়া নাফ্‌সিহী।*

২০৬. মুসলিম হা/৬০১; মিশকাত হা/৮১৭; সনদ ছহীহ।
২০৭. মুসলিম হা/৬০১; তিরমিযী হা/৩৫৯২; আহমাদ হা/৪৬২৭; মিশকাত হা/৮১৭।
২০৮. নাসাঈ হা/ ৮৮৫; সনদ ছহীহ।

অর্থ : 'সর্বজ্ঞ ও সর্বশ্রোতা আল্লাহ্র নিকট শয়তানের ফুঁক, যাদু ও কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[২০৯] নাফখ হ'ল দম্ভ, নাফস হ'ল যাদু ও হামঝ হ'ল কুমন্ত্রণা।[২১০] উক্ত হাদীছে نَفْخُهُ বা 'শয়তানের ফুঁক'-এর অর্থ সম্পর্কে রাবী 'আমর বিন মুর্রা বলেন, সেটা হ'ল اَلْكِبْرُ অর্থাৎ 'অহংকার'।[২১১]

ফযীলত : (১) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. 'যখন তুমি কুরআন পাঠ আরম্ভ করবে, বিতাড়িত শয়তান হ'তে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে' *(নাহল ১৬/৯৮)*। অন্যত্র বলেন, 'যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহ'লে সাথে সাথে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী' *(আ'রাফ ৭/২০০)*।

(২) ওছমান বিন আবূল 'আছ (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! শয়তান আমাকে ছালাতের ভিতরে ও তিলাওয়াতের সময় কুমন্ত্রণা দেয়। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'এ হচ্ছে শয়তান, যাকে 'খিনযিব' বলা হয়। যখন (ছালাতের মধ্যে) শয়তানের কুমন্ত্রণা অনুভব করবে, তখন বলবে *আ'উযুবিল্লা-হ* এবং বাম দিকে তিনবার থুক ফেলবে'। তিনি (ওছমান) বলেন, এরপর থেকে আমি এমনটি করি। ফলে আল্লাহ তাকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেন'।[২১২]

১০. সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের ফযীলত :

সূরা ফাতিহা (মুখবন্ধ) সূরা-১, মাক্কী :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ

২০৯. আবূদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/১২১৭।
২১০. অর্থটি গ্রহণ করা হয়েছে : ছহীহ আল-কালিমুত্ তাইয়িব, পৃষ্ঠা-৪৩।
২১১. ইবনে হিব্বান হা/১৭৭৭; আলবানী, সনদ ছহীহ লিগাইরিহী।
২১২. মুসলিম হা/২২০৩; মিশকাত হা/৭৭।

نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

উচ্চারণ : *(১) আল হামদু লিল্লা-হি রাব্বিল আলামীন (২) আর রাহমা-নির রাহীম (৩) মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন (৪) ইয়্যাকা না'আবুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন (৫) 'ইহ্দিনাছ ছিরা-ত্বাল মুস্তাক্বীম (৬) ছীরা-তাল্লাযীনা আন'আমতা 'আলাইহিম (৭) গাইরিল মাগযূবি 'আলাইহিম ওয়ালায্যল্লীন'* ।

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)

অনুবাদ : (১) 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগত সমূহের প্রতিপালক'। (২) 'যিনি করুণাময় কৃপানিধান'। (৩) 'যিনি বিচার দিবসের মালিক'। (৪) 'আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং একমাত্র আপনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি'। (৫) 'আপনি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন'! (৬) 'এমন লোকদের পথ, যাঁদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন'। (৭) 'তাদের পথ নয়, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে'। আমীন! (হে আল্লাহ! আপনি কবূল করুন)।

ফযীলত : (১) 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদিন জিব্রীল আমীন (আঃ) নবী (ছাঃ)-এর কাছে বসে ছিলেন। এ সময় উপরের দিক হ'তে দরজা খোলার শব্দ তিনি শুনলেন। তিনি উপরের দিকে মাথা উঠালেন এবং বললেন,'আসমানের এ দরজাটি আজ খোলা হ'ল। এর আগে আর কখনো তা খোলা হয়নি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, এ দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা নামলেন। তখন জিব্রীল (আঃ) বললেন, যে ফেরেশতা আজ জমিনে নামলেন, আজকে ছাড়া আর কখনো তিনি জমিনে নামেননি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তিনি সালাম করলেন। অতঃপর আমাকে বললেন, আপনি দু'টি নূরের সুসংবাদ গ্রহণ করুন। এটা আপনার আগে আর কোন নবীকে দেয়া হয়নি। আর তাহ'ল সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারাহ'র শেষাংশ (শেষ তিন আয়াত)। আপনি এ দু'টি সূরার যে কোন বাক্যই পাঠ করুন না কেন নিশ্চয়ই আপনাকে তা দেয়া হবে'।[২১৩]

২১৩. মুসলিম হা/৮০৬; নাসাঈ হা/৯১২; মিশকাত হা/২১২৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬ ।

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কথাটি তিনবার বলেন। রাবী আবূ হুরায়রা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, যখন আমরা ইমামের পিছনে থাকি? জওয়াবে তিনি বলেন, إِقْرَأْ بِهَا فِيْ نَفْسِكَ 'তখন তুমি ওটা চুপে চুপে পড়'। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে ছালাতকে (সূরা ফাতিহাকে) ভাগ করে নিয়েছি'। তোমরা সূরা ফাতিহা পাঠ করো। বান্দা যখন বলে, *'আল হামদু লিল্লা-হি রাব্বিল 'আলামীন'* তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। অতঃপর বান্দা যখন বলে, *'আর রাহমা-নির রাহীম'* তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণগান করেছে। বান্দা যখন বলে, *'মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন'* তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমাকে সম্মান প্রদর্শন করেছে। অতঃপর বান্দা যখন বলে, *'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন'* তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে সীমিত এবং আমার বান্দা যা প্রার্থনা করেছে তাই তাকে দেওয়া হবে। অতঃপর বান্দা যখন বলে, *'ইহ্দিনাছ ছিরা-ত্বাল মুস্তাক্বীম, ছীরা-ত্বাল্লাযীনা আন'আমতা 'আলাইহিম, গাইরিল মাগযূবি 'আলাইহিম ওয়ালায্যল্লীন'* তখন আল্লাহ বলেন, এর সবই আমার বান্দার জন্য। আমার বান্দা আমার কাছে যা চেয়েছে, তাকে তাই দেয়া হবে'।[২১৪]

(৩) আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি ছালাতে কিভাবে কুরআন পড়ো? জওয়াবে উবাই ইবনে কা'ব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সূরা ফাতিহা পাঠ করে শুনালেন। অতঃপর সূরা ফাতিহার তিলাওয়াত শুনে রাসূল (ছাঃ) বললেন, وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا أُنْزِلَتْ فِى التَّوْرَاةِ وَلاَ فِى الإِنْجِيلِ وَلاَ فِى الزَّبُورِ وَلاَ فِى الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِنَ الْمَثَانِى وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِى أُعْطِيتُهُ. 'আল্লাহ্‌র কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জীল ও কুরআনে এ সূরার তুলনীয় কোন সূরা নেই। এ সূরা হ'ল সাব্'উল মাছানী (পুনরাবৃত্ত সাতটি আয়াত) ও মহিমান্বিত কুরআন, যা আমাকে দেওয়া হয়েছে।[২১৫]

২১৪. মুসলিম হা/৩৯৫, নাসাঈ, মিশকাত হা/৮২৩।

২১৫. বুখারী হা/৪৭০৩; আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৪২; হাদীসটি হাসান ও ছহীহ।

(৪) আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি দল আরবের এক গোত্রের নিকট আসলেন। গোত্রের লোকেরা তাদের কোন আতিথেয়তা করল না। তাঁরা সেখানে থাকতেই হঠাৎ সে গোত্রের নেতাকে সাপে দংশন করল। তখন তারা এসে বলল, আপনাদের কাছে কী কোন ঔষধ আছে কিংবা আপনাদের মধ্যে ঝাড়-ফুঁককারী কোন লোক আছে কী? তাঁরা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তবে তোমরা আমাদের কোন আতিথেয়তা করনি। কাজেই আমাদের জন্য কোন পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট না করা পর্যন্ত আমরা তা করব না। ফলে তারা তাদের জন্য এক পাল ছাগল পারিশ্রমিক দিতে সম্মত হ'ল। তখন একজন ছাহাবী 'উম্মুল কুরআন' (সূরা ফাতিহা) পড়তে লাগলেন এবং মুখে থুথু জমা করে সে ব্যক্তির গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। ফলে সে রোগ মুক্ত হ'ল। এরপর তারা ছাগলগুলো নিয়ে এসে বলল, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করার পূর্বে এতে স্পর্শ করব না। অতঃপর তারা এ বিষয়ে নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা শুনে হাসলেন এবং বললেন, وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ، خُذُوهَا ، وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ. 'তোমরা কিভাবে জানলে যে, এটি রোগ নিরাময় করে? ঠিক আছে ছাগলগুলো নিয়ে যাও এবং তাতে আমার জন্যও এক ভাগ রেখে দিও'।[২১৬] এজন্য এ সূরাকে রাসূল (ছাঃ) 'রুক্বইয়াহ' (الرُّقْيَةُ) বলেছেন।[২১৭] কেননা এই সূরা পড়ে ফুঁক দিলে আল্লাহ্‌র হুকুমে রোগী সুস্থ হয়ে যায়।[২১৮]

১১. ইমাম ও মুছল্লীদের সমস্বরে আমীন বলার ফযীলত : (১) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. 'ইমাম যখন আমীন বলেন, তখন তোমরাও আমীন বলো। কেননা যার আমীন ও ফেরেশতাদের আমীন এক হয়ে যায়, তার পূর্বের গুনাহ্‌সমূহ মাফ করে দেয়া হয়'।[২১৯] ইমাম আমীন

২১৬. বুখারী হা/৫৭৩৬; মিশকাত হা/২৯৮৫; মুসলিম হা/৫৮৬৩; তিরমিযী হা/৩৯০০।
২১৭. বুখারী হা/৫৭৩৬, মুসলিম হা/২২০১ 'সালাম' অধ্যায়; তাফসীর কুরতুবী, ইবনু কাছীর।
২১৮. প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, তাফসীরুল কুরআন, ৩০তম পারা; পৃ:-১৩।
২১৯. বুখারী হা/৭৮০; মুসলিম হা/৪১০; আবূদাঊদ হা/৯৩৬; তিরমিযী হা/২৫০; নাসাঈ হা/৯২৮; ইবনু মাজাহ হা/৯২৮; মুয়াত্ত্বা মালিক হা/২৮৮; মিশকাত হা/৮২৫; জামি'আছ ছাগীর হা/৩৯৬।

বললে মুক্তাদীও আমীন বলবে' বাক্যটি প্রমাণ করে যে, ইমামের জোরে আমীন বলা শুনে মুক্তাদীগণও আমীন বলবে।[২২০]

(২) সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إذا قال الإمامُ غير المغضوب عليهم ولا الضالين [الفاتحة : ٧] فقولوا آمين يُجِبْكم الله. 'ইমাম যখন *গাইরিল মাগযূবি 'আলাইহিম ওয়ালায্‌যল্লী-ন* বলবে তখন তোমরাও আমীন বলবে; আল্লাহ তোমাদের জওয়াব দিবেন'।[২২১]

(৩) আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِينِ. 'ইয়াহূদীরা তোমাদের কোন ব্যাপারে এত বেশী ঈর্ষান্বিত নয়, যতটা তারা তোমাদের সালাম ও আমীনের ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত'।[২২২]

১২. ক্বিরা'আত : সূরায়ে ফাতিহা পাঠ শেষে ইমাম কিংবা একাকী মুছল্লী হ'লে প্রথম দু'রাক'আতে কুরআনের অন্য কোন সূরা বা কিছু আয়াত তিলাওয়াত করবে। কিন্তু মুক্তাদী হ'লে জেহরী ছালাতে চুপে চুপে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়বে ও ইমামের ক্বিরাআত মনোযোগ দিয়ে শুনবে। তবে যোহর ও আছরের ছালাতে ইমাম মুক্তাদী সকলে প্রথম দু'রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা সহ অন্য সূরা পড়বে এবং শেষের দু'রাক'আতে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করবে।[২২৩]
(বিভিন্ন সূরা ও আয়াত তিলাওয়াতের ফযীলত ২১২ পৃঃ দ্রঃ)

১৩. রুকূর দো'আ :

(١) سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ.

উচ্চারণ : *সুবহা-না রব্বিয়াল 'আযীম'। (কমপক্ষে তিনবার)*

অর্থ : 'মহা পবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি মহান'।[২২৪]

২২০. হাশিয়াতুস সিন্ধী 'আলা ছহীহুল বুখারী ১/১৩৫।
২২১. ত্বাবারানী কাবীর হা/৬৮৯১; জামিউল হাদীছ হা/২৪২৩।
২২২. ইবনু মাজাহ হা/৮৫৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৯১।
২২৩. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃষ্ঠা- ১৪।
২২৪. আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৮৮১।

(٢) سُبْحَانَكَ أَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، أَللّٰهُمَّ إغْفِرْ لِيْ.

উচ্চারণ : *সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহাম্‌দিকা, আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী*।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার প্রশংসার সাথে আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন'![২২৫]

ফযীলত : 'আয়িশা (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ، رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي. 'রাসূল (ছাঃ) রুকূ ও সিজদায় '*সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহাম্‌দিকা, আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী*' দো'আটি পাঠ করতেন'।[২২৬]

(٣) سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ.

উচ্চারণ : *সুব্বুহুন কুদ্দূ-সুন রাব্বুল মালা-য়িকাতি ওয়াররূহি*।

অর্থ : 'সকল ফেরেশতা ও জিব্রীলের প্রতিপালক মহাপবিত্র'।[২২৭]

ফযীলত : হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ، سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রুকূ ও সিজদায় '*সুব্বুহুন কুদ্দূ-সুন রাব্বুল মালা-য়িকাতি ওয়াররূহি*' পাঠ করতেন।[২২৮]

১৪. রুকূ থেকে উঠার দো'আ :

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.

উচ্চারণ : *সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ*।

অর্থ : 'আল্লাহ শোনেন তার কথা যে তাঁর প্রশংসা করে'।[২২৯]

২২৫. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৮৭১।
২২৬. বুখারী হা/৭৯৪, ৪২৯৩।
২২৭. মুসলিম হা/৪৮৭, মিশকাত হা/৮৭২।
২২৮. মুসলিম হা/৪৮৭; আবূদাঊদ হা/৮৭২; আহমাদ হা/২৪১০৯; ইবনে হিব্বান হা/১৮৯৯।
২২৯. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৭৯৫।

ফযীলত : সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ (রহঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ" سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ". وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত শুরু করতেন, তখন উভয় হাত তাঁর কাঁধ বরাবর উঠাতেন। আর রুকুতে যাওয়ার জন্য তাকবীর বলতেন এবং যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখনও অনুরূপভাবে দু'হাত উঠাতেন ও বলতেন *সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ; রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ*। কিন্তু সিজদার সময় এরূপ করতেন না।[২৩০]

১৫. ক্বওমার দো'আ ও ফযীলত :

(١) رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

উচ্চারণ : *রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ*।

অর্থ : 'হে আমাদের প্রভু! আপনার জন্যই যাবতীয় প্রশংসা'।[২৩১]

(٢) رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ.

উচ্চারণ : *রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দু হাম্‌দান কাছীরান ত্বাইয়িবাম মুবা-রাকান ফীহি*।

অর্থ : 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার জন্য অগণিত প্রশংসা, যা পবিত্র ও বরকতময়'।[২৩২]

ফযীলত : রুকু থেকে উঠে সুস্থির হয়ে দাঁড়ানোকে ক্বওমা বলে। হযরত রিফা'আহ বিন রাফি' আয-যুরাক্বী (রাঃ) বলেন, 'আমরা একদা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করছিলাম। যখন তিনি রুকূ থেকে মাথা তুলে

২৩০. বুখারী হা/৭৩৫; মিশকাত হা/৭৯৩।
২৩১. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৭৯৫।
২৩২. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৮৭৪-৭৭।

বললেন, سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ *'সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ'*, তখন তাঁর পিছন থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠল, رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ অর্থাৎ,'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার জন্য অগণিত প্রশংসা, যা পবিত্র ও বরকতময়' । অতঃপর সালাম ফিরানোর পর রাসূল (ছাঃ) বললেন, এই বাক্য কে বলল? লোকটি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি বলেছি। তখন তিনি বললেন, 'আমি ত্রিশের অধিক ফেরেশতাকে দেখলাম যে, তারা পরস্পর প্রতিযোগিতা করছে, কে এই দো'আ পাঠকারীর নেকী আগে লিখবে' ।[২৩৩]

১৬. সিজদার দো'আ :

(১) سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

উচ্চারণ : *সুবহা-না রাব্বিয়াল আ'লা। (কমপক্ষে তিনবার)*

অর্থ : 'মহা পবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি সর্বোচ্চ' ।[২৩৪]

(২) سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ.

উচ্চারণ : *সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহাম্‌দিকা, আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার প্রশংসার সাথে আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন![২৩৫]

ফযীলত : 'আয়িশা (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ، رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي. 'রাসূল (ছাঃ) রুকূ ও সিজদায় *'সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা রব্বানা ওয়া বিহাম্‌দিকা, আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী'* দো'আটি পাঠ করতেন' ।[২৩৬]

---

২৩৩. বুখারী হা/৭৯৯; নাসাঈ হা/১০৬২; আবূদাঊদ হা/৭৭০; মিশকাত হা/৮৭৭।
২৩৪. আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৮৮১।
২৩৫. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৮৭১।
২৩৬. বুখারী হা/৭৯৪, ৪২৯৩।

(৩) سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ.

উচ্চারণ : *সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রাব্বুল মালা-য়িকাতি ওয়াররূহি।*

অর্থ : 'সকল ফেরেশতা ও জিব্রীলের প্রতিপালক মহাপবিত্র' ।[২৩৭]

১৭. সিজদার ফযীলত : (১) উবাদা ইবনে ছামিত (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً إِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً فَاسْتَكْثِرُوْا مِنَ السُّجُوْدِ. 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য একটি সিজদা করে, আল্লাহ তার জন্য একটি নেকী লেখেন ও তার একটি পাপ দূর করে দেন এবং তার মর্যাদার স্তর একটি বৃদ্ধি করে দেন। অতএব তোমরা বেশী বেশী সিজদা করো' ।[২৩৮]

(২) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ. 'সিজদারত অবস্থায় বান্দা তার রবের সবচাইতে অধিক নিকটবর্তী হয়। সুতরাং তোমরা (সিজদায়) বেশী বেশী দো'আ করবে' ।[২৩৯]

(৩) আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ... অশেষে মুমিন হউক বা গুনাহগার, এক আল্লাহ্‌র উপাসক ব্যতীত আর কেউ কিয়ামতের মাঠে অবশিষ্ট থাকবে না। তখন আল্লাহ তাদের নিকট এসে বলবেন, সবই তাদের স্ব স্ব উপাস্যের অনুসরণ করে চলে গেছে, আর তোমরা কার অপেক্ষা করছ? তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! যেখানে আমরা বেশি মুখাপেক্ষী ছিলাম, সেই দুনিয়াতে আমরা অপরাপর মানুষ থেকে পৃথক থেকেছি এবং তাদের সঙ্গী হইনি। তখন আল্লাহ বলবেন, আমিই তো তোমাদের প্রভু। মুমিনরা বলবে, 'আমরা আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আল্লাহ্‌র সঙ্গে আমরা কিছুই শরীক করি না। এই কথা তারা দুই বা তিনবার বলবে। এমন কি কেউ কেউ অবাধ্যতা প্রদর্শনেও অবতীর্ণ হয়ে যাবে। আল্লাহ

---

২৩৭. মুসলিম হা/৪৮৭, মিশকাত হা/৮৭২।
২৩৮. ইবনু মাজাহ হা/১৪২৪ 'ছালাত' অধ্যায়-২, অনুচ্ছেদ-২০১।
২৩৯. মুসলিম হা/৪৮২; আবূদাঊদ হা/৮৭৫; আহমাদ হা/৯৪৪২; মিশকাত হা/৮৯৪।

বলবেন, আচ্ছা, তোমাদের কাছে এমন কোন নিদর্শন আছে যার মাধ্যমে তাকে তোমরা চিনতে পারবে? তারা বলবে, অবশ্যই আছে। এরপর 'সাক' উন্মোচিত হবে, তখন পৃথিবীতে যারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সিজদা করত, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সিজদা করার অনুমতি দিবেন। আর যারা লোক দেখানো বা রিয়া প্রদর্শন করে আল্লাহ্‌কে সিজদা করত, সে মুহূর্তে তাদের মেরুদণ্ড শক্ত ও অনমোনীয় করে দেয়া হবে। যখনই তারা সিজদা করতে ইচ্ছা করবে তখনই তারা চিৎ হয়ে পড়ে যাবে'।[২৪০]

(৪) তাওহীদের ঘোষনাকারী ও সিজদাকারী ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র সম্মুখে নিজেই নিজের সুপারিশ করবে এবং সবার শেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি ক্বিয়ামতের দিন আমাদের রবকে দেখতে পাব? তিনি বললেন, 'মেঘমুক্ত পূর্ণিমার রাতের চাঁদকে দেখার ব্যাপারে তোমরা কি সন্দেহ পোষণ করো?' তাঁরা বললেন, না ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, 'মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখার ব্যাপারে কি তোমাদের কোন সন্দেহ আছে?' সবাই বললেন, না। তখন তিনি বললেন, 'নিঃসন্দেহে তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, যে যার উপাসনা করত সে যেন তার অনুসরণ করে।

সুতরাং তাদের কেউ সূর্যের অনুসরণ করবে, কেউ চন্দ্রের অনুসরণ করবে, কেউ তাগুতের অনুসরণ করবে। আর অবশিষ্ট থাকবে শুধুমাত্র এই উম্মাহ, তবে তাদের সাথে মুনাফিকরাও থাকবে। তখন তারা বলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের রবের আগমন না হবে, ততক্ষণ আমরা এখানেই থাকব। আর তাঁর যখন আগমন হবে, তখন আমরা অবশ্যই তাঁকে চিনতে পারব। তখন তাদের মাঝে মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলা আগমন করবেন এবং বলবেন, 'আমি তোমাদের রব'। তারা বলবে হ্যাঁ, আপনি আমাদের রব।

আল্লাহ তা'আলা তাদের ডাকবেন। আর জাহান্নামের উপর একটি সেতুপথ (পুল্‌ছিরাত) স্থাপন করা হবে। নবী-রাসূলগণের মধ্যে আমিই সবার আগে আমার উম্মত নিয়ে এ পথ অতিক্রম করব। সেদিন রাসূলগণ ব্যতীত আর কেউ কথা বলবে না। আর রাসূলগণের কথা হবে, اَللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ (*আল্লা-হুম্মা সাল্লিম সাল্লিম*) ইয়া আল্লাহ্ রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।

২৪০. মুসলিম হা/১৮৩; জামি' আছ-ছাগীর হা/১২৯৮৭।

আর জাহান্নামে বাঁকা লোহার বহু শলাকা থাকবে; সেগুলো হবে সাদান কাঁটার মতো। তোমরা কি সাদান কাঁটা দেখেছ? তারা বলবে, হ্যাঁ দেখেছি। তিনি বলবেন, সেগুলো দেখতে সাদান কাঁটার মতোই। তবে সেগুলো কত বড় হবে তা একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জনানে না। সে কাঁটা লোকের আমল অনুযায়ী তাদের তড়িৎ গতিতে ধরবে। তাদের কিছু ব্যক্তি ধ্বংস হবে আমলের কারণে। আর কারুর পায়ে যখম হবে, কিছু লোক কাঁটায় আক্রান্ত হবে, তারপর নাজাত পেয়ে যাবে।

জাহান্নামীদের মধ্য থেকে যাদের প্রতি আল্লাহ্ পাক রহমত করতে ইচ্ছা করবেন, তাদের ব্যাপারে ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দেবেন যে, যারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করত, তাদের যেন জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হয়। ফেরেশতাগণ তাদের বের করে আনবেন এবং সিজদার চিহ্ন দেখে তাঁরা তাদের চিনতে পারবেন। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামের জন্য সিজদার চিহ্নগুলো মিটিয়ে দেওয়া হারাম করে দিয়েছেন। ফলে তাদের জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। কাজেই সিজদার চিহ্ন ছাড়া আগুন বনী আদমের সব কিছুই গ্রাস করে ফেলবে।

অবশেষে, তাদেরকে অঙ্গারে পরিণত অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তাদের উপর 'আবে-হায়াত' ঢেলে দেওয়া হবে ফলে তারা স্রোতে বাহিত ফেনার উপর গজিয়ে উঠা উদ্ভিদের মত সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের বিচার কাজ সমাপ্ত করবেন। কিন্তু একজন লোক জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে থেকে যাবে। তার মুখমণ্ডল তখনও জাহান্নামের দিকে ফেরানো থাকবে। জাহান্নামবাসীদের মধ্যে জান্নাতে প্রবেশকারী সেই শেষ ব্যাক্তি। সে তখন নিবেদন করবে, হে আমার রব! জাহান্নাম থেকে আমার চেহারা ফিরিয়ে দিন। এর দূষিত হাওয়া আমাকে বিষিয়ে তুলছে, এর লেলিহান শিখা আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তোমার নিবেদন গ্রহণ করা হলে, তুমি এছাড়া আর কিছু চাইবেন না তো? সে বলবে, না আপনার ইজ্জতের শপথ! সে তার ইচ্ছামত আল্লাহ তা'আলাকে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দিবে। কাজেই আল্লাহ্ তা'আলা তার চেহারাকে জাহান্নামের দিক ফিরিয়ে দিবেন।

এরপর সে যখন জান্নাতের দিকে মুখ ফিরাবে, তখন সে জান্নাতের অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে পাবে। যতক্ষণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা সে চুপ করে থাকবে। তারপর

সে বলবে, হে আমার রব! আপনি জান্নাতের দরজার কাছে পৌঁছে দিন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলবেন, তুমি পূর্বে যা চেয়েছিলে, তা ছাড়া আর কিছু চাইবে না বলে তুমি কি অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দাওনি? তখন সে বলবে, হে আমার রব! তোমার সৃষ্টির সবচাইতে হতভাগ্য আমি হ'তে চাই না। আল্লাহ তাৎক্ষণিক বলবেন, তোমার এটি পুরণ করা হ'লে তুমি এ ছাড়া কিছু চাইবে না তো? সে বলবে না, আপনার ইজ্জতের কসম! এছাড়া আমি আর কিছুই চাইব না। এ ব্যাপারে সে তার ইচ্ছানুযায়ী অঙ্গিকার ও প্রতিশ্রুতি দেবে। সে যখন জান্নাতের দরজায় পৌঁছবে তখন জান্নাতের অনাবিল সৌন্দর্য ও তার আভ্যন্তরীণ সুখ শান্তি ও আনন্দঘন পরিবেশ দেখতে পাবে। যতক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা করবেন, সে চুপ করে থাকবে।

এরপর সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও! তখন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ্ বলবেন, হে আদম সন্তান, কি আশ্চর্য! তুমি কত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী! তুমি কি আমার সঙ্গে অীঙ্গকার করনি এবং প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, তোমাকে যা দেওয়া হয়েছে, তা ছাড়া আর কিছু চাইবে না? তখন সে বলবে, হে আমার রব! আপনার সৃষ্টির মধ্যে আমাকে সবচাইতে হতভাগ্য করবেন না। এতে আল্লাহ্ হেসে দেবেন। এরপর তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন এবং বলবেন, চাও। সে তখন চাইবে, এমন কি তার চাওয়ার আকাংখা ফুরিয়ে যাবে। তখন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ্ বলবেন, এটা চাও, ওটা চাও। এভাবে তার রব তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকবেন। অবশেষে যখন তার আকাংখা শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ বলবেন, এ সবই তোমার, এর সাথে আরো সমপরিমাণ তোমাকে দেয়া হ'ল। অন্যত্র এসেছে, এসবই তোমার, এর সাথে আরও দশগুণ তোমাকে দেয়া হ'ল।[২৪১]

১৮. দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকের দো'আ ও ফযীলত :

أَللّٰهُمَّ إِغْفِرْ لِيْ وَإرْحَمْنِيْ وَأَجْبُرْنِيْ وَإهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَأَرْزُقْنِيْ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী ওয়ারহাম্‌নী ওয়াজ্‌বুরনী ওয়াহ্‌দিনী ওয়া 'আ-ফিনী ওয়ার্‌ঝুক্বনী।*

২৪১. বুখারী হা/৮০৬; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৮১; 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায়-২৮, 'হাউয ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ-৪; জামি' আছ-ছাগীর হা/১২৯৮৯।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপরে রহম করুন, আমার অবস্থার সংশোধন করুন, আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করুন, আমাকে সুস্থতা ও রূযী দান করুন'।[২৪২]

ফযীলত : একদিন আরবপল্লীর জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, আমাকে এমন একটি বাক্য শিখিয়ে দিন, যা আমি পড়তে পারি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি বলো, لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ . লোকটি বলল, এটি তো আমার প্রতিপালকের জন্য। আমার জন্য কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি বলো,. أَللهمّ إغفِرْ لِيْ وَإرْحَمْنِيْ وَأَجْبُرْنِيْ وَإهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَأَرْزُقْنِيْ. অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপরে রহম করুন, আমার অবস্থার সংশোধন করুন, আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করুন, আমাকে সুস্থতা ও রূযী দান করুন'।[২৪৩]

১৯. বৈঠকের দো'আ সমূহ :

(ক) তাশাহহুদ (আত্তাহিইয়া-তু):

أَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، أَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

উচ্চারণ : *আত্তাহিইয়া-তু লিল্লা-হি ওয়াছ্ ছালাওয়া-তু ওয়াৎ ত্বাইয়িবা-তু আসসালা-মু 'আলায়কা আইয়ুহান নাবিইয়ু ওয়া রাহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু। আসসালা-মু 'আলায়না ওয়া 'আলা 'ইবা-দিল্লা-হিছ ছা-লিহীন। আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু।*

২৪২. তিরমিযী হা/২৮৪; ইবনু মাজাহ হা/৮৯৮; আবুদাউদ হা/৮৫০; মিশকাত হা/৯০০।
২৪৩. মুসলিম হা/২৬৯৬, মিশকাত হা/২৩১৭

অর্থ : যাবতীয় সম্মান, উপাসনা ও পবিত্র বিষয় একমাত্র আল্লাহ্র জন্য। হে নবী! আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সমৃদ্ধি সমূহ নাযিল হউক। শান্তি বর্ষিত হউক আমাদের উপরে ও আল্লাহ্র সৎকর্মশীল বান্দাগণের উপরে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল'।[২৪৪]

ফযীলত : আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন,

قَالَ كُنَّا نَقُولُ التَّحِيَّةُ فِي الصَّلاَةِ وَنُسَمِّي، وَيُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ، فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلّٰهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

'আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করতাম তখন এ দো'আ পাঠ করতাম, '*আসসালা-মু আলাল্ল-হি ক্বাবলা ইবাদিহী, আসসালা-মু আলা-জিব্রীলা, আসসালা-মু আলা- মীকাঈলা, আসসালা-মু আলা- ফুলা-নিন*' অর্থাৎ, 'আল্লাহ্র উপর সালাম তাঁর বান্দাদের উপর পাঠাবার আগে, জিবরীলের উপর সালাম, মীকাঈলের উপর সালাম। সালাম অমুকের উপর'।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত শেষ করে আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'আল্লাহ্র উপর সালাম' বলো না। কারণ আল্লাহ তো নিজেই সালাম (শান্তিদাতা)। অতএব তোমাদের কেউ ছালাতে বসে বলবে, التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، এরপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, কোন ব্যক্তি এ কথাগুলো বললে এর বরকত আকাশ ও মাটির প্রত্যেক নেক বান্দার কাছে পৌঁছাবে। এরপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،

---

২৪৪. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৯০৯ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'তাশাহহুদ' অনুচ্ছেদ-১৫।

অতঃপর আল্লাহ্র বান্দার নিকট যে দো'আ ভাল লাগে পাঠ করে আল্লাহ্র মহান দরবারে আকুতি-মিনতি জানাবে'।[২৪৫]

ক. তর্জনী আঙ্গুল নড়ানোর বিধান : তাশাহহুদে বসা অবস্থায় তর্জনী আঙ্গুল নড়াতে হবে এবং দৃষ্টি রাখতে হবে আঙ্গুলের দিকে। রাসূল (ছাঃ) যখন তাশাহহুদে বসতেন, তখন ...তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন এবং তাঁর দৃষ্টি আঙ্গুলের ইশারা বরাবর থাকত তার বাইরে যেত না।[২৪৬] ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, তাশাহহুদের সময় দৃষ্টি আঙ্গুলের উপর রাখাই সুন্নাত।[২৪৭]

খ. তর্জনী আঙ্গুল নড়ানোর ফযীলত : নাফি' (রাঃ) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) যখন ছালাতে (তাশাহহুদ বৈঠকে) বসতেন, তখন তিনি তার হাত হাটুর উপরে রাখতেন। আর তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন এবং তাঁর দৃষ্টি আঙ্গুলের ইশারা বরাবর রাখতেন। অতঃপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيْدِ يَعْنِي السَّبَّابَةَ. 'তর্জনী আঙ্গুল নাড়ানো শয়তানের বিরুদ্ধে লোহা অপেক্ষা কঠিন'।[২৪৮]

(খ) দরূদ পাঠ :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ছাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া 'আলা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লায়তা 'আলা ইবরা-হীমা ওয়া 'আলা আ-লি ইবরা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বা-রিক 'আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া 'আলা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা বা-রকতা 'আলা ইবরা-হীমা ওয়া 'আলা আ-লি ইবরা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ*।

---

২৪৫. বুখারী হা/১২০২; মিশকাত হা/৯০৯।

২৪৬. আবূদাঊদ হা/৯৮৮, ৯৯০; নাসাঈ হা/১২৭৫; মিশকাত হা/৯১২।

২৪৭. নববী, শারহু মুসলিম হা/৯১০; নায়লুল আওতার ২/৩১৭।

২৪৮. আহমাদ, মিশকাত হা/৯১৭; 'তাশাহুদ' অনুচ্ছেদ, হাসান হাদীছ।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনি রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের উপরে, যেমন আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবারের উপরে। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি বরকত নাযিল করুন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের উপরে, যেমন আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবারের উপরে। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত'।[২৪৯]

দরূদ পাঠের ফযীলত :

বিদ্বানগণের মতে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ছালাতে (দরূদ) পাঠ কখনো ওয়াজিব আবার কখনো মুস্তাহাব। ইমাম শাফেঈ ও আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর মতে তাশাহহুদের পর দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব। আর ইমাম আবূ হানীফা ও মালেক (রহঃ)-এর মতে সুন্নাত।[২৫০]

নবী করীম (ছাঃ) নিজের উপর তাশাহহুদ ও তাশাহহুদের পরে দরূদ পাঠ করতেন এবং উম্মতদেরকে পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন।[২৫১]

ফাযালাহ ইবনে 'উবাইদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তির ছালাত আদায় করার সময় শুনলেন যে, সে দো'আ করল বটে কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রশংসা করল না ও নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রতি ছালাতে (দরূদ) পাঠ করল না। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, লোকটি তাড়াহুড়া করছে। তারপর তিনি তাকে ডেকে বললেন, إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيْدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَدْعُوْ بِمَا شَاءَ. 'যখন তোমাদের কেউ ছালাত আদায় করবে তখন সে প্রথমে আল্লাহ্‌র হাম্‌দ ও গুণগান পাঠ করবে, তারপর নবী করীম (ছাঃ)-এর উপরে সালাম (দরূদ) পাঠ করবে, তারপর স্বীয় পছন্দমত দো'আ পাঠ করবে'।[২৫২]

২৪৯. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৯১৯ 'রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ' অনুচ্ছেদ-১৬
২৫০. আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল-বাসসাম, তায়সীরুল আল্লাম শরহে উমদাতুল আহকাম, (কুয়েত : জমঈয়াতু ইহয়াইত তুরাছ আল-ইসলামী, ১৯৯৪ খৃঃ), পৃঃ ১/২৬৮।
২৫১. আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নাবী (ছাঃ), 'দরূদ পাঠ' অধ্যায়।
২৫২. আবূদাঊদ হা/১৪১৮; তিরমিযী হা/৩৪৭৬; নাসাঈ হা/১২৮৪।

(১) দরূদ পাঠ না করলে বিপদগ্রস্ত হবে : আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ 'কোন সম্প্রদায় কোন মজলিসে বসে যদি আল্লাহ তা'আলার যিকর না করে এবং তাদের নবীর প্রতি দরূদ পাঠ না করে, তারা বিপদগ্রস্ত ও আশাহত হবে। আল্লাহ তা'আলা চাইলে তাদেরকে শাস্তিও দিতে পারেন কিংবা ক্ষমাও করতে পারেন'।[২৫৩]

(২) দরূদ পাঠে অলস ব্যক্তি, বখীল : অলসতা করে যে দরূদ পাঠ করে না, সে বখীল হিসাবে গণ্য হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْبَخِيْلُ الَّذِيْ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَه فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، 'সেই হচ্ছে কৃপণ, যার সামনে আমার নাম উচ্চারিত হয়েছে অথচ সে আমার উপর দরূদ পড়েনি'।[২৫৪] অন্যত্র তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব না, সবচেয়ে বখীল কে? সকলে বলল, অবশ্যই হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেন, যার নিকট আমার নাম উল্লেখ করা হ'ল, অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করল না। সেই সবচেয়ে বড় কৃপণ'।[২৫৫]

(৩) দরূদ পাঠ না করলে জান্নাতের পথ ভুলে যাবে : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ نَسِيَ الصَّلاَةَ عَلَيَّ خَطِئَ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ، 'যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ পাঠ করতে ভুল করল, সে আসলে জান্নাতের পথ ভুল করল'।[২৫৬] অন্যত্র তিনি বলেন, '(জিব্রীল (আঃ) এসে বললেন) আপনি আমীন বলুন (এই কথার উপর) যার সামনে আপনার নাম উচ্চারিত হ'ল অথচ সে আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করল না, অতঃপর মারা গেল। সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহ তাকে তাঁর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিবেন। জিব্রীল (আঃ) বললেন, আপনি আমীন বলুন! অতঃপর আমি আমীন বললাম'।[২৫৭]

২৫৩. তিরমিযী হা/৩৩৮০; ছহীহ হাদীছ।
২৫৪. তিরমিযী হা/৩৫৪৬; আহমাদ হা/১৭৩৫; মিশকাত হা/৯৩৩।
২৫৫. ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬৮৪।
২৫৬. ইবনু মাজাহ হা/৯০৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬৮২।
২৫৭. ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/২৩৮৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬৭৯।

(৪) জুম‘আর দিনে বেশী বেশী দরূদ পাঠ, নবী (ছাঃ)-এর নির্দেশ : আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَكْثِروا الصَّلاةَ عليَّ يومَ الجُمُعةِ وليلةَ الجُمُعةِ، فمَن صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى اللهُ عليهِ عَشرًا. ‘তোমরা জুম‘আর দিনে ও জুম‘আর রাতে আমার প্রতি বেশী বেশী দরূদ পাঠ করো। কারণ যে আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন’।[২৫৮]

আওস ইবনে আওস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ يَقُولُونَ بَلِيتَ . فَقَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ. ‘তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দিনটি হচ্ছে জুম‘আর দিন। এই দিনে আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই দিনই তাঁর রূহ কবয করা হয়েছিল, এই দিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এই দিনেই বিকট শব্দ করা হবে। কাজেই এই দিন তোমরা আমার ওপর বেশী করে দরূদ পড়ো। কারণ তোমাদের দরূদগুলো আমার কাছে পেশ করা হয়। আওস ইবন আওস (রাঃ) বলেন, লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কিভাবে আমাদের দরূদগুলি পেশ করা হবে, যখন আপনার শরীর তো জরাজীর্ণ হয়ে মিশে যাবে? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ মাটির জন্য নবী-রাসূলগণের দেহকে হারাম করে দিয়েছেন’।[২৫৯]

(৫) একবার দরূদ পাঠের ফযীলত : আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ، وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ. ‘যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তা‘আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবেন, দশটি গুনাহ মিটিয়ে দিবেন এবং দশটি মর্যাদায় উন্নীত করবেন’।[২৬০]

---

২৫৮. ছহীহুল জামি‘ হা/১২০৯; বায়হাকী, সুনানে কুবরা ৩/২৪৯।

২৫৯. আবূদাঊদ হা/১০৪৭; রিয়াযুছ ছালিহীন হা/১৩৯৯, আলবানী হাদীছটি ছহীহ বলেছেন।

২৬০. নাসাঈ হা/১২৯৭; মিশকাত হা/৯২২ আহমাদ হা/১১৯৯৮; হাকিম হা/২০১৮; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬৪৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬৫৭।

(৬) রাসূল (ছাঃ)-এর উপর সালাম পেশ করলে, তিনি রূহ ফিরে পান ও সালামের জওয়াব দেন : আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِى الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِى مِنْ أُمَّتِى السَّلَامَ. ‘আল্লাহ তা‘আলার এমন কতক ফেরেশতা রয়েছে, যাঁরা পৃথিবীতে বিচরণ করে বেড়ায়, তাঁরা আমার উম্মতের সালাম আমার কাছে পৌঁছিয়ে থাকেন’।[২৬১]

অন্যত্র আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِى حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ. ‘কোন ব্যক্তি আমার উপর সালাম পেশ করলে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আমার ‘রূহ’ ফিরিয়ে দেন এবং আমি তার সালামের জওয়াব দেয়’।[২৬২]

(গ) দো‘আয়ে মাছূরাহ সমূহ :

দো‘আয়ে মাছূরাহ-১

(١) أَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী যুলমান কাছীরাঁও ওয়ালা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্‌তা, ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন ‘ইনদিকা ওয়ারহামনী ইন্নাকা আন্‌তাল গাফূরুর রাহীম’*।

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! আমি আমার নফসের উপরে অসংখ্য যুলুম করেছি। ঐসব গুনাহ মাফ করার কেউ নেই আপনি ব্যতীত। অতএব আপনি আমাকে আপনার পক্ষ হ’তে বিশেষভাবে ক্ষমা করুন এবং আমার উপরে অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান’।[২৬৩]

---

২৬১. নাসাঈ হা/১২৮২; মিশকাত হা/৯২৪; দারেমী হা/২৭৭৪; ইবনু হিব্বান হা/৯১৪; হাকিম হা/৩৫৭৬; সদন ছহীহ।

২৬২. আবূদাঊদ হা/২০৪১; মিশকাত হা/৯২৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৬৬; ছহীহুল জামি‘ হা/৫৬৭৯; হাসান হাদীছ।

২৬৩. মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৯৪২ ‘তাশাহহুদে দো‘আ’ অনুচ্ছেদ-১৭; বুখারী হা/৮৩৪ ‘আযান’ অধ্যায়-২, ‘সালামের পূর্বে দো‘আ’ অনুচ্ছেদ-১৪৯।

ফযীলত : আবূ বকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) বলেন,

قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلِّمْنِيْ دُعَاءً أَدْعُوْ بِهِ فِيْ صَلَاتِيْ قَالَ قُلْ اَللَّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট নিবেদন জানালাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে এমন একটি দো'আ বলে দিন যা আমি ছালাতে (শেষ বৈঠকে) পড়তে পারি। জওয়াবে নাবী (ছাঃ) বলেন, اَللَّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! আমি আমার নফসের উপরে অসংখ্য যুলুম করেছি। ঐসব গুনাহ মাফ করার কেউ নেই আপনি ব্যতীত। অতএব আপনি আমাকে আপনার পক্ষ হ'তে বিশেষভাবে ক্ষমা করুন এবং আমার উপরে অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান'। এই দো'আটি তিনি শিখিয়ে দিলেন।[২৬৪]

দো'আয়ে মাছূরাহ-২

(২) أَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، أَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَ الْمَغْرَمِ،

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন্ 'আযা-বি জাহান্নামা ওয়া আ'উযুবিকা মিন্ 'আযা-বিল ক্বাব্‌রি, ওয়া আ'উযুবিকা মিন্ ফিৎনাতিল মাসীহিদ্ দাজ্জা-লি, ওয়া আ'উযুবিকা মিন ফিৎনাতিল মাহ্ইয়া ওয়াল মামা-তি, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল মা'ছামি ওয়াল মাগরাম।*

২৬৪. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৯৪২।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি জাহান্নামের আযাব হ'তে, কবরের আযাব হ'তে, দাজ্জালের ফিৎনা হ'তে এবং জীবন ও মৃত্যুকালীন ফিৎনা হ'তে।[২৬৫] হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি পাপাচার ও ঋণের দায়ভার থেকে'।[২৬৬]

ফযীলত : (১) উরওয়া ইবনে যুবাইর (রহঃ) বলেন, আয়িশা (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক ছালাতের মধ্যে (দরূদ পাঠের পর) أَللهمّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، أَللهمّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَ الْمَغْرَمِ، অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি জাহান্নামের আযাব হ'তে, কবরের আযাব হ'তে, দাজ্জালের ফিৎনা হ'তে এবং জীবন ও মৃত্যুকালীন ফিৎনা হ'তে। হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি পাপাচার ও ঋণের দায়ভার থেকে'। এই দো'আটি পাঠ করতেন। তিনি আরো বলেন, فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ. একদা এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, আপনি কতই না ঋণগ্রস্থতা হ'তে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তিনি বললেন, 'যখন কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ে তখন বলার সময় মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে'।[২৬৭]

(২) আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো'আটি আমাদেরকে এমনভাবে শিক্ষা দিতেন, কুরআনের সূরা যেভাবে শিক্ষা দিতেন।[২৬৮]

২৬৫. মুসলিম হা/৫৮৮; আবূ দাউদ, মিশকাত হা/৯৪১।
২৬৬. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৯৪১। সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২২১১; অর্থ গ্রহণঃ ছহীহ আল-কালিমুত্ তাইয়িব, পৃষ্ঠা-৫৮।
২৬৭. বুখারী হা/৮৩২; আবূদাঊদ হা/৮৮০; নাসাঈ হা/১৩০৯।
২৬৮. মুসলিম হা/৫৮৮, আবূদাউদ হা/৯৮৪, ১৫৪২; মিশকাত হা/৯৪১।

দো‘আয়ে মাছূরাহ-৩

(৩) أَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ.

উচ্চারণ : *‘আল্লা-হুম্মাগফিরলী মা ক্বাদ্দামতু ওয়ামা আখখারতু, ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা আ‘লানতু, ওয়ামা আসরাফতু, ওয়ামা আন্‌তা আ‘লামু বিহী মিন্নী; আন্‌তাল মুক্বাদ্দিমু ওয়া আন্‌তাল মুওয়াখখিরু, লা ইলা-হা ইল্লা আন্‌তা’*।

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! তুমি আমার পূর্বাপর গোপন ও প্রকাশ্য সকল গুনাহ মাফ করো, যাতে আমি বাড়াবাড়ি করেছি এবং ঐসব গুনাহ যে বিষয়ে তুমি আমার চাইতে বেশী জানো। তুমি অগ্র-পশ্চাতের মালিক। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই’।[২৬৯]

ফযীলত : আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত আদায় করার সময় ‘তাশাহহুদ ‘আত্তাহিইয়া-তু’র পর ও সালাম ফিরানোর পূর্বে সর্বশেষ দো‘আ اللهُمَّ اغْفِرْ لِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. অর্থাৎ, ‘হে আল্লাহ! তুমি আমার পূর্বাপর গোপন ও প্রকাশ্য সকল গুনাহ মাফ করো, যাতে আমি বাড়াবাড়ি করেছি এবং ঐসব গুনাহ যে বিষয়ে তুমি আমার চাইতে বেশী জানো। তুমি অগ্র-পশ্চাতের মালিক। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই’, এই দো‘আটি পড়তেন।[২৭০]

২৬৯. মুসলিম হা/৭৭১; মিশকাত হা/৮১৩।
২৭০. মুসলিম হা/৭৭১; তিরমিযী হা/৩৪২২; আহমাদ হা/৭২৯; মিশকাত হা/৮১৩; ইবনে হিব্বান হা/১৯৬৬।

শেষ বৈঠকে পঠিতব্য বিভিন্ন দো‘আ ও ফযীলত

১. শেষ বৈঠকে কুরআন ও হাদীছ থেকে দো‘আ করার বিধান :

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوبٌ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ‘নবী (ছাঃ) ও তার পরিবারবর্গের প্রতি দরূদ পেশ করা না হ’লে সমস্ত দো‘আ কবূল হওয়া থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে’।[২৭১]

অন্যত্র, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لاَ يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ ﷺ. ‘আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে দো‘আ ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, তোমারা রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি যতক্ষণ দরূদ পাঠ না করো, ততক্ষণ তার কিছুই উপরে ওঠে না’।[২৭২]

অতএব ছালাতে দরূদ পাঠের পর দো‘আয়ে মাছুরাগুলো শেষ করে নিচের দো‘আ সমূহ সালাম ফেরানোর পূর্বেই পাঠ করা আবশ্যক। কেননা দো‘আ কবূল হওয়ার অন্যতম সময় হ’ল দু’টি; প্রত্যেক ফরয ছালাতের শেষ বৈঠকে এবং শেষ রাতে। আবূ উমামা বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرِ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ. ‘সবচেয়ে বেশী দো‘আ কবূল হয় শেষ রাতে এবং প্রত্যেক ফরয ছালাতের শেষে’।[২৭৩]

উক্ত হাদীছে ‘ছালাতের শেষ ভাগ’ বলতে সালাম ফিরানোর পূর্বে শেষ বৈঠককে বুঝানো হয়েছে।[২৭৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাশাহ্হুদ শেষে একাধিক দো‘আ করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস্‘উদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

২৭১. তাবারানী, আল-মু‘জামুল আওসাত হা/৭২১; আলবানী: ছহীহুল জামি‘ হা/৪৫২৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০৩৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬৭৫।
২৭২. তিরমিযী হা/৪৮৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০৫৩।
২৭৩. তিরমিযী হা/৩৪৯৯; মিশকাত হা/৯৬৮।
২৭৪. ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা‘আদ ১/৩০৫; উছায়মীন, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ১৩/২৬৮।

বলেছেন, فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. 'তাশাহহুদ পাঠের পরে, আল্লাহ্‌র বান্দার যে দো'আ ভাল লাগে পাঠ করে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে কাকুতি-মিনতি করে দো'আ করবে'।[২৭৫]

ছালাতের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর সালাম ফিরানোর পূর্বে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত দো'আ সমূহের মাধ্যমেই কেবল প্রার্থনা করতে হবে। অন্যথায় অনারবী ভাষায় বানানো নিজের কোন দো'আ কবূল যোগ্য নয়। হাদীছে এসেছে, মু'আবিয়া ইবনে হাকাম (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে ছালাত আদায় করি। যখন মুছল্লীদের মাঝে থেকে একজন হাঁচি দিলো তখন আমি হাঁচির জওয়াবে *'ইয়ারহামুকাল্লা-হ'* বললাম। ফলে লোকজন আমার প্রতি দৃষ্টি ক্ষেপন করল। আমি বললাম, তোমাদের মা সন্তানহারা শোকাহত হোক। তোমাদের কি হ'ল যে, তোমরা আমার দিকে এমন করে তাকাচ্ছো? মুছল্লীরা আমাকে নীরব করানোর জন্য নিজ নিজ রানের উপর হাত দিয়ে মারতে লাগল। আমি যখন লক্ষ্য করলাম তারা আমাকে চুপ থাকতে বলছে, তখন আমি নীরব হয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত শেষ করলেন। আমার মাতা-পিতা তাঁর জন্যে উৎসর্গ হোক। তাঁর চেয়ে এত চমৎকার শিক্ষাদানে কোন শিক্ষক তাঁর পরবর্তী বা পূর্ববর্তীকালে আমি দেখিনি। তিনি আমাকে ধমোক দিলেন না এবং বক্‌লেনও না । রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ. 'আমাদের এই ছালাতে মানুষের সাধারণ কথা-বার্তা বলা চলে না। এটি কেবল তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন পাঠ মাত্র'।[২৭৬]

২. দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনা এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচার দো'আ :

(২) رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

২৭৫. বুখারী হা/১২০২; মিশকাত হা/৯০৯।

২৭৬. মুসলিম হা/৫৩৭; নাসাঈ হা১২১৮; মিশকাত হা/৯৭৮ 'ছালাতের মাঝে যে সকল কাজ অসিদ্ধ এবং যা সিদ্ধ' অনুচ্ছেদ-১৯; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃষ্ঠা-১২১।

উচ্চারণ : *রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আ-খিরাতি হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা আযা-বান্না-র'*।

অর্থ : 'হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে মঙ্গল দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও' *(বাক্বারাহ ২/২০১)*।

ফযীলত : হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. 'রাসূল (ছাঃ) অধিকাংশ সময় *রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আ-খিরাতি হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা আযা-বান্না-র'* দো'আটি পাঠ করতেন।[২৭৭]

৩. আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করার পাপ থেকে ক্ষমা চাওয়ার দো'আ :

(৩) رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

উচ্চারণ : *রাব্বানা যালামনা আন্‌ফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফিরলানা ওয়া তারহামনা লানাকূনান্না মিনাল খা-সিরীন্*।

অর্থ : 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নিজেদের উপর যুলুম করেছি। এক্ষণে যদি আপনি আমাদের ক্ষমা ও দয়া না করেন, তাহ'লে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব' *(আরাফ ৭/২৩)*।

ফযীলত : হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, জান্নাতে বসবাসের সময় তারা (আদম ও হাওয়া) দু'জনে নিজেদের লজ্জাস্থান পরস্পর দেখতে পেত না। কিন্তু অপরাধের পর সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ল। তখন আদম (আঃ) বললেন, 'হে আমাদের প্রভু! যদি আমি তাওবা করি এবং ক্ষমা চাই তাহ'লে কি হবে, তা আমাকে অবহিত করুন? আল্লাহ বললেন, তাহ'লে আমি তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। তখন আদম (আঃ) স্বীয় ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র নিকট তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করার প্রতি যত্নবান হলেন। পক্ষান্তরে ইবলীস

২৭৭. বুখারী হা/৬৩৮৯; মুসলিম হা/২৬৯০; মুত্তফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৪৮৭; আহমাদ হা/১৩১৬৩; ইবনে হিব্বান হা/৯৩৮।

ক্ষমা চাইলো না, বরং সে অবকাশ চাইল। ফলে আল্লাহ প্রত্যেককে তার প্রার্থিত বিষয় দান করলেন। এইভাবে দু'টি পথের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে গেল এক. আল্লাহ্‌র পথ দুই. শয়তানের পথ। পাপ করে অহংকার প্রদর্শন করা, তার উপর অটল থাকা এবং তাকে সঠিক সাব্যস্ত করার জন্য দলীলাদির স্তূপ খাড়া করা ইত্যাদি হ'ল শয়তানী পথ। আর পাপ করার পর অনুতাপে দগ্ধ হয়ে আল্লাহ-সমীপে নত হয়ে যাওয়া এবং তওবা ও ক্ষমার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসা বান্দার সঠিক পথ *(আত-তাফসীরুছ ছহীহ)*।

৪. পাপ হ'তে ক্ষমা চেয়ে ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করার জন্য দো'আ :

(٤) رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ.

উচ্চারণ : *রাব্বানা ফাগফিরলানা যুনূবানা ওয়া কাফ্‌ফির 'আন্না-সাইয়িআ-তিনা ওয়া তাওয়াফ্‌ফানা মা'আল আবরা-র।*

অর্থ : 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করো এবং আমাদের দোষ-ত্রুটিসমূহ মার্জনা করো। আমাদেরকে সৎকর্মশীলদের সাথে মৃত্যুদান করো' *(আলে ইমরান ৩/১৯৩)*।

ফযীলত : হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আহ্বান শুনতে পেয়েছে তাতে তারা সুন্দরভাবে সাড়া দিয়েছে এবং এর উপর ধৈর্য ধারণ করেছে। এখানে ঈমানদার মানুষ যখন আল্লাহ্‌র আহ্বান শুনে তাতে সাড়া দিয়েছে তখন তাদের কথা কি ছিল তা আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে ঈমানদার জিনরাও আল্লাহ্‌র আহ্বান শুনে যে কথা দিয়ে সাড়া দিয়েছে তা সূরা জিনে এ বর্ণনা এসেছে। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا- يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا 'আমরা এক আশ্চর্যজনক কুরআন শুনেছি যে সঠিক পথের দিশা দেয়, ফলে আমরা তাতে ঈমান এনেছি। আর আমরা আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করব না *(জিন ৭২/১-২)*। সাড়ার ব্যাপারে তাদের কোন পার্থক্য না থাকলেও কথার মধ্যে পার্থক্য ছিল *(তাবারী)*।

৫. হক্বের ওপর অবিচল থাকার দো'আ :

(٥) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

উচ্চারণ : *রাব্বানা লা-তুঝিগ্ ক্বুলূবানা বা'দা ইয্ হাদায়তানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুন্‌কা রাহমাতান, ইন্নাকা আন্‌তাল ওয়াহ্‌হা-ব।*

অর্থ : 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে সুপথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তর সমূহকে বক্র করো না। আর তুমি আমাদেরকে তোমার পক্ষ হ'তে বিশেষ অনুগ্রহ প্রদান করো। নিশ্চয়ই তুমি সর্বাধিক দানকারী' *(আলে ইমরান ৩/৮)*।

৬. দ্বীনের কাজ সহজ করা ও ক্ষমা প্রার্থনার দো'আ :

(٦) رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا، رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَاعْفُ عَنَّا، وَاغْفِرْ لَنَا، وَارْحَمْنَا، أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ.

উচ্চারণ : *রাব্বানা ওয়ালা তাহ্‌মিল 'আলায়না ইছ্‌রান কামা হামালতাহূ 'আলাল্লাযীনা মিন ক্বাব্‌লিনা, রাব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মা-লা ত্বা-ক্বাতালানা বিহী, ওয়া'ফু 'আন্না ওয়াগ্‌ফির লানা ওয়ারহামনা আন্‌তা মাওলা-না ফান্‌ছুরনা 'আলাল ক্বাওমিল কা-ফিরীন।*

অর্থ : 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর ভারী ও কঠিন কাজের বোঝা অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর অর্পণ করেছিলে। হে আমাদের প্রভু! আমাদের উপর এমন কঠিন দায়িত্ব দিও না যা সম্পাদন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করো, আমাদের ক্ষমা করো এবং আমাদের প্রতি দয়া করো। তুমিই আমাদের প্রভু! সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো' *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*।

ফযীলত : (১) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِيْ تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ. 'তোমাদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত করো না। যে ঘরে সূরা বাক্বারাহ পাঠ করা হয়, সে ঘর থেকে শয়তান পালিয়ে যায়'।[২৭৮]

(২) ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَ بِهِمَا فِيْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ. 'যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাক্বারাহর শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে তা তার জন্য যথেষ্ঠ হবে'।[২৭৯]

৭. পরিবারের সকলে মুছল্লী হওয়া এবং পিতা-মাতা ও মুমিনদের জন্য দো'আ :

(৭) رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ، رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ.

উচ্চারণ : *রাব্বিজ'আলনী মুক্বীমাছ ছালা-তি ওয়া মিন্ যুররিইয়াতী, রাব্বানা ওয়া তাকাব্বাল দু'আ। রাব্বানাগ্ফিরলী ওয়া লিওয়ালিদাইয়্যা ওয়া লিল্মুমিনীনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল্ হিসা-ব।*

অর্থ : 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ছালাত কায়িমকারী করো এবং সন্তানদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের পালনকর্তা! আমার দো'আ কবূল করো। হে আমাদের প্রভু! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং ঈমানদার সকলকে ক্ষমা করো, যেদিন হিসাব দণ্ডায়মান হবে' *(ইবরাহীম ১৪/৪০-৪১)*।

ফযীলত : (১) ইবরাহীম (আঃ) প্রশংসা বর্ণনার পর আবার দো'আয় মশগুল হয়ে যান এতে নিজের জন্য ও সন্তানদের জন্য ছালাত কায়েম রাখার দো'আ করেন। অতঃপর কাকুতি-মিনতি সহকারে আবেদন করেন, رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ অর্থাৎ,'হে আমার পালনকর্তা! আমার দো'আ কবূল করুন। এখানে ছালাতে কায়িম রাখার অর্থ, ছালাতের

২৭৮. মুসলিম হা/৭৮০; রিয়াযুছ ছালিহীন হা/১০১৮; মিশকাত হা/২১১৯।
২৭৯. বুখারী হা/৫০৪০; মুসলিম হা/৮০৭; মিশকাত হা/২১২৫।

হিফাযতকারী এবং এর সীমারেখা যথাযথভাবে কায়েম করা বুঝানো হয়েছে *(ইবন কাছীর)*। নিজের সাথে স্বীয় সন্তানদের জন্যও দো'আ করলেন। তাদেরকে পাথরের মূর্তিপূজা থেকে বাঁচিয়ে রাখো। এ থেকে জানা গেল যে, দ্বীনের আহ্বায়কদেরকে স্বীয় পরিবারের হিদায়াত এবং তাদের দ্বীনী শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে উদাসীন থাকা উচিত নয়। বরং দাওয়াত ও তাবলীগে তাদেরকে প্রাথমিক পর্যায়ে রাখা উচিত। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবারকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো' *(তাহরীম ৬৬/৬)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল (ছাঃ)-কেও নির্দেশ দিয়ে বলেন, وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ অর্থাৎ, 'স্বীয় নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করো' *(শু'আরা ২৬/২১৪)*। এটাই চিরন্তন সত্য শিশুরা আদর্শবান হয়ে গড়ে ওঠে পরিবার থেকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. 'প্রত্যেক সন্তানই ফিতরাতের (ইসলাম) উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী বা খৃষ্টান কিংবা অগ্নিপূজক বানায়'।[২৮০]

(২) সবশেষে একটি ব্যাপক অর্থবোধক দো'আ করলেন, رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ.'হে আমাদের প্রভু! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং ঈমানদার সকলকে ক্ষমা করো, যেদিন হিসাব দণ্ডায়মান হবে'। এতে তিনি মাতা-পিতার জন্যও মাগফিরাতের দো'আ করেছেন। অথচ পিতা আযর যে কাফের ছিল, তা কুরআনুল কারীমেই উল্লেখিত রয়েছে। সম্ভবতঃ এ দো'আটি তখন করেছেন, যখন ইবরাহীম (আঃ)-কে কাফেরদের জন্য দো'আ করতে নিষেধ করা হয়নি *(ইবনে কাছীর)*।

৮. পিতা-মাতার জন্য দো'আ :

(৮) رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا.

২৮০. বুখারী হা/১৩৬৫; মুসলিম হা/২৬৫৮; মিশকাত হা/৯০।

উচ্চারণ : *রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়া-নী ছাগীরা (৩ বার)*।

অর্থ : 'হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি রহম করো, যেভাবে তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন' *(ইসরা ১৭/২৪)*।

ফযীলত : (১) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. 'যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়, তিনটি আমল ব্যতিত। ঐ তিনটি আমল হ'ল প্রবাহমান দান-ছাদাক্বাহ, এমন ইলম যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং নেক সন্তানের দো'আ যা তার জন্য করে'।[২৮১]

(২) আবূ উসাইদ (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় বনু সালমা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার কোন অবকাশ আছে কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, نَعَمِ الصَّلاَةُ عَلَيْهِمَا وَالاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِى لاَ تُوصَلُ إِلاَّ بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا. 'হ্যাঁ, চারটি উপায় আছে। (১) তাদের জন্য দো'আ করা, (২) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, (৩) তাদের প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করা এবং (৪) তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা ও তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা, যারা তাদের মাধ্যমে তোমার আত্মীয়'।[২৮২]

(৩) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ فَيَقُولُ : يَارَبِّ أَنَّى لِى هَذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ. 'আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাঁর কোন নেক বান্দার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন। এ অবস্থা দেখে সে (নেক বান্দা) বলবে, হে আমার রব! আমার এ মর্যাদা কিভাবে বৃদ্ধি হ'ল? তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার জন্য মাগফিরাত কামনা করার কারণে'।[২৮৩]

২৮১. মুসলিম হা/১৬৩১; আহমাদ হা/৮৮৩১।

২৮২. আবূদাউদ হা/৫১৪২; মিশকাত হা/৪৯৩৬; ইবনু হিব্বান হা/৪১৮, ইবনু হিববান, হাকিম, যাহাবী, হুসাইন সুলাইম আসাদ-এর সনদকে ছহীহ ও জাইয়িদ বলেছেন (হাকিম হা/৭২৬০; মাওয়ারিদুয যাম'আন হা/২০৩০)।

অন্যত্র তিনি বলেন, تُرْفَعُ لِلْمَيتِ بَعْدَ مَوْتِهِ دَرَجَتُهُ، فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ، أَيُّ شَيْءٍ هَذَا؟ فَيُقَالُ: وَلَدُكَ اسْتَغْفَرَ لَكَ. 'মানুষের মৃত্যুর পর যখন তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। তখন সে বলে, হে প্রভু! এটা কি জিনিস? তাকে বলা হয়, তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে'।[২৮৪]

৯. স্ত্রী ও সন্তানাদির জন্য দো'আ :

(৯) رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا. رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ.

উচ্চারণ : *রাব্বানা হাবলানা মিন আঝওয়া-জিনা যুররিইয়া-তিনা ক্বুররাতা 'আইয়ুনিওঁ ওয়াজ'আলনা লিলমুত্তাক্বীনা ইমা-মা। রাব্বি হাবলী মিনাছ ছালিহীন*।

অর্থ : 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের মাধ্যমে চক্ষুশীতলকারী বংশধারা দান করো। আর আমাদেরকে মুত্তাক্বীদের জন্য আদর্শ স্বরূপ বানাও' *(ফুরকান ২৫/৭৪)*। 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে নেক সন্তান দান করো' *(সাফ্ফাত ৩৭/১০০)*।

১০. জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দো'আ :

(১০) رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا.

উচ্চারণ : *রাব্বি ঝিদনী 'ইল্মা (৩ বার)*।

অর্থ : 'হে প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও' *(ত্বা-হা ২০/১১৪)*।

২৮৩. ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬০; মিশকাত হা/২৩৫৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫৯৮।

২৮৪. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩৬; সনদ হাসান।

১১. জিহ্বার আড়ষ্টতা দূর করার দো'আ :

(١١) رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ، وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ ، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ، يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ،

উচ্চারণ : *রাব্বিশ্‌রাহ্‌লী ছাদ্‌রী, ওয়াইয়াস্‌সিরলী আম্‌রী, ওয়াহলুল্‌ 'উক্‌দাতাম্‌ মিল্লিসা-নী, ইয়াফক্বাহূ ক্বাওলী।*

অর্থ : 'হে আমার প্রভু! আমার বক্ষ প্রসারিত করে দাও'। 'এবং আমার কর্ম সহজ করে দাও'। 'আর আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও'। 'যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে' *(ত্ব-হা ২০/২৫-২৮)*।

ফযীলত : ফেরাউন যা বলেছিল সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ. 'এই হীন লোকটি (মূসা) থেকে আমি কি শ্রেষ্ঠ নই? সে তো স্পষ্ট করে কথাও বলতে পারে না' *(যুখরুফ ৪৩/৫২)*।

ইবনে কাছীর (রহঃ) আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, 'সে তো স্পষ্ট করে কথাও বলতে পারে না' এটি নবীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ। কারণ যদিও ছোট বেলায় আগুনের অঙ্গার থেকে তাঁর জিহ্বা আক্রান্ত হয়েছিল, কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করেছেন যাতে করে তিনি তাঁর জিহ্বার জড়তা দূর করে দেন যেন তারা তাঁর কথা বুঝতে পারে। আল্লাহ্‌ তাঁর সে দো'আ কবূল করেছেন। আল্লাহ বললেন, قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى 'মূসা! তুমি যা চেয়েছো তোমাকে তাই দেওয়া হ'ল' *(সূরা ত্বা-হা ২০/৩৬)*।[২৮৫]

১২. আল্লাহ্‌র রহমত কামনা ও ক্ষমা চাওয়ার দো'আ :

(١٢) رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ.

উচ্চারণ : *রাব্বানা আ-মান্না ফাগ্‌ফির লানা ওয়ারহাম্‌না ওয়া আন্‌তা খাইরুর্‌ রা-হিমীন।*

---

২৮৫. তাফসীর ইবনে কাছীর ৭/২৩২।

অর্থ : 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং তুমি আমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের প্রতি রহম করো। তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু' *(মুমিনূন ২৩/১০৯)*।

১৩. জান্নাতে প্রবেশ ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার দো'আ :

(١٣) أَللّٰهُمَّ أَدْخِلْنِيْ الْجَنَّةَ وَ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ.

উচ্চারণ : *'আল্লা-হুম্মা আদখিলনিল জান্নাতা ওয়া আজিরনী মিনান্না-র' (৩ বার)*।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ দাও'।[২৮৬]

ফযীলত : হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ سَأَلَ اللهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ اللهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ. وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ اللّٰهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ. 'কোন ব্যক্তি জান্নাতের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট তিনবার প্রার্থনা করলে জান্নাত তখন বলে, হে আল্লাহ্‌! তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। আর তিনবার জাহান্নাম হ'তে পানাহ চাইলে জাহান্নাম বলে, হে আল্লাহ্‌! তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিন'।[২৮৭]

১৪. জান্নাত চাওয়া ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনার দো'আ :

(١٤) أَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ.

উচ্চারণ : *'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা ওয়া আ'উযু বিকা মিনান্না-র' (৩ বার)*।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জান্নাত প্রার্থনা করছি এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ চাচ্ছি'।[২৮৮]

---

২৮৬. তিরমিযী হা/২৫৭২; মিশকাত হা/২৪৭৮।

২৮৭. তিরমিযী হা/২৫৭২; নাসাঈ হা/২৫২১; ইবনু মাজাহ হা/৪৩৪০; মিশকাত হা/২৪৭৮; ইবনে হিব্বান হা/১০৩৪।

২৮৮. আবূদাঊদ হা/৭৯৩।

ফযীলত : হযরত জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি মু'আয (রাঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, নবী করীম (ছাঃ) এক যুবকে বললেন, "كَيْفَ تَصْنَعُ يَا ابْنَ أَخِي إِذَا صَلَّيْتَ. 'হে ভ্রাতুস্পুত্র! তুমি ছালাতে কী পড়? সে বলল, আমি সূরা ফাতিহা পাঠ করি এবং আল্লাহ্‌র কাছে জান্নাতের প্রত্যাশা করি এবং জাহান্নাম হ'তে পানাহ চাই। আমি আপনার ও মু'আযের অস্পষ্ট শব্দগুলো (নিরবে দো'আ) বুঝতে পারিনা। রাসূল (ছাঃ) বললেন, إِنِّي وَمُعَاذٌ حَوْلَ هَاتَيْنِ. أَوْ نَحْوَ هَذَا 'আমি ও মু'আয উভয়েই তার আশেপাশে ঘুরে থাকি। অথবা অনুররূপ কিছু পাঠ করি বলেছেন।[২৮৯]

১৫. বিপদ ও সংকটকালিন দো'আ :

(১৫) لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ.

উচ্চারণ : *লা ইলা-হা ইল্লা আন্‌তা সুবহা-নাকা ইন্নী কুন্তু মিনায যোয়ালিমীন'। ইয়া হাইয়্যু ইয়া ক্বাইয়ূমু বিরাহমাতিকা আস্তাগীছু।*

অর্থ : 'তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তুমি মহা পবিত্র। নিশ্চয়ই আমি সীমালংঘন-কারীদের অন্তর্ভুক্ত' *(আম্বিয়া ২১/৮৭)*। 'হে চিরঞ্জীব! হে বিশ্ব চরাচরের ধারক! আমি তোমার রহমতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[২৯০]

ফযীলত : (১) হযরত ইউনুস (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ. إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ. فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ. 'আর ইউনুস ছিল পয়গম্বরগণের একজন'। 'যখন সে পালিয়ে যাত্রী বোঝাই নৌকায় গিয়ে পৌঁছিল'। 'অতঃপর লটারীতে সে অকৃতকার্য হ'ল'। 'অতঃপর একটি মাছ তাকে গিলে ফেলল। এমতাবস্থায় সে ছিল নিজেকে ধিক্কার দানকারী' *(ছাফফাত ৩৭/১৩৯-১৪২)*।

২৮৯. আবূদাঊদ হা/৭৯৩, 'ছালাত' অধ্যায়-২, অনুচ্ছেদ-১২৮; ইবনে হিব্বান হা/৮৬৫।
২৯০. তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৫৪।

'হযরত ইউনুস (আঃ) নিজ কওমকে রেখে হিজরতকালে নদী পার হওয়ার সময় মাঝ নদীতে হঠাৎ নৌকা ডুবে যাবার উপক্রম হ'লে মাঝি বলল, একজনকে নদীতে ফেলে দিতে হবে। নইলে সবাইকে ডুবে মরতে হবে। এজন্য লটারী হ'লে পরপর তিনবার তাঁর নাম আসে। ফলে তিনি নদীতে নিক্ষিপ্ত হন। সাথে সাথে আল্লাহ্‌র হুকুমে বিরাট একটি মাছ এসে তাঁকে গিলে ফেলে। কিন্তু মাছের পেটে তিনি হযম হয়ে যাননি। বরং এটা ছিল তাঁর জন্য নিরাপদ কয়েদখানা *(ইবনে কাছীর, আম্বিয়া ৮৭-৮৮)*।

মাওয়ার্দী বলেন, মাছের পেটে অবস্থান করাটা তাঁকে শাস্তি দানের উদ্দেশ্য ছিল না। বরং আদব শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য ছিল। যেমন পিতা তার শিশু সন্তানকে শাসন করে শিক্ষা দিয়ে থাকেন' *(কুরতুবী, আম্বিয়া ৮৭)*।[২৯১]

তাফসীর ত্ববারীতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আল্লাহ বলেন, 'হযরত ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে থাকা অবস্থায় আমাকে ডাকার ফলে যেভাবে তাকে মুক্তি দিয়েছিলাম, অনুরূপ আমি মুমিনদেরকেও বিপদ থেকে উদ্ধার করব যখন তারা আমার কাছে সাহায্য চায় এবং আমাকে ডাকে'। হাদীছে এসেছে, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, دَعْوَةُ ذِى النُّوْنِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِىْ بَطْنِ الْحُوْتِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ. فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِىْ شَىْءٍ قَطُّ إِلاَّ اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ. 'আল্লাহ্ তা'আলার নবী যুন- নুন [ইউনুস (আঃ)] মাছের পেটে থাকাকালে যে দো'আ করেছিলেন তা হল, '*লা ইলা-হা ইল্লা আন্‌তা সুবহা-নাকা ইন্নী কুন্তু মিনায যোয়ালিমীন' (সূরা আম্বিয়া ২১/৮৭)*।

কোন মুসলিম ব্যক্তি যে কোন বিষয়ে কখনো এ দো'আ করলে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা তার দো'আ কবূল করেন।[২৯২]

(২) আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, 'যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন বিষয়ে চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়তেন, তখন তিনি '*ইয়া হাইয়্যু ইয়া ক্বাইয়ূমু বিরাহমাতিকা আস্তাগীছ'* এ দো'আটি পাঠ করতেন'।[২৯৩]

২৯১. প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, নবীদের কাহিনী-২; পৃষ্ঠা : ১৩-১৪।
২৯২. তিরমিযী হা/৩৫০৫; মিশকাত হা/২২৯২; আহমাদ হা/১৪৬২; ছহীহুল জামি' হা/৪৩৭০।
২৯৩. তিরমিযী হা/৩৫২৪; মিশকাত হা/২৪৫৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩১৮২; হাসান হাদীছ।

১৬. আল্লাহ্‌র নামের অসীলায় দো'আ কবূল হয়, এমন দো'আ :

(١٦) أَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিআন্না লাকাল হামদা, লা ইলা-হা ইল্লা আন্তাল মান্না-নু, বাদী'উস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল ইকরা-ম, ইয়া হাইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যূম।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি এবং জানি যে, তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, তুমি ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই, তুমি অনুগ্রহ প্রদর্শনকারী। হে আসমান সমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, হে মর্যাদা ও সম্মান দানের অধিকারী, হে চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী!'[২৯৪]

ফযীলত : আনাস (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি ছালাত আদায় করলেন এবং أَللّٰهمّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ. দো'আটি পাঠ করলেন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, لَقَدْ دَعَا اللهَ بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى. 'নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর সুমহান নামের অসীলায় দো'আ করেছে, যার অসীলায় দো'আ করা হ'লে তা কবূল করেন এবং কিছু চাওয়া হ'লে তা প্রদান করে থাকেন'।[২৯৫]

১৭. আল্লাহ্‌র মহান নামের অসীলায় দো'আ কবূল হওয়ার দো'আ :

(١٧) أَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِأَنِّى أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

২৯৪. আবূদাঊদ হা/১৪৯৫; মিশকাত হা/২২৯০।

২৯৫. আবূদাঊদ হা/১৪৯৫; নাসাঈ হা/১৩০০; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৫৮; মিশকাত হা/২২৯০।

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা বিআন্নী আশ্হাদু আন্নাকা আন্তাল্ল-হু লা ইলা-হা ইল্লা আন্তাল আহাদুছ্ ছামাদুল লাযী লাম্ ইয়ালিদ্ ওয়ালাম্ ইউলাদ্ ওয়ালাম্ ইয়াকুল্লাহূ কুফুওয়ান আহাদ।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আপনিই আল্লাহ। আপনি ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই। আপনি একক অমুখাপেক্ষী। যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো থেকে জন্ম নেননি। তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই'।[২৯৬]

ফযীলত : আব্দুল্লাহ ইবনে বুরায়দাহ (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তির নিকট দো'আ শুনলেন, اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِى لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, لَقَدْ سَأَلَ اللهَ بِاسْمِهِ لأَعْظَمِ الَّذِى إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِىَ بِهِ أَجَابَ. 'নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর সুমহান নামের অসীলায় দো'আ করেছে, যার অসীলায় দো'আ করা হ'লে তা অবশ্যই কবূল হয় এবং যা চাওয়া হয় তা দান করেন'।[২৯৭]

১৮. দো'আ কবূলের জন্য একান্ত নিবেদন :

(١٨) رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ، وَتُبْ عَلَيْنَا، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

উচ্চারণ : *রাব্বানা তাক্বাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস্ সামী'উল 'আলীম। ওয়াতুব 'আলায়না, ইন্নাকা আনতাত্ তাউওয়াবুর্ রাহীম।*

অর্থ : 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের পক্ষ থেকে এটি কবূল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ'। 'আমাদের ক্ষমা করুন, নিশ্চয়ই আপনি অধিক তওবা কবূলকারী ও দয়াময়' *(বাক্বারাহ ২/১২৭-১২৮)*।

২৯৬. তিরমিযী হা/৩৪৭৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৫৭।

২৯৭. তিরমিযী হা/৩৪৭৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৫৭।

ফযীলত : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ‘ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পুত্র ইসমাঈলকে বললেন, হে ইসমাঈল! আল্লাহ আমাকে একটি ঘর বানাতে নির্দেশ দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস বলেন, অতঃপর তারা দু’জনে ঘরের ভিত্তি স্থাপন করে তা উঁচু করছিলেন। ইসমাঈল (আঃ) পাথর নিয়ে আসতেন আর ইবরাহীম (আঃ) ঘর বানাতেন। ‘অবশেষে যখন কা‘বা ঘর উঁচু হয়ে গেল, তখন ইসমাঈল (আঃ) (মাক্বামে ইবরাহীম নামক) পাথরটি আনলেন এবং যথাস্থানে রাখলেন। ইবরাহীম (আঃ) তার উপর দাঁড়িয়ে নির্মাণ কাজ করতে লাগলেন। আর ইসমাঈল (আঃ) তাকে পাথর যোগান দিতে থাকেন। তারা উভয়ে আল্লাহ্‌র কাছে দো‘আ করলেন। তাঁরা উভয়ে আবার কা‘বা ঘর তৈরি করতে থাকেন এবং কা‘বা ঘরের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে এ দো‘আ করতে থাকেন, رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. অর্থাৎ, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছু শুনেন ও জানেন’।[২৯৮]

১৯. তাওবা করার দো‘আ :

(১৯) أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لَآ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَ أَتُوْبُ إِلَيْهِ.

উচ্চারণ : *আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূমু ওয়া আতূবু ইলাইহি’(৩ বার)*।

অর্থ : ‘আমি আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক। আমি অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁর দিকে ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি’।[২৯৯]

ফযীলত : (১) আগার আল মুযানী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى رَبِّكُمْ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ. ‘হে মানুষ! আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। আমিও দৈনিক ১০০ বার তাওবা করি’।[৩০০]

---

২৯৮. বাক্বারাহ ২/১২৭; বুখারী হা/৩৩৬৪; ‘নবীদের কাহিনী’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯।
২৯৯. তিরমিযী, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৫৩।
৩০০. মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৫ ‘ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করা’ অনুচ্ছেদ-৪; আহমাদ হা/১৭৮৮০।

(২) বিলাল ইবনে ইয়াসার ইবনে যায়িদ (রাঃ) বলেন, আমার পিতা আমার দাদার মাধ্যমে বলেন, আমার দাদা যায়িদ বলেছেন, তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন। ‘যে ব্যক্তি বলে أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন, যদিও সে জিহাদের ময়দান থেকে পলাতক আসামী হয়’।[৩০১]

(৩) আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ. ‘রূহ কণ্ঠাগত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলা বান্দার তাওবাহ কবূল করেন’।[৩০২]

(৪) রাসূল (ছাঃ) বলেন, طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا. ‘যে ব্যক্তি তার আমলনামায় অধিক পরিমাণে ‘ক্ষমা প্রার্থনা’ যোগ করতে পেরেছে, তার জন্য সুসংবাদ ও আনন্দ।[৩০৩]

সালাম ফিরানো ও ছালাত সমাপ্ত করা

দো‘আয়ে মাছূরাহ ও ছালাতের মধ্যে শেষ বৈঠকে পঠিতব্য অন্যান্য দো‘আ (মুনাজাত) শেষে প্রথমে ডাইনে ও পরে বামে أَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ *‘আসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ’* অর্থাৎ, ‘আল্লাহ্‌র পক্ষ হ’তে আপনার উপর শান্তি ও অনুগ্রহ বর্ষিত হৌক!’ বলে সালাম ফিরাবে। প্রথম সালামের শেষে ‘ওয়া বারাকা-তুহু’ (এবং তাঁর বরকত সমূহ) যোগ করা যেতে পারে। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ ‘ছালাতের চাবি হ’ল ওযু, যা তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা শুরু হয় ও সালাম দ্বারা শেষ হয়’।[৩০৪]

---

৩০১. তিরমিযী হা/৩৫৭৭; আবূদাঊদ হা/১৫১৭; মিশকাত হা/২৩৫৩; ‘দো‘আসমূহ’ অধ্যায়-৯, ‘ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করা’ অনুচ্ছেদ-৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭২৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬২২।
৩০২. তিরমিযী হা/৩৫৩৭; ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৩; মিশকাত হা/২৩৪৩; হাসান হাদীছ।
৩০৩. ইবনু মাজাহ হা/৩৮১৮; নাসাঈ, মিশকাত হা/২৩৫৬।
৩০৪. আবূদাঊদ, তিরমিযী, দারেমী , মিশকাত হা/৩১২।

সালাম ফিরানোর পরবর্তী দো'আ ও যিকির সমূহ

ফরয ছালাতের পরে তাসবীহ, তাহমীদ, তাহলীল, তাকবীর এবং বিভিন্ন দো'আ ও যিকির করা যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. 'যখন তোমরা ছালাত শেষ করবে তখন দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে আল্লাহ্‌র যিকির করবে'... *(নিসা ৪/১০৩)*। অন্যত্র বলেন, الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 'যারা দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করে ও বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এগুলো অনর্থক সৃষ্টি করনি, তুমি পবিত্র। আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হ'তে রক্ষা করো' *(আলে ইমরান ৩/১৯১)*। আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. 'হে ঈমানদার! আল্লাহ্‌কে বেশী বেশী স্মরণ করো' *(আহযাব ৩৩/৪১)*। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ 'রাসূল (ছাঃ) সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকর করতেন'।[৩০৫] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. 'তোমার জিহ্বা যেনো সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র যিকিরে সজীব থাকে'।[৩০৬]

১. উচ্চস্বরে তাকবীর ও ইস্তিগফার পাঠ করা :

(١) اَللهُ أَكْبَرُ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، اَسْتَغْفِرُ اللهَ، اَسْتَغْفِرُ اللهَ.

উচ্চারণ: *আল্লা-হু আকবার* (স্বরবে)।[৩০৭] *আস্তাগফিরুল্লা-হ, আস্তাগফিরুল্লা-হ, আস্তাগফিরুল্লা-হ।*

অর্থ : 'আল্লাহ সব চেয়ে বড়। আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি'।[৩০৮]

---

৩০৫. মুসলিম হা/৩৭৩, মিশকাত হা/৪৫৬।
৩০৬. তিরমিযী হা/৩৩৭৫; আহমাদ হা/১৭৭১৬।
৩০৭. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৯৫৯।

২. শান্তি ও বরকতের দো'আ :

(٢) أَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা আন্‌তাস্ সালা-মু ওয়া মিনকাস্ সালা-মু, তাবা-রক্‌তা ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল ইকরা-ম।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনিই শান্তি, আপনার থেকেই আসে শান্তি। বরকতময় আপনি, হে মর্যাদা ও সম্মানের মালিক'।[৩০৯] 'এতটুকু পড়েই ইমাম উঠে যেতে পারেন'।[৩১০]

ফযীলত : 'আয়িশা (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلاَّ مِقْدَارَ مَا يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ. 'রাসূল (ছাঃ) ছালাতের সালাম ফিরানোর পর শুধু এই দো'আটি শেষ করার পরিমাণ সময় অপেক্ষা করতেন।[৩১১]

৩. গোলাম আযাদ করা ও জান্নাতের ভাণ্ডারের দো'আ :

(٣) لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.

উচ্চারণ : *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা শারীকা লাহূ, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর; লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।*

অর্থ : 'নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত, যিনি একক ও শরীকবিহীন। তাঁরই জন্য সকল রাজত্ব ও তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী। নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি, আল্লাহ ব্যতীত'।[৩১২]

---

৩০৮. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৯৬১ 'ছালাত পরবর্তী যিকির' অনুচ্ছেদ-১৮।
৩০৯. মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬০; 'ছালাত পরবর্তী যিকির' অনুচ্ছেদ-১৮।
৩১০. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃষ্ঠা- ১৮।
৩১১. মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬০; 'ছালাত পরবর্তী যিকির' অনুচ্ছেদ-১৮।
৩১২. মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৩, 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'ছালাতের পর যিকর' অনুচ্ছেদ-১৮।

ফযীলত : (১) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ ، إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

'যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার বলবে '*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর*' ঐ ব্যক্তির দশটি গোলাম আযাদ করার সমান ছওয়াব হবে, তার জন্য একশত নেকী লেখা হবে, একশত গুনাহ ক্ষমা করা হবে। এটি তার ঐ দিনের জন্য শয়তান থেকে রক্ষাকবচ হবে যতক্ষণ না সন্ধ্যা হয়। আর সে যা করেছে তার চেয়ে উত্তম আর কেউ করতে পারবে না ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যে তার চেয়ে বেশী এ আমল করবে'।[৩১৩]

(২) আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে চুপে চুপে বলছিলাম, '*লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ*'। তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ، أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِّنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ. 'হে আব্দুল্লাহ ইবনে কায়িস! আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডার সমূহের একটি ভাণ্ডারের সন্ধান দিব না? আমি বললাম, নিশ্চয়ই হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, আর তা হচ্ছে- '*লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ*'।[৩১৪]

৪. সুন্দর ইবাদত পালনে আল্লাহ্র সাহায্য চাওয়ার দো'আ :

(٤) اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ.

৩১৩. বুখারী হা/৩২৯৩; মুসলিম হা/২৬৯১; মিশকাত হা/২৩০২; তিরমিযী হা/৩৪৬৮।
৩১৪. বুখারী হা/৬৩৮৪; মুসলিম হা/২৭০৪; মিশকাত হা/২৩০৩।

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা আ'ইন্নী 'আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি 'ইবা-দাতিকা*।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনাকে স্মরণ করার জন্য, আপনার শুকরিয়া আদায় করার জন্য এবং আপনার সুন্দর ইবাদত করার জন্য আমাকে সাহায্য করুন'।[৩১৫]

ফযীলত : মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার হাত ধরে বললেন, إِنِّيْ لَأُحِبُّكَ يَا مُعَاذُ. 'হে মু'আয! আমি তোমাকে ভালবাসি'। আমিও সবিনয়ে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমিও আপনাকে ভালবাসি। নবী (ছাঃ) বললেন, فَلاَ تَدَعْ أَنْ تَقُولَ فِي كُلِّ صَلاَةٍ. 'তাহ'লে তুমি প্রত্যেক ছালাতের পর *আল্লা-হুম্মা আ'ইন্নী 'আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি 'ইবা-দাতিকা*' পাঠ করতে ভুল করো না'।[৩১৬]

৫. আল্লাহ্র রহমত কামনার দো'আ :

(٥) اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা লা মা-নি'আ লিমা আ'ত্বায়তা ওয়ালা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'তা ওয়ালা ইয়ান্ফা'উ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু*।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনি যা দিতে চান, তা রোধ করার কেউ নেই এবং আপনি যা রোধ করেন, তা দেওয়ার কেউ নেই। কোন সম্পদশালী ব্যক্তির সম্পদ কোন উপকার করতে পারে না আপনার রহমত ব্যতীত'।[৩১৭]

৬. স্বীকৃতি স্বরূপ দো'আ :

(٦) رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلاَمِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا.

৩১৫. আহমাদ, আবূদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৯৪৯।
৩১৬. আবূদাঊদ হা/১৫২২; নাসাঈ হা/১৩০৩; মিশকাত হা/৯৪৯।
৩১৭. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৯৬২।

উচ্চারণ : *রাযীতু বিল্লা-হি রাব্বাঁও ওয়া বিল ইসলা-মি দ্বীনাঁও ওয়া বিমুহাম্মাদিন্ নাবিইয়া।*

অর্থ : আমি সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম আল্লাহ্‌র উপরে প্রতিপালক হিসাবে, ইসলামের উপরে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদের উপরে নবী হিসাবে'।[৩১৮]

ফযীলত : আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَالَ رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. 'যে ব্যক্তি পাঠ করবে *রাযীতু বিল্লা-হি রাব্বাঁও ওয়া বিল ইসলা-মি দ্বীনাঁও ওয়া বিমুহাম্মাদিন্ নাবিইয়া*, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে'।[৩১৯]

৭. ফজর থেকে চাশতের ছালাতের সময় পর্যন্ত যিকিরের ছওয়াবের দো‘আ :

(৭) سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَ رِضَا نَفْسِهِ وَ زِنَةَ عَرْشِهِ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

উচ্চারণ : '*সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহাম্‌দিহী 'আদাদা খাল্‌ক্বিহী ওয়া রিযা নাফ্‌সিহী ওয়া ঝিনাতা 'আরশিহী ওয়া মিদা-দা কালিমা-তিহি' (৩ বার)*।

অর্থ : মহাপবিত্র আল্লাহ এবং সকল প্রশংসা তাঁর জন্য। তাঁর সৃষ্টিকুলের সংখ্যার সমপরিমাণ, তাঁর সত্তার সন্তুষ্টির সমপরিমাণ এবং তাঁর আরশের ওযন ও মহিমাময় বাক্য সমূহের ব্যাপ্তি সমপরিমাণ।[৩২০]

ফযীলত : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুওয়াইরিয়াহ (রাঃ)-এর কাছ থেকে বেরিয়ে এলেন। ইতিপূর্বে তার নাম ছিল বার্‌রাহ। নবী করীম (ছাঃ) তার এ নাম পরিবর্তন করেন। তিনি তার কাছ থেকে বেরিয়ে আসার সময়ও মুছাল্লায় বসে তাসবীহ পাঠ করতে দেখেন এবং ফিরে এসেও তাকে ঐ মুছাল্লায় বসে থাকতে দেখেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন,

৩১৮. আবূদাঊদ হা/১৫২৯, 'ছালাত' অধ্যায়-২, 'ক্ষমা প্রার্থনা' অনুচ্ছেদ-৩৬১।
৩১৯. আবূদাঊদ হা/১৫২৯, 'ছালাত' অধ্যায়-২, 'ক্ষমা প্রার্থনা' অনুচ্ছেদ-৩৬১।
৩২০. মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০১ 'দো‘আ সমূহ' অধ্যায়, 'তাসবীহ ও হামদ পাঠের ছওয়াব' অনুচ্ছেদ-৩; আবূদাঊদ হা/১৫০৩।

তুমি কি তখন থেকে একটানা এ মুছাল্লায় বসে আছো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ 'তোমার কাছ থেকে যাওয়ার পর আমি তিনবার চারটি কালিমা পড়েছি; এ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তুমি যা কিছু পাঠ করেছ, উভয়টি ওযন করা হ'লে আমার ঐ চারটি কালিমা ওযনে ভারী হবে। তা হচ্ছে- سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.।[৩২১]

৮. পাঁচটি বিষয়ে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনার দো‘আ :

(৮) أَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَ عَذَابِ الْقَبْرِ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ‘উযুবিকা মিনাল জুব্‌নি ওয়া আ‘উযুবিকা মিনাল বুখ্‌লি ওয়া আ‘উযুবিকা মিন আরযালিল 'উমুর; ওয়া আ‘উযুবিকা মিন্ ফিৎনাতিদ দুন্‌ইয়া ওয়া 'আযা-বিল ক্বাবরি।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! (১) আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি ভীরুতা হ'তে (২) আশ্রয় প্রার্থনা করছি কৃপণতা হ'তে (৩) আশ্রয় প্রার্থনা করছি নিকৃষ্টতম বয়স হ'তে (৪) আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুনিয়ার ফিৎনা হ'তে এবং (৫) কবরের আযাব হ'তে'।[৩২২]

ফযীলত : মুছ‘আব (রহঃ) বর্ণনা করেন, كَانَ سَعْدٌ يَأْمُرُ بِخَمْسٍ وَيَذْكُرُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهِنَّ. 'সা‘দ (রাঃ) পাঁচটি জিনিস হ'তে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করার নির্দেশ দিতেন এবং তিনি এগুলো নবী (ছাঃ) হ'তে উল্লেখ করতেন। কেননা, রাসূল (ছাঃ) এগুলো থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চেয়ে উক্ত দো‘আ পড়তে নির্দেশ দিতেন।[৩২৩]

৩২১. মুসলিম হা/২৭২৬, 'দো‘আ ও যিকর' অধ্যায়, 'দিনের প্রথম প্রহরে তাসবীহ পাঠ', অনুচ্ছেদ; তিরমিযী হা/৩৫৫৫; নাসাঈ হা/১৩৫১; ইবনু মাজাহ হা/৩৮০৮।
৩২২. বুখারী, মিশকাত হা/৯৬৪।
৩২৩. বুখারী হা/৬৩৬৫; মিশকাত হা/৯৬৪।

৯. আটটি বিষয়ে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ চাওয়ার দো‘আ :

(৯) أَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ‘উযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাযানি ওয়াল ‘আজঝি ওয়াল কাসালি ওয়াল জুবনি ওয়াল বুখলি ওয়া যালা‘ইদ দায়নি ওয়া গালাবাতির রিজা-ল।*

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-বেদনা হ’তে, অক্ষমতা ও অলসতা হ’তে, ভীরুতা ও কৃপণতা হ’তে এবং ঋণের বোঝা ও মানুষের যবরদস্তি হ’তে’।[৩২৪]

ফযীলত : আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলতেন, أَللهمّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ. অর্থাৎ, ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-বেদনা হ’তে, অক্ষমতা ও অলসতা হ’তে, ভীরুতা ও কৃপণতা হ’তে এবং ঋণের বোঝা ও মানুষের যবরদস্তি হ’তে’।[৩২৫] দো‘আর ব্যাখ্যায় ইমাম নব্বী (রহঃ) ঋণের বোঝা সম্পর্কে বলেছেন, ‘ঋণের দুশ্চিন্তা ঋণী ব্যক্তির অন্তরে প্রবেশ করে জ্ঞান-বুদ্ধির এমন কিছু দূর করে দেয় যা তার নিকট আর ফেরত আসে না’।

১০. দ্বীনের উপর দৃঢ় থাকার দো‘আ :

(১০) يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ، أَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ.

উচ্চারণ : *ইয়া মুক্বাল্লিবাল ক্বুলূবি ছাব্বিত ক্বালবী ‘আলা দ্বীনিকা, আল্লা-হুম্মা মুছাররিফাল ক্বুলূবি ছাররিফ ক্বুলূবানা ‘আলা ত্বা-‘আতিকা।*

---

৩২৪. মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/২৪৫৮ ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায়-৯, অনুচ্ছেদ-৮।

৩২৫. বুখারী হা/২৮৯৩; তিরমিযী হা/৩৪৮৪।

অর্থ : ‘হে হৃদয় সমূহের পরিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর দৃঢ় রাখো’। ‘হে অন্তর সমূহের রূপান্তরকারী! আমাদের অন্তর সমূহকে তোমার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দাও’।[৩২৬]

ফযীলত : (১) হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ‘*ইয়া মুক্বাল্লিবাল ক্বুলূবি ছাব্বিত ক্বালবী ‘আলা দ্বীনিকা*’ অধিক পাঠ করতেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা ঈমান এনেছি আপনার উপর এবং আপনি যা নিয়ে এসেছেন তার উপর। আপনি আমাদের ব্যাপারে কি কোনরকম আশংকা করেন? তিনি বললেন, نَعَمْ إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ. ‘হ্যাঁ, কেননা, আল্লাহ তা‘আলার আঙ্গুলসমূহের মধ্যকার দু’টি আঙ্গুলের মাঝে সমস্ত অন্তরই অবস্থিত। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তা পরিবর্তন করেন’।[৩২৭]

(২) শাহর ইবনু হাওশাব (রাহঃ) বলেন, আমি উম্মে সালামাহ (রাঃ)-কে বললাম, ‘হে উম্মুল মুমিনীন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আপনার কাছে অবস্থানকালে অধিকাংশ সময় কোন দো‘আটি পাঠ করতেন? তিনি বললেন, তিনি অধিকাংশ সময় এই দো‘আ পাঠ করতেন, ‘ইয়া মুক্বাল্লিবাল ক্বুলূবি ছাব্বিত ক্বালবী ‘আলা দ্বীনিকা’। উম্মু সালামাহ (রাঃ) বলেন, ‘আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অধিকাংশ সময় ‘ইয়া মুক্বাল্লিবাল ক্বুলূবে ছাব্বিত ক্বালবী ‘আলা দ্বীনিকা’ দো‘আটি কেন পাঠ করেন? তিনি বললেন, يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيٌّ إِلاَّ وَقَلْبُهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ وَمَنْ شَاءَ أَزَاغَ. ‘হে উম্মু সালামাহ! এমন কোন মানুষ নেই যার মন আল্লাহ তা‘আলার দুই আঙ্গুলের মধ্যবর্তীতে অবস্থিত নয়। যাকে ইচ্ছা তিনি (দ্বীনের উপর) স্থির রাখেন এবং যাকে ইচ্ছা (দ্বীন হ’তে) বিপথগামী করে দেন’।[৩২৮]

(৩) ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ. ‘সমস্ত অন্তর আল্লাহর আঙ্গুলসমূহের দুই আঙ্গুলের মধ্যে একটি অন্তরের ন্যায় অবস্থিত। তিনি নিজের আঙ্গুলগুলোর দ্বারা তা যেভাবে ইচ্ছা ঘুরিয়ে থাকেন’।

---

৩২৬. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১০২ ‘ঈমান’ অধ্যায়-১, ‘তাক্বদীরে বিশ্বাস’ অনুচ্ছেদ-৩।

৩২৭. তিরমিযী হা/২১২৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৩৪; সনদ ছহীহ।

৩২৮. তিরমিযী হা/৩৫২২; আহমাদ হা/২৭৪৩৬; যিলালুল জান্নাহ হা/২২৩; সনদ ছহীহ।

অতঃপর দো'আটি পাঠ করলেন, *আল্লা-হুম্মা মুছারিরফাল ক্বুলূবি ছাররিফ ক্বুলূবানা 'আলা ত্বা-'আতিকা*।[৩২৯]

১১. হালাল রূযী অন্বেষণ ও ঋণ মওকুফের দো'আ :

(১১) اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَ أَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মাকফিনী বিহালা-লিকা 'আন হারা-মিকা ওয়া আগ্নিনী বিফাযলিকা 'আম্মান সিওয়া-কা*।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হারাম ছাড়া হালাল দ্বারা যথেষ্ট করুন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে অন্যদের থেকে অমুখাপেক্ষী করুন![৩৩০]

ফযীলত : হযরত 'আলী (রাঃ) বলেন, একদিন তাঁর কাছে একজন মুকাতাব (চুক্তিবদ্ধ দাস) এসে বললো, আমি আমার মনিবের সাথে লিখিত চুক্তিপত্রের মূল্য পরিশোধ করতে অপারোগ। আমাকে সাহায্য করুন। উত্তরে তিনি বললেন, أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيرٍ دَيْنًا أَدَّاهُ اللهُ عَنْكَ 'আমি কি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দেবো, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে শিখিয়েছেন? যদি তোমার ওপর পর্বত সমান ঋণের বোঝাও থাকে, আল্লাহ তা পরিশোধ করে দেবেন। তুমি পড়ো, *আল্লা-হুম্মাকফিনী বিহালা-লিকা 'আন হারা-মিকা ওয়া আগ্নিনী বিফাযলিকা 'আম্মান সিওয়া-কা*।[৩৩১]

১২. পরহিযগারিতা কামনার দো'আ :

(১২) اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াত তুক্বা ওয়াল 'আফা-ফা ওয়াল গিণা*।

৩২৯. মুসলিম হা/২৬৫৪; মিশকাত হা/৮৯; আহমাদ হা/৬৫৬৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬৮৯।
৩৩০. তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৪৯।
৩৩১. তিরমিযী হা/৩৫৬৩; মিশকাত হা/২৪৪৯, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দো'আ' অনুচ্ছেদ-৭ ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬৬; সনদ হাসান।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে সুপথের নির্দেশনা, পরহেযগারিতা, পবিত্রতা ও সচ্ছলতা প্রার্থনা করছি'।[৩৩২]

ফযীলত : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো'আটি বলতেন '*আল্লা-হুম্মাকফিনী বিহালা-লিকা 'আন হারা-মিকা ওয়া আগ্নিনী বিফাযলিকা 'আম্মান সিওয়া-কা*'।[৩৩৩]

১৩. ফরয ছালাত শেষে তাসবীহ, তাহমীদ, তাহলীল ও তাকবীর-১ :

(১৩) سُبْحَانَ اللهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَللهُ أَكْبَرُ،

لآ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণ : *সুবহা-নাল্লা-হ* (৩৩ বার)। *আলহাম্‌দুলিল্লা-হ* (৩৩ বার)। *আল্লা-হু আকবার* (৩৩ বার)। *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা শারীকা লাহূ; লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর* (১ বার)। অথবা *আল্লা-হু আকবার* (৩৪ বার)।

অর্থ : 'পবিত্রতাময় আল্লাহ। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। নেই কোন উপাস্য একক আল্লাহ ব্যতীত; তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব ও তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী'।[৩৩৪]

ফযীলত : (১) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثاً وَّثَلاَثِيْنَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلاَثاً وَّثَلاَثِيْنَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاَثاً وَّثَلاَثِيْنَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ وقال تَمَامَ المِئَةِ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ،

৩৩২. মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৮৪ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, 'সারগর্ভ দো'আ' অনুচ্ছেদ-৯।
৩৩৩. মুসলিম হা/২৭২১; মিশকাত হা/২৪৮৪; তিরমিযী হা/৩৪৮৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৩২।
৩৩৪. মুসলিম হা/৫৯৭; মিশকাত হা/৯৬৬, ৯৬৭, 'ছালাত পরবর্তী যিকির' অনুচ্ছেদ-১৮।

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ . 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ছালাতের পর *সুবহা-নাল্লা-হ* (৩৩ বার)। *আলহাম্‌দুলিল্লা-হ* (৩৩ বার)। *আল্লা-হু আকবার* (৩৩ বার) বলল, তা হচ্ছে মোট ৯৯ বার। অতঃপর একশত পূর্ণ করার জন্য বলল, '*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা শারীকা লাহূ; লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর*'। ঐ ব্যক্তির সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে, তার গুনাহের পরিমাণ সমুদ্রের ফেনার সমান হ'লেও।[৩৩৫]

(২) আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট ফাতিমা (রাঃ) একটি খাদেম চাইলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) ফাতিমা (রাঃ)-কে বললেন,

أَلا أَدُلُّكِ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ خَادِمٍ؟ تُسَبِّحِينَ اللهَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَتَحْمَدِينَ اللهَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَتُكَبِّرِينَ اللهَ أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ، وَعِنْدَ مَنَامِكِ.

'আমি কি তোমাকে খাদেমের চেয়ে উত্তম বিষয় অবহিত করব না? তোমরা প্রত্যেক ছালাতের শেষে এবং শয়নকালে ৩৩ বার *সুবহা-নাল্লা-হ*, ৩৩ বার *আল-হামদুলিল্লা-হ* এবং ৩৪ বার *আল্লা-হু আকবার* পড়বে। এটাই তোমাদের জন্য একজন খাদেমের চাইতে উত্তম হবে'।[৩৩৬]

১৪. ফরয ছালাত শেষে তাসবীহ, তাহমীদ, তাহলীল ও তাকবীর-২ :

(١٤) سُبْحَانَ اللهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، اَللهُ أَكْبَرُ،

উচ্চারণ : *সুবহা-নাল্লা-হি* (২৫ বার), *আলহাম্‌দুলিল্লা-হি* (২৫ বার), '*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু*' (২৫ বার), *আল্লা-হু আকবার* (২৫ বার)।

অর্থ : 'পবিত্রতাময় আল্লাহ। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। নেই কোন উপাস্য একক আল্লাহ ব্যতীত। আল্লাহ সবার চেয়ে বড়'।[৩৩৭]

৩৩৫. মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৭।
৩৩৬. মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৮৮।
৩৩৭. আহমাদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৯৭৩।

ফযীলত : (১) যায়িদ ইবনে ছাবিত (রাঃ) বলেন, আমাদেরকে নির্দেশ করা হয়েছে, প্রতি ছালাত শেষে *সুবহা-নাল্লা-হ* (৩৩ বার), *আলহাম্‌দুলিল্লা-হ* (৩৩ বার), *আল্লা-হু আকবার* (৩৪ বার) পাঠ করতে। জনৈক আনছার ছাহাবী স্বপ্নে দেখতে পেলেন যে, তাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি তোমাদেরকে প্রতি ছালাত শেষে এতবার তাসবীহ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন? আনছারী জওয়াবে বলল, হ্যাঁ। ফেরেশতা বললেন, فَاجْعَلُوهَا خَمْساً وَعِشْرِينَ خَمْساً وَعِشْرِينَ وَاجْعَلُوا فِيهَا التَّهْلِيلَ. 'এই তিনটি কালিমা ২৫ বার করে পাঠ করার জন্য নির্ধারিত করবে এবং সাথে '*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*' অনুরূপ পাঠ করে নিবে'। সকালে ঐ আনছার ছাহাবী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তার রাতে ঘটে যাওয়া স্বপ্ন সম্পর্কে অবহিত করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, فَافْعَلُوا. 'যেমন বলা হয়েছে ঠিক তাই পালন করো'।[৩৩৮]

(২) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ اصْطَفَى مِنَ الْكَلَامِ أَرْبَعًا: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، فَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، كَتَبَ اللهُ لَهُ عِشْرِينَ حَسَنَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ عِشْرِينَ سَيِّئَةً، وَمَنْ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، فَمِثْلُ ذَلِكَ، وَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمِثْلُ ذَلِكَ، وَمَنْ قَالَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، كُتِبَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً، أَوْ حُطَّ عَنْهُ ثَلَاثُونَ سَيِّئَةً.

'নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বাক্য থেকে চারটি বাক্য চয়ন করেছেন। '*সুবহা-নাল্লা-হ*', *আলহামদুলিল্লা-হ*', '*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*' ও '*আল্লা-হু আকবার*'। যে ব্যক্তি '*সুবহা-নাল্লা-হ*' বলবে তার জন্য ২০টি নেকী লেখা হবে এবং ২০টি গুনাহ মোচন করা হবে। যে ব্যক্তি '*আল্লা-হু আকবার*' বলবে, তার জন্য অনুরূপ। যে '*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*' বলবে, তার জন্যও অনুরূপ ফযীলত রয়েছে। আর যে ব্যক্তি একনিষ্ঠতার সাথে অন্তর থেকে '*আল-হামদুলিল্লা-হি রাব্বিল আলামীন*' বলবে, তার জন্য ৩০টি নেকী লেখা হবে অথবা ৩০টি পাপ মোচন করা হবে'।[৩৩৯]

৩৩৮. আহমাদ হা/২১৬৪০; নাসাঈ হা/১৩৫০; মিশকাত হা/৯৭৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০১।
৩৩৯. আহমাদ হা/ ৮০১২; হাকিম হা/১৮৬৬; ছহীহুল জামি' হা/ ১৭১৮।

(৩) উম্মে হানী (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার নিকটে আসলেন। আমি তাঁকে বললাম, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি এবং দুর্বল হয়ে পড়েছি। তাই আমাকে এমন একটি আমল সম্পর্কে অবহিত করুন, যা আমি বসে বসে সম্পাদন করতে পারি'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, سَبِّحِى اللَّهَ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ رَقَبَةٍ تُعْتِقِينَهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاحْمَدِى اللَّهَ مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ فَرَسٍ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ تَحْمِلِينَ عَلَيْهَا فِى سَبِيلِ اللهِ وَكَبِّرِى اللَّهَ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ بَدَنَةٍ مُقَلَّدَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ وَهَلِّلِى اللَّهَ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ تَمْلأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلاَ يُرْفَعُ يَوْمَئِذٍ لأَحَدٍ عَمَلٌ إِلاَّ أَنْ يَأْتِىَ بِمِثْلِ مَا أَتَيْتِ بِهِ. 'তুমি ১০০ বার '*সুবহা-নাল্লা-হ*' পাঠ করো, তাহ'লে ইসমাঈলের বংশধর থেকে ১০০ জন গোলাম আযাদ করার সমপরিমাণ নেকী লাভ করতে পারবে। ১০০ বার '*আলহামদুলিল্লা-হ*' পাঠ করো, তাহ'লে তোমার জন্য সেই পরিমাণ নেকী লেখা হবে, যেন তুমি জিন বাঁধা ও লাগাম পরিহিত একশতটি ঘোড়ায় চড়ে আল্লাহ্র পথে লড়াই করছ। ১০০ বার '*আল্লা-হু আকবার*' পাঠ করবে, তাহ'লে তোমার জন্য কবূলযোগ্য ১০০ টি পশু কুরবানীর নেকী লেখা হবে। আর ১০০ বার '*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*' পাঠ করবে, তাহ'লে আকাশ ও যমীনের মধ্যবর্তী জায়গা নেকী দ্বারা পূর্ণ হয়ে যাবে। সেই দিন কারও আমল তোমার মত হবে না। তবে সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যে তোমার মত এরূপ আমল করেছে'।[৩৪০]

১৫. ফরয ছালাত শেষে ও ঘুমানোর পূর্বে বিশেষ যিকির :

(১৫) سُبْحَانَ اللهِ، اَلْحَمْدُ للهِ، اَللهُ أَكْبَرُ،

(এক) প্রত্যেক ফরয ছালাত শেষে : *সুবহা-নাল্লা-হ* (১০ বার)। *আল হাম্‌দুলিল্লা-হ* (১০ বার)। *আল্লা-হু আকবার* (১০ বার)।

(দুই) রাতে ঘুমানোর পূর্বে : *সুবহা-নাল্লা-হ* (৩৩ বার)। *আল হাম্‌দুলিল্লা-হ* (৩৩ বার)। *আল্লা-হু আকবার* (৩৪ বার)।

৩৪০. নাসাঈ, সুনানুল কুবরা হা/১০৬১৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৫৫৩; সনদ হাসান।

অর্থ : 'পবিত্রতাময় আল্লাহ। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। আল্লাহ সবার চেয়ে বড়'।[৩৪১]

ফযীলত : (১) আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, গরীব ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ধনী লোকেরা তো উচ্চমর্যাদা ও চিরস্থায়ী নি'আমত নিয়ে আমাদের থেকে এগিয়ে গেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, كَيْفَ ذَاكَ. 'তা কেমন করে?' তারা বললেন, আমরা যেমন ছালাত আদায় করি, তারাও তেমন ছালাত আদায় করেন। আমরা যেমন জিহাদ করি, তারাও তেমন জিহাদ করেন এবং অতিরিক্ত মাল দিয়ে ছাদাক্বাহ করেন। কিন্তু আমাদের কাছে তেমন সম্পদ নেই, যা ছাদাক্বাহ করব। রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَفَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرٍ تُدْرِكُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَتَسْبِقُونَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ ، وَلاَ يَأْتِى أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا جِئْتُمْ ، إِلاَّ مَنْ جَاءَ بِمِثْلِهِ ، تُسَبِّحُونَ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا ، وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا ، وَتُكَبِّرُونَ عَشْرًا. 'আমি কি তোমাদের একটি 'আমল বাতলে দেব না, যে 'আমল দ্বারা তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের মর্যাদা লাভ করতে পারবে এবং পরবর্তীদের চেয়ে এগিয়ে যেতে পারবে। আর তোমাদের মত 'আমল কেউ করতে পারবে না, কেবলমাত্র তারা ব্যতীত যারা তোমাদের মত 'আমল করবে। সেই 'আমল হ'ল তোমরা প্রত্যেক ছালাতের পর দশবার '*সুবহা-নাল্লা-হ*', দশবার '*আলহামদু লিল্লা-হ*' এবং দশবার '*আল্লা-হু আকবার*' পাঠ করবে'।[৩৪২]

(২) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন মুসলিম ব্যক্তি দু'টি অভ্যাস আয়ত্ত করতে পারলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেই দু'টি অভ্যাস আয়ত্ত করাও সহজ, কিন্তু এ দু'টি আমলকারীর সংখ্যা কম। তা হ'ল- (١) يُسَبِّحُ اللَّهَ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ عَشْرًا وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا. فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ، فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فِى الْمِيزَانِ. (٢) وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ سَبَّحَ وَحَمِدَ وَكَبَّرَ مِائَةً فَتِلْكَ مِائَةٌ

৩৪১. বুখারী, মিশকাত হা/৯৬৫।

৩৪২. বুখারী হা/৬৩২৯; মিশকাত হা/৯৬৫।

فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِائَةِ سَيِّئَةٍ. بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ **এক.** প্রত্যেক ছালাতের পর ১০ বার '*সুবহানাল্লা-হ*', ১০ বার '*আলহামদুলিল্লা-হ*' ও ১০ বার '*আল্লা-হু আকবার*' বলবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তা হাতের আঙ্গুলে গণনা করতে দেখেছি। আর যবানে এর সংখ্যা ১৫০ বার, কিন্তু মীযানে তা ১৫০০ বারের সমান। **দুই.** অতঃপর রাতে যখন ঘুমাতে যাবে, তখন ৩৩ বার '*সুবহানাল্লা-হ*', ৩৩ বার '*আলহামদুলিল্লা-হ*' এবং ৩৪ বার '*আল্লা-হু আকবার*', বলবে। তা যবানে এর সংখ্যা ১০০ বার, কিন্তু মীযানে তা ১০০০ বারের সমান। বস্তুত তোমাদের এমন কে আছে যে প্রত্যহ ২৫০০ গুনাহ করবে'? ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! অভ্যাস দু'টো সহজ হওয়া সত্ত্বেও আমলকারীর সংখ্যা কম কেন? তিনি বললেন, 'তোমাদের কেউ যখন ছালাতে দাঁড়ায়, তখন শয়তান তার কাছে এসে বলে- অমুক অমুক বিষয় স্মরণ করো, এমনকি তখন সে ছালাতের কথা ভুলে যায়। আবার যখন সে বিছানায় ঘুমাতে যায়, তখন শয়তান এসে তাকে এমনভাবে ভুলিয়ে দেয় যে, অবশেষে সে ঘুমিয়ে পড়ে'।[৩৪৩]

১৬. ফরয ছালাত শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠ করা :

(١٦) **اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝**

উচ্চারণ : *আল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূম। লা তা'খুযুহূ সিনাতুঁ ওয়ালা নাউমু। লাহূ মা ফিস্ সামা-ওয়াতি ওয়ামা ফিল আরয। মান যাল্লাযী ইয়াশফা'উ 'ইন্দাহূ ইল্লা বিইয্নিহি। ইয়া'লামু মা বায়না আয়দীহিম ওয়ামা খালফাহুম, ওয়ালা ইউহীতূনা বিশাইয়িম্ মিন 'ইল্মিহী ইল্লা বিমা শা-আ; ওয়াসি'আ কুরসিইয়ুহুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরয; ওয়ালা ইয়াউদুহূ হিফযুহুমা ওয়া হুওয়াল 'আলিইয়ুল 'আযীম।*

৩৪৩. ইবনু মাজাহ হা/৯২৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫০২; আবূদাউদ হা/৫০৬৫; তিরমিযী হা/৩৪১০; মিশকাত হা/২৩০৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/৬০৬, ১৫৯৪।

অর্থ : আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক। কোন তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁকে পাকড়াও করতে পারে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবকিছু তাঁরই মালিকানাধীন। তাঁর হুকুম ব্যতীত এমন কে আছে যে তাঁর নিকটে সুফারিশ করতে পারে? তাদের সম্মুখে ও পিছনে যা কিছু আছে সবকিছুই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসমুদ্র হ'তে তারা কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না, কেবল যতুটুকু তিনি দিতে ইচ্ছা করেন। তাঁর কুরসী সমগ্র আসমান ও যমীন পরিবেষ্টন করে আছে। আর সেগুলির তত্ত্বাবধান তাঁকে মোটেই শ্রান্ত করে না। তিনি সর্বোচ্চ ও মহান'*(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*।

ফযীলত : (১) আবূ উমামাহ আল বাহিলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ. 'প্রত্যেক ফরয ছালাত শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠকারী জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য মৃত্যু ব্যতীত আর কোন বাধা থাকে না '।[৩৪৪]

১৭. ফরয ছালাত শেষে সূরা ফালাক্ব ও নাস পাঠ করা :

(১৭) ওক্ববা বিন আমির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে প্রতি ছালাতের শেষে সূরা ফালাক্ব ও নাস পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন'।[৩৪৫]

ফযীলত : (১) আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ حَتَّى نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ فَلَمَّا نَزَلَتَا أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিন ও ইনসানের নযর লাগা হ'তে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাইতেন। কিন্তু যখন সূরা ফালাক্ব ও নাস নাযিল হ'ল, তখন তিনি সব বাদ দিয়ে কেবল ঐ দু'টি সূরা দ্বারা আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন'।[৩৪৬]

(২) ওক্ববা বিন আমির (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কি সূরা হূদ ও সূরা ইউসুফ পাঠ করব? তিনি বললেন, لَنْ تَقْرَأَ شَيْئًا أَبْلَغَ عِنْدَ اللهِ مِنْ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) وَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ). 'আল্লাহ্র নিকটে সূরা

৩৪৪. নাসাঈ কুবরা হা/৯৯২৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৭২; মিশকাত হা/৯৭৪; ছহীহ আত-তারগীব ২/২৬১; ইবনে হিব্বান ছহীহ বলেছেন।

৩৪৫. তিরমিযী হা/২৯০৩; আহমাদ হা/১৭৪৫৩; আবূদাউদ হা/১৫২৩; মিশকাত হা/৯৬৯।

৩৪৬. তিরমিযী হা/২০৫৮, মিশকাত হা/৪৫৬৩; সনদ ছহীহ।

ফালাক্ব ও নাস-এর চাইতে সারগর্ভ তুমি কিছুই পড়তে পারো না'।[৩৪৭]

১৮. মাগরিব ও ফজরের ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ :

(১৮) لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

উচ্চারণ : *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হামদু, বিইয়াদিহিল খায়রু, ইয়ুহ্য়ী ওয়া ইয়ুমীতু, ওয়া হুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর*।

অর্থ : 'নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত, যিনি একক ও শরীকবিহীন। তাঁরই জন্য সকল রাজত্ব ও তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তাঁর হাতেই সমস্ত কল্যাণ। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশীল'।[৩৪৮]

ফযীলত : আব্দুর রহমান ইবনু গানাম (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَثْنِيَ رِجْلَهُ مِنْ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمُحِيَ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكَانَتْ حِرْزًا مِّنْ كُلِّ مَكْرُوْهٍ، وَحِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، وَلَمْ يَحِلَّ لِذَنْبٍ يُدْرِكُهُ إِلاَّ الشِّرْكَ، وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ إِلاَّ رَجُلاً يَقُوْلُ أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ .

'যে ব্যক্তি মাগরিব ও ফজরের ছালাতের পর ১০ বার বলবে, *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হামদু, বিইয়াদিহিল খায়রু, ইয়ুহ্য়ী ওয়া ইয়ুমীতু, ওয়া হুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর*। এমন ব্যক্তির জন্য প্রত্যেক শব্দের পরিবর্তে ১০টি নেকী লেখা হবে,

৩৪৭. নাসাঈ হা/৯৫৩; মিশকাত হা/২১৬৪।
৩৪৮. আহমাদ, মিশকাত হা/৯৭৫।

তার ১০টি গুনাহ মুছে দেয়া হবে, তার ১০টি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। এছাড়াও এ দো'আটি তার জন্য প্রত্যেক মন্দ কাজ এবং বিতাড়িত শয়তান হ'তেও রক্ষাকবয হবে। এর বদৌলতে কোন গুনাহ তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। (অর্থাৎ শিরক ব্যতীত) কোন কিছুই তাকে ধ্বংস করতে পারবে না। ঐ ব্যক্তি হবে সমস্ত মানুষ অপেক্ষা উত্তম আমলকারী। তবে যে এর চেয়ে উত্তম কথা বলবে সে অবশ্যই এর চেয়েও উত্তম হবে'।[৩৪৯]

১৯. মাগরিব ও ফজরের ছালাত শেষে সূরা ফালাক্ব, নাস ও ইখলাছ পাঠ করা :

(১৯) এই তিনটি সূরা মাগরিব ও ফজরের ছালত শেষে পাঠ করা উত্তম। এছাড়াও রাসূল (ছাঃ) রাতে বিছানায় গিয়ে তিনটি সূরা পাঠ করে হাতে ফুঁক দিয়ে সারা শরীরে হাত বুলাতেন, এরূপ তিনবার করতেন।[৩৫০]

ফযীলত : (১) মু'আয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনু খুবাইব (রাঃ) হ'তে তার পিতার সূত্রে বলেন, এক বর্ষণমুখর অন্ধকারাচ্ছন্ন কালো রাতে আমাদের ছালাত পড়াবার জন্য আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে খুঁজছিলাম। আমরা তাঁকে পেয়ে গেলাম। তিনি বললেন, বলো। আমি কিছুই বললাম না। পুনরায় তিনি বললেন, বলো। আমি কিছুই বললাম না। তিনি আবার বললেন, বলো। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কি বলবো? তিনি বললেন, (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِى وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. 'তুমি সন্ধ্যায় ও সকালে উপনীত হয়ে তিনবার সূরা ইখলাস, সূরা নাস, সূরা ফালাক্ব পড়বে; এতে তুমি যাবতীয় অনিষ্ট হ'তে রক্ষা পাবে। তবে প্রতিদিন তোমার জন্য দু'বারই যথেষ্ট'।[৩৫১]

(২) হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) وَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) وَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. 'আল্লাহ্‌র

৩৪৯. আহমাদ হা/১৮০১৯; মিশকাত হা/৯৭৫; মুছনাফ ইবনে আবী শায়বা হা/১৫৩৬৭।
৩৫০. মুসলিম, মিশকাত হা/২১৩২।
৩৫১. আবূ দাউদ হা/৫০৮২; তিরমিযী হা/৩৮২৮; নাসাঈ হা/৫৪২৮; হাসান হাদীছ।

রাসূল (ছাঃ) প্রতি রাতে যখন বিছানায় যেতেন, তখন দু'হাত একত্রিত করে তাতে সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পড়ে ফুঁক দিতেন। অতঃপর মাথা ও চেহারা থেকে শুরু করে যতদূর সম্ভব দেহে তিনবার দু'হাত বুলাতেন।[৩৫২]

২০. সকাল-সন্ধ্যায় পঠিতব্য সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দো'আ:

(٢٠) أَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّىْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَي عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ، فَإِنَّهُ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ.

উচ্চারণ: *আল্লা-হুমা আন্‌তা রাব্বী লা ইলা-হা ইল্লা আন্‌তা খালাক্বতানী, ওয়া আনা 'আব্দুকা ওয়া আনা 'আলা 'আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাস্তাত্বা'তু। আ'উযুবিকা মিন শার্‌রিমা ছানা'তু। আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়া, ওয়া আবূউ বিযাম্বী, ফাগফির্‌লী ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্‌তা'।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রভু। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ এবং আমি তোমার দাস। আমি আমার নিকটে কৃত অঙ্গীকার ও ওয়াদার উপরে সাধ্যমত কায়েম আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি। আমার উপরে তোমার অনুগ্রহ স্বীকার করছি এবং আমি আমার গুনাহ স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করো। কেননা তুমি ব্যতীত পাপ ক্ষমা করার কেউ নেই'।[৩৫৩]

ফযীলত : শাদ্দাদ ইবনু আওস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে 'সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার' দো'আটি দিবসে পাঠ করে এবং রাতে মারা যায়, সে জান্নাতী। আবার যে রাতে পাঠ করে এবং দিবসে মারা যায়, সেও জান্নাতী'।[৩৫৪]

৩৫২. বুখারী হা/৫০১৭; মুসলিম, মিশকাত হা/২১৩২।
৩৫৩. বুখারী, মিশকাত হা/২৩৩৫ 'ইস্তিগফার ও তওবা' অনুচ্ছেদ।
৩৫৪. বুখারী হা/৬৩০৬; আবূদাঊদ হা/৫০৭০; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৭২; তিরমিযী হা/৩৩৯৩; নাসাঈ হা/৫৫২২; আহমাদ হা/১৭১৫২; মিশকাত হা/২৩৩৫।

ফযীলতপূর্ণ বিভিন্ন যিকির সমূহ

২১. সর্বশ্রেষ্ঠ দো'আ ও ফযীলত :

أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ،

উচ্চারণ : '*আল হামদুলিল্লা-হি রাব্বিল 'আলামীন*'।

অর্থ : 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক'।[৩৫৫]

ফযীলত : আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، كُتِبَتْ لَهُ ثَلَاثُوْنَ حَسَنَةً، أَوْ حُطَّ عَنْهُ ثَلَاثُوْنَ سَيِّئَةً. 'আর যে ব্যক্তি একনিষ্ঠতার সাথে অন্তর থেকে বলবে, '*আল-হামদুলিল্লা-হি রাব্বিল আলামীন*' তার জন্য ৩০টি নেকী লেখা হবে এবং ৩০টি পাপ মোচন করা হবে'।[৩৫৬]

২২. হাযার নেকী উপার্জন ও হাযার গুণাহ মাফের যিকির :

سُبْحَانَ اللّٰهِ.

উচ্চারণ : '*সুবহা-নাল্লা-হ*'।

অর্থ : 'আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করি'।[৩৫৭]

ফযীলত : (১) সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন, আমরা একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে ছিলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ. فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ قَالَ يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ

৩৫৫. আহমাদ হা/ ৮০১২।
৩৫৬. আহমাদ হা/ ৮০১২; হাকিম হা/১৮৬৬; ছহীহুল জামি' হা/ ১৭১৮।
৩৫৭. মুসলিম, মিশকাত হা/২২৯৯।

خَطِيئَةٍ. 'তোমাদের কেউ কি প্রতিদিন এক হাযার নেকী উপার্জন করতে সক্ষম? একজন ছাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, কেমন করে আমাদের কেউ ১০০০ নেকী উপার্জন করতে পারবে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে প্রতিদিন ১০০ বার '*সুবহা-নাল্লা-হ*' বলবে। এতে তার জন্য ১০০০ নেকী লেখা হবে এবং ১০০০ গুনাহ মাফ করা হবে'।[৩৫৮]

(২) উম্মে হানী (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার নিকটে আসলেন। আমি তাঁকে বললাম, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে এমন একটি আমল সম্পর্কে অবহিত করুন, যা আমি বসে বসে সম্পাদন করতে পারি'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, سَبِّحِى اللهَ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ رَقَبَةٍ تُعْتِقِينَهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَلاَ يُرْفَعُ يَوْمَئِذٍ لأَحَدٍ عَمَلٌ إِلاَّ أَنْ يَأْتِىَ بِمِثْلِ مَا أَتَيْتِ بِهِ. 'তুমি ১০০ বার '*সুবহা-নাল্লা-হ*' পাঠ করো, তাহ'লে ইসমাঈলের বংশধর থেকে ১০০ জন গোলাম আযাদ করার সমপরিমাণ নেকী লাভ করতে পারবে....। সেই দিন কারু আমল তোমার মত হবে না। তবে সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যে তোমার মত এরূপ আমল করেছে'।[৩৫৯]

২৩. সমুদ্রের ফেনা সমপরিমাণ গুনাহ ক্ষমা হওয়ার যিকির সমূহ :

(১) سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

উচ্চারণ : '*সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহি*'।

অর্থ : 'আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর প্রশংসার সাথে'।[৩৬০]

ফযীলত : (১) আবূ যার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, أَلاَ أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الْكَلاَمِ إِلَى اللهِ. 'হে আবূ যার! আমি কি তোমাকে আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক প্রিয় কালাম বলে দেব না? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ্র

৩৫৮. মুসলিম হা/২৬৯৮; মিশকাত হা/২২৯৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৬০২।
৩৫৯. নাসাঈ, সুনানুল কুবরা হা/১০৬১৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৫৫৩; সনদ হাসান।
৩৬০. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২২৯৬।

সর্বাপেক্ষা প্রিয় বাক্য সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তখন তিনি বললেন, إِنَّ أَحَبَّ الْكَلاَمِ إِلَى اللهِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ. 'আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক প্রিয় বাক্য হ'ল, *সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহি* অর্থাৎ, 'আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর প্রশংসার সাথে'।[৩৬১] অন্যত্র তিনি বলেন, مَا اصْطَفَى اللهُ لِمَلاَئِكَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ. 'আল্লাহ তাঁর ফেরেশতা অথবা বান্দাদের জন্য সর্বোত্তম বাক্য হিসাবে পছন্দ করেছেন '*সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহি*'।[৩৬২]

(২) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ. فِىْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ 'যে ব্যক্তি দৈনিক ১০০ বার বলবে, '*সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহি*'। তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমপরিমাণ হয়'।[৩৬৩]

(৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যার কাছ থেকে ইবাদতের কষ্টে কাটানো রাত হাতছাড়া হয়ে যায়। যে সম্পদ দান করতে কার্পণ্য করে এবং যে ব্যক্তি শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে হীনবল হয়ে যায়। সে যেন বেশী বেশী سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، পাঠ করে। কেননা এই দু'টি বাক্যের মাধ্যমে যিকির করা আল্লাহর নিকটে তাঁর পথে পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ-রৌপ্য দান করার চেয়েও প্রিয়তর'।[৩৬৪]

(২) لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ اللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.

উচ্চারণ : *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়াল্লা-হু আকবার; লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ*।

অর্থ : 'নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত, আল্লাহ সর্বাপেক্ষা মহান। নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি, আল্লাহ ব্যতীত'।[৩৬৫]

৩৬১. মুসলিম হা/২৭৩১; আহমাদ হা/২১৪৬৬।
৩৬২. মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০০; আহমাদ হা/২১৩৫৮, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৯৮।
৩৬৩. বুখারী হা/৬৪০৫; মুসলিম হা/৫৯৭; মিশকাত হা/২২৯৬।
৩৬৪. তাবারাণী কাবীর হা/৭৮৭৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৪৯৬; হাসান হাদীছ।
৩৬৫. তিরমিযী হা/৩৪৬০; সনদ হাসান।

ফযীলত : আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا عَلَى الأَرْضِ أَحَدٌ يَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ. إِلاَّ كُفِّرَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. 'পৃথিবীর পৃষ্ঠে যে কেউ পাঠ করবে '*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার; লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ'* তার সমমুদ্রের ফেনা সমপরিমান গুনাহ হলেও তা মাফ করে দেওয়া হবে।[৩৬৬]

(৩) لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْـحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، سُبْحَانَ اللهِ وَالْـحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ : *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হাম্দু ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর; লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ; সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াল হামদু লিল্লা-হি ওয়া লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার।*

অর্থ : 'নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত, যিনি একক ও শরীকবিহীন। তাঁরই জন্য সকল রাজত্ব ও তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশীল। নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি, আল্লাহ ব্যতীত। আল্লাহ পবিত্র, আল্লাহ্র জন্য প্রশংসা, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আল্লাহ সর্বাপেক্ষা মহান'।[৩৬৭]

ফযীলত : আর যে ব্যক্তি অক্ষমতার কারণে বিছানায় আশ্রয় নিয়ে বলবে, আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বলে- لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا

৩৬৬. ছহীহ তারগীব হা/১৫৬৯; সনদ হাসান ।
৩৬৭. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫৫০৩।

قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ তাহ'লে আল্লাহ তার সকল পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমপরিমাণ হয়'।[৩৬৮]

২৪. জান্নাতে খেজুর গাছ লাগানোর যিকির :

سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ.

উচ্চারণ : '*সুবহা-নাল্লা-হিল আযীমি ওয়া বিহামদিহি'* ।

অর্থ : 'মহান আল্লাহ্র প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি'।[৩৬৯]

ফযীলত : হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ. 'যে ব্যক্তি বলবে '*সুবহা-নাল্লা-হিল আযীম ওয়া বিহামদিহি'* । তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপণ করা হবে'।[৩৭০]

২৫. আসমান-যমীন পূর্ণ করে দেয় যে যিকির :

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ.

উচ্চারণ : *সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াল হামদুলিল্লা-হ।*

অর্থ : 'প্রশংসাসহ আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছি'।[৩৭১]

ফযীলত : আবূ মালিক আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, الطُّهُوْرُ شَطْرُ الإِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ الْمِيْزَانَ. وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلآنِ أَوْ تَمْلأُ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ. 'পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। *আলহামদুলিল্লা-হ* দাঁড়িপাল্লাকে পূর্ণ করে দেয়। *সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াল হামদুলিল্লা-হ* একসাথে আকাশমন্ডলী ও যমীনের মধ্যবর্তী জায়গা ভর্তি করে দেয়'।[৩৭২]

৩৬৮. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৪১৪।
৩৬৯. তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩০৪।
৩৭০. তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩০৪; হাদীছ ছহীহ।
৩৭১. মুত্তফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২২৯৬।
৩৭২. মুসলিম হা/২২৩; তিরমিযী হা/৩৫১৭; ইবনু মাজাহ হা/২৮০।

২৬. মীযানের পাল্লা ভারী হওয়ার যিকির :

سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ.

উচ্চারণ: *সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী, সুবহা-নাল্লা-হিল 'আযীম*।

অর্থ : 'প্রশংসাসহ 'আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করছি, মহান আল্লাহ অতিব পবিত্র'।[৩৭৩]

ফযীলত : আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ. 'উপরের কালিমা দু'টি দয়াময়ের কাছে অতি প্রিয়। মুখে উচ্চারণ করা খুবই সহজ, কিন্তু দাঁড়িপাল্লায় অত্যন্ত ভারী।[৩৭৪]

২৭. যে যিকির জান্নাতের ভাণ্ডার :

لَاحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.

উচ্চারণ : *লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ*।

অর্থ : 'আল্লাহ ব্যতীত কোন ক্ষমতা নেই, কোন শক্তি নেই'।[৩৭৫]

ফযীলত : (১) আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলতে লাগল। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতি রহম করো এবং নীরবে তাকবীর পাঠ করো। তোমরা বধিরকে ডাকছ না এবং অনুপস্থিতকেও ডাকছ না, তোমরা ডাকছ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টাকে, তিনি তোমাদের সাথে আছেন। যাকে তোমরা ডাকছ তিনি তোমাদের বাহনের ঘাড় অপেক্ষাও তোমাদের অধিক নিকটে আছেন। আবূ মূসা (রাঃ) বলেন, আমি তখন রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে চুপে চুপে বলছিলাম, '*লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ*'। তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ، أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِّنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ. 'হে আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস!

৩৭৩. মুসলিম, মিশকাত হা/২২৯৮।
৩৭৪. বুখারী হা/৭৫৬৩, ৬৪০৬; মুসলিম হা/২৬৯৪; মিশকাত হা/২২৯৮।
৩৭৫. বুখারী হা/৪২০৫; তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩১৯।

আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডার সমূহের একটি ভাণ্ডারের সন্ধান দিব না? আমি বললাম, নিশ্চয়ই হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেন, তা হচ্ছে- '*লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ*'।[৩৭৬]

(২) হযরত মু'আয (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি কি তোমাকে জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি দরজার সম্পর্কে অবহিত করব না?' মু'আয বলেন, সেটা কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তাহ'ল- '*লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ*'।[৩৭৭]

(৩) ক্বাইস ইবনে সা'দ ইবনে উবাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তার পিতা তাকে নবী (ছাঃ)-এর সেবার জন্য তাঁর কাছে অর্পণ করেন। তিনি বলেন, আমি ছালাতরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার নিকট দিয়ে গমন করলেন। তিনি পা দিয়ে আমাকে আঘাতের মাধ্যমে ইশারা করে বললেন, 'আমি তোমাকে কি জান্নাতের দরজাগুলোর একটি দরজা সম্পর্কে জানাব না? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহ'ল- '*লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ*'।[৩৭৮]

২৮. আল্লাহ্‌র প্রিয় চারটি বাক্য, দিনের সেরা শ্রেষ্ঠ্য আমল :

তাছাড়া বয়স্ক, অক্ষম ও প্রতিবন্ধীদের জন্য এই আমল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ : *সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াল হামদু লিল্লা-হি ওয়া লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার (১০০ বার)*।

অর্থ : 'আল্লাহ পবিত্র, আল্লাহ্‌র জন্য প্রশংসা, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই ও আল্লাহ সর্বাপেক্ষা মহান'।[৩৭৯]

ফযীলত : (১) উম্মে হানী (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার নিকটে আসলেন। আমি তাঁকে বললাম, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি এবং দুর্বল হয়ে পড়েছি। তাই আমাকে এমন একটি আমল সম্পর্কে

৩৭৬. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৩০৩।
৩৭৭. আহমাদ হা/২২০৪৯, ২২১৫২, ২২১৬৮; ছহীহুল জামি' হা/৪৪৭৩; শু'আবুল ঈমান হা/৬৫১।
৩৭৮. তিরমিযী হা/৩৫৮১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/ ১৭৪৬।
৩৭৯. আবূদাঊদ, মিশকাত হ/৮৫৮; ইবনু মাযাহ, মিশকাত হা/২৫৯১।

অবহিত করুন, যা আমি বসে বসে সম্পাদন করতে পারি’। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, سَبِّحِى اللَّهَ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ رَقَبَةٍ تُعْتِقِينَهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاحْمَدِى اللَّهَ مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ فَرَسٍ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ تَحْمِلِينَ عَلَيْهَا فِى سَبِيلِ اللهِ وَكَبِّرِى اللَّهَ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ بَدَنَةٍ مُقَلَّدَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ وَهَلِّلِى اللَّهَ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ تَمْلأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلاَ يُرْفَعُ يَوْمَئِذٍ لأَحَدٍ عَمَلٌ إِلاَّ أَنْ يَأْتِىَ بِمِثْلِ مَا أَتَيْتِ بِهِ. ‘তুমি ১০০ বার ‘*সুবহা-নাল্লা-হ*’ পাঠ করো, তাহ’লে ইসমাঈলের বংশধর থেকে ১০০ জন গোলাম আযাদ করার সমপরিমাণ নেকী লাভ করতে পারবে। আর ১০০ বার ‘*আলহামদুলিল্লা-হ*’ পাঠ করো, তাহ’লে তোমার জন্য সেই পরিমাণ নেকী লেখা হবে, যেন তুমি জিন বাঁধা ও লাগাম পরিহিত ১০০টি ঘোড়ায় চড়ে আল্লাহ্র পথে লড়াই করছ। আবার ১০০ বার ‘*আল্লা-হু আকবার*’ পাঠ করবে, তাহ’লে তোমার জন্য কবূলযোগ্য ১০০টি পশু কুরবানীর নেকী লেখা হবে। আর ১০০ বার ‘*লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*’ পাঠ করো, তাহ’লে আকাশ ও যমীনের মধ্যবর্তী জায়গা নেকী দ্বারা পূর্ণ হয়ে যাবে। সেই দিন কারু আমল তোমার মত হবে না। তবে সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যে তোমার মত এরূপ আমল করেছে’।[৩৮০]

(২) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,‘নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বাক্য থেকে চারটি বাক্য চয়ন করেছেন। ‘*সুবহা-নাল্লা-হ*’, *আলহামদুলিল্লা-হ*’, ‘*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*’ ও ‘*আল্লা-হু আকবার*’। যে ব্যক্তি ‘*সুবহা-নাল্লা-হ*’ বলবে তার জন্য ২০টি নেকী লেখা হবে এবং ২০টি গুনাহ মোচন করা হবে। যে ব্যক্তি ‘*আল্লা-হু আকবার*’ বলবে, তার জন্য অনুরূপ। যে ‘*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*’ বলবে, তার জন্যও অনুরূপ ফযীলত রয়েছে। আর যে ব্যক্তি একনিষ্ঠতার সাথে অন্তর থেকে ‘*আলহামদুলিল্লা-হি রাব্বিল আলামীন*’ বলবে, তার জন্য ৩০টি নেকী লেখা হবে অথবা ৩০টি পাপ মোচন করা হবে’।[৩৮১]

---

৩৮০. আহমাদ হা/২৬৯৫৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৫৫৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩১৬; সনদ হাসান।

৩৮১. আহমাদ হা/ ৮০১২; হাকিম হা/১৮৬৬; ছহীহুল জামি‘ হা/ ১৭১৮।

অন্যত্র তিনি বলেন, ‘একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি একটি বৃক্ষ রোপণ করছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ‘হে আবূ হুরায়রা! তুমি কী রোপণ করছ?’ উত্তরে আমি বললাম, আমার জন্য একটি বৃক্ষ রোপণ করছি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ‘আমি কি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম বৃক্ষ রোপণের কথা বলব না?’ তিনি বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘তাহ’লে তুমি বলো ‘*সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াল হামদুলিল্লা-হি ওয়া লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু আল্লা-হু আকবার*’। يُغْرَسْ لَكَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ شَجَرَةٌ فِى الْجَنَّةِ. তবে প্রত্যেক বার পাঠের বিনিময়ে জান্নাতে তোমার জন্য একটি করে বৃক্ষ রোপণ করা হবে’।[৩৮২]

---

৩৮২. ইবনু মাজাহ হা/৩৮০৭; হাকিম হা/১৮৮৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৫৪৯; সনদ ছহীহ।

মুনাজাতের বিধান

'মুনাজাত' অর্থ 'পরস্পরে গোপনে কথা বলা' *(আল-মুনজিদ প্রভৃতি)*। মুনাজাত হ'ল, ছালাতের মধ্যে আল্লাহ্‌র সাথে চুপি চুপি কথা বলা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَإِنَّمَا يُنَاجِى اللَّهَ مَا دَامَ فِى مُصَلاَّهُ، 'তোমাদের কেউ যখন ছালাতে রত থাকে, তখন সে তার প্রভুর সাথে 'মুনাজাত' করে অর্থাৎ গোপনে কথা বলে'।[৩৮৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের মধ্যেই দো'আ করেছেন। তাকবীরে তাহরীমার পর থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত সময়কাল হ'ল ছালাতের সময়কাল।[৩৮৪]

ছালাতের এই নিরিবিলি সময়ে বান্দা স্বীয় প্রভুর সাথে 'মুনাজাত' করে। 'ছালাত' অর্থ দো'আ, ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি। 'ছানা' হ'তে সালাম ফিরানোর পূর্ব পর্যন্ত ছালাতের সর্বত্র কেবল দো'আ ও মুনাজাত। অর্থ বুঝে পড়লে উক্ত দো'আগুলির বাইরে বান্দার আর তেমন কিছুই চাওয়ার থাকে না। ফরয ছালাত শেষে সালাম ফিরানোর পরে ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে ইমামের সরবে দো'আ পাঠ ও মুক্তাদীদের সশব্দে 'আমীন' 'আমীন' বলার প্রচলিত প্রথাটি দ্বীনের মধ্যে একটি নতুন সৃষ্টি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম হ'তে এর পক্ষে ছহীহ বা যঈফ সনদে কোন দলীল নেই। বলা আবশ্যক যে, আজও মক্কা-মদীনার দুই হারাম-এর মসজিদে উক্ত প্রকার আমল করার কোন অস্তিত্ব নেই।[৩৮৫]

ক. ছালাতের মধ্যে দো'আ বা মুনাজাতের স্থান সমূহ :

একজন মুসলিম ঈমান গ্রহণের পরেই ইবাদতের মধ্যে প্রবেশ করে। আর প্রত্যেক ইবাদতের মধ্যে বান্দার জন্য নেকী লেখা হয় এবং গুণাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। ছালাতের পূর্বে পবিত্রতা বা ওযূ, আযান ও ইক্বামত থেকে শুরু করে ছালাতে দণ্ডায়মান হয়ে তাকবীরে তাহরীমা থেকে শুরু হয় আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে গোপন আলাপন। আর তা শেষ হয় সালাম ফিরানোর পর।

৩৮৩. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৭১০, 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'মসজিদ ও ছালাতের স্থানসমূহ' অনুচ্ছেদ-৭; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃষ্ঠা-১৩০।

৩৮৪. আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১২ 'ত্বাহারৎ' অধ্যায়-৩, 'যা ওযূ ওয়াজিব করে' অনুচ্ছেদ-১।

৩৮৫. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃষ্ঠা-১৩১-১৩২।

এই সময়ে আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি রাজি খুশি হয়ে গুণাহ ক্ষমা করেন, নেকী প্রদান করেন, মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন, রহমত নাযিল করেন এবং সকল চাহিদা শ্রবণ করেন। ছালাতের মধ্যে যে সমস্ত স্থানে মুনাজাত বা দো'আ পাঠ করা হয়, তা নিম্নে তুলে ধরা হ'ল-

১. ইস্তিফতাহ বা ছানা পাঠে মুনাজাত :

তাকবীরে তাহরীমার পরে ইস্তিফতাহ বা ছানা পাঠ করা ছালাতের মধ্যে সর্বপ্রথম মুনাজাত বা দো'আ।[৩৮৬] *(বিস্তারিত : ৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)*

২. আঊযুবিল্লা-হ্ পাঠে মুনাজাত :

ছানা পাঠের পরে *আঊযুবিল্লা-হ* পাঠের মাধ্যমে শয়তানের সকল প্রকার ফুঁক, যাদু ও কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার মুনাজাত করা হয়।[৩৮৭] *(বিস্তারিত : ৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)*

৩. সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের মধ্যে মুনাজাত :

সূরা ফাতিহা আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে ভাগাভাগী করা হয়েছে। এ সূরা ছালাতে তিলাওয়াতের সময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বান্দার জওয়াব দিয়ে থাকেন এবং বলেন, আমার বান্দা আমার কাছে যা চেয়েছে, তাকে তাই দেয়া হবে'।[৩৮৮]

৪. ইমাম ও মুছল্লী সমস্বরে আমীন বলাও মুনাজাত :

ইমাম ও মুক্তাদী সমস্বরে আমীন বলা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. 'ইমাম যখন আমীন বলেন, তখন তোমরাও আমীন বলো। কেননা যার আমীন ও ফেরেশতাদের আমীন এক হয়ে যায়, তার পূর্বের গুনাহ্‌সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়'।[৩৮৯] *(বিস্তারিত : ৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)*

৩৮৬. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৮১২।

৩৮৭. আবূদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/১২১৭।

৩৮৮. মুসলিম হা/৩৯৫; নাসাঈ, মিশকাত হা/৮২৩।

৩৮৯. বুখারী হা/৭৮০; মুসলিম হা/৪১০; আবূদাঊদ হা/৯৩৬; তিরমিযী হা/২৫০; নাসাঈ হা/৯২৮; ইবনু মাজাহ হা/৯২৮; মুয়াত্ত্বা হা/২৮৮; মিশকাত হা/৮২৫; জামি'আছ ছাগীর হা/৩৯৬।

৫. ক্বিরা'আতে বা বিভিন্ন সূরা তিলাওয়াতের মধ্যে মুনাজাত :

(এক) সূরা ইখলাছ : এই সূরা তিলাওয়াতে জান্নাত ওয়াজিব। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে অগ্রসর হলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে সূরা ইখলাস পাঠ করতে শুনে বললেন, وَجَبَتْ 'ওয়াজিব হয়ে গেছে'। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কি ওয়াজিব হয়ে গেছে? জওয়াবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, الْجَنَّةُ 'জান্নাত'।[৩৯০]

(দুই) সূরা কা-ফিরূণ : এই সূরাটি তিলাওয়াত করলে কুরআনের এক-চতুর্থাংশের সমান ছাওয়াব দেয়া হয়। তাছাড়া সূরাটি পাঠ করলে শয়তানের ক্রোধ উদ্দীপক এবং তাওহীদের স্বীকৃতি ও শিরক মুক্তির কারণ স্বরূপ *(কুরতুবী)*।[৩৯১]

৬. রুকূর সময় মুনাজাত :

'আয়িশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) রুকূ ও সিজদায় '*সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহাম্‌দিকা, আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী*' অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার প্রশংসার সাথে আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন' দো'আটি পাঠ করতেন'।[৩৯২] এই দো'আটি জীবনের শেষ দিকে বেশী বেশী পাঠ করতেন। অর্থের দিক দিয়ে বেশ উত্তম এই দো'আ। *(বিস্তারিত : ৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)*

৭. রুকূ থেকে উঠার দো'আ ও ক্বওমা হ'ল মুনাজাত :

একদা রাসূল (ছাঃ) বললেন, এই বাক্য কে বলল? লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি বলেছি। তখন তিনি বললেন, 'আমি ত্রিশের অধিক ফেরেশতাকে দেখলাম যে, তারা পরস্পর প্রতিযোগিতা করছে, কে এই দো'আ পাঠকারীর নেকী আগে লিখবে'।[৩৯৩] *(বিস্তারিত : ৯৮-৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)*

---

৩৯০. তিরমিযী হা/ ২৮৯৭; মুয়াত্তা, নাসাঈ, মিশকাত হা/২১৬০; সনদ ছহীহ।
৩৯১. তাফসীরুল কুরআন, ৩০তম পারা; (২য় সংস্করণ ২০১৩), পৃষ্ঠা-৫১৬।
৩৯২. বুখারী হা/৭৯৪, ৪২৯৩।
৩৯৩. বুখারী হা/৭৯৯; নাসাঈ হা/১০৬২; আবূদাউদ হা/৭৭০; মিশকাত হা/৮৭৭।

৮. সিজদার সময় মুনাজাত :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ. 'সিজদারত অবস্থায় বান্দা তার রবের সবচাইতে অধিক নিকটবর্তী হয়। সুতরাং তোমরা (সিজদায়) বেশী বেশী দো'আ করবে'।[৩৯৪] অন্যত্র বলেন, مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً فَاسْتَكْثِرُوا مِنَ السُّجُودِ. 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য একটি সিজদা করে, আল্লাহ তার জন্য একটি নেকী লেখেন ও একটি পাপ দূর করে দেন এবং তার মর্যাদার স্তর একটি বৃদ্ধি করে দেন। অতএব তোমরা বেশী বেশী সিজদা করো'।[৩৯৫] *(বিস্তারিত : ১০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)*

৯. দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে মুনাজাত :

জনৈক ছাহাবীকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তুমি বলো, اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي. অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো, আমার প্রতি দয়া করো, আমাকে পথ প্রদর্শন করো, রিযিক দাও এবং শান্তিতে রাখো'।[৩৯৬] *(বিস্তারিত : ১০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)*

১০. ফরয ছালাতের মধ্যে সম্মিলিত মুনাজাত :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফরয ছালাতের শেষ রাক'আতে রুকূ হ'তে উঠার পর দুই হাত তুলে মুক্তাদীদের নিয়ে দো'আ পড়তেন। তিনি কখনো পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতেই এই কুনূত পড়তেন।[৩৯৭] এই দো'আকে হাদীছের পরিভাষায় 'কুনূতে নাযিলাহ' বলা হয়। মুসলিম উম্মাহ্ বিপদে নিপতিত হ'লে কিংবা কাফির বিপক্ষ থেকে আক্রান্ত হ'লে মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য রহমত এবং অমুসলিমদের উপর শাস্তি কামনা করে তিনি কুনূতে নাযিলাহ পাঠ করতেন। ফরয ছালাতের শেষ রাক'আতে রুকূ থেকে উঠে '*সামি'আল্ল-হু লিমান হামিদাহ্*' বলার পর হাত তুলে কুনূতে নাযিলাহ পড়। এ সময় মুক্তাদীগণ আমীন, আমীন বলতেন।[৩৯৮] *(বিস্তারিত : ১৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)*

---

৩৯৪. মুসলিম হা/৪৮২; আবূদাউদ হা/৮৭৫; আহমাদ হা/৯৪৪২; মিশকাত হা/৮৯৪।
৩৯৫. ইবনু মাজাহ হা/১৪২৪ 'ছালাত' অধ্যায়-২, অনুচ্ছেদ-২০১।
৩৯৬. মুসলিম হা/২৬৯৭; মিশকাত হা/২৩১৭
৩৯৭. আবূদাউদ হা/১৪৪৩, 'ছালাত সমূহে কুনূত পড়া' অনুচ্ছেদ, মিশকাত হা/১২৯০।
৩৯৮. আবূদাউদ, মিশকাত হা/১২৯০।

১১. বিতর ছালাতে মুনাজাত :

বিতর ছালাতের শেষ রাকা'আতে রুকূ থেকে উঠে *'সামি'আল্ল-হু লিমান হামিদাহ্'* বলার পর হাত তুলে একাকী কিংবা জামা'আতে সম্মিলিতভাবে বুক বরাবর হাত উঠিয়ে দো'আয়ে কুনূত পাঠ করতে হয়। এ সময় মুক্তাদীগণ আমীন, আমীন বলবে।[৩৯৯] এই দো'আর অর্থ গুরুত্বপূর্ণ একটি মুনাজাত। *(বিস্তারিত : ১৮২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)*

১২. শেষ বৈঠকে মুনাজাত :

শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ, দরূদ পাঠের পর মাছুরাসহ বিভিন্ন দো'আ কুরআন ও হাদীছ থেকে করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন,.... তাশাহহুদ পাঠের পর আল্লাহ্র বান্দাদের নিকট যে দো'আ ভাল লাগে তা পাঠ করে আল্লাহ্র দরবারে আকুতি-মিনতি জানাবে'।[৪০০] তাশাহহুদ পাঠের সময় তর্জনী আঙ্গুল নাড়াতে হবে এবং দৃষ্টি তার ওপর রাখতে হবে। রাসূল বলেন, لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيْدِ يَعْنِي السَّبَّابَةَ. 'এটি (তর্জনী আঙ্গুল) নাড়ানো শয়তানের বিরুদ্ধে লোহা অপেক্ষা কঠিন'।[৪০১] *(বিস্তারিত : ১০৫ পৃষ্ঠায় দ্র.)*

রাসূলুল্লাহ বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ ছালাত আদায় করবে তখন সে প্রথমে আল্লাহ্র হাম্দ ও গুণগান পাঠ করবে, তারপর নবী করীম (ছাঃ)-এর উপরে সালাম (দরূদ) পাঠ করবে, তারপর স্বীয় পছন্দমত দো'আ পাঠ করবে'।[৪০২] অন্যত্র বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবেন, দশটি গুনাহ মিটিয়ে দিবেন এবং দশটি মর্যাদা উন্নীত করবেন'।[৪০৩] *(বিস্তারিত : ১০৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)* দো'আয়ে মাছুরাসমূহ পাঠ করার পরেও সালাম ফিরানোর পূর্বে কুরআন ও হাদীছ থেকে ফযীলতপূর্ণ মুনাজাত বা দো'আ করা যায়। *(বিস্তারিত : ১১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)*

---

৩৯৯. মির'আত ৪/৩০৭; ছিফাত ১৫৯ পৃঃ; আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১২৯০।
৪০০. বুখারী হা/১২০২; মিশকাত হা/৯০৯।
৪০১. আহমাদ, মিশকাত হা/৯১৭, 'তাশাহুদ' অনুচ্ছেদ, হাদীছ হাসান।
৪০২. আবূদাঊদ হা/১৪১৮; তিরমিযী হা/৩৪৭৬; নাসাঈ হা/১২৮৪।
৪০৩. নাসাঈ হা/১২৯৭; মিশকাত হা/৯২২ আহমাদ হা/১১৯৯৮; হাকিম হা/২০১৮; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬৪৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬৫৭।

খ. ছালাতের ভেতরে একাকী ও সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো'আ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্ন সময় ছালাতের মধ্যে হাত তুলে দো'আ করেছেন। নিম্নে তা তুলে ধরা হ'ল-

১. বিতরের কুনূত ও কুনূতে নাযিলাহর ছালাতে :

'কুনূতে নাযিলাহ' ও 'কুনূতে বিতর' সম্মিলিত বা একাকী হাত তুলে মুনাজাত করা যায়।[৪০৪] ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) বলেন, কুনূত পাঠের সময় দু'হাতের তালু আসমানের দিকে বুক বরাবর উঁচু থাকবে।[৪০৫] এই সময় মুক্তাদীগণ 'আমীন' 'আমীন' বলবেন।[৪০৬] *(বিস্তারিত : ১৮১-১৮৪ পৃষ্ঠায় দ্র.)*

২. বৃষ্টির পানি প্রার্থনার জন্য :

'ইস্তিস্ক্বা' অর্থাৎ বৃষ্টি প্রার্থনার ছালাতে ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে দু'হাত তুলে দো'আ করতে পারবে।[৪০৭] আনাস (রাঃ) বলেন, رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ. 'আমি রাসূল (ছাঃ)-কে হস্তদ্বয়ের পিঠ আকাশের দিকে করে পানি চাইতে দেখেছি'।[৪০৮] অন্যত্র তিনি বলেন, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বৃষ্টি প্রার্থনা ব্যতীত অন্য কোথাও হাত তুলতেন না। আর হাত এত পরিমাণ উঠাতেন যে, তার বগলের শুভ্র অংশ দেখা যেত'।[৪০৯] *(বিস্তারিত : ২০৩-২০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)*

৩. বৃষ্টির পানি বন্ধের জন্য :

আনাস (রাঃ) বলেন, পরবর্তী জুম'আয় জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল এবং রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেল। আপনি আল্লাহ্র নিকট দো'আ করুন, আল্লাহ বৃষ্টি বন্ধ করে দিবেন। অতঃপর

---

৪০৪. বায়হাক্বী ২/২১১-১২; মির'আত ৪/৩০০; তুহফা ২/৫৬৭।
৪০৫. মির'আত ৪/৩০০ পৃঃ।
৪০৬. মির'আত ৪/৩০৭; ছিফাত ১৫৯ পৃঃ; আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১২৯০।
৪০৭. আবূদাঊদ হা/১১৬৪, ৬৮; মিশকাত হা/১৫০৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৬১; মির'আত ৫/১৭৬।
৪০৮. মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৯৮ 'ইস্তিস্কা' অনুচ্ছেদ।
৪০৯. বুখারী ১/১৪০ পৃঃ, হা/১০৩১; মিশকাত হা/১৪৯৯।

রাসূল (ছাঃ) স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্বক বললেন, اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَ لاَ عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالظِّرَابِ وَ بُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ وَ مَنَابَتِ الشَّجَرِ. ‘হে আল্লাহ! আমাদের নিকট থেকে বৃষ্টি সরিয়ে নিন, আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন না। হে আল্লাহ! অনাবাদী জমিতে, উঁচু জমিতে, উপত্যকায় এবং ঘন বৃক্ষের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন’।[৪১০] *(বিস্তারিত : ২০৩-২০৬ পৃষ্ঠায় দ্র.)*

৪. চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময় :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময়ও ছালাত আদায়ের পর কিংবা ছালাতের মধ্যে কুনূতে নাযিলাহ’র ন্যায় হাত তুলে দো‘আ করেছেন। আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ (রাঃ) বলেন, ‘একদা আমি রাসূল (ছাঃ) -এর জীবদ্দশায় তীর নিক্ষেপ করছিলাম। হঠাৎ দেখি সূর্যগ্রহণ লেগেছে। আমি তীরগুলি নিক্ষেপ করলাম এবং বললাম, আজ সূর্যগ্রহণে রাসূল (ছাঃ) -এর অবস্থান লক্ষ্য করব। অতঃপর আমি তাঁর নিকট পৌঁছলাম। তিনি তখন দু’হাত উঠিয়ে প্রার্থনা করছিলেন এবং তিনি *আল্লা-হু আকবার, আল-হামদুলিল্লা-হ, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ* বলছিলেন। শেষ পর্যন্ত সূর্য প্রকাশ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি দু’টি সূরা পড়লেন এবং দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করলেন’।[৪১১] রাসূল (ছাঃ) কখনো কুনূতে নাযিলার ন্যায় ছালাতের মধ্যেই সকলকে নিয়ে দো‘আ করেছেন। আবার কখনো দীর্ঘক্ষণ ধরে ছালাত আদায়ের পর দো‘আ করেছেন। যতক্ষণ সূর্য-চন্দ্র প্রকাশিত না হয়েছে।[৪১২] *(বিস্তারিত : ২০৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)*

গ. ছালাতের বাহিরে একাকী দু’হাত তুলে দো‘আ করার স্থান সমূহ :

ছালাতের বাহিরে যে কোন সময়ে বান্দা তার প্রভুর নিকটে যে কোন ভাষায় দো‘আ করবে। তবে কুরআন ও হাদীছের ভাষায় দো‘আ করা উত্তম।[৪১৩] বান্দা হাত তুলে একাকী নিরিবিলি কিছু প্রার্থনা করলে আল্লাহ তার হাত খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জা বোধ করেন। সালমান ফারাসী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ

---

৪১০. বুখারী হা/১০১৪; মুসলিম হা/৮৯৭; মিশকাত হা/৫৯০২; নাসাঈ হা/১৫১৮।

৪১১. মুসলিম হা/৯১৩।

৪১২. আলোচনা দ্রঃ ফাৎহুল বারী হা/১০৪০ ও ১০৬০-এর ব্যাখ্যা, ২/৬৭০ ও ৬৯৫ পৃঃ; ছহীহ মুসলিম শরহি নব্বী হা/২১১৬-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ, ৬/৪৫৫-৫৬ পৃষ্ঠা।

৪১৩. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃষ্ঠা-১৩৩।

বলেছেন, إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ فَيَرُدَّهُمَا صِفْرًا. ‘নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক মঙ্গলময়, সুউচ্চ লজ্জাশীল। তাঁর বান্দা যখন তাঁর নিকট হাত উঠিয়ে চায়, তখন তিনি খালি হাত ফেরত দিতে লজ্জাবোধ করেন’।[৪১৪]

১. উম্মতের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর দো‘আ :

‘আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনে ‘আছ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) সূরা ইবরাহীমের ৩৫ নং আয়াত পাঠ করে দু’হাত উঠিয়ে বলেন, اَللّٰهُمَّ أُمَّتِيْ، اَللّٰهُمَّ أُمَّتِيْ، اَللّٰهُمَّ أُمَّتِيْ ‘আমার উম্মত, আমার উম্মত, এবং কাঁদতে থাকেন। তখন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, হে জিব্রীল তুমি মুহাম্মাদের নিকট যাও এবং জিজ্ঞেস করো, কেন তিনি কাঁদেন? অতঃপর জিব্রীল তাঁর নিকটে আগমন করে কাঁদার কারণ জানতে চাইলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে কাঁদার কারণ বললেন, যা আল্লাহ তা‘আলা অবগত। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা জিব্রীলকে বললেন, إِذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ لَهُ اَنَا سَنَرْضِيْكَ فِيْ أُمَّتِكَ وَ لاَ نَسُؤُكَ যাও, মুহাম্মাদকে বলো যে, আমি তাঁর উপর এবং তাঁর উম্মতের উপর সন্তুষ্ট আছি। আমি তাঁর কোন অকল্যাণ করব না’।[৪১৫]

২. অন্যের হিদায়াত কামনা করে হাত তুলে দো‘আ :

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা তুফাইল ইবনু আমর রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে বলল, يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ، فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا. فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُو عَلَيْهِمْ، فَقَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ . ‘হে আল্লাহ্‌র রাসূল!

---

৪১৪. আবূদাঊদ, মিশকাত হা/২২৪৪, ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায়-৯। খোলা দু’হস্ততালুদ্বয় একত্রিত করে চেহারা বরাবর সামনে রেখে দো‘আ করবে। আবূদাঊদ হা/১৪৮৬-৮৭, ৮৯; ঐ, মিশকাত হা/২২৫৬। দো‘আ শেষে মুখ মাসাহ করার হাদীছ যঈফ। আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৪৩, ৪৫, ২২৫৫ ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায়-৯; আলবানী বলেন, দো‘আর পরে দু’হাত মুখে মোছা সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। মিশকাত, হাশিয়া ২/৬৯৬ পৃঃ; ইরওয়া হা/৪৩৩-৩৪, ২/১৭৮-৮২ পৃঃ। বরং উঠানো অবস্থায় দো‘আ শেষে হাত ছেড়ে দিবে।

৪১৫. মুসলিম হা/২০২; মিশকাত হা/৫৫৭৭; ইবনে হিব্বান হা/৭২৩৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৫।

দাউস গোত্র অবাধ্য ও অবশীভূত হয়ে গেছে, আপনি তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে বদ দো'আ করুন। তখন রাসূল (ছাঃ) ক্বিবলামুখী হ'লেন এবং দু'হাত তুললেন। লোকেরা ধারণা করল যে, তিনি তাদের বিরুদ্ধে বদ দো'আ করবেন। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহ! আপনি দাউস গোত্রকে হিদায়াত দান করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথ দেখান'।[৪১৬]

৩. অন্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে হাত তুলে দো'আ :

আউতাসের যুদ্ধে আবূ 'আমিরকে তীর লাগলে আবূ আমির স্বীয় ভাতিজা আবূ মূসার মাধ্যমে বলে পাঠান যে, আপনি আমার পক্ষ থেকে রাসূল (ছাঃ)-কে সালাম পৌঁছে দিবেন এবং ক্ষমা চাইতে বলবেন। আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) পানি নিয়ে ডাকলেন এবং ওযূ করলেন। অতঃপর হাত তুলে প্রার্থনা করলেন এবং বললেন, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدَ اَبِىْ عَامِرٍ وَ رَأَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيْرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ. 'হে আল্লাহ! উবাইদ ও আবূ আমিরকে ক্ষমা করে দাও। (রাবী বলেন) এসময়ে আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখলাম। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ! ক্বিয়ামতের দিন তুমি তাকে তোমার সৃষ্টি মানুষের অনেকের ঊর্ধ্বে করে দিও'।[৪১৭]

৪. যুদ্ধের ময়দানে হাত তুলে দো'আ :

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ বলেন, রাসূল (ছাঃ) বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের দিকে লক্ষ্য করে দেখলেন, তাদের সংখ্যা এক হাযার। আর তাঁর সাথীদের সংখ্যা মাত্র তিনশত তের জন। তখন তিনি ক্বিবলামুখী হয়ে দু'হাত উঠিয়ে দো'আ করতে লাগলেন। এ সময়ে তিনি বলছিলেন, اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِى مَا وَعَدْتَنِى اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِى اللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ لاَ تُعْبَدْ فِى الأَرْضِ. فَمَازَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَادًّا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ. وَقَالَ يَا

৪১৬. বুখারী হা/৬৩৯৭, ২৯৩৭।

৪১৭. বুখারী হা/৪৩২৩; মুসলিম হা/২৪৯৮; ইবনে হিব্বান হা/৭১৯৮।

نَبِىَّ اللهِ كَذَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ. 'হে আল্লাহ তুমি আমাকে সাহায্য করার ওয়া'দা করেছ। হে আল্লাহ! তুমি যদি এই জামা'আতকে আজ ধ্বংস করে দাও, তাহ'লে এই যমীনে তোমাকে ডাকার মত আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। এভাবে তিনি উভয় হাত তুলে ক্বিবলামুখী হয়ে প্রার্থনা করতে থাকলেন। এ সময় তাঁর কাঁধ হ'তে চাদরখানা পড়ে গেল। আবূ বকর (রাঃ) তখন চাদর খানা কাঁধে তুলে দিয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে জড়িয়ে ধরে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার প্রতিপালক প্রার্থনা কবূলে যথেষ্ট, নিশ্চয়ই তিনি আপনার সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করবেন'।[৪১৮]

৫. কবর যিয়ারতের সময় হাত তুলে দো'আ :

হযরত 'আয়িশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, اَلاَ أُحَدِّثُكُمْ عَنِّىْ وَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قُلْنَا بَلَى قَالَتْ لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِىَ الَّتِىْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ فِيْهَا عِنْدِى إِنْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَائَهُ وَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَ بَسَطَ طَرْفَ اِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ فَاضْطَجَعَ فَلَمْ يَلْبَثْ اِلاَّ رَيْثَمَا ظَنَّ اَنْ قَدْ رَقَدْتُ فَاَخَذَ رِدَائَهُ رُوَيْدًا وَانْتَعَلَ رُوَيْدًا وَ فَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ فَاجَافَهُ رُوَيْدًا فَجَعَلْتُ دِرْعِىْ فِى رَأْسِىْ وَاخْتَمَرْتُ وَ تَقَنَّعْتُ إِزَارِىْ ثُمَّ اِنْطَلَقْتُ عَلَى اِثْرِهِ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيْعَ فَقَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. 'একদা রাতে রাসূল (ছাঃ) আমার নিকটে ছিলেন। রাতে শোয়ার সময় চাদর রাখলেন এবং জুতা খুলে পায়ের নীচে রেখে শুয়ে পড়লেন। তিনি অল্প সময় এ খেয়ালে থাকলেন যে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। অতঃপর ধীরে চাদর ও জুতা নিলেন এবং ধীরে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লেন এবং দরজা বন্ধ করে দিলেন। তখন আমিও কাপড় পরে চাদর মাথায় দিয়ে তাঁর পিছনে চললাম। তিনি 'বাক্বীউল গারক্বাদে' (জান্নাতুল বাক্বী) পৌঁছলেন এবং দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থালেন। অতঃপর তিনবার হাত উঠিয়ে প্রার্থনা করলেন'।[৪১৯]

৪১৮. মুসলিম হা/১৭৬৩; আহমাদ হা/২০৮, ২২১; 'জিহাদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৮।

৪১৯. মুসলিম হা/৯৭৪; আহমাদ হা/২৫৮৯৭।

অন্যত্র তিনি বলেন, কোন এক রাতে রাসূল (ছাঃ) বের হ’লেন, আমি বারিরা (রাঃ)-কে পাঠালাম, তাঁকে দেখার জন্য যে, তিনি কোথায় যান? তিনি জান্নাতুল বাক্বীতে গেলেন এবং পার্শ্বে দাঁড়ালেন। অতঃপর হাত তুলে দো‘আ করলেন। তারপর ফিরে আসলেন। বারিরাও ফিরে আসলো এবং আমাকে খবর দিল। আমি সকালে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, يَا رَسُوْلَ اللهِ اَيْنَ خَرَجْتَ اللَّيْلَةَ ‘হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি গত রাতে কোথায় গিয়েছিলেন? তিনি বললেন, بَعَثْتُ اِلَى اَهْلِ الْبَقِيْعِ لِأُصَلِّى عَلَيْهِمْ ‘জান্নাতুল বাক্বীতে গিয়েছিলাম কবরবাসীর জন্য দো‘আ করতে’।[৪২০]

৬. বায়তুল্লাহ দেখে হাত তুলে দো‘আ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তিনি দু’হাত প্রসারিত করেন এবং নিচের দো‘আটি পড়েন।[৪২১] কা‘বা গৃহ দেখা মাত্রই দু’হাত উঁচু করে নিচের দো‘আ ওমর (রাঃ) পড়েছিলেন।[৪২২] اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَمِ. অর্থাৎ, ‘হে আল্লাহ! আপনি শান্তি, আপনার থেকেই শান্তি আসে। অতএব হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে শান্তির সাথে বাঁচিয়ে রাখুন’। অন্যত্র, আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَدَخَلَ مَكَّةَ فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِلَى الْحَجَرِ فَاَسْلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ اَتَى الصَّفَا فَعَلاَهُ حَيْثُ يَنْظُرُ اِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللهَ مَا شَاءَ اَنْ يَذْكُرَهُ وَ يَدْعُوْهُ. ‘রাসূল (ছাঃ) মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং পাথরের নিকট এসে পাথর চুম্বন করলেন। অতঃপর বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন এবং ছাফা পাহাড়ে এসে তার উপর উঠলেন। অতঃপর তিনি বায়তুল্লাহর প্রতি লক্ষ্য করলেন এবং দু’হাত উত্তোলন পূর্বক আল্লাহ্‌কে ইচ্ছামত স্মরণ করতে লাগলেন ও প্রার্থনা করলেন’।[৪২৩]

---

৪২০. আহমাদ হা/২৪৬৫৬।
৪২১. বায়হাক্বী কাবীর হা/৮৯৯৫।
৪২২. বায়হাক্বী কাবীর হা/৮৯৯৮; বায়হাক্বী ৫/৭৩, আলবানী, মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল ‘ওমরাহ পৃষ্ঠা-২০।
৪২৩. আবূদাঊদ হা/১৮৭২; আহমাদ হা/১০৯৬১; ছহীহ ইবনে খুযায়মা হা/২৭৫৮।

৭. আরাফার ময়দানে হাত তুলে দো‘আ :

হযরত আত্বা (রাঃ) বলেন, ওসামা ইবনু যায়েদ (রাঃ) বলেছেন, بِعَرَفَاتٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو فَمَالَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَسَقَطَ خِطَامُهَا فَتَنَاوَلَ الْخِطَامَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَهُ الأُخْرَى. ‘আমি আরাফার মাঠে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে একই আরোহীর মধ্যে ছিলাম। তিনি তাঁর দু’হাত তুলে দো‘আ করছিলেন, তখন তার উটনি তাকে নিয়ে একদিকে সরে গেল এবং উটনীর লাগাম হাত থেকে পড়ে গেল। রাসূল (ছাঃ) তাঁর এক হাত দ্বারা লাগাম ধরে থাকলেন এবং অপর হাত উঠিয়ে রাখলেন।[৪২৪]

৮. হজ্জে পাথর নিক্ষেপের সময় হাত তুলে দো‘আ :

عن ابن عمر انه كان يرمى الجمرة الدنيا بسبع حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى اِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ فَيَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيْلاً فَيَدْعُوْ وَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِىْ الْجَمْرَةَ الْوُسْطى كَذالِكَ فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ وَ يَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُوْمُ طَوِيْلاً وَ يَدْعُوْ وَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَ يَقُوْمُ طَوِيْلاً ثُمَّ يَرْمِىْ جَمْرَةَ ذَاتِ مِنْ بَطْنِ الوَادِى وَ لاَ يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْلُ هكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم يَفْعَلُهُ.

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) নিকটবর্তী জামারায় সাতটি করে পাথর খণ্ড নিক্ষেপ করতেন এবং প্রতিটি পাথর নিক্ষেপের সাথে তাকবীর বলতেন। তারপর তিনি অগ্রসর হয়ে নরম ভূমিতে নামতেন এবং ক্বিবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দু’হাত তুলে দো‘আ করতেন। শেষে বলতেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে এভাবেই করতে দেখেছি’।[৪২৫]

অন্য হাদীছে এসেছে, যুহরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) মসজিদে মিনা সংলগ্ন জামরায় যখন কংকর নিক্ষেপ করতেন তখন সাতটি পাথর খণ্ড নিক্ষেপ করতেন। পাথর নিক্ষেপের সময় তিনি তাকবীর দিতেন। অতঃপর তার

---

৪২৪. নাসাঈ হা/৩০১১; আহমাদ হা/২১৮৭০; সনদ ছহীহ।
৪২৫ বুখারী হা/১৭৫৩; মিশকাত হা/২৬৬১; আহমাদ হা/৬৪০৪।

সামনে আসতেন এবং ক্বিবলার দিকে মুখ করে দু’হাত তুলে দো‘আ করতেন। এ সময় তিনি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় জামরায় এসে সাতটি নিক্ষেপ করতেন, আর যখন তিনি কংকর নিক্ষেপ করতেন তখন তিনি তাকবীর দিতেন। অতঃপর বাম পাশে সরে আসলে যেখানে উপত্যকা মিলে আছে। সেখানে ক্বিবলার দিকে মুখ করে দু’হাত তুলে দো‘আ করতেন।[৪২৬]

৯. মুসাফিরের হাত তুলে দো‘আ :

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) একদা হালাল খাদ্য সম্পর্কে আলোচনা করলেন, ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. ‘অতঃপর এক ব্যক্তির দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন, যে দূর দূরান্ত সফর করে চলেছে। তার মাথার চুল এলোমেলো, শরীরে ধূলাবালি। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি দু’হাত আকাশের দিকে উঠিয়ে কাতর কণ্ঠে ‘হে প্রভু’ ‘হে প্রভু’ বলে ডাকছে। কিন্তু তার খাদ্য হারাম দ্বারা, পানীয় হারাম, পরনের পোষাক হারাম এবং তার আহার ব্যবস্থা করা হয় হারাম, তার দো‘আ কি করে কবূল হ’তে পারে?’।[৪২৭]

১০. ইবরাহীম (আঃ) তাঁর সন্তান ও স্ত্রীর জন্য হাত তুলে দো‘আ :

সা’ঈদ ইবনু জুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইবরাহীম (আঃ) তাঁর বিবি হাযেরা ও ছেলে ইসমাঈল (আঃ)-কে মক্কায় রেখে যান। সেখানে কোন জনবসতি ছিল না এবং ছিল না কোনরূপ খাবার ও পানীয়র ব্যবস্থা। অতঃপর তিনি তাদের নিকট রেখে গেলেন কিছু খেজুর এবং এক মশক পানি। অবশেষে ইবরাহীম (আঃ) ফিরে চললেন তখন ইসমাঈল (আঃ)-এর মা হাযেরা পিছু পিছু আসলেন এবং বললেন, يَا إِبْرَاهِيمُ أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِى الَّذِى لَيْسَ فِيهِ إِنْسٌ وَلاَ شَىْءٌ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا ، وَجَعَلَ

৪২৬. বুখারী হা/১৭৫১-১৭৫৩।
৪২৭. মুসলিম হা/১০১৫; মিশকাত হা/২৭৬০; দারেমী হা/২৭১৭।

لاَ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ لَهُ اللهُ الَّذِى أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ. قَالَتْ إِذًا لاَ يُضَيِّعُنَا. ثُمَّ رَجَعَتْ، ‘হে ইবরাহীম! আপনি কোথায় চলে যাচ্ছেন? আমাদের এমন এক ময়দানে রেখে যাচ্ছেন, যেখানে না আছে কোন সাহায্যকারী আর না আছে কোন ব্যবস্থা। তিনি এ কথা তাকে বারবার বললেন। কিন্তু ইবরাহীম (আঃ) তাঁর দিকে তাকালেন না। হাযেরা নিরুপায় হয়ে তাঁকে বললেন, আপনি কি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। হাযেরা বললেন, তাহ’লে আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। অতঃপর তিনি ফিরে আসলেন’। ইবরাহীম (আঃ) গিরিপথের বাঁকে আড়ালে কা’বা ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি দু’হাত তুলে দো‘আ করলেন, رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের বসতি স্থাপন করালাম অনুর্বর উপত্যকায় আপনার পবিত্র গৃহের নিকট। হে আমাদের প্রভু! যাতে তারা ছালাত কায়িম করে; সুতরাং আপনি কিছু লোকের অন্তর ওদের প্রতি অনুরাগী করে দিন এবং ফলফলাদি দ্বারা তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করুন যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে’ *(ইবরাহীম ১৪/৩৭)*।[৪২৮]

ঘ. ফরয ছালাত শেষে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত সম্পর্কে মুহাদ্দীছগণের মতামত :

ফরয ছালাত শেষে ইমাম ও মুক্তাদীগণ সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো‘আ করার স্বপক্ষে যত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তার সবগুলোই জাল, যঈফ অথবা ভূয়া।[৪২৯] সমাজের কিছু ‘আলিম ফরয ছালাতান্তে হাত উঠিয়ে দো‘আ করার প্রমাণে কিছু পুস্তক রচনা করে প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধান্তহীনতার ফলে অথবা স্বার্থান্বেষী হয়ে বিষয়টি বিতর্কিত করেছে। অথচ বিষয়টি বিতর্কিত নয় এবং সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট। কারণ সোনালী যুগের ইতিহাসে রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় তাঁর থেকে, কথা, কর্ম ও অনুমোদনগত (কাওলী, ফে‘লী ও তাক্বরীরী) কোন

৪২৮. বুখারী হা/৩৩৬৪।
৪২৯. ড. মুযাফফর বিন মুহসিন, শারঈ মানদণ্ডে মুনাজাত ও দু‘আ, (৩য় সংস্করণ-২০১৭), পৃষ্ঠা-৫৭।

হাদীছ নেই। চার খলিফার শাসনামলে, ছাহাবীগণ ও তাবেঈগণ ইমাম-মুক্তাদী মিলে হাত উঠিয়ে ফরয ছালাত শেষে কখনও দো'আ করেননি এবং পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় সালাফী 'আলিমগণ এমনটা করেননি ও বর্তমানেও করেন না। আর যে ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ বিরোধী এমন আমল চালু করে, তা পরিত্যাজ্য। কারণ তা স্পষ্ট বিদ'আত। আর বিদ'আত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ. 'তোমরা প্রত্যেকটি নতুন সৃষ্টি হ'তে বেঁচে থাকো। কেননা, প্রত্যেকটি নতুন সৃষ্টিই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আত হ'ল গোমরাহী। আর প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম'।[৪৩০]

যারা সুন্নাতের অনুসরণ করে না, দুনিয়ার জীবনে তাদের সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যায়। অথচ তারা মনে করে কতই না সুন্দর আমল করছে। আল্লাহ বলেন, . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং স্বীয় আমল বিনষ্ট করো না' *(মুহাম্মদ-৪৭/৩৩)*। তিনি আরো বলেন, 'আপনি বলে দিন, আমি কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্থ আমলকারীদের সম্পর্কে খবর দিব? দুনিয়ার জীবনে যাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়েছে। অথচ ভাবে যে, তারা সুন্দর আমল করে যাচ্ছে *(কাহ্ফ-১৮/১০৩-১০৪)*।

ছালাতের মধ্যেই অধিকাংশ মুনাজাত হয়ে যায়, যে সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِى الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِى رَبَّهُ، 'নিশ্চয়ই মুমিন যখন ছালাতের মধ্যে থাকে তখন সে তার রবের সাথে মুনাজাত করে'।[৪৩১] এর পরেও কি সম্মিলিত মুনাজাত যরূরী (?) ফরয ছালাত শেষে সম্মিলিত মুনাজাত সম্পর্কে মুহাদ্দীছগণের মতামত নিম্নে তুলে ধরা হ'ল-

৪৩০. নাসাঈ হা/১৫৭৮; ইবনে খুযায়মা হা/১৭৮৫।
৪৩১. বুখারী হা/৪১৩, 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৬।

১. শায়খুল ইসলাম ইমাম আহমাদ ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর মন্তব্য :

প্রত্যেক ছালাতের পর করণীয় সম্পর্কে জানতে চাওয়া হ'লে তিনি ছালাতের পরের যিকির সংক্রান্ত অনেক দো'আ উল্লেখ করেন। অতঃপর বলেন, وَأَمَّا دُعَاءُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِينَ جَمِيعًا عَقِيبَ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَنْقُلْ هَذَا أَحَدٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. অথাৎ, 'ছালাতের পরে ইমাম ও মুক্তাদী একত্রে দো'আ করার বিষয়টি নবী করীম (ছাঃ) থেকে কেউই বর্ণনা করেননি'।[৪৩২] এরপরেও তিনি বলেছেন, دُعَاءُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِينَ جَمِيعًا فَهَذَا الثَّانِي لَا رَيْبَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفْعَلْهُ فِي أَعْقَابِ الْمَكْتُوبَاتِ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ الْأَذْكَارَ الْمَأْثُورَةَ عَنْهُ إِذْ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَنَقَلَهُ عَنْهُ أَصْحَابُهُ ثُمَّ التَّابِعُونَ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ كَمَا نَقَلُوا مَا هُوَ دُونَ ذَلِكَ؛ 'এতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে দো'আর নিয়মে রাসূল (ছাঃ) ফরয ছালাত সমূহের পরে দো'আ করেননি। যেমনটি তিনি অন্যান্য যিকির সমূহ করতেন। যদি তিনি এভাবে দো'আ করতেন তাহ'লে তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম বর্ণনা করতেন, অতঃপর তাদের থেকে তাবেঈগণ এবং তাবেঈগণের থেকে আলেমগণ (মুহাদ্দিছ) অবশ্যই বর্ণনা করতেন। যেমনভাবে তারা (শরী'আতের) অন্যান্য বিষয়গুলো বর্ণনা করেছেন'।[৪৩৩] তিনি আরো বলেন, 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। ছালাতের পরে ইমাম-মুক্তাদী সম্মিলিত ভাবে দো'আ করা বিদ'আত। ইহা রাসূল (ছাঃ)-এ যুগে ছিল না, বরং তাঁর দো'আ ছিল ছালাতের ভিতর। কেননা মুছল্লী ছালাতের ভিতরে তার প্রভুর সাথে মুনাজাত করে। সুতরাং যখন সে মুনাজাতের হালাতে তার জন্য দো'আ করবে তখন তা ঐ ব্যক্তির জন্য উপযোগী সময়'।[৪৩৪] অন্যত্র বলেন, 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ও মুক্তাদীগণ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের পরে সম্মিলিতভাবে দো'আ করতেন না। যেমন কেউ কেউ ফজর ও আছরের

৪৩২. মাজমূউ ফাতাওয়া ওয়া মাক্বালাতুন মুতানাওয়াহ (রিয়াযঃ রিয়াছাহ ইদারাতুল বুহূছ আল-ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা, ৩য় প্রকাশঃ ১৪২৩ হিঃ), ২২/৫১৬ পৃঃ 'ফরয ছালাতের পর দো'আ সংক্রান্ত আলোচনা' দ্রঃ।
৪৩৩. মাজমূউ ফাতাওয়া, ২২/৫১৭ পৃঃ।
৪৩৪. মাজমূউ ফাতাওয়া, ২২/৫১৯ পৃঃ।

পরে মুনাজাত করে থাকে। এমনটি কারো পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়নি এবং ইমামগণের মধ্যে কেউ তাকে মুস্তাহাবও বলেননি'।[৪৩৫]

২. আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর মন্তব্য :

'ছালাতের সালাম ফিরানোর পর ক্বিবলার দিকে মুখ করে কিংবা মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে দো'আ করা রসূলুল্লাহ (ছা)-এর ত্বরীকার অন্তর্ভূক্ত নয়। এমন পদ্ধতি রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়নি। না ছহীহ সনদে না কোন হাসান সনদে'।[৪৩৬]

অতঃপর তিনি বলেন, 'বিশেষ করে ফজর ও আছর ছালাতের পরও রাসূল (ছাঃ) এটা করেননি, তাঁর খলীফাদের মধ্যেও কেউ করেননি এবং তিনি উম্মতকে এ ব্যাপারে দিক-নির্দেশনাও দেননি।.. মূলতঃ সংশ্লিষ্ট দো'আসমূহ ছালাতের সাথে সম্পৃক্ত, যা সে ছালাতের মধ্যেই করেছে। আর তা ছালাতের মধ্যে করার জন্যই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এটাই মুছল্লীর জন্য উপযুক্ত স্থান। কেননা সে যতক্ষণ ছালাতের মধ্যে থাকে ততক্ষণ তার রবের সম্মুখে থেকে তাঁর সঙ্গে মুনাজাত করে। যখনই সে সালাম ফিরায় তখনই মুনাজাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর উক্ত অবস্থাই হ'ল রবের সামনে দাঁড়ানো ও তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার জন্য উপযোগী। সুতরাং কেমন করে মুনাজাত অবস্থায় তাঁর নিকটবর্তী হয়ে ও তাঁর অভিমুখে দণ্ডায়মান হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা না করে সালাম ফিরানোর পর কিভাবে চাওয়া যায়?।[৪৩৭]

৩. শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায'-এর মন্তব্য :

শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ)-কে উক্ত বিষয়ে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি বলেন, 'আমরা যা জানি তা হ'ল নবী করীম (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কিরাম থেকে প্রমাণিত হয়নি যে, তারা ফরয ছালাতের পরে হাত তুলে দো'আ করেছেন। এজন্য পরিষ্কার বুঝা যায় এটা বিদ'আত'।[৪৩৮] অন্যত্র বলেন, ইমাম দো'আ করবে এবং মুক্তাদীরা তাদের হাত তুলে আমীন আমীন করবে এই প্রথার কোন ভিত্তি নেই; বরং এটা বিদ'আত, যা বর্জন করা ওয়াজিব। আর

৪৩৫. মাজমূউ ফাতাওয়া, ২২/৫১২ পৃঃ।
৪৩৬. যাদুল মা'আদ ১/২৪৯।
৪৩৭. যাদুল মা'আদ ১/২৪৯-৫০। গৃহীত : শারঈ মানদণ্ডে মুনাজাত, পৃষ্ঠা-৮৯-৯০।
৪৩৮. মাজমূউ ফাতাওয়া, ১১/১৬৭ পৃঃ।

উত্তম হ'ল ছালাতের ভিতরে সিজদায় ও সালামের আগে দো'আ করব'।[৪৩৯] 'রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে যে সমস্ত স্থানে দু'হাত তুলে দো'আ করার প্রমাণ পাওয়া যায় না, সে স্থানগুলোতে হাত তুলা যাবে না। যেমন- পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতের পর, দুই সিজদার মাঝে, ছালাতের সালাম ফিরানোর আগে এবং দুই ঈদের খুৎবার মাঝে। কেননা রাসূল (ছাঃ) এ সমস্ত স্থানগুলোতে হাত তুলেননি'।[৪৪০]

৪. শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী'র মন্তব্য :

সুনানে আরবা সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থের ছহীহ ও যঈফ হাদীছের পার্থক্যকারী জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিছ শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) উক্ত বিদ'আতী পদ্ধতিতে দো'আকারীদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে এ প্রথাকে বিদ'আত বলে ধিক্কার দিয়েছেন। 'উল্লেখিত স্থানে হাত তুলার ব্যাপারে শরী'আতে কোন কিছু বর্ণিত হয়নি। এমনকি এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য একটি হাদীছও নেই'।[৪৪১] তিনি আরো বলেছেন, 'এই কাজ করা তাদের মতই যারা দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত করাকে ভাল মনে করে এবং অকাট্য দলীল সাব্যস্ত করার জন্য শরী'আতের পূর্ণাঙ্গতার উপর দলীল কায়িম করে না'। অতঃপর তিনি তাদের জন্য হিদায়াত কামন করেছেন এভাবে- 'আমরা আমাদের এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে হিদায়াত কামনা করছি'।[৪৪২]

৫. শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু ছালিহ আল-উছায়মীন'র মন্তব্য :

'ফরয ছালাত সমূহের পরে দো'আ করা ও দু'হাত তুলা যদি সম্মিলিতভাবে হয় যেমন- ইমাম দো'আ করে আর মুক্তাদীগণ আমীন আমীন বলে তাহ'লে তা নিঃসন্দেহে বিদ'আত হবে'।[৪৪৩]

একদা শায়খ উছায়মীন (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ছালাতের পর দো'আ করা এবং দু'হাত তুলার হুকুম কি? উত্তরে তিনি বলেন, ছালাত শেষ করে দু'হাত তুলা এবং দো'আ করা শরী'আতের অন্তর্ভূক্ত নয়। যদি সে

৪৩৯. মাজমূউ ফাতাওয়া, ১১/১৭০ পৃঃ।
৪৪০. মাজমূউ ফাতাওয়া, ১১/১৬৭ পৃঃ 'ফরয ছালাতের পর দু'হাত উঠিয়ে দো'আ করার হুকুম দ্রঃ।
৪৪১. সিলসিলা যঈফাহ, ২য় সংস্করণ, ৩/৩১ পৃঃ।
৪৪২. বিস্তারিত দেখুনঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৭০১-এর আলোচনা।
৪৪৩. আল্লামা ওছায়মীন, মাজমূউ ফাতাওয়া, ১৩/২৫৮

দো‘আ করতে চায় তাহ’লে ছালাতের মধ্যে দো‘আ করা উত্তম, সালাম ফিরানোর পর দো‘আ করার চেয়ে। আর এটাই রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, যা ইবনে মাস‘ঊদ (রাঃ)-এর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ. ‘তাশাহহুদ পাঠের পরে, আল্লাহ্র বান্দার যে দো‘আ ভাল লাগে পাঠ করে মহান আল্লাহ্র দরবারে কাকুতি-মিনতি করে দো‘আ করবে’।[৪৪৪] রাসূল (ছাঃ) তাকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়ে বলেছিলেন, ‘অতঃপর তুমি (তাশাহহুদে) যা ইচ্ছা তাই চাইবে’।[৪৪৫]

৬. আবূ আব্দুর রহমান জাইলানের মন্তব্য :

আবূ আব্দুর রহমান জাইলান বিন খায়র আল-আরুসী বলেন, ‘ফরয ছালাতের পরে সম্মিলিতভাবে দো‘আ করা বিদ‘আত। ছালাতের পরে এই দো‘আ করা বিদ‘আত হওয়ার কারণ হ’ল, ছালাতের পরে সাধারণভাবে দো‘আ পাঠ করার বিধান শরী‘আত থাকার পরেও তা করা। কারণ এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে সম্মিলিত পদ্ধতি এবং বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যেক ছালাতের পরে করা। ফলে তা ছালাতের অন্যান্য আহ্কাম সমূহের মধ্যে একটি আহ্কামে পরিণত হয়েছে। বরং কোন কোন দেশে এই বিষয়টি এমন পর্যায়ে গেছে যে, মূর্খরা মনে করে যে ছালাতের এর সম্মিলিতভাবে দো‘আ করা ছালাতের মধ্যকার সংশ্লিষ্ট বিষয়। তা যেন ছালাতের পরের সুন্নাত ছালাতের ন্যায় অথবা তার চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ’।[৪৪৬]

৭. আল্লামা ওবায়দুল্লাহ রহমানী মুবারকপুরীর মন্তব্য :

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত আহলেহাদীছ বিদ্বান মিশকাতের ভাষ্য ‘মির‘আতুল মাফাতীহ’- এর প্রণেতা আল্লামা ওবায়দুল্লাহ রহমানী মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, ‘ফরয ছালাত শেষে সালাম ফিরানোর পর ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিমলিতভাবে হাত উঠিয়ে ইমামের স্বরবে দো‘আ পাঠ ও মুক্তাদীদের স্বশব্দে

৪৪৪. বুখারী হা/১২০২; মিশকাত হা/৯০৯।

৪৪৫. ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ৩৩৯, নং ২৬২; মাজমূউ ফাতাওয়া ১৪/৩৯৩।

৪৪৬. শারঈ মানদণ্ডে মুনাজাত ও দু‘আ, পৃষ্ঠা-৯৭।

‘আমীন’ ‘আমীন’ বলার প্রথাটি দ্বীনের মধ্যে একটি নতুন সৃষ্টি। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কিরাম হ‘তে ছহীহ ও যঈফ সনদে কোন দলীল নেই’।[৪৪৭]

৮. প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল গালিব স্যারের মন্তব্য :

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর মুহতারাম আমীর এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল গালিব স্যার বলেন, ‘ফরয ছালাত শেষে সালাম ফিরানোর পরে ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে সরবে দো‘আ পাঠ ও মুক্তাদীদের সশব্দে ‘আমীন’ ‘আমীন’ বলার প্রচলিত প্রথাটি দ্বীনের মধ্যে একটি নতুন সৃষ্টি বা বিদ‘আত’।[৪৪৮]

৯. সাইয়্যেদ আবূল আ‘লা মওদূদীর মন্তব্য :

জামায়াতে ইসলামী’র প্রতিষ্ঠাতা সাইয়্যেদ আবুল আ‘লা মওদূদী (রহঃ) বলেন, ‘এতে সন্দেহ নেই বর্তমানে জামাআতে নামায আদায় করার পর ইমাম সাহেব ও মুক্তাদীগণ মিলে যে পন্থায় দো‘আ করেন এ পন্থা নবী করীম (ছাঃ)-এর যামানায় প্রচলিত ছিল না। এ কারণে কিছু সংখ্যক আলিম এ পন্থাকে বিদ‘আত বলে আখ্যায়িত করেছেন’।[৪৪৯]

১০. সাপ্তাহিক আরাফাতের বিবৃতি :

‘বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস’-এর একমাত্র মুখপত্র ‘সাপ্তাহিক আরাফাত’ ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে দো‘আ করাকে বিদ‘আত বলে আখ্যা দিয়েছে। সমাজে প্রচলিত বিদ‘আত সমূহ উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে- ‘আযানের দো‘আ পাঠ করার সময় দু’হাত উত্তোলন করা এবং জামা‘আতের নামাযে ইমাম সালাম ফিরানোর পরে সর্বদা সম্মিলিতভাবে দো‘আ করাকে উত্তম ও পুণ্যের কাজ হিসেবে গণ্য করা। ২৪ নং টীকায় বলা

৪৪৭. আল্লামা মুহাদ্দিছ ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, মাসিক মুহাদ্দিছ (বেনারসঃ জুন ’৮২), পৃঃ ১৯-২৯।

৪৪৮. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃষ্ঠা-১৩২।

৪৪৯. রাসায়েল ও মাসায়েল, ১/১৩০-৩১ পৃঃ।

হয়েছে, ফরয নামাযের পরে সালাম ফিরিয়ে রাসূল (ছাঃ) মুসল্লিদেরকে নিয়ে দো'আ করার কোন প্রমাণ নেই।[৪৫০]

১১. দারুল ইফতা বা মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকার ফৎওয়া :

(ক) 'ক্ষেত্র বিশেষে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) থেকে একাকী হাত তুলে দো'আর বিশুদ্ধ প্রমাণ থাকলেও রাসূল (ছাঃ) তাঁর তেইশ বছরের নবী জীবনে কোন ফরয ছালাতের পরে প্রচলিত পদ্ধতিতে দো'আ করেননি।[৪৫১]

(খ) ফরয ছালাতের শেষে সালাম ফিরানোর পরে ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে প্রচলিত মুনাজাত পদ্ধতিটি ধর্মের নামে একটি নতুন সৃষ্টি। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কিরাম হ'তে এর পক্ষে ছহীহ বা যঈফ সূত্রে কোন প্রমাণ নেই।[৪৫২]

১২. মাসিক পৃথিবী পত্রিকার ফৎওয়া :

'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'-এর মাসিক পত্রিকা 'পৃথিবী' প্রচলিত পদ্ধতিতে দো'আ করা যে হাদীছ বিরোধী, তা প্রশ্নোত্তর কলামে এভাবে উল্লেখ করেছে যে, 'ফরয নামাযের পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসল্লীদেরকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে মুনাজাত করেছেন এরূপ কোন হাদীস পাওয়া যায় না'।[৪৫৩] অন্য আরেক সংখ্যায় বলা হয়েছে, 'ফরয নামাযের পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসল্লীদেরকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে মুনাজাত করেছেন এধরণের কোন হাদীস যদি আপনাদের কারো জানা থাকে তাহ'লে কিতাবের নাম, প্রকাশক, সংস্করণ, অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ উল্লেখ করে জানালে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব'।[৪৫৪]

- ৪ -

৪৫০. সাপ্তাহিক আরাফাত, (৪১বর্ষ, সংখ্যা ৪০তম, ২৯শে মে ২০০০), পৃঃ ৭, ২৪ নং টীকা।

৪৫১. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মাসিক আত-তাহরীক, ফেব্রুয়ারী '৯৮ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ৩/৪৬।

৪৫২. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মাসিক আত-তাহরীক, ডিসেম্বর '৯৮ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ১৪/৪৯।

৪৫৩. মাসিক পৃথিবী, আগষ্ট '৯৮ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর নং ৩ পৃঃ ৭১-৭২।

৪৫৪. মাসিক পৃথিবী, জুলাই ২০০০ প্রশ্নোত্তর ৬, পৃঃ ৭৫। শারঈ মানদণ্ডে মুনাজাত ও দু'আ, পৃষ্ঠা ৮৫-১০৪।

বিভিন্ন ছালাতের গুরুত্ব ও দো'আ

ক. বিতর ছালাত

বিতর ছালাত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ।[৪৫৫] যা এশার ফরয ছালাতের পর হ'তে ফজর পর্যন্ত সুন্নাত ও নফল ছালাত সমূহের শেষে আদায় করতে হয়।[৪৫৬]

'বিতর' অর্থ বিজোড়। যা মূলতঃ এক রাক'আত। কেননা এক রাক'আত যোগ না করলে কোন ছালাতই বিজোড় হয় না। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى. 'রাতের নফল ছালাত দুই দুই। অতঃপর যখন তোমাদের কেউ ফজর হয়ে যাবার আশংকা করবে, তখন সে যেন এক রাক'আত পড়ে নেয়। যা তার পূর্বেকার সকল নফল ছালাতকে বিতরে পরিণত করবে'।[৪৫৭] অন্য হাদীছে তিনি বলেন, الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ. 'বিতর রাত্রির শেষে এক রাক'আত মাত্র'।[৪৫৮] হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক রাক'আত দ্বারা বিতর করতেন'।[৪৫৯] রাতের নফল ছালাত সহ বিতর **১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১** ও **১৩** রাক'আত পর্যন্ত পড়া যায় এবং তা প্রথম রাত্রি, মধ্য রাত্রি, ও শেষ রাত্রি সকল সময় পড়া চলে।[৪৬০]

৪৫৫. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৩; নাসাঈ হা/১৬৭৬; মির'আত ২/২০৭; ঐ, ৪/২৭৩-৭৪; শাহ ওলিউল্লাহ দেহলভী, হুজ্জাতুল্লা-হিল বা-লিগাহ ২/১৭।

৪৫৬. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৯২-৯৩।

৪৫৭. বুখারী (ফাৎহ সহ) হা/৯৯০ 'বিতর' অধ্যায়-১৪; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১২৫৪ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'বিতর' অনুচ্ছেদ-৩৫।

৪৫৮. মুসলিম, মিশকাত হা/১২৫৫।

৪৫৯. ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১২৮৫।

৪৬০. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৫; আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১২৬৩-৬৫; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১২৬১। ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃষ্ঠা : ১৬৪-৬৫।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ, আনাস, আবূ হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী থেকে বিতরের কুনূতে বুক বরাবর হাত উঠিয়ে দো'আ করা প্রমাণিত আছে।[৪৬১] ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) বলেন, বিতরের কুনূতের সময় দু'হাতের তালু আসমানের দিকে বুক বরাবর উঁচু থাকবে।[৪৬২] এই সময় মুক্তাদীগণ 'আমীন' 'আমীন' বলবেন।[৪৬৩]

১. দো'আয়ে কুনূত :

أَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِىْ وَلاَ يُقْضَىْ عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মাহ্দিনী ফীমান হাদায়তা, ওয়া 'আ-ফিনী ফীমান 'আফায়তা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লায়তা, ওয়া বা-রিক্লী ফীমা 'আ'ত্বায়তা, ওয়া ক্বিনী শার্‌রা মা ক্বাযায়তা; ফাইন্নাকা তাক্বযী ওয়া লা ইয়ুক্বযা 'আলায়কা, ইন্নাহূ লা ইয়াযিল্লু মাঁও ওয়া-লায়তা, ওয়া লা ইয়া'ইয্যু মান্ 'আ-দায়তা, তাবা-রাক্তা রাব্বানা ওয়া তা'আ-লায়তা, ওয়া ছাল্লাল্লা-হু 'আলান্ নাবী'।*

অনুবাদ : 'হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে সুপথ দেখিয়েছ, আমাকে তাদের মধ্যে গণ্য করে সুপথ দেখাও। যাদেরকে তুমি মাফ করেছ, আমাকে তাদের মধ্যে গণ্য করে মাফ করে দাও। তুমি যাদের অভিভাবক হয়েছ, তাদের মধ্যে গণ্য করে আমার অভিভাবক হয়ে যাও। তুমি আমাকে যা দান করেছ, তাতে বরকত দাও। তুমি যে ফায়ছালা করে রেখেছ, তার অনিষ্ট হ'তে আমাকে বাঁচাও। কেননা তুমি সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকো, তোমার বিরুদ্ধে কেউ সিদ্ধান্তদিতে পারে না। তুমি যার সাথে বন্ধুত্ব রাখো, সে কোনদিন অপমানিত হয় না। আর তুমি যার সাথে দুশমনী করো, সে কোনদিন

৪৬১. বায়হাক্বী ২/২১১-১২; মির'আত ৪/৩০০; তুহফা ২/৫৬৭।

৪৬২. মির'আত ৪/৩০০ পৃঃ।

৪৬৩. মির'আত ৪/৩০৭; ছিফাত ১৫৯ পৃঃ; আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১২৯০।

সম্মানিত হ'তে পারে না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি বরকতময় ও সর্বোচ্চ। আল্লাহ তাঁর নবীর উপরে রহমত বর্ষণ করুন'।[৪৬৪]

ফযীলত : (১) হাসান বিন আলী (রাঃ) বলেন, عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُوْلُهُنَّ فِىْ قُنُوْتِ الْوِتْرِ. 'বিতরের ছালাতে কুনূত বলার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে (উপরোক্ত) দো'আটি শিখিয়েছেন'।[৪৬৫]

(২) ইমাম তিরমিযী বলেন, وَلَا يُعْرَفُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي القنوت شيئاً أَحْسَنُ مِنْ هَذَا، 'নবী করীম (ছাঃ) থেকে কুনূতের জন্য এর চেয়ে উত্তম কোন দো'আ আমরা জানতে পারিনি'।[৪৬৬]

২. কুনূতে নাযিলাহ্ :

أَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ، وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ ، أَللّٰهُمَّ الْعَنِ كَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ ، وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ ، وَيُقَاتِلُوْنَ أَوْلِيَاءَكَ أَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمَ ، وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ ، وَأَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِىْ لاَ تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মাগফির লানা ওয়া লিল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনা-তি ওয়াল মুসলিমীনা ওয়াল মুসলিমা-তি, ওয়া আল্লিফ বায়না কুলূবিহিম, ওয়া আছলিহ যা-তা বায়নিহিম, ওয়ান্ছুরহুম আ'লা 'আদূউবিকা ওয়া 'আদূউবিহিম। আল্লা-হুম্মাল'আনিল কাফারাতাল্লাযীনা ইয়াছুদ্দূনা 'আন সাবীলিকা ওয়া ইয়ুকায্যিবূনা রুসুলাকা ওয়া ইয়ুক্বা-তিলূনা আউলিয়া-আকা। আল্লা-হুম্মা খা-লিফ বায়না*

৪৬৪. আবূদাঊদ হা/১৪২৫; তিরমিযী হা/৪৬৪; নাসাঈ হা/১৭৪৫; মিশকাত হা/১২৭৩।

৪৬৫. আবূদাঊদ হা/১৪২৫; তিরমিযী হা/৪৬৪; মিশকাত হা/১২৭৩ 'বিতর' অনুচ্ছেদ-৩৫।

৪৬৬. বায়হাক্বী ২/২১০-১১; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃষ্ঠা-১৬৯।

কালিমাতিহিমা ওয়া ঝাল্‌ঝিল্‌ আক্বদা-মাহুম ওয়া আনঝিল বিহিম বা'সাকাল্লাযী লা তারুদ্দুহূ 'আনিল ক্বাউমিল মুজরিমীন।

অনুবাদ : 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এবং সকল মুমিন-মুসলিম নর-নারীকে ক্ষমা করুন। আপনি তাদের অন্তর সমূহে মহব্বত পয়দা করে দিন ও তাদের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসা করে দিন। আপনি তাদেরকে আপনার ও তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! আপনি কাফেরদের উপরে লা'নত করুন। যারা আপনার রাস্তা বন্ধ করে, আপনার প্রেরিত রাসূলগণকে অবিশ্বাস করে ও আপনার বন্ধুদের সাথে লড়াই করে। হে আল্লাহ! আপনি তাদের দলের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে দিন ও তাদের পদসমূহ টলিয়ে দিন এবং আপনি তাদের মধ্যে আপনার প্রতিশোধকে নামিয়ে দিন, যা পাপাচারী সম্প্রদায় থেকে আপনি ফিরিয়ে নেন না'।[৪৬৭]

ফযীলত : আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কারো বিরুদ্ধে বা কারো পক্ষে দো'আ করতেন, তখন রুকূর পরে কুনূত পড়তেন...।[৪৬৮]

৩. বিতর ছালাতের পর দো'আ :

سُبْحَانَكَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ.

উচ্চারণ : *সুবহা-নাকাল মালিকুল ক্বুদ্দূস (৩ বার)*।

অর্থ : 'মহা পবিত্র সেই সত্তা, যিনি বিশ্ব জগতের মালিক ও অতি পবিত্র'।[৪৬৯]

ফযীলত : উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ فِى الْوِتْرِ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

৪৬৭. বায়হাক্বী হা/২৯৬২, ২/২১০-১১; ছহীহুল জামি' হা/২৯০৪৩; মুছান্নাফ আব্দুর রায্যাক হা/৪৯৬৯; বায়হাক্বী অত্র হাদীছকে 'ছহীহ মওছূল' বলেছেন।
৪৬৮. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১২৮৮।
৪৬৯. আবূদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১২৭৪।

বিতর ছালাতে সালাম ফিরানোর পর *সুবহা-নাল মালিকুল ক্বুদ্দূস* দো'আটি তিনবার পড়তেন।[৪৭০]

খ. তাহাজ্জুদ ও তারাবীহর ছালাত

ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ'ল 'ছালাতুল লায়িল'। 'ছালাতুল লায়িল' বলতে রাতের বিশেষ নফল ছালাত তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ বুঝানো হয়েছে। রামাযান মাসে রাতের প্রথমাংশে এশার পরে তারাবীহ এবং রামাযানের বাহিরে রাতের এক তৃতীয়াংশে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করা হয়। হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, তিন রাকা'আত বিতরসহ তাহাজ্জুদ ও তারাবীহর ছালাত মোট এগার রাকা'আত।[৪৭১]

১. তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ ছালাতের পরিচয় : 'ছালাতুল লায়িল' বা রাতের বিশেষ নফল ছালাতকে তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ বলা হয়।

তাহাজ্জুদ : মূল ধাতু هُجُوْدٌ (হুজূদুন) অর্থ : রাতে ঘুমানো বা ঘুম থেকে উঠা। সেখান থেকে تَهَجُّدٌ (তাহাজ্জুদুন) পারিভাষিক অর্থে রাত্রিতে ঘুম থেকে জেগে ওঠা বা রাত্রি জেগে ছালাত আদায় করা *(আল-মুনজিদ)*। রাতের এক তৃতীয়াংশ বা শেষ রাতে ঘুম থেকে জেগে ওঠে একাকী তাহাজ্জুদের নফল ছালাত আদায় করতে হয়।

তারাবীহ : মূল ধাতু رَاحَةٌ (রা-হাতুন) অর্থ : প্রশান্তি। অন্যতম ধাতু رَوْحٌ (রাওহুন) অর্থ : সন্ধ্যারাতে কোন কাজ করা। সেখান থেকে تَرْوِيْحَةٌ (তারবীহাতুন) অর্থ : সন্ধ্যারাতের প্রশান্তি বা প্রশান্তির বৈঠক; যা রামাযান মাসে তারাবীহ্‌র ছালাতে প্রতি চার রাক'আত শেষে করা হয়ে থাকে। বহুবচনে (اَلتَّرَاوِيْحُ) 'তারা-বীহ' অর্থ : প্রশান্তির বৈঠকসমূহ *(আল-মুনজিদ)*। রামাযানের রাতের প্রথমাংশে যখন জামা'আতে তারাবীহর ছালাত আদায়

৪৭০. আবূদাঊদ হা/১৪৩০; নাসাঈ হা/১৭০১; মিশকাত হা/১২৭৪।
৪৭১. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১১৮৮ 'রাতের ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩১।

করার প্রচলন শুরু হয়, তখন প্রতি চার রাকা'আত অন্তর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া হ'ত। আর সেই কারণেই 'তারাবীহ' নামকরণ হয়, *(ফাৎহুল বারী, আল-ক্বামূসুল মুহীত্ব)*।[৪৭২]

২. তাহাজ্জুদ ছালাত কবূলের দো'আ :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، وَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ.

উচ্চারণ : *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুওয়া আ'লা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। ওয়া সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াল হামদু লিল্লা-হি ওয়া লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার। ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ। ওয়া রাব্বিগ ফিরলী।*

অর্থ : 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই জন্য প্রশংসা, তিনি সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান, আমি আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, আল্লাহ অতি মহান, আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত আমার কোন শক্তি ও সামর্থ্য নেই। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করো'।[৪৭৩]

৩. তাহাজ্জুদ ছালাতের ফযীলত :

(১) ওবাদা বিন ছামিত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا

৪৭২. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃষ্ঠা-১৭১-৭২।
৪৭৩. বুখারী, মিশকাত হা/১২১৩।

حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ أَوْ قَالَ ثُمَّ دَعَا اسْتُجِيْبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ .

'যে ব্যক্তি রাতে জেগে বলে, *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুওয়া আ'লা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। ওয়া সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াল হামদু লিল্লা-হি ওয়া লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার। ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ। ওয়া রাব্বিগ ফিরলী*। অতঃপর কোন প্রার্থনা করলে, আল্লাহ তার সে প্রার্থনা মঞ্জুর করেন এবং সে যদি ওযূ করে ছালাত আদায় করে, আল্লাহ তার সে ছালাত কবূল করেন'।[৪৭৪]

(২) আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى ثُمَّ أَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِيْ وَجْهِهَا الْمَاءَ وَرَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ ثُمَّ أَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِيْ وَجْهِهِ الْمَاءَ. 'আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি দয়া করেন যে ব্যক্তি রাতে উঠে ছালাত আদায় করে, স্বীয় স্ত্রীকেও জাগায় এবং সেও ছালাত আদায় করে। আর যদি সে উঠতে অস্বীকার করে তাহ'লে তার মুখের উপর পানি ছিটিয়ে দেয়। অনুরূপ আল্লাহ দয়া করেন সেই স্ত্রী লোকের প্রতি যে রাতে উঠে ছালাত আদায় করে। নিজের স্বামীকেও জাগায় এবং সেও ছালাত আদায় করে। আর যদি সে উঠতে অস্বীকার করে তাহ'লে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়'।[৪৭৫]

(৩) আবূ উমামা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ لِلْإِثْمِ. 'তোমরা অবশ্যই রাতের ইবাদত করবে। কেননা তা তোমাদের পূর্ববর্তী সৎকর্মপরায়ণগণের অভ্যাস, আল্লাহ্র সান্নিধ্য অর্জনের উপায়, গুনাহসমূহের কাফ্ফারা এবং পাপ কর্মের প্রতিবন্ধক'।[৪৭৬]

৪৭৪. বুখারী হা/১১৫৪; মিশকাত হা/১২১৩; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/২৫৯৬।
৪৭৫. আবূদাঊদ হা/১৪৫০; ইবনু মাজাহ হা/১৩৩৬; মিশকাত হা/১২৩০; আহমাদ হা/৭৪০৪; সনদ হাসান।
৪৭৬. তিরমিযী হা/৩৫৪৯; মিশকাত হা/১২২৭; ছহীহুল জামি' হা/৪০৭৯; ইরওয়া হা/৪৫২।

(৪) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْبَاقِي يَهْبِطُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، ثُمَّ يَفْتَحُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ، ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَهُ فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى سُؤْلَهُ؟ وَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَسْطَعَ الْفَجْرُ. 'যখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ বাকী থাকে, তিনি (আল্লাহ) দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন। অতঃপর আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। তারপর তিনি স্বীয় হাত প্রসারিত করে বলতে থাকেন, আছে কি কোন প্রার্থনাকারী? তার দাবী অনুযায়ী তাকে তা প্রদান করা হবে। আর ফজরের আভা স্পষ্ট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এটা চলতে থাকে'।[৪৭৭]

(৫) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ يَدْعُونِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ. 'কে আছে আমাকে আহ্বান করবে? আমি তার ডাকে সাড়া দিবো। কে আছে আমার কাছে চাইবে? আমি তাকে তা দিবো। আমার কাছে কে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো'।[৪৭৮]

(৬) রাসূল (ছাঃ) বলেন, تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ نِصْفَ اللَّيْلِ فَيُنَادِي مُنَادٍ: هَلْ مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابَ لَهُ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى؟ هَلْ مِنْ مَكْرُوبٍ فَيُفَرَّجَ عَنْهُ؟ فَلَا يَبْقَى مُسْلِمٌ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ إِلَّا زَانِيَةٌ تَسْعَى بِفَرْجِهَا أَوْ عَشَّارٌ. 'মধ্যরাত্রিতে আকাশের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। অতঃপর একজন ঘোষক ঘোষণা করতে থাকেন। কোন আহ্বানকারী আছে কি? তার সেই আহ্বানে সাড়া দেওয়া হবে। কোন যাচঞাকারী আছে কি? তাকে প্রদান করা হবে। আছে কি কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি? তার বিপদ দূর করে দেওয়া হবে। এই সময় কোন মুসলিম বান্দা যে দো'আ করে, আল্লাহ তার সে দো'আ কবূল করেন। তবে সেই যিনাকারিণীর দো'আ কবূল করা হয় না, যে তার

৪৭৭. আহমাদ হা/৩৬৭৩; ইরওয়া ২/১৯৯, হা/৬।
৪৭৮. বুখারী হা/১১৪৫; আবূদাঊদ হা/১৩১৫; মিশকাত হা/১২২৩।

লজ্জাস্থানকে ব্যভিচারে নিয়োজিত রাখে এবং যে ব্যক্তি অপরের মাল আত্মসাৎ করে'।[৪৭৯]

৪. তারাবীহ ছালাতের ফযীলত :

(১) আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রামাযান সম্পর্কে বলতে শুনেছি, مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছাওয়াবের আশায় রামাযানে ক্বিয়ামুল লায়িল অর্থাৎ, তারাবীহর ছালাত আদায় করবে তার পূর্ববর্তী গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে'।[৪৮০] অন্যত্র, তিনি বলেন, فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ওফাতের পরও তারাবীহর জন্য জামা'আত নির্দিষ্ট ছিল না। আবূ বকর (রাঃ)-এর খিলাফতকালেও একই ছিল। হযরত ওমার (রাঃ)-এর খিলাফতের প্রথম দিকে অনুরূপ ছিল। কিন্তু শেষের দিকে তিনি তারাবীহর ছালাতের জন্যে জামা'আতের প্রচলন করেন।[৪৮১]

(২) আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা আমি রামাযানের এক রাতে ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর সঙ্গে মসজিদে নববীতে গিয়ে দেখি লোকেরা বিক্ষিপ্ত ভাবে একাকী ছালাত আদায় করছে। ওমর (রাঃ) বললেন, إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ. 'আমি এই সকল ব্যক্তিদের যদি একজন ক্বারীর (ইমামের) পিছনে একত্রিত করে দেই, তবে তা উত্তম হবে'। এরপর তিনি উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-এর পিছনে সকলকে একত্রিত করে দিলেন। পরে আর এক রাতে আমি তাঁর সাথে বের হই। তখন লোকেরা তাদের ইমামের সাথে ছালাত আদায় করছিল। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ. يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ. 'কতই না সুন্দর এই নতুন ব্যবস্থা! তোমরা রাতের যে অংশে

৪৭৯. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০৭৩; ছহীহুল জামি' হা/২৯৭১; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৩৯১।
৪৮০. বুখারী হা/২০০৮; নাসাঈ হা/২১৯৬; আহমাদ হা/৭৮৬৮; ইবনে হিব্বান হা/২৫৪৬।
৪৮১. মুসলিম হা/৭৫৯; তিরমিযী হা/৮০৮; আবূদাঊদ হা/১২৪১; মিশকাত/১২৯৬।

ঘুমিয়ে থাক তা রাতের ঐ অংশ অপেক্ষা উত্তম, যে অংশে তোমরা ছালাত আদায় করো'। তিনি ইহা দ্বারা শেষ রাত বুঝিয়েছেন। কেননা তখন রাতের প্রথমভাগে লোকেরা ছালাত আদায় করত।[৪৮২]

গ. জুম'আর ছালাত

প্রথম হিজরীতে জুম'আর ছালাত ফরয হয়। জুম'আর দিন সপ্তাহের শ্রেষ্ঠতম দিন। এদিন সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'হে মুসলমান! আল্লাহ জুম'আর দিনকে তোমাদের জন্য (সাপ্তাহিক) ঈদের দিন হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। তোমরা এদিনে মিসওয়াক করো, গোসল করো ও সুগন্ধি লাগাও'।[৪৮৩] এ দিনের অনেক ফযীলত রয়েছে।

১. জুম'আ ছালাতের হুকুম : জুম'আর ছালাত প্রত্যেক বয়স্ক পুরুষ ও জ্ঞানসম্পন্ন মুসলমানের উপর জামা'আতে আদায় করা 'ফরযে আয়িন'।[৪৮৪] তবে গোলাম, রোগী, মুসাফির, শিশু ও মহিলাদের উপরে জুম'আ ফরয নয়।[৪৮৫] বাহরায়িন বাসীদের প্রতি এক লিখিত ফরমানের খলীফা ওমর (রাঃ) বলেন, 'তোমরা যেখানেই থাকো, জুম'আ আদায় করো'।[৪৮৬] অতএব দু'জন মুসলমান কোন স্থানে থাকলেও তারা একত্রে জুম'আ আদায় করবে।[৪৮৭]

খত্বীব মিম্বরে বসার পরে মুওয়াযযিন জুম'আর আযান দিবে। যা রাসূল (ছাঃ), আবূ বকর, ওমর, ওছমান (রাঃ)-এর খিলাফতের প্রথম দিকে চালু ছিল। এছাড়াও হযরত আলী (রাঃ)-এর (২৫-৪০ হিঃ) রাজধানী কূফাতেও এই আযান চালু ছিল।[৪৮৮]

৪৮২. বুখারী হা/২০১০; মুয়াত্তা হা/৩৭৮; মিশকাত হা/১৩০১।
৪৮৩. মুয়াত্ত্বা, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৩৯৮; ছালাত অধ্যায়-৪।
৪৮৪. জুম'আ ৬২/৯; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২২৫।
৪৮৫. আবূদাঊদ, দারাকুৎনী, মিশকাত হা/১৩৭৭, ১৩৮০; জুম'আ ওয়াজিব হওয়া অনুচ্ছেদ-৪৩।
৪৮৬. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৫১০৮; ইরওয়া ৩/৬৬, হা/৬৬, হা৫৯৯-এর শেষে; ফৎহুল বারী হা/৮৯২-এর আলোচনা দ্রষ্টাব্য ২/৮৮১, জুম'আ অধ্যায়-১১, অনুচ্ছেদ-১১।
৪৮৭. নায়লুল আওত্বার ৪/১৫৯-৬১; মির'আত ২/২৮৮-৮৯; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃষ্ঠা-১৯০ ও ১৯১।
৪৮৮. তাফসীরে জালালায়িন, ৪৬০ পৃঃ, টীকা ১৯; কুরতুবী ১৮/১০০ পৃঃ; তাফসীরুল কুরআন, ২৬-২৮তম পারা, পৃষ্ঠা-৪৭২-৪৭৩; সূরা জুম'আ ৬২/৯ আয়াত।

জুম'আর জন্য দু'টি খুৎবা দেওয়া সুন্নাত, যার মাঝখানে বসতে হয়।[৪৮৯] খত্বীব হাতে লাঠি রাখবেন[৪৯০] এবং দাঁড়িয়ে খুৎবা দিবেন। খুৎবায় হামদ ও দরূদ পাঠের পরে সকল মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে নছীহত সহ দো'আ করবেন।[৪৯১] খুৎবা চলাকালিন কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দু'রাকা'আত 'আত-তাহিইয়াতুল মাসজিদ' ছালাত আদায় করে বসবেন।[৪৯২] তবে সময় পেলে খত্বীব মিম্বারে বসার আগ পর্যন্ত দু'রাকা'আত করে যত খুশী নফল ছালাত আদায় করা যাবে। খুৎবার নছীহত বোধগম্য হওয়ার জন্য খুৎবা মাতৃভাষাতে প্রদান করতে হবে।[৪৯৩]

২. জুম'আর দিনের ও ছালাতের ফযীলত :

(১) লুবাবা ইবনু আব্দুল মুনযির (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللهِ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ خَلَقَ اللهُ فِيهِ آدَمَ، وَأَهْبَطَ اللهُ فِيهِ آدَمُ إِلَى الْأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَفَّى اللهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيَاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا هُوَ مُشْفِقٌ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

'জুম'আর দিন' সকল দিনের সর্দার, সব দিনের চেয়ে বড় ও আল্লাহ্‌র নিকট বড় মর্যাদাবান। এ দিনটি আল্লাহ্‌র নিকট ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিনের চেয়ে মহিমান্বিত। এ দিনটির পাঁচটি বৈশিষ্ঠ্য রয়েছে। (১) আল্লাহ এ দিনে আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন। (২) এদিনে তাঁকে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেয়া হয়। (৩) এ দিনেই তাঁর মৃত্যু হয়। (৪) এ দিনে এমন একটা সময় আছে, যখন বান্দা হারাম জিনিস ছাড়া ন্যায় সঙ্গত প্রার্থনা

৪৮৯. ত্বরাবাণী কাবীর হা/১০২৪০; ছহীহুল জামি' হা/২২৩৪।
৪৯০. আবূদাঊদ হা/১০৯৬; ইরওয়া হা/৬১৬; নায়ল ৪/২১২।
৪৯১. সূরা জুম'আ ৬২/১১; মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০৫, খুৎবা ও ছালাত' অনুচ্ছেদ-৪৫; নাসাঈ হা/১৪১৮; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৪; মির'আত ২/৩০৮; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃষ্ঠা-১৯৬।
৪৯২. মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১১; 'খুৎবা ও ছালাত' অনুচ্ছেদ-৪৫।
৪৯৩. বিস্তারিত জানতে ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) দ্রষ্টাব্য, পৃষ্ঠা-১৯৭।

করলে আল্লাহ তা কবূল করেন। (৫) এ দিনেই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী ফেরেশতাগণ, আকাশ, পৃথিবী, বায়ু, পাহাড় সমূহ সবই (ক্বিয়ামত হবার ভয়ে) এদিনে ভীতু থাকে’।[৪৯৪]

(২) জুম‘আর দিনে বেশী বেশী দরূদ পাঠ করার জন্য নবী (ছাঃ)-এর নির্দেশ রয়েছে। আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَكثِروا الصَّلاةَ عليَّ يومَ الجمُعةِ وليلةَ الجمُعةِ، فمَن صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى اللهُ عليهِ عَشرًا. ‘তোমরা জুম‘আর দিনে ও জুম‘আর রাতে আমার প্রতি বেশী বেশী দরূদ পাঠ করো। কারণ যে আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন’।[৪৯৫]

অন্যত্র, আওস ইবন আওস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দিনটি হচ্ছে জুম‘আর দিন। এই দিনে আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই দিনই তাঁর রূহ কবয করা হয়েছিল, এই দিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এই দিনই বিকট শব্দ করা হবে। কাজেই এই দিন তোমরা আমার ওপর বেশী করে দরূদ পড়ো। কারণ তোমাদের দরূদগুলো আমার কাছে পেশ করা হয়’।[৪৯৬]

দরূদ পাঠের ফযীলত সম্পর্কে আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ، وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ. ‘যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তা‘আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবেন, দশটি গুনাহ মিটিয়ে দিবেন এবং দশটি মর্যাদা উন্নীত করবেন’।[৪৯৭]

৪৯৪. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৩৬১, ১৩৬৩, জুম‘আ অনুচ্ছেদ-৪২।
৪৯৫. ছহীহুল জামি‘ হা/১২০৯; বায়হাকী, সুনানে কুবরা ৩/২৪৯।
৪৯৬. আবূদাঊদ হা/১০৪৭; রিয়াযুছ ছালিহীন হা/১৩৯৯, আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।
৪৯৭. নাসাঈ হা/১২৯৭; মিশকাত হা/৯২২; আহমাদ হা/১১৯৯৮; হাকিম হা/২০১৮; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬৪৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬৫৭।

(৩) সালমান ফারাসী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى .

‘যে ব্যক্তি জুম‘আর দিন গোসল করে, যথাসম্ভব পবিত্রতা অর্জন করে ও নিজে তেল বা সুগন্ধি ব্যবহার করে। অতঃপর মসজিদের দিকে রওনা হয়। দু’ব্যক্তির মধ্যে ফাঁক করে না। অতঃপর তার নির্ধারিত ছালাত আদায় করে এবং ইমামের খুৎবা দেয়ার সময় চুপ থাকে। তাহ’লে তার এক জুম‘আ হ’তে পরবর্তী জুম‘আ পর্যন্ত যাবতীয় গুনাহ মাফ করা হয়’।[৪৯৮]

(৪) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. ‘যে ব্যক্তি গোসল করে জুম‘আর ছালাত আদায় করতে এসেছে ও সাধ্যমত ছালাত আদায় করেছে। চুপচাপ ইমামের খুৎবা শ্রবণ করেছে। এরপর ইমামের সাথে জামা‘আতে ছালাত আদায় করেছে। তাহ’লে তার এ জুম‘আ হ’তে পরবর্তী জুম‘আ পর্যন্ত এবং আরও তিনদিনের গুনাহ মাফ করা হবে’।[৪৯৯]

(৫) আওস ইবনে আওস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন, مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ: أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا. ‘যে ব্যক্তি জুম‘আর দিন গোসল করবে, অতঃপর সকাল সকাল প্রস্তুতি নিবে ও মসজিদে যাবে। আরোহণ না করে পায়ে হেঁটে যাবে এবং মসজিদে গিয়ে ইমামের নিকটে বসবে। অতঃপর চুপ করে তার খুৎবা শুনবে এবং অনর্থক কিছু করবে

৪৯৮. বুখারী হা/৮৮৩; মিশকাত হা/১৩৮১।
৪৯৯. মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৮২।

না। তার প্রত্যেক কদমে এক বছরের ছিয়াম পালন এবং তাহাজ্জুদ পড়ার নেকী হবে'।[৫০০]

(৬) আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَقَفَتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ. 'যখন জুম'আর দিন মসজিদের দরজায় ফেরেশতা অবস্থান করেন এবং ক্রমানুসারে পূর্বে আগমনকারীদের নাম লিখতে থাকেন। যে সবার পূর্বে আসে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি মোটাতাজা উট কুরবানী করে। এরপর যে আসে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি গাভী কুরবানী করে। অতঃপর আগমনকারী ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি দুম্বা কুরবানী করে। এরপর আগমনকারী ব্যক্তি মুরগী কুরবানী ও তার পরবর্তীগণ ডিম কুরবানীর সমান নেকী পায়। অতঃপর খত্বীব দাঁড়িয়ে গেলে ফেরেশতাগণ দফতর গুটিয়ে ফেলে এবং খুৎবা শুনতে থাকেন'।[৫০১]

(৭) আবূল জা'দ যুমায়রী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا، طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ. 'যে ব্যক্তি অবহেলাবশত তিন জুমু'আর ছালাত ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরের উপর মোহর মেরে দেন'।[৫০২]

(৮) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ. 'জুমু'আর দিনে

৫০০. তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৩৮৮।
৫০১. বুখারী হা/৯২৯; মিশকাত হা/১৩৮৪।
৫০২. তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৩৭১।

বা রাতে কোন মুসলিম মৃত্যুবরণ করলে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কবরের ফিতনা থেকে বাঁচিয়ে দেন'।[৫০৩]

ঘ. ঈদায়নের ছালাত

ঈদায়নের ছালাত ২য় হিজরী সনে চালু হয়।[৫০৪] ঈদায়ন হ'ল মুসলিম উম্মাহ্র জন্য আল্লাহ নির্ধারিত বার্ষিক দু'টি আনন্দ উৎসবের দিন। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করার পরে দেখলেন যে, মদীনাবাসীগণ বছরে দু'দিন খেলাধূলা ও আনন্দ-উৎসব করে। তখন তিনি তাদেরকে বললেন, إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ. 'আল্লাহ তোমাদের ঐ দু'দিনের বদলে দু'টি মহান উৎসবের দিন প্রদান করেছেন 'ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর'।[৫০৫]

ঈদায়নের ছালাতে আযান বা এক্বামত নেই। সকলকে নিয়ে ইমাম প্রথমে জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবেন এবং পরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিবেন। খুৎবার সময় হাতে লাঠি রাখবেন।[৫০৬]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদায়নের ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র একটি খুৎবা দিয়েছেন। যার মধ্যে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, দো'আ সবই ছিল।[৫০৭]

১. ঈদায়নের ছালাতের গুরুত্ব : ঈদায়নের ছালাত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। এটি ইসলামের প্রকাশ্য ও সেরা নিদর্শন সমূহের অন্যতম। সূর্যোদয়ের পরে সকাল সকাল খোলা ময়দানে গিয়ে ঈদায়নের ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করতে হয়। কেবলমাত্র মাসজিদুল হারামে ঈদায়নের ছালাত সিদ্ধ রাখা হয়েছে বিশালায়তন হওয়ার কারণে এবং মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের সংকীর্ণতার কারণে।[৫০৮] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় মসজিদে নব্বী-র বাইরে খোলা ময়দানে

৫০৩. আহমাদ হা/৬৫৮২; তিরমিযী হা/১০৭৪; মিশকাত হা/১৩৬৭; হাসান হাদীছ।
৫০৪. মির'আত ৫/২১; আর-রাহীকুল মাখতুম (রিয়াদ : দারুস সালাম ১৯৯৪), ২৩১-৩২ পৃঃ।
৫০৫. আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৩৯, 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'ঈদায়নের ছালাত' অনুচ্ছেদ-৪৭।
৫০৬. আবূদাঊদ হা/১১৪৫, সনদ হাসান; ঐ, মিশকাত হা/১৪৪৪; মির'আত ৫/৫৮।
৫০৭. মির'আত ২/৩৩০-৩৩১; ঐ, ৫/৩১। ছালাতুর রাসূল, (ছাঃ) পৃষ্ঠা-২০৪।
৫০৮. মির'আত ৫/২২-২৩।

নিয়মিতভাবে ঈদায়নের ছালাত আদায় করেছেন এবং নারী-পুরুষ সকল মুসলমানকে ঈদায়নের জামা‘আতে শরীক হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[৫০৯]

২. ঈদায়নের ছালাতের তাকবীর সমূহ : ঈদায়নের ছালাতের অতিরিক্ত বারো তাকবীর দেওয়া সুন্নাত। হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُكَبِّرُ فِى الْفِطْرِ وَالأَضْحَى فِى الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِى الثَّانِيَةِ خَمْسًا. ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহাতে প্রথম রাক‘আতে সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক‘আতে পাঁচ তাকবীর দিতেন রুকূর দুই তাকবীর ব্যতীত’[৫১০] এবং ‘তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত’।[৫১১]

‘আমর ইবনু শু‘আইব (রাঃ) তার পিতা হ’তে তিনি তার দাদা আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনুল ‘আছ (রাঃ) হ’তে বর্ণনা করেন, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ " التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الأُولَى وَخَمْسٌ فِي الآخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا. ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিৎরে ‘তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত’ প্রথম রাক‘আতে সাতটি ও শেষ রাক‘আতে পাঁচটি সহ মোট বারোটি (অতিরিক্ত) তাকবীর দিতেন’। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘ছালাতের তাকবীর’ ব্যতীত।[৫১২]

৩. ঈদায়নের তাকবীর :

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হু আক্বার আল্লা-হু আক্বার লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আক্বার আল্লা-হু আক্বার ওয়া লিল্লা-হিল হাম্দ।*

৫০৯. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৬; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃষ্ঠা-২০৪।
৫১০. আবূদাঊদ হা/১১৫০; ইবনু মাজাহ হা/১২৮০; সনদ ছহীহ।
৫১১. দারাকুৎনী (বৈরূত : ১৪১৭/১৯৯৬) হা/১৭০৪, ১৭১০, সনদ ছহীহ।
৫১২. দারাকুৎনী হা/১৭১২, ১৭১৪ ‘ঈদায়েন’ অধ্যায়, সনদ হাসান; বায়হাক্বী ২/২৮৫ পৃঃ। ইবনু মাজাহ হা/১২৭৮ ‘হাসান ছহীহ’; আবূদাঊদ হা/১০২০; ইবনু মাজাহ হা/১০৬৩।

অর্থ : ‘আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া কোন মা‘বূদ নেই। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য’।[৫১৩]

ইবনু ‘উমার (রাঃ) বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ ثُمَّ رَجَعَ فِي طَرِيقٍ آخَرَ. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের দিন এক রাস্তা দিয়ে ঈদগাহে যেতেন এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসতেন।[৫১৪]

৬. জানাযার ছালাত

মৃত ব্যক্তির পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা সওয়াবের কাজ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি তার কোন মুমিন ভাইয়ের বিপদে সান্তনা প্রদান করল, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন সবুজ রেশমের ঈর্ষণীয় জামা পরিধান করাবেন’।[৫১৫]

প্রত্যেক মুসলিমের উপর জানাযার ছালাত ‘ফরযে কিফায়াহ’। অর্থাৎ মুসলমানদের কেউ জানাযা পড়লে উক্ত ফরয আদায় হয়ে যাবে। অন্যথায় না পড়লে সবাই দায়ী হবে। এক মুমিনের উপর আরেক মুমিনের অধিকার হ’ল কেউ মারা গেলে তার জানাযার ছালাতে অংশগ্রহণ করা’।[৫১৬]

১. জানাযার ছালাত আদায় করার নিয়ম :

(১) জামা‘আত সহকারে চার তাকবীরে ছালাত আদায় করা (২) কমপক্ষে তিনটি কাতার হওয়া (৩) ইমাম বা একাকী মুছল্লীর জন্য পুরুষের মাথা ও মেয়েদের কোমর বরাবর দাঁড়ানো (৪) ফাতিহা ব্যতীত অন্য একটি সূরা পাঠ করা (৫) দরূদ পাঠ করা (৬) মাইয়েতের জন্য খালিছ অন্তরে দো‘আ করা (৭) সালাম ফিরানো (৮) ছালাত শেষে জানাযা উঠানো পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা।[৫১৭]

৫১৩. ইবনু আবী শায়বা, সনদ ছহীহ; যাদুল মা‘আদ ১/৪৩৩।
৫১৪. আবূদাঊদ হা/১১৫৬; হাকিম হা/১০৯৮, ‘ঈদায়নের ছালাত’ অনুচ্ছেদ-৪৩৬।
৫১৫. তালখীছ পৃঃ ৭০; বায়হাক্বী, মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, হাদীছ হাসান; ইরওয়া হা/৭৬৪।
৫১৬. নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪০৬০।
৫১৭. ইবনুন নাজ্জার আল-ফুতূহী, শারহুল মুনতাহা (বৈরূত : দার খিযর ১৪১৯/১৯৯৮) ৩/৫৫-৬৭; নাসাঈ হা/১৯৮৭, ৮৯। ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃষ্ঠা-২১৩।

ইমামের পিছনে কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলিয়ে কাতার দিবে।[৫১৮] এ সময় জামার হাতাগুলো খুলে দিবে ও টাখনুর উপরে কাপড় রাখবে।[৫১৯] জুতা-স্যাণ্ডেল খোলার প্রয়োজন নেই। যদি তাতে নাপাকী থাকে, তবে তা মাটিতে ঘষে নিলেই যথেষ্ট হবে।[৫২০]

২. জানাযার দো'আ সমূহ :

(১) অনেকগুলি দো'আর মধ্যে নিচের দো'আটি প্রসিদ্ধ ও পরিচিত।

(١) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا ، اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلاَمِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ ، اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মাগ্‌ফির লিহাইয়িনা ওয়া মাইয়িতিনা ওয়া শা-হিদিনা ওয়া গা-য়িবিনা ওয়া ছাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উন্‌ছা-না। আল্লা-হুম্মা মান আহ্‌ইয়াইতাহূ মিন্না ফাআহ্‌য়িহী 'আলাল ইসলাম, ওয়া মান তাওয়াফ্‌ফায়তাহূ মিন্না ফাতাওফ্‌ফাহূ 'আলাল ঈমান। আল্লা-হুম্মা লা তাহ্‌রিমনা আজরাহূ ওয়া লা তাফ্‌তিন্না বা'দাহূ। আল্লা-হুম্মাগ্‌ফির লাহূ ওয়ারহাম্‌হু, ইন্নাকা আন্‌তাল গাফুরুর রাহীম।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত এবং উপস্থিত-অনুপস্থিত আমাদের ছোট ও বড়, পুরুষ ও নারী সকলকে আপনি ক্ষমা করুন। যাকে আপনি বাঁচিয়ে রাখবেন, তাকে ইসলামের উপরে বাঁচিয়ে রাখুন এবং যাকে মারতে চান, তাকে ঈমানের হালতে মৃত্যু দান করুন। হে আল্লাহ! এই মাইয়েতের (জন্য দো'আ করার) উত্তম প্রতিদান হ'তে আপনি আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না এবং তার পরে আমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলবেন না'।[৫২১]

---

৫১৮. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৫২, ৫৭, ৫৮; আবুদাউদ হা/৬৬২।

৫১৯. বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১৪, 'পোষাক' অধ্যায়-২২।

৫২০. আবূদাঊদ হা/৩৮৫-৮৭; তিরমিযী, মিশকাত হা/৫০৩; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ-২১৪।

৫২১. আহমাদ, আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৬৭৫; ইবনু মাজাহ হা/১৪৯৮।

'হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করো এবং তার প্রতি দয়া করো। তুমি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।[৫২২]

(২) আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দো'আ যা প্রথমটির সাথে যোগ করে পড়া যায় বিশেষভাবে মাইয়েতের উদ্দেশ্যে।

(٢) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মাগ্‌ফির লাহূ ওয়ারহাম্‌হু ওয়া 'আ-ফিহি ওয়া'ফু 'আন্‌হু ওয়া আকরিম নুযুলাহূ ওয়া ওয়াস্‌সি' মুদ্‌খালাহূ; ওয়াগ্‌সিলহু বিলমা-এ ওয়াছ্‌ছালজি ওয়াল বারাদি; ওয়া নাক্বক্বিহি মিনাল খাত্বাইয়া কামা ইউনাক্বক্বাছ্‌ ছাওবুল আবইয়াযু মিনাদ্‌ দানাসি; ওয়া আবদিলহু দা-রান খায়রাম মিন দা-রিহী ওয়া আহ্‌লান খায়রাম মিন আহলিহী ওয়া যাওজান খায়রাম মিন যাওজিহী; ওয়া আদখিল্‌হুল জান্নাতা ওয়া আ'ইয্‌হু মিন 'ধাযা-বিল ক্বাবরি ওয়া মিন 'আযা-বিন না-রি।*

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি এই মাইয়াতকে ক্ষমা করুন। তাকে অনুগ্রহ করুন। তাকে নিরাপদে রাখুন এবং তার গোনাহ মাফ করুন। আপনি তাকে সম্মানজনক আতিথেয়তা প্রদান করুন। তার বাসস্থান প্রশস্ত করুন। আপনি তাকে পানি দ্বারা, বরফ দ্বারা ও শিশির দ্বারা ধৌত করুন এবং তাকে পাপ হ'তে এমনভাবে মুক্ত করুন, যেমনভাবে সাদা কাপড় ময়লা হ'তে ছাফ করা হয়। আপনি তাকে দুনিয়ার গৃহের বদলে উত্তম গৃহ দান করুন। তার দুনিয়ার পরিবারের চাইতে উত্তম পরিবার এবং দুনিয়ার জোড়ার চাইতে উত্তম জোড়া

---

৫২২. আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৬৭৭।

দান করুন। তাকে আপনি জান্নাতে দাখিল করুন এবং তাকে কবরের আযাব হ’তে ও জাহান্নামের আযাব হ’তে রক্ষা করুন’।[৫২৩]

(৩) মাইয়েত শিশু হ’লে সূরা ফাতিহা, দরূদ ও জানাযার ১ম দো‘আটি পাঠের পর নিম্নোক্ত দো‘আ পড়বে-

(৩) أَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفاً وَّفَرَطاً وَّذُخْرًا وَّأَجْرًا.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মাজ‘আলহু লানা সালাফাওঁ ওয়া ফারাত্বাওঁ ওয়া যুখ্‌রাওঁ ওয়া আজরান*। *‘লানা’*-এর সাথে *‘ওয়া লি আবাওয়াইহি’* (এবং তার পিতামাতার জন্য) যোগ করে বলা যেতে পারে।[৫২৪]

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! আপনি এই শিশুকে আমাদের জন্য (এবং তার পিতামাতার জন্য) পূর্বগামী, অগ্রগামী এবং আখিরাতের পুঁজি ও পুরস্কার হিসাবে গণ্য করুন’![৫২৫]

৩. জানাযার ছালাতের ফযীলত : (১) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ. ‘যখন তোমরা জানাযার ছালাত আদায় করবে, তখন মাইয়াতের জন্য খালিছ অন্তরে দো‘আ করবে’।[৫২৬]

(২) আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ. ‘যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় কোন মুসলমানের জানাযায় গেল এবং জানাযার পড়া পর্যন্ত থাকল, অতঃপর তাকে

৫২৩. মুসলিম হা/২২৩৪, মিশকাত হা/১৬৫৫।
৫২৪. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৭৪।
৫২৫. বুখারী তা‘লীক্ব ১/১৭৮, হা/১৩৩৫; মিশকাত হা/১৬৯০; মির‘আত ৫/৪২৩। ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃষ্ঠা ২১৮-২২১।
৫২৬. আবূদাঊদ হা/৩১৯৯; ইবনু মাজাহ হ/১৪৯৭; মিশকাত হা/১৬৭৪।

দাফন করল, সে দু’ক্বিরাত নেকী নিয়ে বাড়ী ফিরল। আর প্রত্যেক ক্বিরাত হচ্ছে ওহূদ পাহাড় সমপরিমাণ। তারপর যে ব্যক্তি জানাযার ছালাত আদায় করল, অতঃপর দাফন করার পূর্বে বাড়ী ফিরল, সে এক ক্বিরাত নেকী নিয়ে বাড়ী প্রত্যাবর্তন করল’।[৫২৭]

(৩) মৃত ব্যক্তির চোখ দু’টি বন্ধ করে দিতে হয়[৫২৮] এবং সারা দেহ ও মুখমণ্ডল কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।[৫২৯] তবে (হজ্জ ও ওমরাহ কালে) ‘মুহরিম’ ব্যক্তির মুখ ও মাথা খোলা থাকবে। কেননা তিনি ক্বিয়ামতের দিন ‘তালবিয়া’ পাঠ করতে করতে উঠবেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ ، وَلاَ تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. ‘তাকে বরই পাতার গরম পানি দিয়ে গোসল দাও। দু’টি কাপড় দিয়ে কাফন দাও। তার গায়ে সুগন্ধি লাগিও না, তার মাথাও ঢেক না। কেননা তাকে ক্বিয়ামতের দিন ‘তালবিয়া’ পাঠ অবস্থায় উঠানো হবে’।[৫৩০]

(৪) মৃতের মাগফিরাতের জন্য দো‘আ করা ও তার সদগুণাবলী বর্ণনা করা উচিত। কেননা তাতে ফেরেশতাগণ ‘আমীন’ বলেন ও তার জন্য ওগুলি ওয়াজিব হয়ে যায়’। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়’।[৫৩১] একটি বর্ণনায় এসেছে যে, ৪, ৩ এমনকি ২ জন নেককার মুমিন ব্যক্তিও যদি মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে উত্তম সাক্ষ্য দেয়, তাতেই তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।[৫৩২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘কোন মুসলমান মারা গেলে তার নিকটতম প্রতিবেশীদের চারজন যদি তার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, তারা তার সম্পর্কে ভাল ব্যতীত কিছুই জানে না, তাহ’লে আল্লাহ বলেন, আমি তোমাদের সাক্ষ্য কবূল করলাম এবং আমি তার ঐসব গোনাহ মাফ করে দিলাম, যেগুলি তোমরা জানো না’।[৫৩৩]

৫২৭. বুখারী হা/৪৭; নাসাঈ হা/৩০৩২; মিশকাত হা/ ১৬৫১; আহমাদ হা/৯৫৪৬।
৫২৮. মুসলিম, মিশকাত হা/১৬১৯।
৫২৯. মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১৬২০।
৫৩০. মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৩৭; নাসাঈ হা/২৮৫৩; ইবনু মাজাহ হা/৩০৮৪।
৫৩১. মুসলিম হা/২২০০, ‘জানায়েয’ অধ্যায়-১১, মিশকাত হা/১৬১৭, ১৯; তালখীছ ১৩, ২৫ পৃঃ।
৫৩২. বুখারী, মিশকাত হা/১৬৬৩, ‘জানায়েয’ অধ্যায়-৫, তালখীছ পৃষ্ঠা-২৫।
৫৩৩. ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৫১৫; তালখীছ ২৬ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃষ্ঠা-২২৪।

(৫) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুসলিম মাইয়েতকে গোসল করালো। অতঃপর তার গোপনীয়তাসমূহ গোপন রাখলো, আল্লাহ তাকে চল্লিশ বার ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি মাইয়েতের জন্য কবর খনন করল, অতঃপর দাফন শেষে তা ঢেকে দিল, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত পুরস্কার দিবেন জান্নাতের একটি বাড়ীর সমপরিমাণ, যেখানে আল্লাহ তাকে রাখবেন। যে ব্যক্তি মাইয়েতকে কাফন পরাবে, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের মিহি ও মোটা রেশমের পোষাক পরাবেন'।[৫৩৪]

চ. ইশরাক্ব বা চাশতের ছালাত

শুরূক্ব অর্থ উদিত হওয়া। 'ইশরাক্ব' অর্থ চমকিত হওয়া। 'যোহা' অর্থ সূর্য গরম হওয়া। এই ছালাত সূর্যোদয়ের পরপরই প্রথম প্রহরের শুরুতে পড়লে একে 'ছালাতুল ইশরাক্ব' বলা হয় এবং কিছু পরে দ্বিপ্রহরের পূর্বে পড়লে তাকে 'ছালাতুল যোহা' বা চাশতের ছালাত বলা হয়। এই ছালাত বাড়ীতে পড়া মুস্তাহাব। এটি সর্বদা পড়া এবং আবশ্যিক গণ্য করা ঠিক নয়। কেননা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কখনও পড়তেন, কখনো ছাড়তেন *(মির'আত)*।[৫৩৫]

১. চাশতের ছালাতের নিয়ম :

চাশতের ছালাত দু'রাকা'আত আদায় করাই যথেষ্ট।[৫৩৬] তবে রাসূল (ছাঃ) ২, ৪, ৬, ও ৮ রাকা'আত ছালাত আদায় করেছেন। যা প্রতি দু'রাকা'আত অন্তর অন্তর সালাম ফিরিয়েছেন।[৫৩৭]

২. চাশতের ছালাতের ফযীলত :

(১) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ. 'যে ব্যক্তি

৫৩৪. বায়হাক্বী ৩/৩৯৫; ত্বাবারাণী, ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৪৯২, সনদ ছহীহ; তালখীছ, পৃষ্ঠা-৩১। ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃষ্ঠা-২২৬।
৫৩৫. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃষ্ঠা-২৫৪।
৫৩৬. আবূদাঊদ হা/৫২৪২; মিশকাত হা/১৩১৫।
৫৩৭. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃষ্ঠা-২৫৫।

ফজরের ছালাত জামা'আতের সাথে পড়েছে, অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে আল্লাহ্র যিকির করে, অতঃপর দু'রাক'আত নফল ছালাত পড়ে, তার জন্য হজ্জ ও ওমরাহর ছওয়াবের ন্যায় ছওয়াব আছে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'পূর্ণ, পূর্ণ, পূর্ণ (পূর্ণ হজ্জ ও ওমরাহর)'।[৫৩৮]

(২) আবূ যার গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى. 'প্রভাত হওয়া মাত্রই তোমাদের প্রত্যেকের প্রত্যেক গ্রন্থির জন্যই একটি ছাদাক্বাহ করা আবশ্যক হয়। তবে তোমাদের প্রত্যেক তাসবীহ একটি ছাদাক্বাহ, প্রত্যেক তাহমীদ একটি ছাদাক্বাহ, প্রত্যেক তাহলীল একটি ছাদাক্বাহ, প্রত্যেক তাকবীর একটি ছাদাক্বাহ এবং সৎ কাজের আদেশ একটি ছাদাক্বাহ এবং অসৎ কাজে নিষেধও ছাদাক্বাহ বিশেষ। অবশ্যই চাশতের সময়ে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করা এগুলির পরিবর্তে যথেষ্ট'।[৫৩৯]

(৩) বুরায়দা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, يَقُولُ فِي الْإِنْسَانِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ مَفْصِلًا، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ، 'মানুষের মধ্যে তিনশত ষাটটি গ্রন্থি আছে। সুতরাং তার পক্ষে প্রত্যেক গ্রন্থির পরিবর্তে একটি ছাদাক্বাহ করা আবশ্যক'। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র নবী! এ সাধ্য কার আছে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উত্তর করলেন, النُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا، وَالشَّيْءُ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُكَ. 'মসজিদে থুথু দেখলে তা মুছে দাও এবং কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তায় দেখলে তা দূর করে দাও। এটাই হবে তোমার জন্য ছাদাক্বাহ। যদি এই কাজগুলি করার সুযোগ না পাও, তবে চাশতের দু'রাক'আত ছালাত তোমার জন্য যথেষ্ট হবে'।[৫৪০]

৫৩৮. তিরমিযী, মিশকাত হা/৯৭১।
৫৩৯. মুসলিম, মিশকাত হা/১৩১১।
৫৪০. আবূদাঊদ হা/৫২৪২; মিশকাত হা/১৩১৫।

ছ. ছালাতুল ইস্তিস্ক্বা

ইস্তিস্ক্বা অর্থ পান করার জন্য পানি প্রার্থনা করা। খরা ও অনাবৃষ্টির সময় বিশেষ পদ্ধতিতে ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকটে পানি প্রার্থনা করাকে 'ছালাতুল ইস্তিস্ক্বা' বলা হয়। ৬ষ্ঠ হিজরীর রামাযান মাসে সর্বপথম মদীনায় ইস্তিস্ক্বার ছালাতের প্রবর্তন হয়।[৫৪১]

১. ইস্তিস্ক্বা ছালাত আদায়ের পদ্ধতি :

ছালাতের পূর্বে ইমাম দাঁড়িয়ে প্রথমে *'আল্লা-হু আকবর, আলহামদু লিল্লা-হি রাব্বিল 'আলামীন ওয়াছ ছালাতু ওয়াসসালামু 'আলা রাসূলিহিল কারীম'* বলে আল্লাহ্র প্রশংসা ও রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ শেষে মুছল্লীদের প্রতি ইস্তিস্ক্বার গুরুত্ব সম্পর্কে ঈমান বর্ধক উপদেশসহ সংক্ষিপ্ত খুৎবা দিবেন।[৫৪২] অতঃপর ইমাম ও মুক্তাদী সকলে ক্বিবলামুখী দাঁড়িয়ে স্ব স্ব চাদর উল্টাবে। অর্থাৎ চাদরের নীচের অংশ উপরের দিকে উল্টে নিবেন এবং চাদরের ডান পাশ বাম কাঁধে ও বাম পাশ ডান কাঁধে রাখবে। অতঃপর দু'হাত উপুড় অবস্থায় সোজাভাবে চেহারা বরাবর উঁচু রাখবে, যেন বগল খুলে যায়।[৫৪৩] অতঃপর ঈদের ছালাতের ন্যায় আযান ও ইক্বামত ছাড়াই জামা'আত সহ দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে।[৫৪৪] ইমাম সরবে ক্বিরাআত করবেন। প্রথম রাক'আতে সূরা আ'লা ও দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা গাশিয়াহ অথবা অন্য যে কোন সূরা পড়বেন।[৫৪৫]

১. ইস্তিস্ক্বা ছালাতের দো'আ সমূহ :

(١) أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ، أَللّٰهُمَّ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَّبَلاَغًا إِلَى حِيْنٍ.

---

৫৪১. মির'আত ৫/১৭০। ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃষ্ঠা-২৫৭।

৫৪২. আবূদাঊদ হা/১১৬৫, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে; বুখারী হা/১০২২ 'দাঁড়িয়ে ইস্তিস্ক্বার দো'আ পাঠ' অনুচ্ছেদ-১৫; মির'আত ৫/১৮৯।

৫৪৩. আবূদাঊদ হা/১১৬৪, ৬৮; ঐ, মিশকাত হা/১৫০৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৬১; মির'আত ৫/১৭৬।

৫৪৪. আবূদাঊদ হা/১১৬১, ৬৫; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৯৭; মির'আত ৫/১৭৯।

৫৪৫. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃষ্ঠা-২৫৮।

(১) উচ্চারণ : *আলহামদুলিল্লা-হি রাব্বিল 'আ-লামীন, আররাহমা-নির রাহীম, মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন। লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ইয়াফ'আলু মা ইউরীদু। আল্লা-হুম্মা আন্তাল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা। আন্তাল গানিইয়ু ওয়া নাহনুল ফুক্বারা-উ। আন্যিল 'আলায়নাল গায়ছা ওয়াজ'আল মা আন্যালতা লানা কূউওয়াতাঁও ওয়া বালা-গান ইলা হীন।*

অর্থ : 'সকল প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহ্র জন্য। যিনি করুণাময় ও কৃপানিধান। যিনি বিচার দিবসের মালিক। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি যা ইচ্ছা তাই-ই করেন। হে প্রভু! আপনি আল্লাহ। আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আপনি মুখাপেক্ষীহীন ও আমরা সবাই মুখাপেক্ষী। আমাদের উপরে আপনি বৃষ্টি বর্ষণ করুন! যে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, তা যেন আমাদের জন্য শক্তির কারণ হয় এবং দীর্ঘ মেয়াদী কল্যাণ লাভে সহায়ক হয়'।[৫৪৬]

(٢) أَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهِيْمَتَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ.

(২) উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মাস্ক্বি 'ইবা-দাকা ওয়া বাহীমাতাকা ওয়ানশুর রাহ্মাতাকা ওয়া আহ্য়ি বালাদাকাল মাইয়িতা।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনি পান করান আপনার বান্দাদেরকে ও জীবজন্তু সমূহকে এবং আপনার রহমত ছড়িয়ে দিন ও আপনার মৃত জনপদকে পুনর্জীবিত করুন'।[৫৪৭]

(٣) أَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيْثًا مَّرِيْئًا مَّرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ.

(৩) উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মাসক্বিনা গায়ছাম মুগীছাম মারীআম মারী'আ, না-ফি'আন গায়রা যা-র্রিন 'আ-জিলান গায়রা আ-জিলিন।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এমন বৃষ্টি দান করুন, যা চাহিদা পূরণকারী, পিপাসা নিবারণকারী ও শস্য উৎপাদনকারী। যা ক্ষতিকর নয় বরং উপকারী এবং যা দেরীতে নয় বরং দ্রুত আগমনকারী'।[৫৪৮]

---

৫৪৬. আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৫০৮, 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'ইস্তিস্কা' অনুচ্ছেদ-৫২।

৫৪৭. মুওয়াত্ত্বা, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৫০৬ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'ইস্তিস্ক্বা' অনুচ্ছেদ-৫২।

৫৪৮. আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৫০৭।

এই সময় বৃষ্টি দেখলে বলবে, أَللّٰهُمَّ صَيِّباً نَافِعاً. *(আল্লা-হুম্মা ছাইয়িবান না-ফি'আন)* অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ করুন'।[৫৪৯] বৃষ্টিতে চাদর ভিজিয়ে আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত মনে করে আগ্রহের সাথে তা বরণ করে নিতে হবে।[৫৫০]

জীবিত কোন মুত্তাক্বী পরহেযগার ব্যক্তির মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিকটে বৃষ্টি প্রার্থনা করা যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে তাঁর চাচা আব্বাস (রাঃ)-এর মাধ্যমে ওমর (রাঃ) বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন।[৫৫১] ইস্তিস্ক্বার খুৎবা সাধারণ খুৎবার মত নয়। এটির সবটুকুই কেবল আকুতিভরা দো'আ আর তাকবীর মাত্র।[৫৫২] তবে মৃত ব্যক্তি, পীর, ফকীর, মাজার ইত্যাদির মাধ্যমে প্রার্থনা করা শিরক।[৫৫৩]

৩. ইস্তিস্ক্বা ছালাতের ফযীলত : হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, লোকজন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে অনাবৃষ্টির কষ্টের কথা নিবেদন করলে তিনি ঈদগাহে মিম্বার আনার নির্দেশ দিলেন। নির্দিষ্ট দিনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূর্যকিরণ দেখা দেবার সাথে সাথে ঈদগাহে চলে গেলেন। মিম্বারে আরোহণ করে তাকবীর দিলেন। আল্লাহ্‌র গুণকীর্তন বর্ণনা করে বললেন, 'তোমরা তোমাদের শহরের আকাল, সময় মতো বৃষ্টি না হবার অভিযোগ করেছ। আল্লাহ তা'আলা এখন তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন। তোমরা তার কাছে দো'আ করো। তিনি তোমাদের দো'আ কবূল করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। তারপর তিনি বললেন, أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ، أَللّٰهمّ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلاَغًا إِلَى حِيْنٍ. 'এরপর তিনি তার দু'হাত উঠালেন। এত উঠালেন যে, তার বগলের উজ্জ্বলতা দেখা গেল। তারপর তিনি জনগণের দিকে পিঠ ফিরিয়ে নিজের চাদর ঘুরিয়ে নিলেন। তখনো তার দু হাত ছিল উঠানো। আবার লোকজনের দিকে মুখ ফিরালেন এবং মিম্বার হ'তে নেমে গেলেন।

৫৪৯. বুখারী হা/১০৩২, মিশকাত হা/১৫০০।
৫৫০. মুসলিম, মিশকাত হা/১৫০১।
৫৫১. বুখারী হা/১০১০, মিশকাত হা/১৫০৯।
৫৫২. আবুদাঊদ হা/১১৬৫।
৫৫৩. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃষ্ঠা-২৬০।

দু'রাকা'আত ছালাত আদায় করলেন। আল্লাহ তা'আলা তখন মেঘের ব্যবস্থা করলেন। মেঘের গর্জন শুরু হলো। বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। অতঃপর আল্লাহ্‌র নির্দেশে বর্ষণ শুরু হলো। তিনি তাঁর মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বেই বৃষ্টির ঢল নেমে গেল। এ সময় তিনি মানুষদেরকে বৃষ্টি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য দৌড়াতে দেখে হেসে ফেললেন। এতে তাঁর সামনের দাঁতগুলো দৃষ্টিগোচর হ'তে থাকল। তখন তিনি বললেন, أَشْهَدُ أَنَّ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَأَنِّيْ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ. অর্থাৎ, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। আর আমি আরো সাক্ষী দিচ্ছি যে, আমি তাঁর বান্দা ও রাসূল'।[৫৫৪]

(২) বৃষ্টি বর্ষনের সময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা দো'আ কবূল করে থাকেন। সাহল বিন সা'দ মারফূ রূপে বর্ণনা করেছেন যে, ثِنْتَانِ لاَ تُرَدَّانِ: الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ وَتَحْتَ الْمَطَرِ. 'দু'টি সময়ে দো'আ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না- **এক.** আযানের সময়, **দুই.** বৃষ্টি বর্ষণের সময়'।[৫৫৫]

জ. সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের ছালাত

সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ কালে যে নফল ছালাত আদায় করা হয়, তাকে ছালাতুল কুসূফ ও খুসূফ বলা হয়। 'কুসূফ' ও 'খুসূফ'-এর ছালাত আদায়ের মাধ্যমে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের ক্ষতিকর প্রভাব হ'তে আল্লাহ্‌র নিকটে পানাহ চাওয়া হয়। এই ছালাতের উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে নয়, বরং আল্লাহ্‌কে ভয় করা উচিৎ। আল্লাহ বলেন, لاَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. 'তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও না। বরং সিজদা করো আল্লাহ্‌কে, যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন। যদি তোমরা সত্যিকার অর্থে তাঁরই ইবাদত করে থাক' *(ফুছছিলাত ৪১/৩৭)*।

সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ আল্লাহ্‌র অপার কুদরতের অন্যতম নিদর্শন। এই গ্রহণ শুরু হ'লে আল্লাহ্‌র প্রতি গভীর আনুগত্য ও ভীতি সহকারে এর ক্ষতি থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে জামা'আতসহ দু'রাক'আত ছালাত দীর্ঘ ক্বিরা'আত ও ক্বিয়াম

৫৫৪. আবূদাঊদ হা/১১৬৫; মিশকাত হা/১৫০৮।
৫৫৫. আবূদাঊদ হা/২৫৪০; ছহীহুল জামে' হা/৩০৭৮।

সহকারে আদায় করতে হয় এবং শেষে খুৎবা দিতে হয়।[৫৫৬] এই ছালাতের বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। যাতে দু'রাক'আত ছালাতে (২+২) ৪টি রুকূ হয় এবং এটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ।[৫৫৭]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সময়ে একবার সূর্য গ্রহণ হ'লে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ছালাত আদায় করেন ও লোকেরাও তাঁর সাথে ছালাত আদায় করে। প্রথমে তিনি ছালাতে দাঁড়ালেন এবং সূরা বাক্বারাহ্র মত দীর্ঘ ক্বিরাআত করলেন। অতঃপর (১) দীর্ঘ রুকূ করলেন। তারপর মাথা তুলে ক্বিরাআত করতে লাগলেন। তবে প্রথম ক্বিরাআতের চেয়ে কিছুটা কম ক্বিরাআত করে (২) রুকূতে গেলেন। এবারের রুকূ প্রথম রুকূর চেয়ে কিছুটা কম হ'ল। তারপর তিনি রুকূ থেকে মাথা তুলে সিজদা করলেন। অতঃপর সিজদা শেষে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং লম্বা ক্বিরাআত করলেন। তবে প্রথমের তুলনায় কিছুটা ছোট। এরপর তিনি (৩) রুকূ করলেন, যা আগের রুকূর চেয়ে কম ছিল। রুকূ থেকে মাথা তুলে পুনরায় ক্বিরাআত করলেন। যা প্রথমের তুলনায় ছোট ছিল। অতঃপর তিনি (৪) রুকূ করলেন ও মাথা তুলে সিজদায় গেলেন। পরিশেষে সালাম ফিরালেন। ইতিমধ্যে সূর্য উজ্জ্বল হয়ে গেল। অতঃপর ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে তিনি খুৎবা দিলেন এবং হামদ ও ছানা শেষে বললেন যে, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি বিশেষ নিদর্শন। কারু মৃত্যু বা জন্মের কারণে এই গ্রহণ হয় না। যখন তোমরা ঐ গ্রহণ দেখবে, তখন আল্লাহ্কে ডাকবে, তাকবীর দিবে, ছালাত আদায় করবে ও ছাদাক্বাহ করবে। ... আল্লাহ্র কসম! আমি যা জানি, তা যদি তোমরা জানতে, তাহ'লে তোমরা অল্প হাসতে ও অধিক ক্রন্দন করতে'।[৫৫৮]
অন্য বর্ণনায় এসেছে, এর মাধ্যমে আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের ভয় দেখিয়ে থাকেন। অতএব যখন তোমরা সূর্য গ্রহণ দেখবে, তখন ভীত হয়ে আল্লাহ্র যিকর, দো'আ ও ইস্তিগফারে ব্রত হবে।[৫৫৯]

৫৫৬. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৮২-৮৩, 'চন্দ্র গ্রহণের ছালাত' অনুচ্ছেদ-৫০।
৫৫৭. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৮০, ৮২, টীকা-আলবানী দ্রঃ পৃষ্ঠা- ১/৪৬৯; মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৮৫। ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃষ্ঠা : ৫৫-৫৬।
৫৫৮. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৮২-৮৪।
৫৫৯. বুখারী হা/১০৬৩; মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৮৫।

ঝ. ছালাতুল ইস্তিখা-রাহ্

আল্লাহ্র নিকট থেকে কল্যাণের ইঙ্গিত প্রার্থনার জন্য যে নফল ছালাত আদায় করা হয়, তাকে 'ছালাতুল ইস্তিখা-রাহ' বলা হয়। আল্লাহ্র নিকট থেকে ইঙ্গিত পাওয়ার জন্য বিশেষভাবে এই ছালাত আদায় করা হয়। ইস্তিখা-রাহর ছালাত আদায় করার পরে মন যেদিকে টানবে, সেভাবেই কাজ করতে হবে। ফরয ছালাত ব্যতীত ইস্তিখা-রাহর নিয়তসহ দু'রাক'আত নফল ছালাত দিনে বা রাতে যেকোন সময়ে পড়া যায়।[৫৬০]
হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে সকল কাজে 'ইস্তিখা-রাহ' শিক্ষা দিতেন, যেভাবে তিনি কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেছেন, তোমদের কেউ যখন কোন কাজের সংকল্প করবে, তখন ফরয ব্যতীত দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে। অতঃপর বলবে-

أَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ ، أَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِىْ. فَاقْدُرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِىْ، فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِىْ بِهِ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বি'ইলমিকা ওয়া আস্তাক্বদিরুকা বি ক্বুদরাতিকা, ওয়া আসআলুকা মিন ফাযলিকাল 'আযীম। ফাইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়া লা আক্বদিরু, ওয়া তা'লামু ওয়া লা আ'লামু, ওয়া আন্তা 'আল্লা-মুল গুয়ূব। আল্লা-হুম্মা ইন কুনতা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা খায়রুল লী ফী দ্বীনী ওয়া মা'আ-শী ওয়া 'আ-ক্বিবাতি আমরী, ফাক্বদুরহু লী ওয়া ইয়াসসিরহু লী; ছুম্মা বা-রিক লী ফীহি। ওয়া ইন কুনতা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা শার্রুল লী ফী দ্বীনী ওয়া মা'আ-শী ওয়া 'আ-*

৫৬০. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃষ্ঠা-২৬৩।

ক্বিবাতি আমরী, ফাছরিফহু 'আন্নী ওয়াছরিফনী 'আনহু, ওয়াক্বদির লিইয়াল খায়রা হায়ছু কা-না, ছুম্মা আরযিনী বিহী।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার জ্ঞানের সাহায্যে কল্যাণের বিষয়টি প্রার্থনা করছি এবং তোমার শক্তির মাধ্যমে (সেটা অর্জন করার) শক্তি প্রার্থনা করছি। আমি তোমার মহান অনুগ্রহ ভিক্ষা চাইছি। কেননা তুমিই ক্ষমতা রাখ। আমি ক্ষমতা রাখি না। তুমিই জানো, আমি জানি না। তুমিই যে অদৃশ্য বিষয় সমূহের মহাজ্ঞানী। হে আল্লাহ! যদি তুমি জানো যে, এ কাজটি আমার জন্য উত্তম হবে আমার দ্বীনের জন্য, আমার জীবিকার জন্য ও আমার পরিণাম ফলের জন্য, তাহ'লে ওটা আমার জন্য নির্ধারিত করে দাও এবং সহজ করে দাও। অতঃপর তাতে আমার জন্য বরকত দান করো। আর যদি তুমি জানো যে, এ কাজটি আমার জন্য মন্দ হবে আমার দ্বীনের জন্য, আমার জীবিকার জন্য ও আমার পরিণাম ফলের জন্য, তাহ'লে এটা আমার থেকে ফিরিয়ে নাও এবং আমাকেও ওটা থেকে ফিরিয়ে রাখো। অতঃপর আমার জন্য মঙ্গল নির্ধারণ করো, যেখানে তা আছে এবং আমাকে তা দ্বারা সন্তুষ্ট করো'।[৫৬১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের মধ্যেই বিশেষ করে সিজদায় এবং শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ ও সালামের মধ্যবর্তী সময়ে বিশেষ দো'আ সমূহ করতেন।[৫৬২]

আর যদি সালাম ফিরানোর পরে উক্ত দো'আ করেন, তাহ'লে বেশী দেরী না করে এবং অহেতুক কোন কথা না বলে সত্বর দু'হাত উঠিয়ে দো'আ করবেন এবং শুরুতে হামদ্ ও দরূদ পাঠ করবেন।[৫৬৩]

ঞ. ছালাতুত্ তাওবাহ

গুনাহকারী অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য বিশেষভাবে যে নফল ছালাত আদায় করে, তাকে 'ছালাতুত তাওবাহ' বলে। আবূ বকর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'কোন লোক যদি গোনাহ করে। অতঃপর উঠে দাঁড়ায় ও পবিত্রতা অর্জন করে এবং দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে। অতঃপর আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে

৫৬১. বুখারী, মিশকাত হা/১৩২৩ 'ঐচ্ছিক ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩৯; আবূদাঊদ হা/১৫৩৮; মির'আত ৪/৩৬২।

৫৬২. মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৪, ৮১৩।

৫৬৩. আবূদাঊদ হা/১৪৮১, ৮৮-৯০; নায়ল ৩/৩৫৪-৫৫; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৫৮; মির'আত ৪/৩৬২, ৬৪। ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃষ্ঠা-২৬৫।

দেন।[৫৬৪] উক্ত ছালাত দুই বা চার রাক'আত ফরয কিংবা নফল, পূর্ণ ওযূ ও সুন্দর রুকূ-সিজদা সহকারে হ'তে হবে।[৫৬৫] তওবার জন্য নিম্নের দো'আটি বিশেষভাবে সিজদায় ও শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বে পাঠ করা উচিত। তবে শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বে সাইয়িদুল ইস্তেগফার তথা দ্বিতীয় দো'আটি পাঠ করা যাবে।[৫৬৬]

১. দো'আ :

(١) أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لآ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَ أَتُوْبُ إِلَيْهِ.

উচ্চারণ : *আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূমু ওয়া আতূবু ইলাইহি*'।

অর্থ : 'আমি আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক। আমি অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁর দিকে ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি'।[৫৬৭]

২. সাইয়িদুল ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দো'আ :

(٢) أَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّىْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَي عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ، فَإِنَّهُ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ.

উচ্চারণ: *আল্লা-হুমা আন্‌তা রাববী লা ইলা-হা ইল্লা আনতা খালাক্বতানী, ওয়া আনা 'আবদুকা ওয়া আনা 'আলা 'আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাস্তাত্বা'তু। আ'উযুবিকা মিন শার্রিমা ছানা'তু। আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়া, ওয়া আবূউ বিযাম্বী, ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্‌তা*'।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রভু। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ এবং আমি তোমার দাস। আমি আমার নিকটে কৃত অঙ্গীকার ও ওয়াদার উপরে সাধ্যমত কায়িম আছি। আমি আমার কৃতকর্মের

৫৬৪. আবূদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, তিরমিযী, হাদীছ হাসান; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৫৯; মিশকাত হা/১৩২৪ 'ঐচ্ছিক ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩৯; আলে ইমরান ৩/১৩৫।

৫৬৫. ত্বাবারাণী কাবীর, আহমাদ হা/২৭৫৮৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৯৮; আত-তারগীব হা/২৩০।

৫৬৬. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃষ্ঠা-২৬২।

৫৬৭. তিরমিযী হা/৩৫৭৭; আবূদাঊদ হা/১৫১৭; মিশকাত হা/২৩৫৩।

অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি। আমার উপরে তোমার অনুগ্রহ স্বীকার করছি এবং আমি আমার গুনাহ স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করো। কেননা তুমি ব্যতীত পাপ ক্ষমা করার কেউ নেই'।[৫৬৮]

ফযীলত : (১) বিলাল ইবনু ইয়াসার ইবনু যায়দ (রাঃ) বলেন, আমার পিতা আমার দাদার মাধ্যমে বলেন, আমার দাদা যায়দ বলেছেন, তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন। 'যে ব্যক্তি বলে أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَ أَتُوْبُ إِلَيْهِ আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন, যদিও সে জিহাদের ময়দান থেকে পলাতক আসামী হয়'।[৫৬৯] অন্যত্র বলেন, 'হে মানুষ! আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। আমিও দৈনিক ১০০ বার ক্ষমা প্রার্থনা করি'।[৫৭০]

(২) শাদ্দাদ ইবনু আওস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,'যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে '*সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার*' দো'আটি দিবসে পাঠ করবে এবং রাতে মারা যাবে, সে জান্নাতী হবে। আবার রাতে পাঠ করবে দিবসে মারা যাবে, সে জান্নাতী হবে'।[৫৭১]

৫৬৮. বুখারী, মিশকাত হা/২৩৩৫ 'ইস্তিগফার ও তওবা' অনুচ্ছেদ।

৫৬৯. তিরমিযী হা/৩৫৭৭; আবূদাঊদ হা/১৫১৭; মিশকাত হা/২৩৫৩।

৫৭০. মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৫ 'ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করা' অনুচ্ছেদ-৪; আহমাদ হা/১৭৮৮০।

৫৭১. বুখারী হা/৬৩০৬; আবূদাঊদ হা/৫০৭০; তিরমিযী হা/৩৩৯৩; মিশকাত হা/২৩৩৫।

বিভিন্ন সূরা ও আয়াত তিলাওয়াতের ফযীলত

১. সূরা বাক্বারাহ তিলাওয়াতের ফযীলত :

(১) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِيْ تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ. 'তোমাদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত করো না। যে ঘরে সূরা বাক্বারাহ পাঠ করা হয়, সে ঘর থেকে শয়তান পালিয়ে যায়'।[৫৭২]

(২) আব্দুল্লাহ ইবনে বুরায়দাহ (রাঃ) তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে বসা ছিলাম। এসময় তাঁকে বলতে শুনেছি, تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ. 'তোমারা সূরা বাক্বারাহ শিক্ষা করো। কেননা, উহা পাঠে কল্যাণ ও বরকত এবং পরিত্যাগে অতিব কষ্ট ও আফসোস রয়েছে। এর এমন শক্তি, যা বাতিলপন্থী যাদুকরদেরও নেই'।[৫৭৩]

(৩) উসাইদ ইবনে হুযাইর (রাঃ) বলেন, 'একদা রাত্রে তিনি সূরা বাক্বারাহ পাঠ করছিলেন। তখন তাঁর ঘোড়াটি তারই পাশে বাঁধা ছিল। হঠাৎ ঘোড়াটি ভীত হয়ে লাফ দিয়ে উঠল এবং ছুটাছুটি শুরু করল। যখন তিলাওয়াত বন্ধ করলেন, তখনই ঘোড়াটি শান্ত হ'ল। আবার তিলাওয়াত শুরু করলেন ঘোড়াটি আগের মত লাফালাফি করল। যখন তিলাওয়াত বন্ধ করলেন ঘোড়াটি শান্ত হ'ল। পুনরায় তিলাওয়াত আরম্ভ করলে ঘোড়াটি আগের মত ছুটাছুটি করতে লাগল। এ সময় তাঁর পুত্র ইয়াহইয়া ঘোড়াটির নিকট ছিল। তার ভয় হচ্ছিল যে, ঘোড়াটি তার পুত্রকে পদদলিত করবে। তখন তিনি পুত্রকে টেনে আনলেন এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছু দেখতে পেলেন। পরদিন সকালে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট রাতের ঘটনা বললেন। সব শুনে নবী (ছাঃ) বললেন, اِقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ اِقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ. 'হে ইবনে

৫৭২. মুসলিম হা/৭৮০; রিয়াযুছ ছালিহীন হা/১০১৮; মিশকাত হা/২১১৯।

৫৭৩. আহমাদ হা/২৩০৯৯; দারেমী হা/৩৩৯১; হাকিম হা/২০৭১; সনদ হাসান।

হুযাইর! তুমি যদি তিলাওয়াত করতে, হে ইবনে হুযাইর! তুমি যদি তিলাওয়াত করতে'। হুযাইর আরয করলেন, আমার ছেলেটি ঘোড়ার নিকট থাকায় আমি ভয় পেয়ে গেলাম যে, ঘোড়াটি তাকে পদদলিত করবে। আর আমি আমার মাথা উপরে উঠাতেই মেঘের মত কিছু দেখলাম, যা আলোর মত ছিল। আমি যখন বাইরে এলাম তখন আর কিছু দেখলাম না। তখন নবী (ছাঃ) বললেন, وَتَدْرِى مَا ذَاكَ. 'তুমি কি জান, তা কি ছিল?' তিনি বললেন, না। তখন নবী (ছাঃ) বললেন, تِلْكَ الْمَلاَئِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لاَ تَتَوَارَى مِنْهُمْ. 'তারা ছিল ফেরেশতামণ্ডলী। তোমার তিলাওয়াত শুনে তোমার কাছে এসেছিল। তুমি যদি সকাল পর্যন্ত তিলাওয়াত করতে তারাও ততক্ষণ পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করত এবং লোকেরা তাদেরকে দেখতে পেত'।[৫৭৪]

২. আয়াতুল কুরসী পাঠের ফযীলত :

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝

উচ্চারণ : *আল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূম। লা তা'খুযুহূ সিনাতুঁ ওয়ালা নাঊম। লাহূ মা ফিস্ সামা-ওয়াতি ওয়ামা ফিল আরয। মান যাল্লাযী ইয়াশফা'উ 'ইন্দাহূ ইল্লা বিইয্‌নিহি। ইয়া'লামু মা বায়না আয়দীহিম ওয়ামা খালফাহুম, ওয়ালা ইউহীতূনা বিশাইয়িম্ মিন 'ইল্মিহী ইল্লা বিমা শা-আ; ওয়াসি'আ কুরসিইয়ুহুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরয; ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা ওয়া হুওয়াল 'আলিইয়ুল 'আযীম।*

৫৭৪. বুখারী হা/৫০১৮; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ' মিশকাত হা/২১১৬; ইবনু হিব্বান হা/৭৭৯; আহমাদ হা/১১৭৬৬; ত্বাবারানী হা/৫৬৬; হাকিম হা/২০৩৫।

অর্থ : 'আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক। কোন তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁকে পাকড়াও করতে পারে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবকিছু তাঁরই মালিকানাধীন। তাঁর হুকুম ব্যতীত এমন কে আছে যে তাঁর নিকটে সুফারিশ করতে পারে? তাদের সম্মুখে ও পিছনে যা কিছু আছে সবকিছুই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসমুদ্র হ'তে তারা কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না, কেবল যতটুকু তিনি দিতে ইচ্ছা করেন। তাঁর কুরসী সমগ্র আসমান ও যমীন পরিবেষ্টন করে আছে। আর সেগুলির তত্ত্বাবধান তাঁকে মোটেই শ্রান্ত করে না। তিনি সর্বোচ্চ ও মহান' *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*।

ফযীলত : (১) আবূ উমামাহ আল বাহিলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ. 'প্রত্যেক ফরয ছালাত শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠকারীর জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য মৃত্যু ব্যতীত আর কোন বাধা থাকে না'।[৫৭৫]

(২) উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِى أَىُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ. 'হে আবুল মুনযির! তুমি কি বলতে পারো, আল্লাহ্‌র কিতাবে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাপূর্ণ আয়াত কোনটি?' জওয়াবে আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি আবারও একই প্রশ্ন করলেন, يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِى أَىُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ. 'আল্লাহ্‌র কিতাবে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাপূর্ণ আয়াত কোনটি?' জওয়াবে আমি বললাম, *'আল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূম'*। এরপর তিনি আমার বুকে হাত মেরে বললেন, وَاللهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ. 'হে আবুল মুনযির! জ্ঞান ও প্রজ্ঞা তোমার জন্য মুবারক হোক'।[৫৭৬]

(৩) আবূ আউয়ূব আনছারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তাঁর খেজুর বাগানে ছোট্ট একটি মাচান ছিল। তিনি তাতে শুকনো খেজুর রাখতেন। রাতে শয়তান জিন

৫৭৫. নাসাঈ কুবরা হা/৯৯২৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৭২; মিশকাত হা/৯৭৪; ছহীহ আত-তারগীব ২/২৬১; ইবনে হিব্বান ছহীহ বলেছেন।

৫৭৬. মুসলিম হা/৮১০; মিশকাত হা/২১২২।

এসে মাচান থেকে খেজুর নিয়ে যেত। তিনি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে নালিশ করলেন। তিনি বললেন, যাও, এটিকে তুমি যখন দেখতে পাবে তখন বলবে *বিসমিল্লা-হ*, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তোমাকে ডেকেছেন। রাবী বললেন, জিন আসতেই তাকে ধরে ফেলেন। সে তখন কসম করে বলল, আর কখনও আমি আসব না। কাজেই তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে আসলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বন্দী কি করেছে? তিনি বললেন, সে শপথ করেছে যে, সে আর কখনো আসবে না। তিনি বললেন, 'সে মিথ্যা বলেছে এবং সে তো মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত'। রাবী বললেন, এরপর তিনি তাকে আবার ধরলেন। এবারও সে শপথ করে বলল যে, সে আর আসবে না। তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে হাযির হ'লে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হে! তোমার বন্দীর কি খবর?' তিনি বললেন, সে কসম করে বলেছে যে, সে আর কখনো আসবে না, এজন্য আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'সে এবারও মিথ্যা বলেছে, আর সে মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত'। রাবী বললেন, তিনি আবার তাকে ধরে ফেলেন এবং বলেন, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে না নিয়ে ছাড়ছি না। সে বলল, আমি আপনাকে একটি বিষয় স্মরণ করাতে চাই। আপনি আপনার ঘরে 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করবেন। তাহ'লে কোন শয়তান বা অন্য কিছু এতে প্রবেশ করতে পারবে না। এবার তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে হাযির হ'লে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বন্দী কি করেছে?' রাবী বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে জিনের বলা সব কথা বললাম। তিনি বললেন, صَدَقَتْ وَهِيَ كَذُوبٌ. 'সে মিথ্যাবাদী হ'লেও একথাটি সত্য বলেছে'।[৫৭৭]

(৪) আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে ফিতরার মাল পাহারায় নিযুক্ত করলেন। এমন সময় আমার নিকট এক ব্যক্তি এসেই অঞ্জলি ভরে খাদ্যশস্য উঠাতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম ও বললাম, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে যাব। সে বলল, আমি একজন অভাবী লোক। আমার অনেক পোষ্য। আমি নিদারুণ কষ্টে আছি। তিনি বলেন, আমি তখন তাকে ছেড়ে দিলাম। ভোরে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-

৫৭৭. তিরমিযী হা/২৮৮০; ইবনে হিববান হা/৭৮১।

এর নিকট গেলাম। রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ. 'হে আবূ হুরায়রা! তোমার হাতে গত রাতে বন্দী লোকটির কী অবস্থা?' আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! বন্দীটি তার নিদারুণ অভাব ও বহু পোষ্যের অভিযোগ করল। তাই আমি তার ওপর দয়া করলাম এবং তাকে ছেড়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন বললেন, أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ. 'শুনো! সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে। সে আবার আসবে'।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর বলার কারণে আমি বুঝলাম, অবশ্যই সে আবার আসবে। আমি তার অপেক্ষায় রইলাম। ঠিক তাই, (পরের রাতে) সে আবার ফিরে এলো। দু'হাতের কোষ ভরে খাদ্যশস্য উঠাতে লাগল এবং আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে নিয়ে যাবো। সে বলল, তুমি আমাকে এবারও ছেড়ে দাও। আমি বড্ড অভাবী মানুষ। আমার পোষ্যও অনেক। আমি আর আসব না। এবারও আমি তার ওপর দয়া করলাম এবং ছেড়ে দিলাম। ভোরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ. 'হে আবূ হুরায়রা! তোমরা বন্দীর খবর কী?' আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে খুবই অভাবী। আবারও বহু পোষ্যের অভিযোগ করল। তাই আমি তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করলাম এবং ছেড়ে দিলাম। রাসূল (ছাঃ) তখন বললেন, أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ. 'শুনো তোমার কাছে সে মিথ্যা বলেছে। আবারও সে আসবে'।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি বুঝলাম, সে আবারও আসবে। তাই আমি তার অপেক্ষায় থেকে তাকে ধরে ফেললাম এবং তাকে বললাম, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে যাব। এটা তিনবারের শেষবার। তুমি ওয়া'দা করেছিলে আর আসবে না। এরপরও তুমি এসেছ। সে বলল, এবারও যদি আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে এমন কয়টি বাক্য শিখিয়ে দেব, যে বাক্যের দ্বারা আল্লাহ তোমার উপকার করবেন। তুমি ঘুমানোর জন্য বিছানায় গেলে আয়াতুল কুরসী পড়বে, '*আল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূম....*। তাহ'লে আল্লাহ্র তরফ থেকে সব সময় তোমার জন্য একজন রক্ষী থাকবে এবং ভোর হওয়া পর্যন্ত তোমার কাছে শয়তান ঘেঁষতে পারবে না।

এবারও আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। ভোরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ. ‘তোমার বন্দীর কী হলো?’ আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে আমাকে এমন কয়টি বাক্য শিখিয়ে দিয়েছে, যার দ্বারা আল্লাহ আমার উপকার করবেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ. ‘এবার সে তোমাকে সত্য বলেছে অথচ সে খুবই মিথ্যুক। তুমি কি জানো, তুমি এ তিন রাত কার সাথে কথা বলেছ, হে আবূ হুরায়রা?’ আমি বললাম, জি-না। তখন তিনি বললেন, ذَاكَ شَيْطَانٌ. ‘এ ছিল একটা শয়তান’।[৫৭৮]

৩. সূরা বাকারাহ'র শেষের তিন আয়াত ও ফযীলত :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ؕ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۸۴﴾ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۗ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿۲۸۵﴾ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۟ وَاغْفِرْ لَنَا ۟ وَارْحَمْنَا ۟ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۸۶﴾

উচ্চারণ : *লিল্লা-হি মা-ফীস সামা-ওয়া-তি ওয়া মা-ফীল আরয, ওয়া ইনতুবদু মা-ফী আনফুসিকুম আওতুখফূহু ইয়ুহাসিবকুম বিহিল্লা-হ, ফাইয়াগফিরু লিমাইয়াশা-উ ওয়া ইয়ু আয্যিবু মাইয়াশা-উ, ওয়াল্লা-হু আ'লা কুল্লি শাইয়িন্*

৫৭৮. বুখারী হা/২৩১১; মিশকাত হা/২১২৩।

কাদীর। আ-মানার রাসূলু বিমা-উনঝিলা ইলাইহি মির্‌রাব্বিহী ওয়াল মু'মিনূন, কুল্লু আ-মানা বিল্লা-হি ওয়া মালায়িকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রাসুলিহী, লা-নুফার্‌রিক্বু বায়না আহাদিম মির্‌রাসুলিহী, ওয়া ক্বালূ সামি'না ওয়া ত্বা'আনা, গুফরানাকা রাব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাছীর। লা ইয়ু কাল্লিফুল্লা-হু নাফসান ইল্লা-উস'আহা লাহা মা-কাসাবাত ওয়া 'আলাইহা মাকতাসাবাত, রাব্বানা লা-তুওয়া খিযনা- ইন্না সীনা- আও আখতানা, রাব্বানা ওয়ালা তাহ্‌মিল 'আলায়না ইছরান কামা হামালতাহূ 'আলাল্লাযীনা মিন ক্বাব্‌লিনা, রাব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মা-লা ত্বা-ক্বাতালানা বিহী, ওয়া'ফু 'আন্না; ওয়াগ্‌ফির লানা; ওয়ারহামনা; আন্‌তা মাওলা-না ফানছুরনা 'আলাল ক্বাওমিল কা-ফিরীন।

অনুবাদ : ১. ‘ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহ্‌র এবং তোমাদের অন্তরে যা রয়েছে তা প্রকাশ করো অথবা গোপন রাখো, আল্লাহ তার হিসাব তোমাদের নিকট হ'তে গ্রহণ করবেন; অতঃপর তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন; আর আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান’ *(বাক্বারাহ ২/২৮৪)*।

২. ‘রাসূলের নিকট তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র উপর, তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর, আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কারু তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকেই শেষ প্রত্যাবর্তনস্থল’ *(বাক্বারাহ ২/২৮৫)*।

৩. ‘কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ তার সাধ্যের অতিরিক্ত কর্তব্য পালনে বাধ্য করেন না; সে যা উপার্জন করেছে তা তারই জন্য এবং যা সে অর্জন করেছে তা তারই উপর বর্তাবে। হে আমাদের প্রভু! আমরা যদি ভুলে যাই অথবা ভুল করি সেজন্য আমাদেরকে অপরাধী করবেন না। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর ভারী ও কঠিন কাজের বোঝা অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর অর্পণ করেছিলে। হে আমাদের প্রভু! আমাদের উপর এমন কঠিন দায়িত্ব দিও না যা সম্পাদন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করো, আমাদের ক্ষমা করো এবং আমাদের প্রতি রহম করো। তুমিই আমাদের প্রভু! সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো’ *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*।

ফযীলত : (১) ‘আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদিন জিব্রীল আমীন (আঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে বসে ছিলেন। এ সময় উপরের দিক হ’তে দরজা খোলার শব্দ তিনি শুনলেন। তিনি উপরের দিকে মাথা উঠালেন এবং বললেন, فَقَالَ هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلاَّ أُعْطِيتَهُ. ‘আসমানের এ দরজাটি আজ খোলা হ’ল। এর আগে আর কখনো তা খোলা হয়নি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এ দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা নামলেন। তখন জিব্রীল (আঃ) বললেন, যে ফেরেশতা আজ জমিনে নামলেন, আজকে ছাড়া আর কখনো তিনি জমিনে নামেননি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তিনি সালাম করলেন। তারপর আমাকে বললেন, আপনি দু’টি নূরের সুসংবাদ গ্রহণ করুন। এটা আপনার আগে আর কোন নবীকে দেয়া হয়নি। আর তাহ’ল সূরা ফাতিহা ও সূরা বাক্বারাহ’র শেষাংশ (শেষ দুই আয়াত)। আপনি এ দু’টি সূরার যে কোন বাক্যই পাঠ করুন না কেন, নিশ্চয়ই আপনাকে তা দেয়া হবে’।[৫৭৯]

(২) নু‘মান ইবনে বাশীর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘আল্লাহ আসমান যমীন সৃষ্টির দুই হাযার বছর পূর্বে একটি কিতাব লিখেছেন। সেই কিতাব থেকে দু’টি আয়াত নাযিল করা হয়েছে। সেই দু’টি আয়াতের মাধ্যমেই সূরা আল-বাক্বারাহ সমাপ্ত করা হয়েছে। যে ঘরে তিন রাত এ দু’টি আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, শয়তান সেই ঘরের সামনে আসতে পারে না’।[৫৮০]

(৩) ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَ بِهِمَا فِى لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ. ‘যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাক্বারাহর শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে তা তার জন্য যথেষ্ঠ হবে’।[৫৮১]

৫৭৯. মুসলিম হা/৮০৬; নাসাঈ হা/৯১২; মিশকাত হা/২১২৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬; আত্ব-ত্বাবারানী হা/১২২৫৫, হাকিম হা/২০৫২, ছহীহ আত-তারগীব হা/১৪৫৬।
৫৮০. তিরমিযী হা/২৮৮২; মিশকাত হা/২১৪৫; আহমাদ হা/১৮৯১১; ছহীহ আত-তারগীব ২/২১৯।
৫৮১. বুখারী হা/৫০৪০; মুসলিম হা/৮০৭; মিশকাত হা/২১২৫।

৪. সূরা আলে ইমরান তিলাওয়াতের ফযীলত : (১) আবূ উমামা বাহিলী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا. ‘তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করবে। কেননা, ক্বিয়ামতের দিন তা তিলাওয়াতকারীদের জন্য সুপারিশকারী হিসাবে উপস্থিত হবে। সুপারিশকারী দু’সমুজ্জ্বল সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান তিলাওয়াত করবে। এ দু’টি সূরা ক্বিয়ামতের দিনে ছায়ার মত উপস্থিত হবে এবং উভয়ের মধ্যে আলো থাকবে। অথবা এ দু’টি সূরা কালো মেঘখণ্ডের ন্যায়। অথবা ডানা বিস্তারকারী দু’টি পাখীর ন্যায় আসবে এবং তিলাওয়াতকারীর পক্ষে সাহায্যকারী হবে।[৫৮২]

(২) মাকহূল (রহঃ) বলেন, مَنْ قَرَأَ سُورَةَ آلِ عِمْرَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ إِلَى اللَّيْلِ. ‘যে ব্যক্তি জুম‘আর দিন সূরা আলে ইমরান তিলাওয়াত করবে, তার জন্য ফেরেশতারা রাত পর্যন্ত রহমতের দো‘আ করতে থাকবে’।[৫৮৩]

৫. সূরা যুমার ও বনী ইসরাইল তিলাওয়াতের ফযীলত :

আবূ লুবাবা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, আয়িশা (রাঃ) বলেছেন, كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ يَنَامُ عَلَى فِرَاشِهِ حَتَّى يَقْرَأَ بَنِى إِسْرَائِيلَ وَالزُّمَرَ. ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা যুমার ও ইসরা পাঠ না করে ঘুমাতেন না’।[৫৮৪]

৬. সূরা কাহাফ তিলাওয়াতের ফযীলত :

(১) আবূ দারদা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ. ‘যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে, দাজ্জালের ফিতনা থেকে সে মুক্তি লাভ করবে’।[৫৮৫]

৫৮২. মুসলিম হা/৮০৪; মিশকাত হা/২১২০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৯৯২।
৫৮৩. দারেমী হা/৩৪৪০; মিশকাত হা/ ২১৭২; সনদ মাওকূফ ছহীহ।
৫৮৪. তিরমিযী হা/২৯২০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৪১; হাকিম হা/৩৬২৫।
৫৮৫. মুসলিম, আবূ দাঊদ, মিশকাত হা/২১২৬; আহমাদ হা/২১৭৬০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৮২।

(২) আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ. 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে সূরা কাহাফ পাঠ করবে, তার ঈমানের নূর এক জুম'আ থেকে আরেক জুম'আ পর্যন্ত বিচ্ছুরিত হ'তে থাকবে'।[৫৮৬]

(৩) বারায়া (রাঃ) বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করছিল। তার ঘোড়া দু'টি পাশে বাঁধা ছিল। এমতাবস্থায় একখণ্ড মেঘ এসে তাদের উপর ছায়া বিস্তার করল। মেঘখণ্ড ক্রমশঃ নিচের দিকে নেমে আসতে লাগল। আর ঘোড়াগুলো ভয়ে লাফালাফি করতে লাগল। ভোরবেলা লোকটি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট ঘটনাটি বলল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ. 'এটা হ'ল বিশেষ প্রশান্তি, যা কুরআন তিলাওয়াতের কারণে নাযিল হয়েছে'।[৫৮৭]

৭. সূরা মুলক ও সাজদাহ তিলাওয়াতের ফযীলত :

(১) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ ثَلاَثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِىَ سُورَةُ تَبَارَكَ الَّذِى بِيَدِهِ الْمُلْكُ. 'কুরআনে ত্রিশ আয়াত সম্বলিত একটি সূরা আছে, যা কোন ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। সেই সূরাটি হ'ল '*তাবারাকাল্লা-যি বিইয়াদিহিল মুলক*'।[৫৮৮]

(২) কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَرَأَ (تَنْزِيلُ) السَّجْدَةَ وَ (تَبَارَكَ الَّذِى بِيَدِهِ الْمُلْكُ) كُتِبَ لَهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا سَبْعُونَ سَيِّئَةً وَرُفِعَ لَهُ بِهَا سَبْعُونَ دَرَجَةً. 'যে ব্যক্তি সূরা সাজদাহ ও সূরা মুলক তিলাওয়াত করে তার জন্য সত্তরটি সওয়াব লিখা হয়, সত্তরটি পাপ মিটিয়ে দেয়া হয় এবং তার জন্য সত্তরটি মর্যাদা সমুন্নত করা হয়'।[৫৮৯]

---

৫৮৬. দারেমী হা/৩৪০৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬৫১; আত-তারগীব হা/৭৩৬; হাকিম হা/৩৩৯২।
৫৮৭. বুখারী হা/৫০১১; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২১১৭।
৫৮৮. তিরমিযী হা/২৮৯১; আবূদাঊদ হা/১৪০০; মিশকাত হা/২১৫৩; সনদ হাসান।
৫৮৯. দারেমী হা/৩৪০৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৮৫-এর নীচে; সনদ হাসান।

(৩) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, سُورَةُ تَبَارَكَ هِيَ الْمَانِعَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. 'সূরা মুলক, তিলাওয়াতকারীকে কবরের আযাব থেকে প্রতিরোধ করবে'।[৫৯০]

(৪) আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, سورة من القرآن ما هي إلا ثلاثون آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة و هي تبارك . 'কুরআনে এমন একটি সূরা রয়েছে, যা তার তিলাওয়াতকারীর জন্য বিতর্ক করবে এমনকি জান্নাতে পৌঁছে দিবে। আর সেটি হ'ল সূরা মুলক'।[৫৯১]

(৫) হযরত জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ (الم تَنْزِيلُ) وَ (تَبَارَكَ الَّذِى بِيَدِهِ الْمُلْكُ). 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ততক্ষণ নিদ্রা যেতেন না, যতক্ষণ না সূরা সাজদাহ ও সূরা মুলক তিলাওয়াত করতেন'।[৫৯২] অন্যান্য সূরার সাথে এ দু'টি সূরা পাঠ করাও তাঁর অভ্যাস্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল *(মিরক্বাত)*।[৫৯৩]

৮. সূরা কা-ফিরূণ তিলাওয়াতের ফযীলত :

সূরা কা-ফিরূণ (ইসলামে অবিশ্বাসীগণ) সূরা-১০৯, মাক্কী :

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ① لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ② وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ③ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ④ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ⑤ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ⑥

উচ্চারণ : *(১) ক্বুল ইয়া আইয়ুহাল কা-ফিরূণ! (২) লা আ'বুদু মা তা'বুদূন (৩) ওয়া লা আন্‌তুম 'আ-বিদূনা মা আ'বুদ (৪) ওয়া লা আনা 'আ-বিদুম মা 'আবাদতুম (৫) ওয়া লা আন্‌তুম 'আ-বিদূনা মা আ'বুদ (৬) লাকুম দ্বীনুকুম ওয়া লিইয়া দ্বীন।*

---

৫৯০. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১৪০; জামি' আছ-ছাগীর হা/৫৯৫৬; সনদ হাসান।
৫৯১. জামি' আছ-ছাগীর হা/৫৯৫৭; ত্বারাবানী হা/৪৯১; আওসাত্ব হা/৩৭৯৬; সনদ হাসান।
৫৯২. তিরমিযী হা/২৮৯২; মিশকাত হা/২১৫৫; দারেমী হা/৩৪০৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৮৫।
৫৯৩. তাফসীরুল কুরআন, ২৯তম পারা; পৃষ্ঠা-১২।

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)

অনুবাদ : (১) আপনি বলুন! হে কাফিরবৃন্দ! (২) আমি ইবাদত করি না তোমরা যাদের ইবাদত করো। (৩) এবং তোমরা ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি। (৪) আমি ইবাদতকারী নই তোমরা যার ইবাদত করো। (৫) এবং তোমরা ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি। (৬) তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন এবং আমার জন্য আমার দ্বীন।

ফযীলত : (১) আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَمَنْ قَرَأَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) عُدِلَتْ لَهُ بِرُبْعِ الْقُرْآنِ وَمَنْ قَرَأَ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) عُدِلَتْ لَهُ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ. ‘যে ব্যক্তি ‘*কুল ইয়া আইয়্যুহাল কা-ফিরূণ*’ (সূরা কা-ফিরূণ) পাঠ করবে তাকে কুরআনের এক-চতুর্থাংশের সমান এবং যে ব্যক্তি ‘*কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ*’ (সূরা ইখলাছ) পাঠ করবে তাকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান ছওয়াব দেয়া হবে’।[৫৯৪]

(২) ফারওয়া বিন নওফেল স্বীয় পিতা হ’তে বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে গেলাম এবং তাঁকে বললাম, নিদ্রাকালে কি বলব তা আমাকে শিক্ষা দিন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, إِقْرَأْ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ. ‘তুমি ‘*কুল ইয়া আইয়্যুহাল কা-ফিরূণ*’ সূরাটি পড়ে ঘুমাবে। কেননা এটি হ’ল শিরক হ’তে মুক্তি ঘোষণার সূরা।[৫৯৫]

(৩) আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, رَمَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعاً وَعِشْرِينَ مَرَّةً أَوْ خَمْساً وَعِشْرِيْنَ مَرَّةً يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ) وَ (قُلَ هُوَ اللهُ أَحَدٌ). ‘আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ফজরের পূর্বে দু’রাক‘আতে এবং মাগরিবের পরের দু’রাক‘আতে সূরা কা-ফিরূণ ও সূরা ইখলাছ ২৪ দিন বা ২৫ দিন যাবত পাঠ করতে দেখেছি’।[৫৯৬]

---

৫৯৪. তিরমিযী হা/ ২৮৯৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৪৭৭; হাসান হাদীছ।

৫৯৫. তিরমিযী হা/৩৪০৩; আবূদাউদ হা/৫০৫৫; আহমাদ হা/২৩৮৫৮; মিশকাত হা/২১৬১; ইবনে হিব্বান হা/৭৯০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮৯৭।

৫৯৬. আহমাদ হা/৫৬৯৯; সনদ ছহীহ।

(৪) উবাই ইবনে কা‘ব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন রাক‘আত বিতরের **১ম** রাক‘আতে সূরা আ‘লা, **২য়** রাক‘আতে সূরা কা-ফিরূণ ও **৩য়** রাক‘আতে সূরা ইখলাছ পাঠ করতেন। ঐসাথে সূরা ফালাক্ব ও নাস পাঠ করতেন’।[৫৯৭]

(৫) আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন, ليس في القرآن أشد غيظا لإبليس منها، لأنها توحيد وبراءة من الشرك– ‘কুরআনে এই সূরাটির চাইতে ইবলীসের জন্য অধিক ক্রোধ উদ্দীপক সূরা আর নেই। কেননা এটি তাওহীদের এবং শিরক মুক্তির সূরা’ *(কুরতুবী)*।[৫৯৮]

(৬) আছমা‘ঈ বলেন, সূরা কা-ফিরূণ ও সূরা ইখলাছ হ’ল শুকনা ঘায়ের খোসা ছাফকারী (المقشقشتان)। কেননা এ দু’টি সূরা (لأنهما تبرئان من النفاق) তার পাঠককে কপটতা হ’তে মুক্ত করে’ *(কুরতুবী)*।[৫৯৯]

৯. সূরা ইখলাছ তিলাওয়াতের ফযীলত :

সূরা ইখলাছ (খালিছ বিশ্বাস) সূরা-১১২, মাক্কী :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ۝١ اَللهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝٤

উচ্চারণ : *(১) কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ (২) আল্লা-হুছ ছামাদ (৩) লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইয়ূলাদ (৪) ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহূ কুফুওয়ান আহাদ।*

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

অনুবাদ : (১) বলুন, তিনি আল্লাহ এক। (২) আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন। (৩) তিনি (কাউকে) জন্ম দেননি এবং তিনি (কারু) জন্মিত নন। (৪) এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

---

৫৯৭. হাকিম ১/৩০৫, আবূদাউদ, দারেমী , মিশকাত হা/১২৬৯, ১২৭২ ‘বিতর’ অনুচ্ছেদ।

৫৯৮. আবূদাউদ, দারেমী , মিশকাত হা/১২৭২।

৫৯৯. তাফসীরুল কুরআন, ৩০তম পারা; (২য় সংস্করণ ২০১৩), পৃষ্ঠা-৫১৬।

ফযীলত : (১) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'জেনে রাখো, (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ. 'সূরা ইখলাছ (গুরুত্ব ও নেকিতে) কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য'।[৬০০]

(২) আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি এক ব্যক্তিকে সূরা ইখলাছ বারবার পড়তে দেখল। তখন ঐ ব্যক্তি পরদিন সকালে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে বিষয়টি পেশ করল। যেন লোকটি সূরাটি পাঠ করাকে খুব কম মনে করছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জওয়াবে তাকে বললেন, وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ. 'যার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি, নিশ্চয়ই এটি এক-তৃতীয়াংশ কুরআনের সমান'।[৬০১]

(৩) আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবাইকে বললেন, 'তোমরা সকলে জমা হও। আমি তোমাদের নিকট এক তৃতীয়াংশ কুরআন পাঠ করব। তখন সবাই জমা হ'ল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বেরিয়ে এসে সূরা ইখলাছ পাঠ করলেন। তারপর ভিতরে গেলেন। তখন আমরা একে অপরকে বলতে লাগলাম, إِنِّيْ أَرَى هَذَا خَبَرًا جَاءَهُ مِنَ السَّمَاءِ 'আমি মনে করি এটি এমন একটি খবর, যা তাঁর নিকট আসমান থেকে এসেছে'। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বেরিয়ে এলেন এবং বললেন, আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম এক তৃতীয়াংশ কুরআন শুনাব। শুনো! إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ 'এ সূরাটিই কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান'।[৬০২]

(৪) হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ছাহাবীকে সেনাপতি করে কোথাও একটি ছোট সেনাদল পাঠান। তিনি সেখানে ছালাতের ইমামতিতে প্রতি ক্বিরাআতের শেষে সূরা ইখলাছ পাঠ করেন। সেনাদল ফিরে এলে তারা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে বিষয়টি উত্থাপন করেন। রাসূল (ছাঃ) তাদের বললেন, 'শুনে দেখো সে কেন এটা করেছিল?' তখন লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করলে উক্ত ছাহাবী বললেন, لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا

---

৬০০. তিরমিযী হা/২৮৯৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৭৮৩; আহমাদ হা/১৭১৪৭; হাসান হাদীছ ।
৬০১. বুখারী হা/ ৫০১৩, ৬৬৪৩, ৭৩৭৪; আবূদাঊদ হা/১৪৬১; নাসাঈ হা/১০০৩।
৬০২. বুখারী হা/৫০১৫; মুসলিম হা/৮১২; ছহীহুল জামি' হা/১৯৭; কুরতুবী হা/৬৫২৪।

'কেননা এটি আল্লাহর গুণাবলী সম্বলিত সূরা। তাই আমি এটা পড়তে ভালবাসি'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أَخْبِرُوْهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ 'ওকে খবর দাও যে, আল্লাহ ওকে ভালবেসেছেন'।[৬০৩]

(৫) আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে অগ্রসর হলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে সূরা ইখলাস পাঠ করতে শুনে বললেন, وَجَبَتْ 'ওয়াজিব হয়ে গেছে'। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কি ওয়াজিব হয়ে গেছে? জওয়াবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, اَلْجَنَّةُ। 'জান্নাত'।[৬০৪]

(৬) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَرَأَ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) حَتَّى يَخْتِمَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ. 'যে ব্যক্তি '*কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ*' (সূরা ইখলাছ) দশবার পাঠ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন'।[৬০৫]

(৭) সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَرَأَ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) عَشْرَ مَرَّاتٍ بُنِيَ لَهُ بِهَا قَصْرٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَرَأَ عِشْرِينَ مَرَّةً بُنِيَ لَهُ بِهَا قَصْرَانِ فِي الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلَاثِيْنَ مَرَّةً بُنِيَ لَهُ بِهَا ثَلَاثَةُ قُصُورٍ فِي الْجَنَّةِ. 'যে ব্যক্তি '*কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ*' (সূরা ইখলাছ) দশবার পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরী করা হবে। যে ব্যক্তি বিশবার পাঠ করবে, তার জন্য দু'টি প্রাসাদ তৈরী করা হবে। আর যে ব্যক্তি ত্রিশবার পাঠ করবে, তার জন্য তিনটি প্রাসাদ তৈরী করা হবে'।[৬০৬]

(৮) হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আনছারদের জনৈক ব্যক্তি ক্বোবা মসজিদে ইমামতি করতেন এবং তিনি প্রতি রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সূরা ইখলাছ পাঠ করতেন। এতে মুছল্লীরা আপত্তি করলে রাসূল (ছাঃ) তাকে এর কারণ

---

৬০৩. বুখারী হা/৭৩৭৫, মুসলিম হা/৮১৩; মিশকাত হা/২১২৯; কুরতুবী হা/ ৬৫২৬।
৬০৪. তিরমিযী হা/ ২৮৯৭; মুয়াত্তা মালিক, নাসাঈ, মিশকাত হা/২১৬০; সনদ ছহীহ।
৬০৫. আহমাদ হা/১৫৬৪৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৮৯; হাসান হাদীছ।
৬০৬. দারেমী হা/৩৪২৯; মিশকাত হা/২১৮৫। বর্ণনাটি মুরসাল ও উত্তম। শায়খ আলবানী বলেন, এই সনদটি ছহীহ এবং রিজাল সিক্বাত, বুখারী ও মুসলিমের রিজাল।

জিজ্ঞেস করেন। তখন তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! إِنِّيْ أُحِبُّهَا ‘আমি একে ভালবাসি’। রাসূল (ছাঃ) বললেন, إِنَّ حُبَّهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ ‘নিশ্চয়ই এর ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে’।[৬০৭] ইবনুল ‘আরাবী বলেন, এটি হ’ল একই সূরা প্রতি রাকা‘আতে পাঠ করার দলিল।[৬০৮]

১০. সূরা ফালাক্ব ও নাস তিলাওয়াতের ফযীলত :

সূরা ফালাক্ব (প্রভাতকাল) সূরা-১১৩, মাদানী :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

উচ্চারণ : *(১) কুল আ‘ঊযু বিরাব্বিল ফালাক্ব (২) মিন্ শার্রি মা খালাক্ব (৩) ওয়া মিন্ শার্রি গা-সিক্বিন ইযা ওয়াক্বাব (৪) ওয়া মিন্ শার্রিন্ নাফ্ফা-ছা-তি ফিল ‘উক্বাদ (৫) ওয়া মিন্ শার্রি হা-সিদিন ইযা হাসাদ।*

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

অনুবাদ : (১) বলুন! আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের প্রতিপালকের। (২) যাবতীয় অনিষ্ট হ’তে, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। (৩) এবং অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট হ’তে, যখন তা আচ্ছন্ন হয়। (৪) গ্রন্থিতে ফুঁকদান কারিণীদের অনিষ্ট হ’তে। (৫) এবং হিংসুকের অনিষ্ট হ’তে যখন সে হিংসা করে।

সূরা নাস (মানব জাতি) সূরা-১১৪, মাদানী :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

৬০৭. তিরমিযী হা/২৯০১, বুখারী তা‘লীক্ব হা/৭৭৪; আলবানী বলেন, হাসান ছহীহ।
৬০৮. তাফসীরুল কুরআন, ৩০তম পারা; (২য় সংস্করণ ২০১৩), পৃষ্ঠা-৫৪৩।

উচ্চারণ : *(১) কুল আ‘ঊযু বিরাব্বিন্না-স (২) মালিকিন্না-স (৩) ইলা-হিন্না-স (৪) মিন্ শার্রিল ওয়াস্ওয়া-সিল খান্না-স (৫) আল্লাযী ইয়ুওয়াস্ভিসু ফী ছুদূরিন্না-স (৬) মিনাল জিনন্নাাতি ওয়ান্না-স।*

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

অনুবাদ : (১) বলুন! আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার। (২) মানুষের অধিপতির। (৩) মানুষের উপাস্যের। (৪) গোপন কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হ’তে। (৫) যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তর সমূহে। (৬) জিনের মধ্য হ’তে ও মানুষের মধ্য।

ফযীলত : (১) আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِّ وَعَيْنِ الإِنْسَانِ حَتَّى نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ فَلَمَّا نَزَلَتَا أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا. ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিন ও ইনসানের নযর লাগা হ’তে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাইতেন। কিন্তু যখন সূরা ফালাক্ব ও নাস নাযিল হ’ল, তখন তিনি সব বাদ দিয়ে কেবল ঐ দু’টি সূরা দ্বারা আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন’।[৬০৯]

(২) হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا (قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ) وَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) وَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ‘আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) প্রতি রাতে যখন বিছানায় যেতেন, তখন দু’হাত একত্রিত করে তাতে সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পড়ে ফুঁক দিতেন। অতঃপর মাথা ও চেহারা থেকে শুরু করে যতদূর সম্ভব দেহে দু’হাত বুলাতেন। এভাবে তিনবার করতেন’।[৬১০]

অন্যত্র তিনি বলেন, أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ

৬০৯. তিরমিযী হা/২০৫৮, মিশকাত হা/৪৫৬৩; সনদ ছহীহ।
৬১০. বুখারী হা/৫০১৭; মুসলিম, মিশকাত হা/২১৩২।

بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الَّذِى تُوُفِّىَ فِيهِ طَفِقْتُ أَنْفِثُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ ، الَّتِي كَانَ يَنْفِثُ ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْهُ . ‘যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অসুখে পড়তেন, তখন সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়ে ফুঁক দিয়ে নিজের দেহে হাত বুলাতেন। কিন্তু যখন ব্যথা ও যন্ত্রণায় অসহ্য হয়ে পড়তেন, তখন আমি তা পাঠ করে তাঁর উপরে ফুঁক দিতাম এবং রাসূল (ছাঃ)-এর হাত তাঁর দেহে বুলিয়ে দিতাম বরকতের আশায়’। মুসলিম-এর বর্ণনায় এসেছে, ‘পরিবারের কেউ পীড়িত হ’লে রাসূল (ছাঃ) তাকে ফালাক্ব ও নাস পড়ে ফুঁক দিতেন’।[৬১১]

(৩) ওক্ববা বিন ‘আমির (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি সূরা হূদ ও সূরা ইউসুফ পাঠ করব? তিনি বললেন, لَنْ تَقْرَأَ شَيْئًا أَبْلَغَ عِنْدَ اللهِ مِنْ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) وَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ). ‘আল্লাহ্‌র নিকটে সূরা ফালাক্ব ও নাস-এর চাইতে সারগর্ভ তুমি কিছুই পড়তে পারো না’।[৬১২]

(৪) ইবনু ‘আয়িশ আল-জুহানী (রাঃ)-কে একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَا ابْنَ عَائِشٍ أَلاَ أَدُلُّكَ أَوْ قَالَ أَلاَ أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ مَا يَتَعَوَّذُ بِهِ الْمُتَعَوِّذُوْنَ؟ قَالَ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ (قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) وَ (قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ) هَاتَيْنِ السُّوْرَتَيْنِ. ‘হে ইবনু ‘আয়িশ! আমি কি তোমাকে আশ্রয়প্রার্থীদের শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা সম্পর্কে খবর দিব না? আর তা হ’ল ফালাক্ব ও নাস এই সূরা দু’টি পাঠ করা’।[৬১৩]

(৫) ওক্ববা বিন ‘আমির (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আমাকে বলেন, ‘হে ওক্বায়িব! আমি কি তোমাকে শ্রেষ্ঠ দু’টি সূরা শিক্ষা দেব না? অতঃপর তিনি আমাকে সূরা ফালাক্ব ও নাস শিক্ষা দিলেন। অতঃপর তিনি ছালাতে

৬১১. বুখারী হা/৫০১৬; মুসলিম হা/২১৯২; মিশকাত হা/১৫৩২ ‘জানায়েয’ অধ্যায়।

৬১২. নাসাঈ হা/৯৫৩; মিশকাত হা/২১৬৪।

৬১৩. নাসাঈ হা/৫৪৩২; আহমাদ হা/১৭৩৩৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১০৪।

ইমামতি করলেন এবং সূরা দু’টি পাঠ করলেন। ছালাত শেষে যাওয়ার সময় আমাকে বললেন, ‘হে ওক্বায়িব! اِقْرَأْ بِهِمَا كُلَّمَا نِمْتَ وَكُلَّمَا قُمْتَ ‘তুমি এ দু’টি সূরা পাঠ করবে যখন ঘুমাতে যাবে ও যখন (তাহাজ্জুদ) ছালাতে দাঁড়াবে’।[৬১৪]

(৬) মু‘আয ইবনু‘ আব্দুল্লাহ ইবনু খুবাইব (রাঃ) হ’তে তার পিতার সূত্রে বলেন, এক বর্ষণমুখর অন্ধকার কালো রাতে আমাদের ছালাত পড়াবার জন্য আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে খুঁজছিলাম। আমরা তাঁকে পেয়ে গেলাম। তিনি বললেন, বলো। আমি কিছুই বললাম না। পুনরায় তিনি বললেন, বলো। আমি কিছুই বললাম না। তিনি আবার বললেন, বলো। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কি বলবো? তিনি বললেন, (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِى وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. ‘তুমি সন্ধ্যায় ও সকালে উপনীত হয়ে তিনবার সূরা ইখলাস, সূরা নাস, সূরা ফালাক্ব পড়বে; এতে তুমি যাবতীয় অনিষ্ট হ’তে রক্ষা পাবে। তবে প্রতিদিন তোমার জন্য দু’বারই যথেষ্ট’।[৬১৫]

(৭) ওক্ববা বিন ‘আমির (রাঃ) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এক সফরে জুহফা ও আবওয়া-র মধ্যবর্তী স্থানে ঝড়-বৃষ্টি ও ঘনঘটাপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে পড়ি। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়তে থাকেন। তিনি আমাকে বললেন, يَا عُقْبَةُ تَعَوَّذْ بِهِمَا، فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا. ‘হে ওক্ববা! এ দু’টি সূরার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাও। কেননা কোন আশ্রয়প্রার্থী আশ্রয় চাইতে পারে না এ দু’টির তুলনায়’।[৬১৬] অন্যত্র তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে প্রতি ছালাতের শেষে সূরা ফালাক্ব ও নাস পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন’।[৬১৭]

৬১৪. আহমাদ হা/১৭৩৩৫; নাসাঈ হা/৫৪৩৭; ছহীহুল জামি‘ হা/৭৯৪৮।

৬১৫. আবূ দাঊদ হা/৫০৮২; তিরমিযী হা/৩৮২৮; নাসাঈ হা/৫৪২৮; হাসান হাদীছ।

৬১৬. আবূদাঊদ হা/১৪৬৩; মিশকাত হা/২১৬২।

৬১৭. তিরমিযী হা/২৯০৩; আহমাদ হা/১৭৪৫৩; আবূদাঊদ হা/১৫২৩; মিশকাত হা/৯৬৯।

কুরআনের কতিপয় আয়াতের জওয়াব

(১) ‘সূরা আ‘লা : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যখন কেহ পড়ে *‘সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ‘লা’*-এর জওয়াবে বলো *‘সুবহা-না রাব্বিয়াল আ‘লা’* অর্থাৎ, ‘আমি আমার উচ্চ মর্যাদাবান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি’।[৬১৮]

(২) সূরা আল-ক্বিয়ামাহ : মূসা ইবনে ‘আবি ‘আয়িশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যখন কেহ পড়ে সূরা ক্বিয়ামাহর শেষ আয়াত أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى তখন জওয়াবে বলো *‘সুবহা-নাকা ফা বালা’* অর্থাৎ, ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, হ্যাঁ তুমি মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম’।[৬১৯]

(৩) সূরা আর রাহমান : জাবির (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) তাঁর কিছু ছাহাবীগণের কাছে এলেন এবং তাদেরকে সূরা আর রাহমানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করে শুনালেন। ছাহাবীগণ চুপ করে শুনলেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘লায়লাতুল জিন্নি’ বা জিনদের সাথে দেখা হবার রাতে যখন জিনদের সামনে সূরা আর রাহমান পাঠ করে শুনাচ্ছিলাম, তখন জিনেরা তোমাদের চেয়ে এর উত্তর ভালো দিয়েছে। যখন *‘ফাবি আইয়্যি আ-লা-ই রাব্বিকুমা-তুকাযযিবা-ন’* পর্যন্ত পৌঁছেছি তখনই জিনেরা জওয়াবে বলেছিল, *‘লা- বিশাইয়িম মিন নি‘আমিকা রাব্বানা নুকাযযিবু ফালাকাল হামদ’* অর্থাৎ, ‘হে আমাদের প্রভু! আমরা তোমার কোন নি‘আমতকেই অস্বীকার করি না, তোমার জন্যই সমস্ত প্রশংসা’।[৬২০]

(৪) সূরা গাশিয়াহ : শুধু গাশিয়াহ সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। বরং কুরআনের যত আয়াতে ক্বিয়ামতের হিসাব সংক্রান্ত আলোচনা আসবে, তার শেষে জওয়াবে বলতে হবে, *‘আল্লা-হুম্মা হা-সিবনী হিসা-বাই ইয়াসীরা’* অর্থাৎ, ‘হে আল্লাহ! আমার নিকট হ’তে সহজ হিসাব নিও’।[৬২১]

---

৬১৮. আহমাদ হা/২০৬৬; আবূদাঊদ হা/৮৮৩, মিশকাত হা/৮৫৯।

৬১৯. বায়হাক্বী হা/৩৫০৭; আবূদাঊদ হা/৮৮৪, ‘ছালাতে দো‘আ’ অনুচ্ছেদ-১৫৪।

৬২০. তিরমিযী হা/৩২৯১; মিশকাত হা/৮৬১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১৫০; হাসান হাদীছ।

৬২১. আহমাদ হা/২৪২৬১; মিশকাত হা/৫৫৬২; হাদীছ হাসান।

আল্লাহ্র সুন্দরতম ৯৯টি নাম মুখস্থ করার ফযীলত

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ‘আল্লাহ্র জন্য সুন্দর নামসমূহ রয়েছে। সেসব নামেই তোমরা তাঁকে ডাক..’ *(আ‘রাফ ৭/১৮০)*। ৯৯টি নাম মুখস্থ রাখা আবশ্যক।

---

(١٠) هُوَ اللهُ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ، الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ،

উচ্চারণ : *হুওয়াল্লা-হুল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়ার্ রাহমা-নুর রাহীমুল মালিকুল কুদ্দূসুস সালামুল মু’মিনুল মুহায়মিনুল ‘আযীযুল জাব্বা-র।*

অর্থ : তিনি (১) ‘আল্লাহ’ যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি (২) পরম করুণাময় (৩) অসীম দয়ালু (৪) অধিপতি (৫) পবিত্র (৬) শান্তি (৭) নিরাপত্তা দানকারী (৮) তত্ত্বাবধানকারী (৯) পরাক্রমশালী (১০) বাধ্যকারী।

---

(٢٠) الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ،

উচ্চারণ : *আলমুতাকাব্বিরুল খা-লিকুল বা-রিউল মুছাওবিরুল গাফ্‌ফা-রুল ক্বাহ্‌হা-রুল ওয়াহ্‌হা-বুর রায্‌যা-কুল ফাত্তা-হুল ‘আলীম।*

অর্থ : (১১) অহংকারের অধিকারী (১২) সৃষ্টিকর্তা (১৩) নতুন সৃষ্টিকারী (১৪) আকৃতি দানকারী (১৫) বারবার ক্ষমাকারী (১৬) প্রতাপশালী (১৭) অধিক দাতা (১৮) রূযীদাতা (১৯) উন্মুক্তকারী (২০) সর্বজ্ঞ।

---

(٣٠) الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ،

উচ্চারণ : *আলক্বা-বিযুল বা-সিতুল খা-ফিযুর রা-ফি‘উল মু‘ইয্‌যুল মুযিল্লুস সামী‘উল বাছীরুল হাকামুল ‘আদ্‌লু* ।

অর্থ : (২১) সংকোচনকারী (২২) প্রসারকারী (২৩) নীচুকারী (২৪) উঁচুকারী (২৫) সম্মান দানকারী (২৬) হীনকারী (২৭) সর্বশ্রোতা (২৮) সর্বদ্রষ্টা (২৯) ফায়ছালাকারী (৩০) ন্যায়নিষ্ঠ।

(٤٠) اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ الْحَلِيْمُ الْعَظِيْمُ الْغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ الْحَفِيْظُ الْمُقِيْتُ،

উচ্চারণ : *আললাত্বীফুল খাবীরুল হালীমুল 'আযীমুল গাফূরুশ শাকূরুল 'আলিইয়ুল কাবীরুল হাফীযুল মুক্বীত।*

অর্থ : (৩১) সূক্ষ্মদ্রষ্টা (৩২) সম্যক অবহিত (৩৩) সহনশীল (৩৪) মহান (৩৫) ক্ষমাশীল (৩৬) গুণগ্রাহী (৩৭) সর্বোচ্চ (৩৮) বড় (৩৯) হিফাযতকারী (৪০) শক্তিধর।

(٥٠) الْحَسِيْبُ الْجَلِيْلُ الْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ الْمُجِيْبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيْمُ الْوَدُوْدُ الْمَجِيْدُ الْبَاعِثُ،

উচ্চারণ : *আলহাসীবুল জালীলুল কারীমুর রাক্বীবুল মুজীবুল ওয়া-সি'উল হাকীমুল ওয়াদূদুল মাজীদুল বা-'ইছ।*

অর্থ : (৪১) হিসাব গ্রহণকারী (৪২) মহিমাময় (৪৩) দয়ালু (৪৪) সদা প্রহরী (৪৫) প্রার্থনা কবূলকারী (৪৬) প্রশস্ত (৪৭) প্রজ্ঞাময় (৪৮) পরম বন্ধু (৪৯) মর্যাদা মণ্ডিত (৫০) পুনরুত্থানকারী।

(٦٠) الشَّهِيْدُ الْحَقُّ الْوَكِيْلُ الْقَوِيُّ الْمَتِيْنُ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ الْمُحْصِيْ الْمُبْدِئُ الْمُعِيْدُ،

উচ্চারণ : *আশশাহীদুল হাক্কুল ওয়াকীলুল ক্বাবিইয়ুল মাতীনুল ওয়ালিইয়ুল হামীদুল মুহ্ছিল মুব্দিউল মু'ঈদ।*

অর্থ : (৫১) সাক্ষী (৫২) সত্য (৫৩) কর্মবিধায়ক (৫৪) ক্ষমতাধর (৫৫)

মযবুত (৫৬) অভিভাবক (৫৭) প্রশংসিত (৫৮) গণনাকারী (৫৯) সূচনাকারী (৬০) পুনরাবৃত্তিকারী।

(٧٠) الْمُحْيِ الْمُمِيْتُ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ،

উচ্চারণ : *আলমুহ্য়িল মুমীতুল হাইয়ুল ক্বাইয়ূমুল ওয়া-জিদুল মা-জিদুল ওয়া-হিদুছ ছামাদুল ক্বা-দিরুল মুক্বতাদির।*

অর্থ : (৬১) জীবন দানকারী (৬২) মৃত্যু দানকারী (৬৩) চিরঞ্জীব (৬৪) সবকিছুর ধারক (৬৫) সম্পদময় (৬৬) মর্যাদাবান (৬৭) এক (৬৮) অমুখাপেক্ষী (৬৯) ক্ষমতাশালী (৭০) প্রতাপান্বিত।

(٨٠) الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الأَوَّلُ الآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِي الْمُتَعَالِي الْبَرُّ التَّوَّابُ،

উচ্চারণ : *আলমুক্বাদ্দিমুল মুআখখিরুল আউওয়ালুল আ-খিরুয যা-হিরুল বা-ত্বিনুল ওয়া-লিল মুতা'আ-লিল বার্রুত তাউওয়া-ব।*

অর্থ : (৭১) অগ্রসরকারী (৭২) পশ্চাতকারী (৭৩) আদি (৭৪) অন্ত (৭৫) প্রকাশ্য (৭৬) গোপন (৭৭) শাসক (৭৮) সর্বোচ্চ (৭৯) কল্যাণকারী (৮০) অধিক তওবা কবূলকারী।

(٩٠) الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّؤُوْفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُوالْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُغْنِي الْمَانِعُ،

উচ্চারণ : *আলমুনতাক্বিমুল 'আফুউবুর রাউফু মা-লিকুল মুল্কি যুল-জালা-লি ওয়াল ইকরা-মিল মুক্বসিতুল জা-মি'উল গাণিইয়ুল মুগণিল মা-নি'।*

অর্থ : (৮১) প্রতিশোধ গ্রহণকারী (৮২) মার্জনাকারী (৮৩) স্নেহময় (৮৪) রাজ্যাধিকারী (৮৫) মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী (৮৬) ন্যায়বিচারকারী

(৮৭) জমাকারী (৮৮) ধনী (৮৯) অভাব মোচনকারী (৯০) বিপদহন্তা।

(৯৯) الضَّارُّ النَّافِعُ النُّورُ الْهَادِيْ الْبَدِيْعُ الْبَاقِيْ الْوَارِثُ الرَّشِيْدُ الصَّبُوْرُ.

উচ্চারণ : *আযযার্রুন না-ফি‘উন নূরুল হা-দিল বাদী‘উল বা-ক্বিল ওয়া-রিছুর রাশীদুছ ছাবূর্।*

অর্থ : (৯১) অনিষ্টকারী (৯২) উপকারকারী (৯৩) জ্যোতি (৯৪) পথপ্রদর্শক (৯৫) অস্তিত্ব আনয়নকারী (৯৬) চিরস্থায়ী (৯৭) উত্তরাধিকারী (৯৮) সুপথ প্রদর্শনকারী (৯৯) অধিক ধৈর্যশীল।

ফযীলত : আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا إِنَّهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، 'আল্লাহ্র নিরানব্বইটি, এক কম একশতটি নাম রয়েছে। যে তা মুখস্থ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৬২২]

অন্যত্র তিনি বলেন, لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا ، مِائَةٌ إِلاَّ وَاحِدًا ، لاَ يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَهُوَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র ৯৯টি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি সেগুলি গণনা করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি বেজোড়। তিনি বেজোড় পসন্দ করেন'।[৬২৩] এর অর্থ হ'ল ঐ নামগুলো অর্থ সহ মুখস্থ করবে পূর্ণ ঈমান ও আনুগত্যের সাথে এবং আল্লাহ্র উপর অটুট নির্ভরতার সাথে *(ফাৎহুল বারী)*।[৬২৪]

- ৪ -

৬২২. ইবনু মাজাহ হা/৩৮৬১; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২২৮৭।
৬২৩. বুখারী হা/৬৪১০; মুসলিম হা/২৬৭৭; মিশকাত হা/২২৮৭।
৬২৪. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আরবী ক্বায়িদা, ২য় ভাগ (২০১৮), পৃষ্ঠা-৫৪।

দৈনন্দিন জীবনে পঠিতব্য দো‘আ ও ফযীলত

১. সকল ভাল কাজ শুরু করার দো‘আ :

بِسْمِ اللهِ.

উচ্চারণ : *বিসমিল্লা-হ*।

অর্থ : 'আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)'।[৬২৫]

ফযীলত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক শুভ কাজের শুরুতে '*বিসমিল্লা-হ*' বলতেন ও বলার জন্য উৎসাহিত করতেন। আবূল মালীহ একজন ছাহাবী হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাহনের পিছনে ছিলাম। তাঁর বাহনটি হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ল। আমি বললাম, শয়তান অসুস্থ হয়ে পড়েছে অথবা শয়তান ধ্বংস হয়েছে। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, فَقَالَ لاَ تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَعَاظَمَ حَتَّى يَكُوْنَ مِثْلَ الْبَيْتِ وَيَقُوْلُ بِقُوَّتِيْ وَلَكِنْ قُلْ بِسْمِ اللهِ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُوْنَ مِثْلَ الذُّبَابِ. 'শয়তান অসুস্থ হয়ে পড়েছে বলবে না। কারণ তুমি যদি এরূপ বলো, তবে সে নিজেকে বড় ভাববে; এমনকি বাড়ির আকৃতির ন্যায় (বড়) হয়ে যাবে এবং বলবে যে, আমার শক্তির দ্বারাই এরূপ ঘটেছে। তবে '*বিসমিল্লা-হ*' বলো। কারণ এর ফলে সে নিজেকে ছোট ভাববে; এমনকি সে মাছির ন্যায় (ছোট) হয়ে যাবে'।[৬২৬]

২. শুরুতে *বিসমিল্লা-হ* বলতে ভুলে গেলে :

بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ.

উচ্চারণ : *বিসমিল্লা-হি আউওয়ালাহূ ওয়া আ-খিরাহূ*।

অর্থ : 'আল্লাহ্র নামে শুরু ও শেষ করছি'।[৬২৭]

৬২৫. মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬১।
৬২৬. আবূদাউদ হা/৪৯৮২, সনদ ছহীহ।
৬২৭. তিরমিযী, আবূদাউদ, মিশকাত হা/৪২০২।

সালাম বিনিময় ও কুশলাদী সংক্রান্ত দো'আ সমূহ

১. সালাম প্রদানের সময় বলবে :

أَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

উচ্চারণ : *আসসালা-মু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হ* ।

অর্থ : 'আপনার (আপনাদের) উপর শান্তি ও আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হৌক'।[৬২৮]

ফযীলত : (১) জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلسَّلاَمُ قَبْلَ الْكَلاَمِ. কথা-বার্তার পূর্বেই সালাম দিতে হবে'।[৬২৯]

(২) আবূ উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلاَمِ. 'সেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট সর্বোত্তম, যে প্রথমে সালাম প্রদান করে'।[৬৩০]

(৩) আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّي تُؤْمِنُوْا وَلاَ تُؤْمِنُوْا حَتَّي تَحَابُّوْا أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْئٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوْا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ. 'তোমরা মুমিন না হওয়া পর্যন্ত, জান্নাতে যেতে পারবে না । আর পরস্পরকে না ভালোবাসা পর্যন্ত মুমিন হ'তে পারবে না । আমি কি এমন একটি বিষয় তোমাদেরকে বলে দিব না? যা করলে পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? তাহ'ল, তোমরা নিজেদের মাঝে বেশী বেশী সালামের প্রসার ঘটাও'।[৬৩১]

(৪) বারাআ ইবনে আযিব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا. 'দু'জন মুসলিম একে অন্যের সাথে সাক্ষাৎকালে মুছাফাহা করলে তারা পৃথক হবার পূর্বেই তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়'।[৬৩২]

---

৬২৮. তিরমিযী, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৪৪, সনদ হাসান।
৬২৯. তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬৫৩।
৬৩০. আহমাদ, তিরমিযী, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৪৬, ছহীহ হাদীছ ।
৬৩১. মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩১।
৬৩২. আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৬৭৯।

(৫) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, ইসলামে কোন কাজ সর্বোত্তম? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. 'তুমি অন্যকে খাওয়াবে এবং পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান করবে'।[৬৩৩]

(৬) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ. 'ছোটরা বড়দেরকে, পায়ে হাঁটা লোক বসা লোককে এবং কম সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে সালাম দিবে'।[৬৩৪]

(৭) আবূ আইয়ূব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তির জন্য হালাল নয় যে, তিন দিনের অধিক সে অপর কোন মুসলমান ভাইকে ত্যাগ করে। কোথাও পরস্পরে দেখা-সাক্ষাৎ হ'লে একজন একদিকে আরেকজন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর তাদের দু'জনের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে প্রথমে সালাম দিবে'।[৬৩৫]

২. সালামের জওয়াবে বলবে :

وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

উচ্চারণ : *ওয়া 'আলাইকুমুস সালা-মু ওয়া রাহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকাতুহূ*।

অর্থ : আপনার (আপনাদের) উপরেও শান্তি, আল্লাহ্‌র রহমত ও অনুগ্রহ বর্ষিত হৌক'।[৬৩৬]

---

৬৩৩. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬২৯।
৬৩৪. বুখারী, মিশকাত হা/৪৬৩৩।
৬৩৫. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৫০২৭।
৬৩৬. তিরমিযী, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৪৪।

ফযীলত : বারায়া ইবনে ‘আঝিব (রাঃ) বলেন, أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ. فَذَكَرَ عِيَادَةَ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتَ الْعَاطِسِ، وَرَدَّ السَّلَامِ، وَنَصْرَ الْمَظْلُومِ، وَإِجَابَةَ الدَّاعِي، وَإِبْرَارَ الْمُقْسِمِ. ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে সাতটি বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং সাতটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন। **আদেশগুলো হ’ল,** (১) রোগীর খোঁজ-খবর নিতে, (২) জানাযায় শারীক হ’তে, (৩) হাঁচির আলহামদুলিল্লা-হ’র জওয়াবে ইয়ারহামুকাল্ল-হ বলতে, (৪) সালামের জওয়াব দিতে, (৫) দা‘ওয়াত দিলে তা কবূল করতে, (৬) কসম করলে তা পূর্ণ করতে, (৭) মাযলূমের সাহায্য করতে। **নিষেধগুলো হ’ল,** (১) সোনার আংটি পরতে, (২) রেশমের পোশাক থেকে, (৩) ইস্তিবরাক (মোটা রেশম), (৪) দীবাজ (পাতলা রেশম) পরতে, (৫) লাল নরম গদীতে বসতে, (৬) ক্বাস্‌সী ও (৭) রূপার পাত্র ব্যবহার করতে। অন্য বর্ণনা আছে, রূপার পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন। কেননা যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রূপার পাত্রে পান করবে আখিরাতে সে তাতে পান করতে পারবে না।[৬৩৭]

৩. অন্যের মাধ্যমে প্রাপ্ত সালামের জওয়াবে বলবে :

عَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ.

উচ্চারণ : ‘*আলায়কা ওয়া ‘আলাইহিস সালাম*।

অর্থ : ‘আপনার ও তাঁর উপরে শান্তি বর্ষিত হউক’।[৬৩৮]

ফযীলত : গালিব (রহঃ) বলেন, আমরা হাসান (রাঃ)-এর বাড়ির দরজায় বসে ছিলাম। এ সময় এক লোক এসে বলল, আমার পিতা আমার দাদার সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আমাকে আমার পিতা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট পাঠালেন এবং বললেন, তাঁর নিকট গিয়ে সালাম জানাবে। রাবী বলেন, আমি তাঁর নিকট পৌঁছে বললাম, আমার পিতা আপনাকে সালাম দিয়েছেন। তিনি বললেন, عَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيكَ السَّلَامُ. অর্থাৎ, ‘তোমার ও তোমার পিতার উপর শান্তি বর্ষিত হোক’।[৬৩৯]

৬৩৭. মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১৫২৬।
৬৩৮. আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৫৫।
৬৩৯. আবূদাঊদ হা/৫২৩১; মিশকাত হা/৪৬৫৫; আহমাদ হা/২৩১৫৩।

৪. অমুসলিমদের সালামের জওয়াবে বলবে :

وَعَلَيْكُمْ.

উচ্চারণ : *ওয়া ‘আলায়কুম*।

অর্থ : ‘আপনার উপরেও’।[৬৪০]

ফযীলত : আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ. ‘আহলে কিতাব বা অমুসলিমরা যখন তোমাদেরকে সালাম দিবে, তখন জওয়াবে বলবে ‘ওয়া ‘আলাইকুম’।[৬৪১]

৫. কেউ কুশলাদি জিজ্ঞেস করলে বলবে :

أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

উচ্চারণ : *আলহামদুলিল্লা-হ*।

অর্থ : ‘সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য’*(ইবরাহীম ১৪/৭ ও ৩৭)*।[৬৪২]

ফযীলত : (১) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন, لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ‘তোমরা কৃতজ্ঞ হ’লে অবশ্যই তোমাদেরকে অধিক দান করব’*(ইবরাহীম ১৪/৭)*। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নি‘আমতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তিনি বেশী বেশী দান করবেন *(তাফসীরে আহসানুল বায়ান)*।

(২) সা‘ঈদ ইবনু জুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইবরাহীম (আঃ) বিবি হাযেরা ও ছেলে ইসমাঈল (আঃ)-কে মক্কায় রেখে যান। সেখানে কোন জনবসতি ছিল না এবং ছিল না কোনরূপ খাবার ও পানীয়র ব্যবস্থা। অতঃপর তিনি তাদের নিকট রেখে গেলেন কিছু খেজুর এবং এক মশক পানি। অবশেষে ইবরাহীম (আঃ) ফিরে চললেন তখন ইসমাঈল (আঃ)-এর মা হাযেরা পিছু পিছু আসলেন এবং বললেন, يَا إِبْرَاهِيمُ أَيْنَ تَذْهَبُ

৬৪০. মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৩৭।
৬৪১. বুখারী হা/৬২৫৮; মুসলিম হা/২১৬৩; মিশকাত হা/৪৬৩৭; আহমাদ হা/১১৯৬৬।
৬৪২. বুখারী হা/৩৩৬৪।

وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِى الَّذِى لَيْسَ فِيهِ إِنْسٌ وَلاَ شَىْءٌ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا ، وَجَعَلَ لاَ قَالَ نَعَمْ. قَالَتْ إِذًا لاَ يُضَيِّعُنَا. ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ لَهُ آللَّهُ الَّذِى أَمَرَكَ بِهَذَا رَجَعَتْ، ‘হে ইবরাহীম! আপনি কোথায় চলে যাচ্ছেন? আমাদের এমন এক ময়দানে রেখে যাচ্ছেন, যেখানে না আছে কোন সাহায্যকারী আর না আছে কোন ব্যবস্থা। তিনি এ কথা তাকে বারবার বললেন। কিন্তু ইবরাহীম (আঃ) তাঁর দিকে তাকালেন না। মা হাযেরা নিরুপায় হয়ে তাঁকে বললেন, আপনি কি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ। মা হাযেরা বললেন, তাহ’লে আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। অতঃপর তিনি ফিরে আসলেন’।

ইবরাহীম (আঃ) গিরিপথের বাঁকে আড়ালে কা’বা ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি দু’হাত তুলে দো‘আ করলেন, رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদেরকে বসতি স্থাপন করালাম অনুর্বর উপত্যকায় আপনার পবিত্র গৃহের নিকট। হে আমাদের প্রভু! যাতে তারা ছালাত কায়িম করে; সুতরাং আপনি কিছু লোকের অন্তর ওদের প্রতি অনুরাগী করে দিন এবং ফলফলাদি দ্বারা তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করুন যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে’ *(ইবরাহীম ১৪/৩৭)*।[৬৪৩]

৬. কেউ দো‘আ চাইলে তার জন্য দো‘আ :

بَارَكَ اللهُ لَكَ فِى أَهْلِكَ وَمَالِكَ.

উচ্চারণ : *বা-রাকাল্লা-হু লাকা ফী আহলিকা ওয়া মা-লিকা।*

অর্থ : ‘আল্লাহ আপনাকে আপনার পরিবারে ও সম্পদে বরকত দান করুন’।[৬৪৪]

৬৪৩. বুখারী হা/৩৩৬৪।
৬৪৪. বুখারী হা/৩৯৩৭, ৫০৭২; ইবনু মাজাহ হা/২৪২৪।

ফযীলত : আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, ‘আব্দুর রহমান ইবনু ‘আওফ (রাঃ) মদীনায় হিজরত করে আসলে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আব্দুর রাহমান ইবনু ‘আউফ ও সা’দ ইবনু রাবী‘ (রাঃ) এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করে দিলেন। তখন সা’দ (রাঃ) ‘আব্দুর রাহমান (রাঃ)-কে বললেন, আনছারদের মধ্যে আমিই সব থেকে বেশি সম্পদের অধিকারী। আপনি আমার সম্পদকে দু’ভাগ করে নিন। আমার দু’জন স্ত্রী রয়েছে, আপনার যাকে পছন্দ হয় বলুন, আমি তাকে তালাক্ব দিয়ে দিব। ইদ্দত শেষে আপনি তাকে বিয়ে করবেন। ‘আব্দুর রহমান (রাঃ) বললেন, بَارَكَ اللهُ لَكَ فِى أَهْلِكَ وَمَالِكَ ‘আল্লাহ আপনার পরিবারে এবং সম্পদে বরকত দান করুন’। আপনাদের বাজার কোথায়? তারা তাঁকে বনূ কায়নুকার বাজার দেখিয়ে দিলেন। যখন ঘরে ফিরলেন তখন কিছু পনির ও কিছু ঘি সাথে নিয়ে ফিরলেন। এরপর প্রতিদিন বাজারে যেতে লাগলেন.....।[৬৪৫]

গমনাগমন ও ভ্রমণ সংক্রান্ত দো‘আ সমূহ

১. বাড়ীতে প্রবেশ করার পূর্বের দো‘আ :

أَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

উচ্চারণ : *আসসালা-মু ‘আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লা-হ* ।

অর্থ : ‘আপনার (আপনাদের) উপর শান্তি ও আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হৌক’।[৬৪৬]

ফযীলত : (১) মহান আল্লাহ বলেন, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ‘অতঃপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন পরস্পরে সালাম করবে। এটি আল্লাহ্‌র নিকট হ’তে প্রাপ্ত বরকমণ্ডিত ও পবিত্র অভিবাদন’ *(নূর ২৪/৬১)*। অন্যত্র বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. ‘হে মুমিনগণ! তোমরা

৬৪৫. বুখারী হা/২০৪৯; নাসাঈ হা/৩৩৮৮; আহমাদ হা/১৩৮৯০।
৬৪৬. তিরমিযী, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৪৪, সনদ হাসান।

নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি নিবে এবং এর বাসিন্দাদের সালাম দিবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো' *(নূর ২৪/২৭)*।

(২) বাড়ীর লোকদের সালাম দিলে সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যিম্মায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ إِنْ عَاشَ رُزِقَ وَكُفِيَ وَإِنْ مَاتَ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ فَسَلَّمَ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ وَمَنْ خَرَجَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ ضَامِنٌ على الله. 'তিন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যিম্মায় থাকে। যদি তারা বেঁচে থাকে তাহ'লে রিযিকপ্রাপ্ত হয় এবং তা যথেষ্ট হয়। আর যদি মৃত্যুবরণ করে তাহ'লে জান্নাতে প্রবেশ করে। যে ব্যক্তি বাড়ীতে প্রবেশ করে বাড়ীর লোকজনকে সালাম দেয়, সে আল্লাহ্‌র যিম্মায়। যে ব্যক্তি মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়, সে আল্লাহ্‌র যিম্মায়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের হয়, সে আল্লাহ্‌র যিম্মায়'।[৬৪৭]

(৩) ক্বাতাদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوْا عَلَى أَهْلِهِ وَإِذَا خَرَجْتُمْ فَأَوْدِعُوْا أَهْلَهُ بِسَلاَمٍ. 'যখন তোমরা কোন গৃহে প্রবেশ করবে তখন গৃহবাসীকে সালাম দিবে। আর যখন বের হবে তখনোও গৃহবাসীকে সালাম করে বিদায় গ্রহণ করবে'।[৬৪৮]

১. বাড়ীতে প্রবেশের দো'আ :

بِسْمِ اللهِ.

উচ্চারণ : *বিসমিল্লা-হ*।

অর্থ : 'আল্লাহ্‌র নামে (প্রবেশ করছি)'।[৬৪৯]

ফযীলত : হযরত জাবির ইবনে 'আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ

৬৪৭. ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৪৯৯; আবূদাঊদ হা/২৪৯৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩২১; সনদ ছহীহ।
৬৪৮. বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৬৫১; হাসান হাদীছ; যাহাবী মুরসাল বলেছেন।
৬৪৯. মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬১।

مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ. 'কোন ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ ও খাদ্য গ্রহণের সময় আল্লাহ্‌র নাম নিলে শয়তান (তার সাথীদের) বলে, রাতে এখানে তোমাদের থাকা-খাওয়ার কোন সুযোগ নেই। যখন কোন ব্যক্তি ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহ্‌র নাম নেয় না, তখন শয়তান বলে, তোমরা রাতে থাকার স্থান পেলে। সে যখন খাবার সময় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে না তখন শয়তান বলে, তোমরা রাতে থাকার জায়গা ও খাওয়ার দু'টো সুযোগই পেলে'।[৬৫০]

২. বাড়ী থেকে বের হওয়ার দো'আ :

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.

উচ্চারণ : *বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লা-হি, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ'*।

অর্থ : আল্লাহ্‌র নামে, (বের হচ্ছি), তাঁর উপরে ভরসা করছি। নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি, আল্লাহ ব্যতীত'।[৬৫১]

ফযীলত : হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ قَالَ يُقَالُ حِينَئِذٍ هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِىَ وَكُفِىَ وَوُقِىَ. 'যখন কোন ব্যক্তি তার ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলবে, *বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লা-হি, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ'* তখন তাকে বলা হয়, তুমি হিদায়াত প্রাপ্ত হয়েছ, রক্ষা পেয়েছ ও নিরাপত্তা লাভ করেছ। সুতরাং শয়তানরা তার থেকে দূর হয়ে যায় এবং অন্য এক শয়তান বলে, তুমি ঐ ব্যক্তিকে কি করতে পারবে, যাকে পথ দেখানো হয়েছে, নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে এবং রক্ষা করা হয়েছে'।[৬৫২]

৬৫০. মুসলিম হা/২০১৮; মিশকাত হা/৪১৬১; আবূদাঊদ হা/৩৭৬৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৮৭।
৬৫১. তিরমিযী, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/২৪৪৩।
৬৫২. আবূদাঊদ হা/৫০৯৫; মিশকাত হা/২৪৪৩; ছহীহুল জামি' হা/৪৯৯; আত-তারগীব হা/১৬০৫।

৩. বিদায়কালে পরস্পরের উদ্দেশ্যে পঠিতব্য দো'আ :

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ.

উচ্চারণ : *আস্তাওদি' উল্লা-হা দীনাকুম ওয়া আমা-নাতাকুম ওয়া খাওয়া-তীমা আ'মা-লিকুম।*

অর্থ : 'আমি (আপনার বা আপনাদের) দ্বীন, ও আমানত সমূহ এবং শেষ আমল সমূহকে আল্লাহ্র হিফাযতে ন্যস্ত করলাম'।[৬৫৩]

ফযীলত : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কাউকে বিদায় দিতেন তখন তার হাত ধরে রাখতেন। ততক্ষণ পর্যন্ত হাত ছাড়তেন না, যতক্ষণ না সে ব্যক্তি নিজে নবী (ছাঃ)-এর হাত ছেড়ে দিতেন। আর হাত ছেড়ে দেবার সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ. অর্থাৎ, 'আমি (আপনার বা আপনাদের) দ্বীন, ও আমানত সমূহ এবং শেষ আমল সমূহকে আল্লাহ্র হিফাযতে ন্যস্ত করলাম'।[৬৫৪]

৪. পরিবহণে আরোহণ ও সফর বা ভ্রমণের দো'আ :

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ، اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اَللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ لَنَا بُعْدَهُ، اَللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَ الْأَهْلِ.

উচ্চারণঃ *আল্লা-হু আকবার (৩ বার)। সুবহা-নাল্লা-যী সাখখারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনীনা, ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনক্বালিবূন। আল্লা-হুম্মা ইন্না নাসয়ালুকা ফী সাফারিনা হা-যাল বির্রা ওয়াত তাক্বওয়া ওয়া মিনাল*

৬৫৩. তিরমিযী, আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৪৩৫।
৬৫৪. আবূ দাঊদ হা/২৬০১; মিশকাত হা/২৪৩৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬০৫।

'আমালি মা তারযা; আল্লা-হুম্মা হাওভিন 'আলাইনা সাফারানা হা-যা ওয়াত্বভি লানা বু'দাহু, আল্লা-হুম্মা আন্তাছ ছা-হিবু ফিস সাফারি ওয়াল খালীফাতু ফিল আহ্লি ওয়াল মা-লি। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন ওয়া'ছা-ইস সাফারি, ওয়া কা-বাতিল মানযারি, ওয়া সূইল মুনক্বালাবি ফিল মা-লি ওয়াল আহ্লি।

অর্থ : আল্লাহ সব চেয়ে বড় (তিনবার)। মহা পবিত্র সেই সত্তা যিনি এই বাহনকে আমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। অথচ আমরা একে অনুগত করার ক্ষমতা রাখি না। আর আমরা সবাই আমাদের প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকটে আমাদের এই সফরে কল্যাণ ও তাক্বওয়া এবং এমন কাজ প্রার্থনা করি, যা আপনি পছন্দ করেন। হে আল্লাহ! আমাদের উপরে এই সফরকে সহজ করে দিন এবং এর দূরত্ব কমিয়ে দিন। হে আল্লাহ! আপনি এই সফরে আমাদের একমাত্র সাথী এবং পরিবারে ও মাল-সম্পদে আপনি আমাদের একমাত্র প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে পানাহ চাই সফরের কষ্ট, খারাপ দৃশ্য এবং মাল-সম্পদ ও পরিবারের নিকটে মন্দ প্রত্যাবর্তন হ'তে' *(যুখরুফ ৪৩/১৩-১৪)*।[৬৫৫]

ফযীলত : 'আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সফরে বের হবার সময় উটের উপর ধীর-স্থিরতার সাথে বসার পর তিনবার *'আল্লা-হু আকবার'* বলার পর পাঠ করতেন, سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِى سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِى الأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالأَهْلِ. অতঃপর তিনি সফর থেকে ফিরে এসেও এ দো'আগুলো পড়তেন এবং এর মধ্যে বেশি বেশি বলতেন, آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. অর্থাৎ, 'আমরা প্রত্যাবর্তন করলাম তাওবাহকারী, 'ইবাদাতকারী এবং মহান রবের প্রশংসাকারী হিসাবে'।[৬৫৬]

৬৫৫. মুসলিম, মিশকাত হা/২৪২০।
৬৫৬. মুসলিম হা/১৩৪২; মিশকাত হা/২৪২০; আবূদাঊদ হা/২৫৯৯; তিরমিযী হা/৩৪৪৭।

৫. উপরে আরোহণের দো'আ :

أَللّٰهُ أَكْبَرُ

উচ্চারণ : *আল্লা-হু আকবার।*

অর্থ : 'আল্লাহ সবার চেয়ে বড়'।[৬৫৭]

৬. নীচে অবতরণের দো'আ :

سُبْحَانَ اللهِ.

উচ্চারণ : *সুবহানাল্লা-হ।*

অর্থ : 'আমি আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা করছি'।[৬৫৮]

ফযীলত : হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا. 'আমরা যখন উপরের দিকে উঠতাম, '*আল্লা-হু আকবার*' ও যখন নীচের দিকে নামতাম '*সুবহা-নাল্লা-হ*' বলতাম'।[৬৫৯]

৭. নৌকা ও ভাসমান যানে আরোহণের দো'আ :

بِسْمِ اللهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

উচ্চারণ : *বিস্‌মিল্লা-হি মাজ্‌রিহা ওয়া মুর্‌সাহা ইন্না রাব্বী লাগাফূররু রাহীম।*

অর্থ : এর গতি ও এর স্থিতি আল্লাহ্‌র নামে। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল দয়াবান *(হূদ ১১/৪১)*।

৮. সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দো'আ :

أَللّٰهُ أَكْبَرُ، أَللّٰهُ أَكْبَرُ، أَللّٰهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ.

---

৬৫৭. বুখারী, মিশকাত হা/২৪৫৩।
৬৫৮. বুখারী হা/২৯৯৩; মিশকাত হা/২৪৫৩।
৬৫৯. বুখারী হা/২৯৯৩; মিশকাত হা/২৪৫৩।

উচ্চারণ : *আল্লা-হু আকবার (৩ বার)। লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুওয়া আ'লা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। আ-য়িবূনা তা-য়িবূনা 'আ-বিদূনা সা-জিদূনা লিরাব্বিনা হা-মিদূনা।*

অর্থ : 'আল্লাহ সবচেয়ে বড় *(তিনবার)*, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা কেবল তাঁর জন্যই। তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাবর্তন করলাম তওবাকারী, ইবাদতকারী, সিজদাকারী এবং আমাদের প্রভুর প্রশংসাকারী রূপে'।[৬৬০]

ফযীলত : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কোন যুদ্ধ, হজ্জ বা উমরাহ হ'তে ফিরে আসতেন, তখন প্রতিটি উঁচু স্থানে তিনি তিনবার করে তাকবীর দিতেন। অতঃপর তিনি বলতেন,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

'*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। আ-য়িবূনা তা-য়িবূনা 'আ-বিদূনা সা-জিদূনা লিরাব্বিনা হা-মিদূনা*। আল্লাহ তার ওয়া'দাকে সত্যে রূপান্তরিত করেছেন। তিনি তার বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং শত্রুর সমন্বিত শক্তিকে একাই পরাজিত করেছেন'।[৬৬১]

৯. গ্রামে বা শহরে প্রবেশের দো'আ :

أَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ وَرَبَّ الْأَرَضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا.

---

৬৬০. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৪২৫।
৬৬১. বুখারী হা/১৭৯৭; মিশকাত হা/২৪২৫; আবূদাঊদ হা/২৭৭০; মুয়াত্তা মালিক হা/১৫৯৫।

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা রাব্বাস্ সামা-ওয়া-তিস্ সাব'ঈ ওয়ামা আযলালনা, ওয়ারাব্বাল আরাযীনাস সাব'ঈ ওয়ামা আক্বলালনা, ওয়া রাব্বাশ শাইয়া-তী-নি ওয়ামা আযলালনা, ওয়া রাব্বার রিয়া-হি ওয়ামা যারাইনা, ফাইন্না নাস'আলুকা খায়রা হা-যিহিল ক্বারইয়াতি ওয়া খায়রা আহলিহা। ওয়া না'ঊযু বিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি আহলিহা ওয়া শাররি মা ফীহা।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! সাত আসমান এবং তা যা কিছু ছায়া দিয়ে রেখেছে তার প্রতিপালক! সাত যমীন এবং তা যা ধারণ করে রেখেছে তার প্রতিপালক! শয়তানদের এবং তাদের দ্বারা পথভ্রষ্টদের প্রতিপালক! বাতাসসমূহ এবং তা যা উড়িয়ে নেয় তার প্রতিপালক! আমি আপনার নিকট চাই এ জনপদের ও জনপদবাসীদের কল্যাণ এবং এর মাঝে যা আছে তার কল্যাণ। আর আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই এ জনপদের ও এখানে বসবাসকারীদের এবং এর মাঝে যা আছে তার অনিষ্ট থেকে'।[৬৬২]

ফযীলত : আত্বা ইবনে আবী মারওয়ান, তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرَ قَرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَهَا إِلاَّ قَالَ حِينَ يَرَاهَا : اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ وَرَبَّ الأَرَضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا.

'আমি নবী (ছাঃ)-কে দো'আটি পাঠ করা ব্যতীত কোন জনপদে প্রবেশ করতে দেখিনি। কোন জনপদে প্রবেশের ইচ্ছা পোষণ করলে তিনি বলতেন, اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ وَرَبَّ الأَرَضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا. অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! সাত আসমান এবং তা যা কিছু ছায়া দিয়ে রেখেছে তার প্রতিপালক! সাত যমীন এবং তা যা

৬৬২. সুনানে কুবরা বায়হাক্বী, ৫/২৫২; হা/১০৬১৯; ইবনে হিব্বান হা/২৭০৯।

ধারণ করে রেখেছে তার প্রতিপালক! শয়তানদের এবং তাদের দ্বারা পথভ্রষ্টদের প্রতিপালক! বাতাসসমূহ এবং তা যা উড়িয়ে নেয় তার প্রতিপালক! আমি আপনার নিকট চাই এ জনপদের ও জনপদবাসীদের কল্যাণ এবং এর মাঝে যা আছে তার কল্যাণ। আর আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই এ জনপদের ও এখানে বসবাসকারীদের এবং এর মাঝে যা আছে তার অনিষ্ট থেকে'।[৬৬৩]

১০. বাজারে প্রবেশের দো'আ :

এই দো'আকে দশ লক্ষ নেকী ও গুণাহ মাফের দো'আও বলা হয়।

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ ، وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

উচ্চারণ : *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ইয়ুহয়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়া হুওয়া হাইয়ুন লা ইয়ামূতু বিইয়াদিহিল খায়রু, ওয়া হুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।*

অর্থ : 'নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত, যিনি একক ও শরীকবিহীন। তাঁরই জন্য সকল রাজত্ব ও তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। তিনি চিরঞ্জীব, কখনও মৃত্যুবরণ করবেন না। তাঁর হাতেই সমস্ত কল্যাণ এবং তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশীল'।[৬৬৪]

ফযীলত : (১) ইবনে ওমার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ .

৬৬৩. সুনানে কুবরা বায়হাক্বী, ৫/২৫২; হা/১০৬১৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭৫৯।
৬৬৪. তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৩১।

‘যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে বলবে, *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ইয়ুহয়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়া হুওয়া হাইয়ুন লা ইয়ামূতু বিইয়াদিহিল খায়রু, ওয়া হুওয়া ‘আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর* অর্থাৎ, ‘নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত, যিনি একক ও শরীকবিহীন। তাঁরই জন্য সকল রাজত্ব ও তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। তিনি চিরঞ্জীব, কখনও মৃত্যুবরণ করবেন না। তাঁর হাতেই সমস্ত কল্যাণ এবং তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশীল’। আল্লাহ তার জন্য দশ লক্ষ নেকী লিখবেন, দশ লক্ষ গোনাহ মোচন করবেন এবং তার দশ লক্ষ মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন’।[৬৬৫]

(২) সালিম ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) তাঁর পিতা অতঃপর তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ قَالَ حِينَ يَدْخُلُ السُّوقَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ .

‘যে ব্যক্তি যখনই বাজারে প্রবেশ করে তখন বলে, *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ইয়ুহয়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়া হুওয়া হাইয়ুন লা ইয়ামূতু বিইয়াদিহিল খায়রু, ওয়া হুওয়া ‘আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর* অর্থাৎ, ‘নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত, যিনি একক ও শরীকবিহীন। তাঁরই জন্য সকল রাজত্ব ও তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। তিনি চিরঞ্জীব, কখনও মৃত্যুবরণ করবেন না। তাঁর হাতেই সমস্ত কল্যাণ এবং তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশীল’। তার জন্য দশ লক্ষ নেকী লিপিবদ্ধ করেন, দশ লক্ষ গোনাহ মাফ করে দেন এবং জান্নাতে তার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করেন’।[৬৬৬]

---

৬৬৫. তিরমিযী হা/৩৪২৮; মিশকাত হা/২৪৩১; সনদ ছহীহ।

৬৬৬. ইবনু মাজাহ হা/২২৩৫; তিরমিযী হা/৩৪২৯; হাকিম হা/১৯৭৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩১৩৯; ছহীহুল জামি‘ হা/৬২৩১; সনদ হাসান।

খানাপিনা সম্পর্কিত দো‘আ সমূহ

১. খাওয়া শুরুর দো‘আ : :

بِسْمِ اللهِ.

উচ্চারণ : *বিসমিল্লা-হ*।

অর্থ : ‘আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)’।[৬৬৭]

ফযীলত : হযরত জাবির ইবনে ‘আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ.

‘কোন ব্যক্তি ঘরে প্রবেশকালে ও খাদ্য গ্রহণের সময় আল্লাহ্‌র নাম নিলে শয়তান (তার সাথীদের) বলে, রাতে এখানে তোমাদের থাকা-খাওয়ার কোন সুযোগ নেই। যখন কোন ব্যক্তি ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহ্‌র নাম নেয় না, তখন শয়তান বলে, তোমরা রাতে থাকার স্থান পেলে। সে যখন খাবার সময় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে না তখন শয়তান বলে, তোমরা রাতে থাকার জায়গা ও খাওয়ার সুযোগই পেলে’।[৬৬৮]

২. খাওয়ার শুরুতে দো‘আ বলতে ভুলে গেলে :

بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ.

উচ্চারণ : *বিসমিল্লা-হি আউওয়ালাহূ ওয়া আখিরাহূ*।

অর্থ : ‘আল্লাহ্‌র নামে (খাবার) এর শুরু ও শেষ’।[৬৬৯]

---

৬৬৭. মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬১।

৬৬৮. মুসলিম হা/২০১৮; মিশকাত হা/৪১৬১; আবূদাউদ হা/৩৭৬৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৮৭।

৬৬৯. তিরমিযী, আবূদাউদ, মিশকাত হা/৪২০২।

ফযীলত : হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)) বলেন, إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ. 'তোমাদের কেউ আহার করতে বসলে যেন *বিসমিল্লা-হ* বলে খাবার শুরু করে। সে যদি প্রথমে *বিসমিল্লা-হ* বলতে ভুলে যায় তবে যেন বলে, بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ অর্থাৎ, 'আল্লাহ্‌র নামে (খাবার) এর শুরু ও শেষ' ।[৬৭০]

৩. খাওয়া শেষের দো'আ :

أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

উচ্চারণ : *আল হামদুলিল্লা-হ*।

অর্থ : 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য' ।[৬৭১]

ফযীলত : (১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ. 'সর্বশ্রেষ্ঠ যিকর হ'ল '*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*' আর সর্বশ্রেষ্ঠ দো'আ হ'ল '*আল হামদুলিল্লা-হ*' ।[৬৭২]

(২) আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেই বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট, যে খাদ্য গ্রহণ ও পানীয় পান করার পরে শুকরিয়া স্বরূপ তাঁর জন্য বলে الْحَمْدُ لِلّٰهِ।' ।[৬৭৩]

৪. দুধ পান শেষের দো'আ :

أَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ.

---

৬৭০. তিরমিযী, আবূদাঊদ হা/৩৭৬৭, মিশকাত হা/৪২০২; ইবনু মাজাহ হা/৩২৬৪।
৬৭১. মুসলিম, মিশকাত হা/৪২০০।
৬৭২. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৩০৬, সনদ হাসান।
৬৭৩. মুসলিম হা/২৭৩৪; মিশকাত হা/৪২০০; তিরমিযী হা/১৮১৬।

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা বা-রিক লানা ফীহি ওয়া যিদনা মিনহু*।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য এই খাদ্যে বরকত দাও এবং আমাদেরকে এর চাইতে উত্তম খাওয়াও' ।[৬৭৪]

ফযীলত : ইবনে 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা আমি মাইমূনাহ (রাঃ)-এর ঘরে উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেখানে আসলেন। তাঁর সাথে ছিল খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)। তখন এ সময় কতিপয় লোক দু'টি গুইসাপ[৬৭৫] ভুনা করে দু'টি কাঠের উপর রেখে নিয়ে এলো। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থুথু ফেললেন। খালিদ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মনে হয় আপনি গুইসাপের গোশত অপছন্দ করেন। তিনি বললেন, হাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য দুধ আনা হ'ল। তিনি তা পান করলেন এবং বললেন, مَنْ أَطْعَمَهُ اللهُ الطَّعَامَ فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ. وَمَنْ سَقَاهُ اللهُ لَبَنًا فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ. 'তোমাদের কেউ খাবার খাওয়ার সময় যেন বলে, *আল্লা-হুম্মা বা-রিক লানা ফীহি ওয়া আত্ব'য়িমনা খাইরান মিনহু* এবং দুধ পানের সময় যেন বলে, *আল্লা-হুম্মা বা-রিক লানা ফীহি ওয়া যিদনা মিনহু*। কেননা একমাত্র দুধই খাদ্য ও পানীয় উভয়ের কাজ দেয়' ।[৬৭৬]

৫. খাওয়া শেষে দস্তরখানা উঠানোর দো'আ :

أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ.

উচ্চারণ : *আলহামদুলিল্লা-হি হামদান কাছীরান ত্বাইয়িবাম মুবা-রাকান ফীহি*।

অর্থ : 'আল্লাহ্‌র জন্য যাবতীয় প্রশংসা, যা অগণিত, পবিত্র ও বরকত মণ্ডিত' ।[৬৭৭]

ফযীলত : আবূ উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দস্তরখানা তুলে নেয়া হ'লে তিনি বলতেন, الْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَلاَ

---

৬৭৪. তিরমিযী, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪২৮৩; হাসান হাদীছ।
৬৭৫. মরুভূমিতে বিচরণ যে গুইসাপ, যা হালাল। তবে রাসূল (ছাঃ) কখনও খান নাই, কিন্তু ছাহাবীগণ খেয়েছেন। আবার তাঁদেরকে নিষেধও করেননি।
৬৭৬. আবূদাঊদ হা/৩৭৩০; তিরমিযী হা/৩৪৫৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৩২২; আহমাদ হা/১৯৭৮।
৬৭৭. বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯।

رَبَّنَا ، مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ. 'পবিত্র বারাকাতময় অনেক অনেক প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। হে আমাদের রব, এখেকে কখনো মুখ ফিরিয়ে নিতে পারব না, বিদায় নিতে পারব না এবং এ থেকে বেপরওয়া হ'তেও পারব না'।[৬৭৮]

৬. মিযবানের জন্য দো'আ-১ :

(١) اَللّٰهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِيْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা আত্ব'ইম মান আত্ব'আমানী ওয়াসক্বি মান সাক্বা-নী।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমাকে আহার করায়, তাকে তুমি আহার করাও। আর যে আমাকে পান করায়, তাকে তুমি পান করাও'।[৬৭৯]

ফযীলত : মিক্বদাদ (রাঃ) বলেন, ... আমার গায়ে ছিল একটা চাঁদর। যদি আমি তা আমার পদযুগলের উপর রাখি তাহ'লে আমার মাথা বের হয়ে পড়ে, আর যদি আমি তা আমার মাথার উপর রাখি তাহ'লে আমার পদযুগল বেরিয়ে পড়ে। আমার ঘুম আসছিলো না। আমার সঙ্গীদ্বয় তো ঘুমাচ্ছিল। তারা তো আমার মতো কাজ করেনি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসে সালাম দিলেন এবং তিনি মসজিদে ছালাত আদায় করলেন। এরপর দুধের কাছে এসে ঢাকনা খুলে সেখানে কিছুই পেলেন না। এরপর তিনি তাঁর মাথা আসমানের দিকে তুললেন। আমি তখন (মনে মনে) বললাম, এখনই তিনি আমার ওপর বদ দো'আ করবেন এবং আমি ধ্বংস হয়ে যাব। অথচ রাসূল (ছাঃ) বললেন, اَللّٰهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي. অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমাকে আহার করায়, তাকে তুমি আহার করাও। আর যে আমাকে পান করায়, তাকে তুমি পান করাও।[৬৮০]

মিযবানের জন্য দো'আ-২ :

(٢) اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা বা-রিক্‌লাহুম ফীমা রাযাক্বতাহুম ওয়াগফিরলাহুম ওয়ার হাম্‌হুম।*

৬৭৮. বুখারী হা/৫৪৫৮; মিশকাত হা/৪১৯৯; আহমাদ হা/২২২৫৪।
৬৭৯. মুসলিম হা/২০৫৫।
৬৮০. আহমাদ হা/২৩৮৬৩।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি তাদের যে রূযী দান করেছ, তাতে প্রবৃদ্ধি দান করো। তুমি তাদের ক্ষমা করো ও তাদের উপর রহম করো'।[৬৮১]

ফযীলত : আব্দুল্লাহ ইবনে বুস্‌র (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার আব্বার কাছে আসলেন। আমরা তাঁর সম্মুখে কিছু খাবার ও ওয়াতবাহ (খেজুর চূর্ণ, পনির ও ঘি যোগে তৈরী এক প্রকার খাদ্য) পেশ করলাম। তিনি তা হ'তে খেলেন। অতঃপর খেজুর নিয়ে আসলে তিনি তা খেতে লাগলেন। আর বিচিগুলো মধ্যমা ও শাহাদাত অঙ্গুলি একত্র করে দু'আঙ্গুলের মাঝখান দিয়ে ফেলতে লাগলেন। অতঃপর তাঁর নিকটে সুপেয় আনা হ'লে তিনি তা পান করেন। পরে তিনি তাঁর ডান পাশের লোককে দিলেন। রাবী বলেন, অতঃপর আমার আব্বা তাঁর সাওয়ারীর লাগাম ধরে বললেন, আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করুন। তখন তিনি বললেন, اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ. অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! তুমি তাদের যে রূযী দান করেছ, তাতে প্রবৃদ্ধি দান করো। তুমি তাদের ক্ষমা করো ও তাদের উপর রহম করো'।[৬৮২]

৭. খাদ্য ও পানীয় পাত্র ঢেকে রাখার দো'আ :

بِسْمِ اللهِ.

উচ্চারণ : *বিসমিল্লা-হ।*

অর্থ : আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।[৬৮৩]

ফযীলত : হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, أَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَأَطْفِ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَلَوْ بِعُوْدٍ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ. '*বিসমিল্লা-হ*' বলে তোমার দরজা বন্ধ করো। কারণ শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। '*বিসমিল্লা-হ*' বলে বাতি নিভিয়ে দাও। একটু কাঠখড়ি হলেও আড়াআড়িভাবে রেখে '*বিসমিল্লা-হ*' বলে পাত্রের মুখ ঢেকে রাখো এবং পানির পাত্র ঢেকে রাখো'।[৬৮৪]

৬৮১. মুসলিম, মিশকাত হা/২৪২৭।
৬৮২. মুসলিম হা/২০৪২; মিশকাত হা/২৪২৭; আহমাদ হা/১৭৭৩১।
৬৮৩. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৪২৯৪।
৬৮৪. বুখারী হা/৩২৮০; আবূদাঊদ হা/৩৭৩১; আহমাদ হা/১৪৪৭৪; সনদ ছহীহ।

লেখা-পড়া সংক্রান্ত দো'আ সমূহ

১. লেখা-পড়া শুরুর দো'আ :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

উচ্চারণ : *বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম।*

অর্থ : 'পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)'*(নামল ২৭/৩০; আলাক্ব ৯৬/১)*।

২. নিজের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দো'আ :

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا.

উচ্চারণ : *রাব্বি ঝিদনী 'ইল্‌মা (৩ বার)।*

অর্থ : 'হে প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও' *(ত্ব-হা ২০/১১৪)*।

৪. জিহ্বার জড়তা দূর করার দো'আ :

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ، وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ، يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ.

উচ্চারণ : *রাব্বিশ্‌রাহ্‌লী ছাদ্‌রী, ওয়াইয়াস্‌সিরলী আম্‌রী, ওয়াহলুল্ 'উক্বদাতাম্ মিল্লিসা-নী, ইয়াফক্বাহূ ক্বাওলী।*

অর্থ : 'হে আমার প্রভু! আমার বক্ষ প্রসারিত করে দাও'। 'এবং আমার কর্ম সহজ করে দাও'। 'আর আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও'। 'যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে'*(ত্ব-হা ২০/২৫-২৮)*।

ফযীলত : ফেরাউন যা বলেছি সেই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ. 'এই হীন লোকটি (মূসা) থেকে কি আমি শ্রেষ্ঠ নই? সে তো স্পষ্ট করে কথাও বলতে পারে না' *(যুখরুফ ৪৩/৫২)*। ইবনে কাছীর (রহঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, 'সে তো স্পষ্ট করে কথাও বলতে পারে না' এটি নবীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ। কারণ যদিও ছোট বেলায় আগুনের অঙ্গার থেকে তাঁর জিহ্বা আক্রান্ত

হয়েছিল। কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করেছেন যাতে করে তিনি তাঁর জিহ্বার জড়তা দূর করে দেন যেন তারা তাঁর কথা বুঝতে পারে। আল্লাহ্ তাঁর সে দো'আ কবূল করে বলেন, قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى 'মূসা! তুমি যা চেয়েছো তোমাকে তা দেওয়া হ'ল' *(ত্বা-হা ২০/৩৬)*।[৬৮৫]

৫. অন্যের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দো'আ :

(১) أَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা 'আল্লিমহুল হিকমাত।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে হিকমাত শিক্ষা দাও'।[৬৮৬]

ফযীলত : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে তাঁর বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, اللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ. অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে হিকমাত শিক্ষা দাও'।[৬৮৭] ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, الْحِكْمَةُ। অর্থ নবুওয়াতের বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা।

(২) أَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِيْ الدِّيْنِ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ফাক্বিহহু ফিদ্ দ্বীন।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে দ্বীনের বুঝ দান করো'।[৬৮৮]

ফযীলত : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শৌচাগারে গেলেন, তখন আমি তাঁর জন্য ওযূর পানি রাখলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, مَنْ وَضَعَ هَذَا ؟ فَأُخْبِرَ فَقَالَ أَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. 'এটা কে রেখেছে?' তাঁকে জানানো হ'লে তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে দ্বীনের বুঝ দান করো'।[৬৮৯]

---

৬৮৫. তাফসীর ইবনে কাছীর ৭/২৩২।
৬৮৬. বুখারী, মিশকাত হা/৬১৩৮।
৬৮৭. বুখারী হা/৩৭৫৬; তিরমিযী হা/৩৮৩৪; মিশকাত হা/৬১৩৮; হাসান ছহীহ।
৬৮৮. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৬১৩৯।
৬৮৯. বুখারী হা/১৪৩; মিশকাত হা/৬১৩৯; নাসাঈ হা/৮১৭৭।

৬. তিলাওয়াতে সিজদার দো'আ :

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ.

উচ্চারণ : *সাজাদা ওয়াজহিইয়া লিল্লাযী খালাক্বাহূ ওয়া শাক্ক্বা সাম'আহূ ওয়া বাছারাহূ বিহাওলিহী ওয়া ক্বুউওয়াতিহী।*

অর্থ : 'আমার চেহারা সিজদা করল তাঁরই জন্য, যিনি একে সৃষ্টি করেছেন এবং এতে শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি দান করেছেন তাঁরই প্রদত্ত সামর্থ্য বলে'।[৬৯০]

ফযীলত : হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাতে কুরআন তিলাওয়াতের সিজদা করতেন এবং সিজদাতে বারবার বলতেন, سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ. অর্থাৎ, 'আমার চেহারা সিজদা করল তাঁরই জন্য, যিনি একে সৃষ্টি করেছেন এবং এতে শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি দান করেছেন তাঁরই প্রদত্ত সামর্থ্য বলে'।[৬৯১]

৭. কুরআন তিলাওয়াতের পর দো'আ :

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

উচ্চারণ : *'সুবাহা-নাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা'।*

অর্থ : 'পবিত্রতা সহ হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসা বর্ণনা করছি। আপনি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ্ নেই। আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তওবা করছি'।[৬৯২]

৬৯০. আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১০৩৫; হাসান ছহীহ ।

৬৯১. আবূদাঊদ হা/১৪১৪; তিরমিযী হা/৫৮০; মিশকাত হা/১০৩৫; নাসাঈ হা/১১২৯; আহমাদ হা/২৫৮৬৩; ইবনে খুযায়মা হা/৫৬৩; ছহীহ হাসান।

৬৯২. ইমাম নাসাঈ, আমালুল ইয়াওমা ওয়াল লাইলাহ হা/৩০৮, দ্রঃ নাসাঈ (বৈরুত : দারুল মা'আরিফাহ ১৯৯৭), হা/১৩৪৩-এর টীকা দ্রঃ, পৃঃ ৩/৮১।

ফযীলত : হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, يَا رَسُوْلُ اللهِ أَرَاكَ مَا تَجْلِسُ مَجْلِسًا وَلَا تَتْلُوْ قُرْآنًا، وَلَا تُصَلِّيْ صَلَاةً، إِلَّا خَتَمْتَ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، 'একদা আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি যখন কোন মজলিসে বসে কুরআন তিলাওয়াত করেন অথবা ছালাত আদায় করেন, আমি আপনাকে দেখি এসবের সমাপ্তি ঘোষণা করেন এই দো'আ দ্বারা। এর কারণ কি? তিনি বললেন, نَعَمْ، مَنْ قَالَ خَيْرًا خُتِمَ لَهُ طَابَعٌ عَلٰى ذٰلِكَ الْخَيْرِ، وَمَنْ قَالَ شَرًّا، كُنَّ لَهُ كَفَّارَةً: سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. 'হ্যাঁ, যে ব্যক্তি কল্যাণমূলক কথা বলে এগুলোর সমাপ্তি ঘোষণা করবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার অনুগামী হবে। আর যে ব্যক্তি অকল্যাণমূলক কথা বলবে, এ শব্দগুলো তার জন্য কাফ্‌ফারা স্বরূপ হবে'।[৬৯৩]

ঘুমানো সংক্রান্ত দো'আ সমূহ

১. দরজা-জানালা বন্ধ করার সময় দো'আ :

بِسْمِ اللهِ.

উচ্চারণ : *বিসমিল্লা-হ*।

অর্থ : আল্লাহ্‌র নামে (বন্ধ করছি)।[৬৯৪]

ফযীলত : জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَأَطْفِ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَلَوْ بِعُوْدٍ تَعْرِضُهُ عَلَيْهِ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ. *'বিসমিল্লা-হ'* বলে তোমার দরজা বন্ধ করো। কারণ শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। *'বিসমিল্লা-হ'* বলে বাতি নিভিয়ে দাও। একটু

৬৯৩. সুনানে নাসাঈ কুবরা হা/১৩৪৪; আহমাদ হা/২৪৮৮১; মিশকাত হা/২৪৫০; সনদ ছহীহ।

৬৯৪. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৪২৯৪।

কাঠখড়ি হ'লেও আড়াআড়িভাবে রেখে '*বিসমিল্লা-হ*' বলে পাত্রের মুখ ঢেকে রাখো এবং পানির পাত্র ঢেকে রাখো'।[৬৯৫]

২. ঘুমানোর পূর্বে করণীয় এবং দো'আ ও যিকির :

ক. ওযূ করে ঘুমাতে যাওয়া : (১) আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ بَاتَ طَاهِرًا بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ، لاَ يَسْتَيْقِظُ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ إِلاَّ قَالَ الْمَلَكُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلاَنٍ، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا. 'যে ব্যক্তি ওযূ করে শয্যাগ্রহণ করে, তার শরীরের সাথে থাকা বস্ত্রের মাঝে একজন ফেরেশতা রাত্রি যাপন করেন। যখনই সে ব্যক্তি জাগ্রত হয়, তখন ফেরেশতা বলেন, হে আল্লাহ! আপনি অমুক বান্দাকে ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয়ই সে ওযূ করে শয়ন করেছে'।[৬৯৬] অন্যত্র তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

طَهِّرُوْا هَذِهِ الأَجْسَادَ طَهَّرَكُمُ اللهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ يَبِيْتُ طَاهِرًا إِلاَّ بَاتَ مَلَكٌ فِيْ شِعَارِهِ لاَ يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ إِلاَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا .

'তোমাদের শরীরকে পবিত্র রাখ। আল্লাহ তোমাদেরকে পবিত্র করবেন। যে ব্যক্তি পবিত্রার সাথে (ওযূ অবস্থায়) রাত অতিবাহিত করবে, অবশ্যই একজন ফেরেশতা তার সঙ্গে রাত অতিবাহিত করবেন। রাতে যখনই সে পার্শ্ব পরিবর্তন করে তখনই সে ফেরেশতা বলেন, হে আল্লাহ! আপনার এই বান্দাকে ক্ষমা করুন। কেননা সে পবিত্রাবস্থায় ঘুমিয়েছে'।[৬৯৭]

(২) মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِرًا فَيَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. 'যে কোন মুসলমান রাতে দো'আ ও

৬৯৫. বুখারী হা/৩২৮০; আবূদাঊদ হা/৩৭৩১; আহমাদ হা/১৪৪৭৪; ইবনে হিব্বান হা/১২৭২ ।
৬৯৬. ইবনে হিববান হা/১০৫১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫৩৯।
৬৯৭. জামি'উছ ছাগীর হা/৭৩৮৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৯৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫৩৯।

যিকির পাঠ করে এবং ওযূ করে শয়ন করে, সে যদি রাতে জাগ্রত হয়ে দুনিয়া ও আখিরাতের কোন কল্যাণ আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করে, তাহ'লে আল্লাহ তাকে তা দান করেন'।[৬৯৮]

খ. বিছানা ঝেড়ে পরিস্কার করা : আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِى ، وَبِكَ أَرْفَعُهُ ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِى فَارْحَمْهَا ، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ. 'যদি তোমাদের কোন ব্যক্তি শয্যাগ্রহণ করতে যায়, তখন সে যেন তার লুঙ্গির ভেতর দিক দিয়ে নিজের বিছানাটা ঝেড়ে নেয়। কারণ, সে জানে না যে, বিছানার উপর তার অনুপস্থিতিতে পীড়াদায়ক কোন কিছু আছে কিনা। তারপর পাঠ করবে, أَللَّهُمَّ إِنْ أَمْسَكْتَهَا فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا حَفِظْتَ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ. অর্থাৎ, 'হে আমার প্রভু! আপনারই নামে আমার শরীরটা বিছানায় রাখলাম এবং আপনারই নামে আবার উঠবো। যদি আপনি ইতোমধ্যে আমার জান কব্য করে নেন তা হ'লে, তার উপর রহম করবেন। আর যদি তা আমাকে ফিরিয়ে দেন, তবে তাকে এমনভাবে হিফাযত করবেন, যেভাবে আপনি আপনার নেক বান্দাদের হিফাযত করে থাকেন'।[৬৯৯]

গ. ঘুমানোর দো'আ :

أَللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা বিস্মিকা আমূতু ওয়া আহ্ইয়া।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তোমার নামে আমি মরি ও বাঁচি। অর্থাৎ, তোমার নামে আমি শয়ন করছি এবং তোমার দয়াতে আমি পুনরায় জাগ্রত হবো'।[৭০০]

৬৯৮. আবূ দাউদ হা/৫০৪২; মিশকাত হা/১২১৫, ছহীহ হাদীছ ।
৬৯৯. বুখারী হা/৬৩২০; মিশকাত হা/২৩৮৪; আবূদাঊদ হা/৫০৫০; আহমাদ হা/৯৫৮৭।
৭০০. বুখারী, মিশকাত হা/২৩৮২; হাসান ছহীহ।

ফযীলত : হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন বিছানায় ঘুমাতে যেতেন, তখন এ দো'আ পাঠ করতেন, اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا. অর্থাৎ, 'তোমার নামে আমি শয়ন করছি এবং তোমারই দয়ায় আমি পুনরায় জাগ্রত হবো'। আর তিনি যখন ঘুম থেকে জেগে উঠতেন তখন বলতেন, أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى أَحْيَا نَفْسِى بَعْدَ مَا أَمَاتَهَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. 'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দানের পর জীবিত করলেন এবং ক্বিয়ামতের দিন তাঁর দিকেই সকলকে ফিরে যেতে হবে'।[৭০১]

ঘ. সকাল-সন্ধ্যা ও ঘুমানোর দো'আ :

اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَّمَلِيْكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ،

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা 'আ-লিমাল গাইবি ওয়াশ শাহা-দাতি, ফা-ত্বিরাস সামা-ওয়াতি ওয়াল আরযি, রাব্বা কুল্লি শাই'ইন ওয়া মালীকাহু, আশহাদু আল্ লা ইলা-হা ইল্লা আন্‌তা, আ'উযু বিকা মিন শাররি নাফসী, ওয়ামিন শাররিশ শাইত্বা-নি ওয়াশিরকিহী*।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা, প্রত্যেক বস্তুর রব ও মালিক! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই। আমার মনের কু-প্রবৃত্তি, শয়তানের কুমন্ত্রণা ও তার শির্কী হ'তে আপনার নিকট আশ্রয় চাইছি'।[৭০২]

ফযীলত : আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) নিকট বললেন, يَا رَسُولَ اللهِ مُرْنِى بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে এমন কিছু কালিমা শিখিয়ে দিন যা আমি

৭০১. বুখারী হা/৬৩১২, মিশকাত হা/২৩৮২; তিরমিযী হা/৩৪১৭; হাসান ছহীহ।
৭০২. আবূদাঊদ হা/৫০৬৭; তিরমিযী হা/৩৫২৯।

সকাল-সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলবো। তিনি বলেন, قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ. 'হে আবূ বাকর! তুমি উপরোক্ত কথাগুলো সকাল-সন্ধ্যা ও শোয়ার সময় বলবে'।[৭০৩]

ঙ. আয়াতুল কুরসী পাঠ করা :

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে ফিতরার মাল পাহারায় নিযুক্ত করলেন। এমন সময় আমার নিকট এক ব্যক্তি এসেই অঞ্জলি ভরে খাদ্যশস্য উঠাতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম ও বললাম, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে যাব। সে বলল, আমি একজন অভাবী লোক। আমার অনেক পোষ্য। আমি নিদারুণ কষ্টে আছি। তিনি বলেন, আমি তখন তাকে ছেড়ে দিলাম। ভোরে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গেলাম। রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ. 'হে আবূ হুরায়রা! তোমার হাতে গত রাতে বন্দী লোকটির কী অবস্থা?' আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! বন্দীটি তার নিদারুণ অভাব ও বহু পোষ্যের অভিযোগ করল। তাই আমি তার ওপর দয়া করলাম এবং তাকে ছেড়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন বললেন, أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ. 'শুনো! সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে। সে আবার আসবে'।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর বলার কারণে বুঝলাম অবশ্যই সে আবার আসবে। আমি তার অপেক্ষায় রইলাম। ঠিক তাই, (পরের রাতে) সে আবার ফিরে এলো। দু'হাতের কোষ ভরে খাদ্যশস্য উঠাতে লাগল এবং আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে নিয়ে যাবো। সে বলল, তুমি আমাকে এবারও ছেড়ে দাও। আমি বড্ড অভাবী মানুষ। আমার পোষ্যও অনেক। আমি আর আসব না। এবারও আমি তার ওপর দয়া করলাম এবং ছেড়ে দিলাম। ভোরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ. 'হে আবূ হুরায়রা! তোমরা বন্দীর খবর কী?' আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে খুবই অভাবী। আবারও বহু পোষ্যের অভিযোগ করল। তাই আমি তার প্রতি দয়া প্রদর্শন

৭০৩. আবূদাঊদ হা/৫০৬৭; তিরমিযী হা/৩৫২৯; দারেমী হা/২৭৪৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭৬৫।

করলাম এবং ছেড়ে দিলাম। রাসূল (ছাঃ) তখন বললেন, أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ. 'শুনো তোমার কাছে সে মিথ্যা বলেছে। সে আবারও আসবে'।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি বুঝলাম, সে আবারও আসবে। তাই আমি তার অপেক্ষায় থেকে তাকে ধরে ফেললাম এবং তাকে বললাম, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে যাব। এটা তিনবারের শেষবার। তুমি ওয়া'দা করেছিলে আর আসবে না। এরপরও তুমি এসেছ। সে বলল, এবারও যদি আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে এমন কয়টি বাক্য শিখিয়ে দেব, যে বাক্যের দ্বারা আল্লাহ তোমার উপকার করবেন। তুমি শোবার জন্য বিছানায় গেলে আয়াতুল কুরসী পড়বে, '*আল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূম....*। তাহ'লে আল্লাহ্র তরফ থেকে সব সময় তোমার জন্য একজন রক্ষী থাকবে এবং ভোর হওয়া পর্যন্ত তোমার কাছে শয়তান ঘেঁষতে পারবে না।

এবারও আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। ভোরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ. 'তোমার বন্দীর কী হ'ল?' আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে আমাকে এমন কয়টি বাক্য শিখিয়ে দিয়েছে, যার দ্বারা আল্লাহ আমার উপকার করবেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ. 'এবার সে তোমাকে সত্য বলেছে অথচ সে খুবই মিথ্যুক। তুমি কি জানো, তুমি এ তিন রাত কার সাথে কথা বলেছ, হে আবূ হুরায়রা?' আমি বললাম, জি-না। তখন তিনি বললেন, ذَاكَ شَيْطَانٌ. 'এ ছিল একটা শয়তান'।[৭০৪]

চ. সূরা বাক্বারাহর শেষ দু'টি আয়াত পাঠ করা : (১) ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَ بِهِمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ. 'যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাক্বারাহর শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে, তা তার জন্য যথেষ্ঠ হবে'।[৭০৫]

(২) নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ

৭০৪. বুখারী হা/২৩১১; মিশকাত হা/২১২৩।

৭০৫. বুখারী হা/৫০৪০; মুসলিম হা/৮০৭; মিশকাত হা/২১২৫।

كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِأَلْفَيْ عَامٍ أَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَلاَ يُقْرَآنِ فِي دَارٍ ثَلاَثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ. 'আল্লাহ আসমান যমীন সৃষ্টির দুই হাযার বছর পূর্বে একটি কিতাব লিখেছেন। সেই কিতাব থেকে দু'টি আয়াত নাযিল করা হয়েছে। সেই দু'টি আয়াতের মাধ্যমেই সূরা আল-বাক্বারাহ সমাপ্ত করা হয়েছে। যে ঘরে তিন রাত এ দু'টি আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, শয়তান সেই ঘরের সামনে আসতে পারে না'।[৭০৬]

ছ. সূরা ফালাক্ব, নাস ও ইখলাছ তিনবার পাঠ করা : আয়িশা (রাঃ) বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) وَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) وَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

'আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) প্রতি রাতে যখন বিছানায় যেতেন, তখন দু'হাত একত্রিত করে তাতে সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পড়ে ফুঁক দিতেন। অতঃপর মাথা ও চেহারা থেকে শুরু করে যতদূর সম্ভব দেহে দু'হাত বুলাতেন। এভাবে তিনবার করতেন'।[৭০৭]

জ. সূরা কা-ফিরূণ পাঠ করা : (১) ফারওয়া বিন নওফেল স্বীয় পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে গেলাম এবং তাঁকে বললাম, নিদ্রাকালে কি বলব তা আমাকে শিক্ষা দিন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, اِقْرَأْ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ. '*তুমি 'কুল ইয়া আইয়ুহাল কা-ফিরূণ'* সূরাটি পড়ে ঘুমাবে। কেননা এটি হ'ল শিরক হ'তে মুক্তি ঘোষণার সূরা।[৭০৮]

৭০৬. তিরমিযী হা/২৮৮২; মিশকাত হা/২১৪৫; আহমাদ হা/১৮৯১১; আত-তারগীব ২/২১৯।

৭০৭. বুখারী হা/৫০১৭; মুসলিম, মিশকাত হা/২১৩২।

৭০৮. তিরমিযী হা/৩৪০৩; আবূদাঊদ হা/৫০৫৫; আহমাদ হা/২৩৮৫৮; মিশকাত হা/২১৬১।

ঝ. তাসবীহ, তাহমীদ ও তাকবীর পাঠ করা : রাতে ঘুমানোর পূর্বে '*সুবহা-নাল্লা-হ* (৩৩ বার)। *আলহাম্‌দুলিল্লা-হ* (৩৩ বার)। *আল্লা-হু আকবার* (৩৪ বার)' পাঠ করা।

ফযীলত : আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন মুসলিম ব্যক্তি দু'টি অভ্যাস আয়ত্ত করতে পারলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেই দু'টি অভ্যাস আয়ত্ত করাও সহজ, কিন্তু এ দু'টি আমলকারীর সংখ্যা কম। তা হ'ল-

(١) يُسَبِّحُ اللَّهَ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ عَشْرًا وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا. فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ، فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فِى الْمِيزَانِ.

(٢) وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ سَبَّحَ وَحَمِدَ وَكَبَّرَ مِائَةً فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِى الْمِيزَانِ. فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِى الْيَوْمِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِائَةِ سَيِّئَةٍ.

এক. প্রত্যেক ছালাতের পর ১০ বার '*সুবহা-নাল্লা-হ*', ১০ বার '*আলহামদু লিল্লা-হ*' ও ১০ বার '*আল্লা-হু আকবার*' বলবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তা হাতের আঙ্গুলে গণনা করতে দেখেছি। আর যবানে এর সংখ্যা ১৫০ বার, কিন্তু মীযানে তা ১৫০০ বারের সমান।

দুই. অতঃপর রাতে যখন ঘুমাতে যাবে, তখন ৩৩ বার '*সুবহা-নাল্লা-হ*', ৩৩ বার '*আলহামদু লিল্লা-হ*' এবং ৩৪ বার '*আল্লা-হু আকবার*', বলবে। তা যবানে এর সংখ্যা ১০০ বার, কিন্তু মীযানে তা ১০০০ বারের সমান। বস্তুত তোমাদের এমন কে আছে যে প্রত্যহ ২৫০০ গুনাহ করবে'?

ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অভ্যাস দু'টো সহজ হওয়া সত্ত্বেও আমলকারীর সংখ্যা কম কেন? তিনি বললেন, 'তোমাদের কেউ যখন ছালাতে দাঁড়ায়, তখন শয়তান তার কাছে এসে বলে- অমুক অমুক বিষয় স্মরণ করো, এমনকি তখন সে ছালাতের কথা ভুলে যায়। আবার যখন সে বিছানায় ঘুমাতে যায়, তখন শয়তান এসে তাকে এমনভাবে ভুলিয়ে দেয় যে, অবশেষে সে ঘুমিয়ে পড়ে'।[৭০৯]

৭০৯. ইবনু মাজাহ হা/৯২৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫০২; মিশকাত হা/২৩০৬ ।

ঞ. ইহতিসাব পর্যালোচনা করা এবং অন্যের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ না রেখে ক্ষমা করা:

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে মসজিদে নব্বীতে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় তিনি বললেন, 'তোমাদের সামনে একজন জান্নাতী মানুষ আগমন করবে'। অতঃপর একজন ছাহাবী আগমন ঘটল। তাঁর দাঁড়ি থেকে ওযূর পানির ফোটা ঝরে পড়ছিল। তিনি বাম হাতে জুতা নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলেন। দ্বিতীয় দিনেও রাসূল (ছাঃ) অনুরূপ কথা বললেন এবং প্রথম দিনের মতই সেই ছাহাবী আগমন করলেন। তৃতীয় দিনেও যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেই একই কথা আবারও বললেন এবং যথারীতি সেই ছাহাবী পূর্বের অবস্থায় আগমন করলেন। রাসূল (ছাঃ) যখন আলোচনা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন তখন আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর (রাঃ) সেই ছাহাবীকে অনুসরণ করে তাকে বললেন, আমি আমার পিতার সাথে ঝগড়া করে শপথ করেছি, তিনদিন পর্যন্ত তার ঘরে যাব না। এই তিনদিন আমাকে যদি আপনার ঘরে থাকার সুযোগ করে দিতেন, তবে আমি সেখানে অবস্থান করতাম। সেই ছাহাবী বললেন, আপনি থাকতে পারেন।

বর্ণনাকারী বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর (রাঃ) বলতেন, তিনি তার সাথে তিন রাত অতিবাহিত করলেন। তিনি তাঁকে রাতে উঠে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করতে দেখলেন না। অতঃপর তিনি যখন রাতে ঘুমাতেন, বিছানায় পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন তখনও আল্লাহ্‌র যিকির করতেন। আর তার মুখ থেকে ভালো কথা ব্যতীত কোনো মন্দ কথা শুনিনি। যখন তিনদিন অতিবাহিত হয়ে গেল এবং তার আমলগুলো সাধারণ মুমিনের আমলের মতই মনে করতে লাগলাম। তাই আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আপনার সম্পর্কে তিন দিন একই কথা বলতে শুনেছি যে, 'এখনই তোমাদের নিকট একজন জান্নাতী মানুষ আগমন করবে'। উক্ত তিন দিনই আপনি আগমন করেছেন। সুতরাং আমি ইচ্ছা করেছিলাম আপনি কী আমল করেন তা দেখতে আপনার নিকট থাকব। যাতে আমিও তা করতে পারি। আপনাকে তো বেশি আমল করতে দেখিনি। তাহ'লে কোন গুণ আপনাকে এই মহান মর্যাদায় উপনীত করেছে, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন?

সেই ছাহাবী বললেন, তুমি যা দেখেছ ঐ অতটুকুই। আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর (রাঃ) বলেন, যখন আমি ফিরে আসছিলাম তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। তারপর বললেন, 'আমার আমল বলতে ঐ অতটুকুই, যা তুমি দেখেছ। তবে

আমি আমার অন্তরে কোনো মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি না এবং আল্লাহ তা'আলা কাউকে কোনো নি'আমত দান করলে সেজন্য তার প্রতি হিংসা রাখি না'। আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর (রাঃ) বলেন, এ গুণই আপনাকে এত বড় মর্যাদায় উপনীত করেছে। যা আমরা করতে পারি না। অন্য বর্ণনা মতে, সেই আগন্তুক ছাহাবীর নাম সা'দ ইবনে 'আবি ওয়াক্কাছ (রাঃ)।[৭১০]

৪. বিছানায় শুয়ে পার্শ্ব পরিবর্তন করার দো'আ :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ.

উচ্চারণ : *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল ওয়াহিদুল ক্বাহহারু, রাব্বুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি ওয়ামা বায়নাহুমাল 'আযীযুল গাফফা-র।*

অর্থ : 'আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই যিনি একক, প্রবল প্রতাপান্বিত। আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সকল বস্তুর প্রতিপালক। যিনি পরাক্রমশলী, ক্ষমাশীল'।[৭১১]

ফযীলত : হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَا تَضَوَّرَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ : لاَ إله إلا الله الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাতে যখন বিছানায় পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন তখন বলতেন, *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল ওয়াহিদুল কাহহার, রাব্বুস্ সামা-ওয়া-তি অল আরযি অমা বায়নাহুমাল আযীযুল গাফফা-র'*।[৭১২]

৫. ঘুমের মধ্যে ভয় পেলে দো'আ :

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنِ.

---

৭১০. আহমাদ হা/১২৭২০; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/২০৫৫৯। ইরাক্বী, হায়ছামী ও শু'আইব আরনাউত বলেন, এর সনদ ছহীহ'; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৩০৪৮;।

৭১১. সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০৬৬; ইবনে হিব্বান হা/৫৫৩০।

৭১২. ইবনে হিব্বান হা/৫৫৩০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০৬৬; ছহীহুল জামি' ৪/২১; জামি' আছ-ছাগীর হা/৮৮২২; ফাৎহুল কাবীর ২/৩২৮।

উচ্চারণ : *আ'ঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-স্মা-তি মিন গাযাবিহী ওয়া 'ইক্বাবিহী ওয়া শাররি 'ইবা-দিহী ওয়া মিন হামাঝা-তিশ শাইয়া-ত্বীনি ওয়া আইয়াহযুরূন*।

অর্থ : 'আমি আশ্রয় চাই আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ বাক্য সমূহের মাধ্যমে তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি হ'তে, তাঁর বান্দাদের অপকারিতা হ'তে, শয়তানের কুমন্ত্রণা হ'তে এবং তাদের উপস্থিতি হ'তে'।[৭১৩]

ফযীলত : আমর ইবনে শু'আইব (রাঃ) হ'তে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ. فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ. 'তোমাদের কেউ ঘুমের মধ্যে ভয় পেলে সে যেন বলে, 'আমি আশ্রয় চাই আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ বাক্য সমূহের মাধ্যমে তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি হ'তে, তাঁর বান্দাদের অপকারিতা হ'তে, শয়তানের কুমন্ত্রণা হ'তে এবং তাদের উপস্থিতি হ'তে'। তাহ'লে সেগুলো তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না'।[৭১৪]

৬. দুঃস্বপ্ন দেখলে দো'আ :

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

উচ্চারণ : *আ'ঊযু বিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজীম*।

অর্থ : 'আমি অভিশপ্ত শয়তান হ'তে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি'।[৭১৫]

ফযীলত : আবূ ক্বাতাদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلُمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا ، فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ. 'ভাল স্বপ্ন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে এবং মন্দ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। সুতরাং

---

৭১৩. তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৭৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬৪।

৭১৪. তিরমিযী হা/৩৫২৮; মিশকাত হা/২৪৭৭; আবূদাউদ হা/৩৮৯৩; মুয়াত্তা হা/৩৪৯৯।

৭১৫. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬১২।

তোমাদের কেউ যখন ভয়ানক মন্দ স্বপ্ন দেখে, তখন সে যেন তার বাম দিকে থুথু ফেলে এবং শয়তানের ক্ষতি থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। তা হ'লে স্বপ্ন কোন ক্ষতি করতে পারবে না'। [৭১৬]

৭. ঘুম থেকে উঠে দো'আ :

أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

উচ্চারণ : *আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী আহইয়া-না বা'দা মা আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর।*

অর্থ : 'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দানের পর জীবিত করলেন এবং ক্বিয়ামতের দিন তাঁর দিকেই সকলকে ফিরে যেতে হবে'। [৭১৭]

ফযীলত : হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন বিছানায় ঘুমাতে যেতেন, তখন এ দো'আ পাঠ করতেন, أَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا. 'হে আল্লাহ! তোমার নামে আমি মরি ও বাঁচি। অর্থাৎ, তোমার নামে আমি শয়ন করছি এবং তোমারই দয়ায় আমি পুনরায় জাগ্রত হবো'। আর তিনি যখন ঘুম থেকে জেগে উঠতেন তখন বলতেন, أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى أَحْيَا نَفْسِى بَعْدَ مَا أَمَاتَهَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. অর্থাৎ, 'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দানের পর জীবিত করলেন এবং ক্বিয়ামতের দিন তাঁর দিকেই সকলকে ফিরে যেতে হবে'। [৭১৮]

টয়লেট সংক্রান্ত দো'আ সমূহ

১. টয়লেটে প্রবেশের দো'আ :

أَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবা-ইছ।*

৭১৬. বুখারী হা/৩২৯২; মিশকাত হা/৪৬১২; আহমাদ হা/২২৬১৭; মুয়াত্তা, দারেমী হা/২১৪১।
৭১৭. বুখারী, মিশকাত হা/২৩৮২; তিরমিযী হা/৩৪১৭।
৭১৮. বুখারী হা/৬৩১২, মিশকাত হা/২৩৮২; তিরমিযী হা/৩৪১৭; ইবনে হিব্বান হা/৫৫৩৯; হাসান ছহীহ।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি মন্দ কাজ ও শয়তান থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি'। [৭১৯]

ফযীলত : আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন, তখন তিনি বলতেন, أَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ. অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! আমি মন্দ কাজ ও শয়তান থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি'। [৭২০]

২. টয়লেট থেকে বের হওয়ার দো'আ :

غُفْرَانَكَ. (*গুফরা-নাকা*) অর্থ : 'হে আল্লাহ! তোমার নিকট ক্ষমা চাই'। [৭২১]

ফযীলত : হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ غُفْرَانَكَ. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন পায়খানা হ'তে বের হতেন তখন বলতেন, *গুফরা-নাকা* অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! তোমার নিকট ক্ষমা চাই'। [৭২২]

৩. গোসলে ওযূ শুরুর দো'আ :

بِسْمِ اللّٰهِ.

উচ্চারণ : *বিস্‌মিল্লা-হ্*

অর্থ : 'আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)'। [৭২৩]

ফযীলত : সা'ঈদ ইবনে যায়দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ. 'যে ব্যক্তি ওযূর শুরুতে '*বিসমিল্লা-হ*' পাঠ করেনি, তার ওযূ হয়নি। [৭২৪]

৭১৯. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩৩৭।
৭২০. বুখারী হা/১৪২, ৬৩২২; মুসলিম হা/৩৭৫; মিশকাত হা/৩৩৭।
৭২১. তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী , মিশকাত হা/৩৫৯; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬৯৩।
৭২২. ইবনু মাজাহ হা/৩০০; তিরমিযী হা/৭; মিশকাত হা/৩৫৯; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬৯৩; সনদ ছহীহ।
৭২৩. বুখারী হা/৩২৮০; আবূদাঊদ হা/৩৭৩১।
৭২৪. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪০২; আহমাদ হা/১১৩৮৮; দারেমী হা/৭১৬।

হাঁচি ও তার জওয়াব সংক্রান্ত দো'আ সমূহ

১. হাঁচি দিলে বলবে :

(١) أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ.

উচ্চারণ : *আলহামদুলিল্লা-হ*।

অর্থ : 'আল্লাহ্‌র জন্য যাবতীয় প্রশংসা'।[৭২৫]

(٢) أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ.

উচ্চারণ : *আলহামদুলিল্লা-হি আ'লা কুল্লি হা-ল*।

অর্থ : 'সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র জন্যই সকল প্রশংসা'।[৭২৬]

ফযীলত : আবূ 'আইয়ূব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলাল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلْيَقُلِ الَّذِى يَرُدُّ عَلَيْهِ يَرْحَمُكَ اللهُ وَلْيَقُلْ هُوَ يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ. 'তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দিবে তখন সে যেন বলে, *আলহামদুলিল্লা-হি আ'লা কুল্লি হা-ল*। উত্তরদাতা বলবে, *ইয়ারহামুকাল্লা-হ*। পুনরায় হাঁচিদাতা জওয়াবে বলবে, *ইয়াহদীকুমুল্লা-হু ওয়া ইউছলিহু বা-লাকুম*'।[৭২৭]

২. হাঁচির জওয়াবে বলবে :

يَرْحَمُكَ اللهُ.

উচ্চারণ : *ইয়ারহামুকাল্লা-হ*।

অর্থ : 'আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন'।[৭২৮]

৩. হাঁচির জওয়াব শুনে বলবে :

يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.

৭২৫. বুখারী, মিশকাত হা/৪৭৩৩।
৭২৬. তিরমিযী, দারেমী , হাকিম, মিশকাত হা/৪৭৩৯।
৭২৭. তিরমিযী হা/১৭৪১; ইবনু মাজাহ হা/৩৭১৫; আহমাদ হা/২৩৬০৩; মিশকাত হা/৪৭৩৯।
৭২৮. বুখারী হা/৬২২৪।

উচ্চারণ : *ইয়াহদীকুমুল্লা-হু ওয়া ইউছলিহু বা-লাকুম*।

অর্থ : 'আল্লাহ আপনাকে সংশোধন ও হিদায়াত দান করুন'।[৭২৯]

ফযীলত : আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ . وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللهُ . فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللهُ. فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ. 'যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি হাঁচি দেয়, তখন সে যেন أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলে। আর শ্রোতা যেন এর জওয়াবে يَرْحَمُكَ اللهُ বলে। অতঃপর হাঁচিদাতা আবারও বলবে, يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ'।[৭৩০]

৪. অমুসলিমদের হাঁচির জওয়াবে বলবে :

يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.

উচ্চারণ : *ইয়াহদীকুমুল্লা-হু ওয়া ইউছলিহু বা-লাকুম*।

অর্থ : 'আল্লাহ আপনাকে সংশোধন ও হিদায়াত দান করুন'।[৭৩১]

ফযীলত : আবূ মুসা (রাঃ) বলেন, كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ يَرْحَمُكُمُ اللهُ. فَيَقُولُ يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ. 'ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে হাঁচি দিত এবং তারা আশা করত যে, রাসূল (ছাঃ) হাঁচির জওয়াবে যেন বলেন *ইয়ারহামুকাল্লা-হ*। কিন্তু তিনি বলতেন, *ইয়াহদীকুমুল্লা-হু ওয়া ইউছলিহু বা-লাকুম*'।[৭৩২]

৭২৯. বুখারী, মিশকাত হা/৪৭৩৩।
৭৩০. বুখারী হা/৬২২৪; মিশকাত হা/৪৭৩৩।
৭৩১. আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৭৪০।
৭৩২. তিরমিযী হা/২৭৩৯; মিশকাত হা/৪৭৪০; আল আদাবুল মুফরাদ হা/৯৪০।

ছিয়াম, রামাযান ও ঈদায়ন সম্পর্কিত দো‘আ সমূহ

১. নতুন চাঁদ দেখার দো‘আ :

أَللهُ أَكْبَرُ أَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَيْ، رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হুম্মা আহিল্লাহূ ‘আলাইনা বিল আমনি ওয়াল ঈমা-নি, ওয়াস্‌সালা-মাতি ওয়াল ইসলা-মি, ওয়াততাওফীক্বি লিমা তুহিব্বু ওয়া তারযা; রাব্বী ওয়া রাব্বুকাল্লা-হ।*

অর্থ : ‘আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের উপরে চাঁদকে উদিত করুন শান্তি ও ঈমানের সাথে, নিরাপত্তা ও ইসলামের সাথে এবং আমাদেরকে ঐ সকল কাজের ক্ষমতা দানের সাথে, যা আপনি ভালবাসেন ও যাতে আপনি খুশী হন। (হে চন্দ্র!) আমার ও তোমার প্রভু আল্লাহ’।[৭৩৩]

ফযীলত : তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নতুন চাঁদ দেখে বলতেন, اَللّٰهُمَّ أَهِلَّه عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ. অর্থাৎ,‘আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের উপরে চাঁদকে উদিত করুন শান্তি ও ঈমানের সাথে, নিরাপত্তা ও ইসলামের সাথে এবং আমাদেরকে ঐ সকল কাজের ক্ষমতা দানের সাথে, যা আপনি ভালবাসেন ও যাতে আপনি খুশী হন। (হে চন্দ্র!) আমার ও তোমার প্রভু আল্লাহ’।[৭৩৪]

২. ইফতারের দো‘আ :

بِسْمِ اللهِ.

উচ্চারণ : *বিসমিল্লা-হ।*

অর্থ : ‘আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)’।[৭৩৫]

---

৭৩৩. তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪২৮।
৭৩৪. তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪২৮; দারেমী হা/১৬৮৭-৮৮।
৭৩৫. মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৪১৫৯।

৩. ইফতার শেষের দো‘আ :

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَآءَ اللهُ.

উচ্চারণ : *যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূক্বু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশা-আল্লা-হ।*

অর্থ : তৃষ্ণা দূর হ’ল, শিরা-উপশিরা সিক্ত হ’ল এবং আল্লাহ চাহে তো পুরস্কার নিশ্চিত হ’ল।[৭৩৬] ***অথবা***, শুধু বলবে, أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ. *‘আলহামদুলিল্লা-হ’*।[৭৩৭]

ফযীলত : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইফতার করার পর বলতেন, ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ. অর্থাৎ, ‘তৃষ্ণা দূর হ’ল, শিরা-উপশিরা সিক্ত হ’ল এবং আল্লাহ চাহে তো পুরস্কার নিশ্চিত হ’ল’।[৭৩৮]

৪. লায়লাতুল ক্বদরের দো‘আ :

أَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা ‘আফুব্বুন তুহিব্বুল ‘আফওয়া ফা‘ফু ‘আন্নী।*

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল। তুমি ক্ষমা করতে ভালবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা করো’।[৭৩৯]

ফযীলত : হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا أَدْعُو قَالَ تَقُولِينَ ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ক্বদরের রাত পেলে কি দো‘আ পাঠ করব? রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘তুমি বলবে, اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ

---

৭৩৬. আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৯৩।
৭৩৭. মুসলিম, মিশকাত হা/৪২০০।
৭৩৮. আবূদাঊদ হা/২৩৫৭; মিশকাত হা/১৯৯৩; হাসান হাদীছ।
৭৩৯. আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২০৯১।

اَلْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ. অর্থাৎ, ‘হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল। তুমি ক্ষমা করতে ভালবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা করো’।[৭৪০]

৫. ঈদে পারস্পরিক সাক্ষাতের দো‘আ :

تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ.

উচ্চারণ : *তাক্বাব্বালাল্লা-হু মিন্না ওয়া মিনকা।*

অর্থ : ‘আল্লাহ আমাদের ও আপনার বা আপনাদের পক্ষ হ’তে কবূল করুন’![৭৪১]

৬. ঈদায়নের তাকবীর বা দো‘আ :

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হু আক্বার আল্লা-হু আক্বার লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আক্বার আল্লা-হু আক্বার ওয়া লিল্লা-হিল হাম্দ।*

অর্থ : ‘আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া কোন মা‘বূদ নেই। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য’।[৭৪২]

ফযীলত : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার (রাঃ) বলেন, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَخَذَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ ثُمَّ رَجَعَ فِي طَرِيقٍ آخَرَ. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের দিন এক রাস্তা দিয়ে ঈদগাহে যেতেন এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসতেন।[৭৪৩] কেননা, এসময় উচ্চ স্বরে তাকবীর পাঠ করলে, শ্রবণকারী গাছ-পালা, পাথর- মাটি তাকবীরের সাথে একাত্মতা ঘোষনা করবে।[৭৪৪]

৭৪০. ইবনু মাজাহ হা/৩৮৫০; মিশকাত হা/২০৯১; আহমাদ হা/২৫৫৩৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৩৭।

৭৪১. শু‘আবুল ঈমান হা/৩৪৪৬; বায়হাক্বী হা/৬০৯০; তামামুল মিন্নাহ ১/৩৫৪ পৃঃ।

৭৪২. ইবনু আবী শায়বা, সনদ ছহীহ; যাদুল মা‘আদ ১/৪৩৩।

৭৪৩. আবূদাঊদ হা/১১৫৬; হাকিম হা/১০৯৮, ‘ঈদায়নের ছালাত’ অনুচ্ছেদ-৪৩৬।

৭৪৪. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৫৫০।

৭. কুরবানী করার দো‘আ :

(১) بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ : *বিস্‌মিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার।*

অর্থ : ‘আল্লাহ্র নামে (যবেহ করছি), আল্লাহ সবচেয়ে বড়’।[৭৪৫]

ফযীলত : আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন এক কুরবানীর ঈদে শিংওয়ালা ধূসর রঙের দু’টি দুম্বা কুরবানী করলেন। তিনি দুম্বা দু’টির পাঁজরের উপর নিজের পা রেখে *‘বিস্‌মিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার’* বলে যাবাহ করলেন।[৭৪৬]

(২) بِسْمِ اللهِ أَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّيْ وَمِنْ أَهْلِ بَيْتِيْ.

উচ্চারণ : *বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলি বাইতী।*

অর্থ : ‘আল্লাহ্র নামে (কুরবানী করছি)। হে আল্লাহ! তুমি কবূল করো আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ থেকে’। এখানে কুরবানী অন্যের হ’লে তার নাম মুখে বলবেন অথবা মনে মনে নিয়ত করে বলবেন *‘বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাববাল মিন ফুলান ওয়া মিন আহলে বায়তিহী’* অর্থাৎ, আল্লাহ্র নামে (কুরবানী করছি), হে আল্লাহ! তুমি কবূল করো অমুকের ও তার পরিবারের পক্ষ হ’তে’।[৭৪৭]

ফযীলত : হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি শিংওয়ালা সুন্দর সাদা-কালো দুম্বা আনতে বললেন, ...অতঃপর নিম্নোক্ত দো‘আ পড়লেন, بِسْمِ اللهِ أَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ وَّمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ. অর্থাৎ,‘আল্লাহ্র নামে (কুরবানী করছি), হে আল্লাহ! তুমি কবূল কর মুহাম্মাদের পক্ষ হ’তে, তার পরিবারের পক্ষ হ’তে ও তার উম্মতের পক্ষ হ’তে’। এরপর উক্ত দুম্বা কুরবানী করলেন’।[৭৪৮]

৭৪৫. মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৫৩।

৭৪৬. মুত্তাফাক ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৫৩।

৭৪৭. মির‘আত ২/৩৫০ পৃঃ; ঐ, ৫/৭৪ পৃঃ।

৭৪৮. মুসলিম হা/১৯৬৭; মিশকাত হা/১৪৫৪।

হজ্জ ও ওমরাহ সম্পর্কিত দো'আ

১. কা'বা গৃহ দর্শনের দো'আ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তিনি দু'হাত প্রসারিত করেন এবং নিচের দো'আটি পড়েন।[৭৪৯] কা'বা গৃহ দেখা মাত্রই দু'হাত উঁচু করে নিচের দো'আটি হযরত ওমর (রাঃ) পড়েছিলেন।[৭৫০]

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা আনতাস সালা-মু ওয়া মিন্‌কাস সালা-ম, ফাহাইয়িনা রাব্বানা বিস্‌সালা-ম।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনি শান্তি, আপনার থেকেই শান্তি আসে। অতএব হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে শান্তির সাথে বাঁচিয়ে রাখুন'।

২. কা'বা গৃহে প্রবেশের দো'আ :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ سَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ছাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিও ওয়া সাল্লিম, আল্লা-হুম্মাফ তাহ্‌লী, আবওয়াবা রাহমাতিকা। (দো'আটির প্রথমাংশে সংক্ষিপ্ত দরূদ পাঠ করা হয়েছে)*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ! আমার জন্য রহমতের দরজা সমূহ খুলে দিন'।[৭৫১]

ফযীলত : মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার প্রথমে রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ তাঁর নির্দেশ। আবূ হুমাইদ আস-সায়িদী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لِيَقُلِ اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ 'যখন তোমাদের

৭৪৯. সুনানে বায়হাক্বী কাবীর হা/৮৯৯৫।
৭৫০. সুনানে বায়হাক্বী কাবীর হা/৮৯৯৮; বায়হাক্বী ৫/৭৩, আলবানী, মানাসিকুল জাজ্জ ওয়াল 'ওমরাহ পৃষ্ঠা-২০।
৭৫১. মুসলিম হা/৭১৩, আবূদাঊদ হা/৪৬৫, মিশকাত হা/৭০৩।

কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তখন সে যেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করে অতঃপর যেন বলে, اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দ্বার সমূহ খুলে দাও'। আর বের হওয়ার সময় যেন বলে, اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ অর্থাৎ,'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি'।[৭৫২]

৩. মসজিদুল হারামে প্রবেশের ২য় দো'আ :

(٢) أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

উচ্চারণ : *আ'ঊযুবিল্লা-হিল 'আযীমি ওয়া বিওয়াজহিহিল কারীমি ওয়া সুলত্বা-নিহিল ক্বাদীমি মিনাশ্ শাইত্বা-নির রাজীম।*

অর্থ : 'মহান আল্লাহ্‌র, তাঁর সম্মানিত চেহারার ও তাঁর অনাদি ক্ষমতার অসীলায় বিতাড়িত শয়তান হ'তে আমি আশ্রয় চাচ্ছি'।[৭৫৩]

ফযীলত : আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনে 'আছ বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন, '*আ'ঊযুবিল্লা-হিল 'আযীমি ওয়া বিওয়াজহিহিল কারীমি ওয়া সুলত্বা-নিহিল ক্বাদীমি মিনাশ্ শাইত্বা-নির রাজীম*'। দো'আটি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ. 'যখন কেউ উক্ত দো'আ পাঠ করে, তখন শয়তান বলে, আমা হ'তে সে সারা দিনের জন্য রক্ষা পেল'।[৭৫৪]

৪. মসজিদুল হারাম থেকে বের হওয়ার দো'আ :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ سَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

৭৫২. মুসলিম হা/৭১৩; নাসাঈ হা/৭২৯; আবূদাঊদ হা/৪৬৫; ইবনু মাজাহ হা/৭৭২ শায়েখ আলবানী হাদীছটি ছহীহ বলেছেন।
৭৫৩. আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৭৪৯।
৭৫৪. আবূদাঊদ হা/৪৬৬; মিশকাত হা/৭৪৯; সনদ ছহীহ।

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ছাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিও ওয়া সাল্লিম, আল্লা-হুম্মা'ছিমনী মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজীম।* *(দো'আটির প্রথমাংশে সংক্ষিপ্ত দরূদ পাঠ করা হয়েছে)*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর শান্তি ও অনুগ্রহ বর্ষণ করো। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে নিরাপদ রাখো'।[৭৫৫]

ফযীলত : আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তখন সে যেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করে অতঃপর যেন বলে, أَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ অর্থাৎ,'হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দ্বার সমূহ খুলে দাও'। আর বের হওয়ার সময় তখনও সে যেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করে অতঃপর যেন বলে, أَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. অর্থাৎ,'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে নিরাপদ রাখো'।[৭৫৬]

৫. হজ্জ ও ওমরার তালবিয়া পাঠ :

لَبَّيْكَ أَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَشَرِيْكَ لَكَ.

উচ্চারণ : *লাব্বাইকা আল্লা-হুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা; ইন্নাল হাম্‌দা ওয়ান্‌নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্‌ক; লা শারীকা লাকা।*

অর্থ: 'আমি হাযির, হে আল্লাহ! আমি হাযির। আমি হাযির, তোমার কোন শরীক নেই, আমি হাযির। নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা, অনুগ্রহ ও সাম্রাজ্য সবই তোমার; তোমার কোন শরীক নেই'।[৭৫৭]

ফযীলত : (১) সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ مُلَبٍّ يُلَبِّي إِلاَّ لَبَّى مَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ

৭৫৫. ইবনু মাজাহ হা/৭৭৩; 'হজ্জ ও ওমরাহ' মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, পৃঃ ৫৫।
৭৫৬. ইবনু মাজাহ হা/৭৭৩; মুসনাদে জামি' হা/১২৮৯৪।
৭৫৭. মুসলিম হা/১১৮৫; মিশকাত হা/২৫৫৪ 'ইহরাম ও তালবিয়াহ' অনুচ্ছেদ।

حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا. 'কোন মুসলমান যখন 'তালবিয়াহ' পাঠ করে, তখন তার ডাইনে-বামে, পূর্বে-পশ্চিমে তার ধ্বনির শেষ সীমা পর্যন্ত কংকর, গাছ ও মাটির ঢেলা সবকিছু তার সাথে 'তালবিয়াহ' পাঠ করে'।[৭৫৮] ত্বীবী বলেন, অর্থাৎ যমীনে যা কিছু আছে, সবই তার তালবিয়াহ'র সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে।

(২) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইহরাম অবস্থায় এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)- এর সাথে ছিলেন। হঠাৎ সাওয়ারী তাঁর ঘাড় ভেঙ্গে দেয়। ফলে তিনি মারা যান। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْهِ، وَلاَ تُمَسُّوْهُ بِطِيبٍ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. 'তোমরা তাকে কুলগাছের পাতা দিয়ে সিদ্ধ পানি দ্বারা গোসল করাও এবং দু'কাপড়ে কাফন দাও। তবে তার শরীরে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথা ঢেকে দিবে না। কেননা ক্বিয়ামতের দিনে তাকে তালবিয়াহ পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে'।[৭৫৯]

৬. হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামিনীর মাঝখানে পঠিত দো'আ :

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

উচ্চারণ : *রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আ-খিরাতি হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা আযা-বান্না-র'।*

অর্থ : 'হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে মঙ্গল দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও' *(বাক্বারাহ ২/২০১)*।

ফযীলত : (১) আব্দুল্লাহ ইবনে সায়িব (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী স্থানে رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. দো'আটি পড়তে শুনেছি'।[৭৬০]

৭৫৮. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৫৫০।
৭৫৯. বুখারী হা/১৮৫১, মুসলিম হা/১২০৬; মিশকাত হা/১৬৩৭; নাসাঈ হা/২৮৫৩।
৭৬০. আবূদাঊদ হা/১৮৯২; মিশকাত হা/২৫৮১।

(২) আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) অধিকাংশ সময় اَللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. দো'আটি পাঠ করতেন।[৭৬১]

৭. ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ে পঠিতব্য দো'আ :

(১) إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ.

উচ্চারণ : *ইন্নাছ ছাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'আ-ইরিল্লা-হ।*

অর্থ : 'নিশ্চয়ই ছাফা ও মারওয়া আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের অন্যতম' *(বাক্বারাহ ২/১৫৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ে উঠে কা'বার দিকে মুখ করে দু'হাত উঠিয়ে বলেন, أَللهُ أَكْبَرُ *'আল্লা-হু আকবার'* (৩ বার) এবং নিম্নের দো'আও তিনবার পাঠ করেন।

(২) لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

উচ্চারণ : *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহূ লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুওয়া আ'লা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহূ আনজাযা ওয়া'দাহূ ওয়া নাছারা আবদাহূ ওয়া হাযামাল আহযা-বা ওয়াহদাহূ* (৩ বার)।

অর্থ : 'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি অদ্বিতীয়। তিনি তাঁর

৭৬১. বুখারী হা/৬৩৮৯; মুসলিম হা/২৬৯০; মিশকাত হা/২৪৮৭।

প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সমস্ত সম্মিলিত শক্তিকে পরাভূত করেছেন'।[৭৬২]

ফযীলত : জাবির ইবনে 'আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, ... রাসূলল্লাহ (ছাঃ) দু' রাক'আত ছালাতে *'কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ'* ও *'কুল ইয়া- আইয়্যুহাল কা-ফিরূণ'* পড়েছিলেন। অতঃপর তিনি হাজরে আস্ওয়াদের দিকে ফিরে গেলেন, একে স্পর্শ করে চুমু খেলেন। এরপর তিনি দরজা দিয়ে সাফা পর্বতের দিকে বের হয়ে গেলেন। যখন সাফার নিকটে পৌঁছলেন তখন কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়াহ্ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম' *(বাক্বারাহ ২/১৫৮)*। তিনি আরো বললেন, أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ. অর্থাৎ, 'আল্লাহ তা'আলা যেখান হ'তে শুরু করেছেন, আমিও তা ধরে শুরু করবো'।

সুতরাং তিনি সাফা থেকে শুরু করলেন এবং পাহাড়ের উপরে উঠলেন। সেখান থেকে তিনি আল্লাহ্র ঘর দেখতে পেলেন।

অতঃপর তিনি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ্র একত্ববাদের ঘোষণা দিলেন এবং তাঁর মহিমা বর্ণনা করে বললেন, لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ. এ দো'আ তিনি তিনবার বললেন। এর মাঝে কিছু অন্য দো'আও করলেন। অতঃপর সাফা হ'তে নামলেন এবং মারওয়া অভিমুখে হেঁটে চললেন, যে পর্যন্ত তাঁর পবিত্র পা উপত্যকার মধ্যমর্তী সমতলে গিয়ে ঠেকলো। তারপর তিনি মারওয়ায় না পৌঁছা পর্যন্ত দ্রুতবেগে হেঁটে চললেন। আবারও তিনি সাফায় যা করেছেন, অনুরূপ মারওয়ার শেষ চলা পর্যন্ত তাই করলেন। এমনকি মারওয়াতে যখন তাওয়াফ শেষ হ'ল, তখন তিনি মারওয়ার উপর দাঁড়িয়ে লোকদেরকে সম্বোধন করলেন...।[৭৬৩]

৭৬২. মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৫৫।

৭৬৩. মুসলিম হা/১২১৮; মিশকাত হা/২৫৫৫; আবূদাউদ হা/১৯০৫; দারেমী হা/১৮৫০।

৮. আরাফার দিবসে পাঠিতব্য দো'আ :

لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণ: *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহূ; লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুওয়া আ'লা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর*।

অর্থ: 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য সকল রাজত্ব ও তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। তিনি সব কিছুর উপরে ক্ষমতাবান'।[৭৬৪]

ফযীলত : (১) 'আমর ইবনে শু'আইব (রহঃ) তার বাবা ও তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. 'শ্রেষ্ঠ দো'আ হ'ল আরাফার দো'আ। আর আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণ যে দো'আ পাঠ করেছেন। *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহূ; লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুওয়া আ'লা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর*।[৭৬৫] ত্বাবারাণীর বর্ণনায় দো'আটি আরাফার দিন সন্ধ্যায় পড়ার কথা এসেছে।[৭৬৬]

(২) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ . فِى يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ ،

৭৬৪. তিরমিযী, মিশকাত হা/২৫৯৮।
৭৬৫. তিরমিযী হা/৩৫৮৫; মিশকাত হা/২৫৯৮; ত্বাবারাণী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫০৩।
৭৬৬. ত্বাবারাণী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫০৩।

وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِىَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

'যে ব্যক্তি দৈনিক ১০০ বার বলবে *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহূ; লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুওয়া আ'লা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর'* ঐ ব্যক্তির ১০টি গোলাম আযাদ করার সমান ছওয়াব হবে, তার জন্য ১০০ নেকী লেখা হবে, ১০০ গুনাহ ক্ষমা করা হবে। এটি তার ঐ দিনের জন্য শয়তান থেকে রক্ষাকবচ হবে যতক্ষণ না সন্ধ্যা হয়। আর সে যা করেছে তার চেয়ে উত্তম আর কেউ করতে পারবে না ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যে তার চেয়ে বেশী এ আমল করবে'।[৭৬৭]

দাম্পত্য জীবনে পঠিতব্য দো'আ সমূহ

১. চরিত্রবতী স্ত্রী ও সন্তান লাভের জন্য দো'আ :

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا.

উচ্চারণ : *রাব্বানা হাবলানা মিন আযওয়া-জিনা যুররিইয়া-তিনা ক্বুররাতা আ'ইউনিওঁ ওয়াজ'আলনা লিলমুত্তাক্বীনা ইমা-মা।*

অর্থ : 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের মাধ্যমে চক্ষুশীতলকারী বংশধারা দান করো। আর আমাদেরকে মুত্তাক্বীদের জন্য আদর্শ স্বরূপ বানাও' *(ফুরকান ২৫/৭৪)*।

২. বিবাহের খুৎবা :

أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ

৭৬৭. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৩০২।

اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً- وَاتَّقُوْا اللهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا.

ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) এভাবে খুৎবা শিক্ষা দিতেন।[৭৬৮]

৩. বিয়ে কবূলের পরে নতুন বর-কনের জন্য খাছ করে দো'আ :

بَارَكَ اللهُ لَكَ ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ.

উচ্চারণ : *বা-রাকাল্লা-হু লাকা ওয়া বা-রাকা 'আলাইকা ওয়া জামা'আ বাইনাকুমা ফী খায়রি।*

অর্থ : 'এই বিবাহে আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুক এবং তোমার উপর বরকত হোক আর তোমাদের দু'জনকে অতি উত্তমরূপে একত্রে অবস্থান করার ব্যবস্থা করে দিন'।[৭৬৯]

ফযীলত : আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَّأَ الإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِى خَيْرٍ. 'রাসূল (ছাঃ) কাউকে বিয়ের পর শুভেচ্ছা জানালে বলতেন, بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِى خَيْرٍ. অর্থাৎ, 'এই বিবাহে আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুক এবং তোমার উপর বরকত হোক আর তোমাদের দু'জনকে অতি উত্তমরূপে একত্রে অবস্থান করার ব্যবস্থা করে দিন'।[৭৭০]

৭৬৮. আহমাদ হা/৩৭২০; ইবনু মাজাহ হা/১৮৯২; তিরমিযী হা/১১০৫; মিশকাত হা/৩১৪৯; আলে ইমরান ৩/১০২; নিসা ৪/১; আহযাব ৩৩/৭০-৭১।

৭৬৯. আহমাদ হা/৮৯৪৪; আবূদাঊদ হা/২১৩০।

৭৭০. আহমাদ হা/৮৯৪৪; তিরমিযী হা/১০৯১; আবূদাঊদ হা/২১৩০; মিশকাত হা/২৩৩২।

৪. বাসর ঘরে স্ত্রীর কপালের চুল ধরে দো'আ :

أَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা খায়রাহা ওয়া খায়রামা জাবাল্তাহা 'আলাইহি ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররিহা ওয়ামিন শাররিমা জাবাল্তাহা 'আলাইহি।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তার মঙ্গল ও যে মঙ্গলের উপর তাকে সৃষ্টি করেছ তা প্রার্থনা করছি। আর তার অমঙ্গল ও যে অমঙ্গলের উপর তাকে সৃষ্টি করেছ তা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি'।[৭৭১]

ফযীলত : 'আমর ইবনে শু'আইব (রহঃ) তার পিতা ও তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلْ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيرًا فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو دَاوُد زَادَ أَبُو سَعِيدٍ ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ فِي الْمَرْأَةِ وَالْخَادِمِ. 'যখন তোমাদের কেউ কোন নারীকে বিয়ে করে অথবা কোন দাসী ক্রয় করে তখন সে যেন বলে, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তার মঙ্গল ও যে মঙ্গলের উপর তাকে সৃষ্টি করেছ তা প্রার্থনা করছি। আর তার অমঙ্গল ও যে অমঙ্গলের উপর তাকে সৃষ্টি করেছ তা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি'। আর যখন কোন উট কিনবে তখন যেন সেটির কুঁজের উপরিভাগ ধরে অনুরূপ দো'আ করে'। ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেন, আবূ সাঈদের বর্ণনায় রয়েছে; 'অতঃপর তার কপালের চুল ধরে বলবে। স্ত্রী এবং দাসীর ব্যাপারেও বরকতের দো'আ করবে'।[৭৭২]

৭৭১. আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৪৪৬, সনদ হাসান।

৭৭২. আবূদাঊদ হা/২১৬০; ইবনু মাজাহ হা/২২৫২; মিশকাত হা/২৪৪৬, সনদ হাসান।

৫. বাসর রাতে দু'রাকা'আত ছালাত পরে দো'আ :

أَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْ أَهْلِيْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ، أَللّٰهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ بِخَيْرٍ و فَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা বা-রিক লী ফী আহ্লী ওয়া বা-রিক লাহুম ফিইয়্যা, আল্লা-হুম্মাজমা' বাইনানা মা জামা'তা বিখাইরিন ওয়া ফাররিক্ব বাইনানা ইযা ফাররাক্বতা ইলা খাইর।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমার জন্য আমার পরিবারে বরকত দান করো এবং তাদের স্বার্থে আমার মাঝে বরকত দাও। হে আল্লাহ! তুমি যা ভাল একত্রিত করেছ তা আমাদের মাঝে একত্রিত করো। আর যখন কল্যাণের দিকে বিচ্ছেদ করো তখন আমাদের মাঝে বিচ্ছেদ করো'।[৭৭৩]

ফযীলত : আবূ আব্দুর রহমান সালামী (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, আমি একজন মহিলাকে বিবাহ করেছি। কিন্তু আমি তার কাছে ঘেষতে ভয় পাচ্ছি। তিনি বলেন, তাহ'লে তুমি দুই রাকা'আত ছালাত আদায় করো এবং বলো, اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْ أَهْلِيْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ، اَللّٰهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ بِخَيْرٍ و فَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ. অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! আমার জন্য আমার পরিবারে বরকত দান করো এবং তাদের স্বার্থে আমার মাঝে বরকত দাও। হে আল্লাহ! তুমি যা ভাল একত্রিত করেছ তা আমাদের মাঝে একত্রিত করো। আর যখন কল্যাণের দিকে বিচ্ছেদ করো তখন আমাদের মাঝে বিচ্ছেদ করো'।[৭৭৪]

৬. স্ত্রী সহবাসের পূর্বের দো'আ :

بِسْمِ اللهِ أَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا .

৭৭৩. ত্বাবারানী, মু'জামুল কাবীর, হা/৮৯৯৩-৯৪।
৭৭৪. ত্বাবারানী, মু'জামুল কাবীর, হা/৮৯৯৩; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৭৫৪৭; সিলসিলাতুল আছার আছ-ছহীহাহ হা/৩৬১; আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ২৪।

উচ্চারণ : *বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা জান্নিব্নাশ্ শাইত্বা-না ওয়া জান্নিবিশ্ শাইত্বানা মা রাযাক্বতানা।*

অর্থ : 'আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং আমাদের এ মিলনের ফলে যে সন্তান দান করবে তাকেও শয়তান থেকে দূরে রাখ'।[৭৭৫]

ফযীলত : ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে মিলনের পূর্বে যদি বলে, بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. তারপর তাদের কিসমতে কোন সন্তান থাকলে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না'।[৭৭৬]

৭. নবজাতকের কানে আযান শুনানো :

ওবাইদুল্লাহ ইবনে আবূ রাফি' (রাঃ) বলেন, رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ. 'ফাতিমা (রাঃ) যখন হাসান ইবনে 'আলী (রাঃ)-কে প্রসব করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার কানে ছালাতের আযানের ন্যায় আযান দিয়েছিলেন'।[৭৭৭] ইমাম তিরমিযী বলেন, নবজাতকের কানে আযান শুনানোর উপরে আমল জারি আছে (والعمل عليه)।[৭৭৮]

হাফিয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) শিশুর কানে আযানের তাৎপর্য বর্ণনা করে বলেন, 'দুনিয়াতে আগমনের সাথে সাথে তার কানে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র বড়ত্বের ও শ্রেষ্ঠত্বের বাণী শুনানো হয়। যেমন দুনিয়া থেকে বিদায়কালে তাকে তাওহীদের কালিমা '*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*'র তালক্বীন করানো হয়। আযান বাচ্চার মনে দূরবর্তী ও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে এবং শয়তানকে বিতাড়িত করে'।[৭৭৯]

৭৭৫. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৪১৬।
৭৭৬. বুখারী হা/৩২৭১; মুসলিম হা/১৪৩৪; মিশকাত হা/২৪১৬।
৭৭৭. আবূদাঊদ হা/৫১০৫; তিরমিযী হা/১৫১৪; হাসান হাদীছ।
৭৭৮. তিরমিযী হা/১৫৬৯; আলবানী, তিরমিযী হা/১২২৪; 'কুরবানী' 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ নং ১৫।
৭৭৯. ইবনুল ক্বাইয়িম, তুহফাতুল মওলূদ পৃঃ ২৫-২৬।

৮. নবজাতক শিশুর তাহনীক ও দো'আ :

'তাহনীক' শব্দের অর্থ অভিজ্ঞ করা, সুদক্ষ করা। কোন তাক্বওয়াশীল ব্যক্তি খেজুর চিবিয়ে কিংবা মধু বা মিষ্টি জাতীয় কোন বস্তুতে স্বীয় লালা মিশ্রিত করে নবজাত শিশুর মুখে দেওয়াকে 'তাহনীক' বলে। আসমা বিনতে আবূ বকর (রাঃ)-এর সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর তাকে এনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কোলে তুলে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি খেজুর আনতে বললেন এবং তিনি তা চিবিয়ে ছেলের মুখে তুলে দিলেন এবং তার জন্য বরকতের দো'আ করলেন।[৭৮০]

'তাহনীক' করার পর শিশুর কল্যাণের জন্য দো'আ :

بَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ.

উচ্চারণ : *বা-রাকাল্লা-হু 'আলাইকা'*।

অর্থ : 'আল্লাহ তোমার উপরে অনুগ্রহ বর্ষণ করুন'।[৭৮১]

৯. সপ্তম দিনে আক্বীক্বা করার দো'আ :

اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَقِيْقَةَ فُلَانٍ، بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা মিন্‌কা ওয়া লাকা, আক্বীক্বাতা ফুলান। বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবর*।

অর্থ : 'হে আমার প্রভু! অমুকের পক্ষ থেকে আক্বীক্বাহ, আল্লাহ্‌র নামে (যবেহ করছি), আল্লাহ সবচেয়ে বড়'। *এ সময় 'ফুলান'-এর স্থলে বাচ্চার নাম বলা যাবে।*[৭৮২] মনে মনে নবজাতকের আক্বীক্বার নিয়ত করে মুখে কেবল *'বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবর'* বললেও চলবে।

ফযীলত : (১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ فَأَهْرِيْقُوْا عنه دَمًا وَأَمِيْطُوا عَنْهُ الْأَذَى. 'সন্তানের সাথে আক্বীক্বা জড়িত। অতএব তোমরা তার

৭৮০. বুখারী হা/৫৪৬৭; মিশকাত হা/২৯৩০।
৭৮১. মিরক্বাত (দিল্লী ছাপা : তারিখ বিহীন) ৮/১৫৫ পৃঃ।
৭৮২. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, আবু ইয়া'লা, বায়হাক্বী ৯/৩০৪ পৃঃ; নায়ল ৬/২৬২ পৃঃ।

পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত করো এবং তার থেকে কষ্ট দূর করে দাও' (আক্বীক্বা করো এবং মাথার চুল ফেলে দাও)।[৭৮৩]

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ او مُرْتَهَنٌ بعقيقَتِهِ تُذْبَحُ عنه يومَ السابع و يُسَمَّى وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ رواه الخمسة. 'প্রত্যেক শিশু তার আক্বীক্বার সাথে বন্ধক থাকে। অতএব জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু যবেহ করতে হয়, নাম রাখতে হয় এবং তার মাথা মুণ্ডন করতে হয়'।[৭৮৪]

মৃত ব্যক্তি সম্পর্কিত দো'আ সমূহ

১. মুমূর্ষু ব্যক্তির জন্য দো'আ ও তালক্বীন করানো :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ ، وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الأَعْلَى.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী ওয়ার হাম্‌নী ওয়া আলহিক্বনী বিররাফীক্বিল আ'লা*।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করো, আমার প্রতি দয়া করো এবং আমাকে মহান বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও'।[৭৮৫]

এই দো'আ পাঠ করানোর পরে মুমূর্ষু ব্যক্তিকে বেশী বেশী 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' বলে তালক্বীন করানো উচিৎ।

ফযীলত : হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আমার পায়ের উপর হেলান দেয়া অবস্থায় বলতে শুনেছি, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করো, আমার প্রতি দয়া করো এবং আমাকে মহান বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও'।[৭৮৬]

৭৮৩. বুখারী, মিশকাত হা/৪১৪৯ 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ।
৭৮৪. আবূদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ; ইরওয়া হা/১১৬৫।
৭৮৫. বুখারী হা/৫৬৭৪; মুয়াত্তা হা/৮১৬।
৭৮৬. বুখারী হা/৫৬৭৪; তিরমিযী হা/৩৪৯৬; আহমাদ হা/২৫৯৮৯; মুয়াত্তা হা/৮১৬।

(২) তালক্বীনের ফযীলত সম্পর্কে আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلا اللهُ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلِمَتِهِ لَا إِلَهَ إِلا اللهُ عِنْدَ الْمَوْتِ دَخَلَ الْجَنَّةَ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ وَإِنْ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ. 'তোমরা মৃত্যু পথযাত্রীকে '*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*' তালক্বীন দাও। কেননা যে ব্যক্তির মৃত্যুর সময় '*লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*' শেষ বাক্য হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৭৮৭]

২. মৃত্যু সংবাদ, বিপদে ও মুছীবতে পড়লে দো'আ :

(১) إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ.

উচ্চারণ : *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রা-জি'উন।*

অর্থ : 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্‌র জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী' *(বাক্বারাহ ২/১৫৬)*। এরপর বলে-

(২) اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ احْتَسَبْتُ مُصِيْبَتِىْ فَأْجُرْنِىْ فِيْهَا وَعُضْنِىْ مِنْهَا إِلاَّ آجَرَهُ اللهُ عَلَيْهَا وَعَاضَهُ خَيْرًا مِنْهَا.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইন্দাকাহ তাসাবতু মুছীবাতী ফাজুরনী ফীহা ওয়াযনী মিন্‌হা ইল্লা আজারাহুল্লা-হু 'আলাইহা ওয়া 'আযাহু খায়রান মিন্‌হা।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট বিপদে ছওয়াবের প্রত্যাশা করি, তুমি আমাকে পুরস্কৃত করো এবং আমাকে বিনিময় দান করো, তখন আল্লাহ্ তাকে পুরস্কৃত করেন এবং এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করেন'।[৭৮৮]

ফযীলত : উম্মে সালামা হ'তে বর্ণিত, আবূ সালামা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ فَيَفْزَعُ إِلَى مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللّٰهُمَّ عِنْدَكَ احْتَسَبْتُ مُصِيبَتِي فَأْجُرْنِي فِيهَا وَعُضْنِي مِنْهَا إِلاَّ آجَرَهُ اللهُ عَلَيْهَا وَعَاضَهُ خَيْرًا مِنْهَا. 'কোন মুসলমান যখন

৭৮৭. মুসলিম, মিশকাত হা/১৬১৬; তিরমিযী হা/৯৭৬; ইবনে হিব্বান হা/৩০০৪।
৭৮৮. মুসলিম, মিশকাত হা/১৬১৮; ইবনে মাজাহ হা/১৫৯৮ ।

বিপদে পড়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত '*ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রা-জি'উন*' পাঠ করে এবং বলে, اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ احْتَسَبْتُ مُصِيبَتِي فَأْجُرْنِي فِيهَا وَعُضْنِي مِنْهَا إِلاَّ آجَرَهُ اللهُ عَلَيْهَا وَعَاضَهُ خَيْرًا مِنْهَا. অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট বিপদে ছওয়াবের প্রত্যাশা করি, তুমি আমাকে পুরস্কৃত করো এবং আমাকে বিনিময় দান করো, তখন আল্লাহ্ তাকে পুরস্কৃত করেন এবং এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করেন'। রাবী বলেন, আবূ সালামা (রাঃ) ইন্তিকাল করলে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে হাদীছ আমার কাছে বর্ণনা করেছিলেন তা স্মরণ করলাম। আমি বললাম '*ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রা-জি'উন*'। اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ احْتَسَبْتُ مُصِيبَتِي فَأْجُرْنِي فِيهَا وَعُضْنِي مِنْهَا إِلاَّ آجَرَهُ اللهُ عَلَيْهَا وَعَاضَهُ خَيْرًا مِنْهَا. অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! আমার বিপদের পুরস্কার আপনার কাছেই আশা করি। অতএব আমাকে তার বিনিময়ে পুরস্কৃত করুন'। অতঃপর আমি যখন বলতে চাইলাম, আমাকে এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করুন, তখন আমি মনে মনে বললাম, আবূ সালাম (রাঃ) অপেক্ষা আমাকে উত্তম কিছু দান করুন। তারপর আমি তা বললাম'। অতএব আল্লাহ আমাকে বিনিময়স্বরূপ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে দান করেন এবং আমার বিপদে তিনি আমাকে পুরস্কৃত করেন'।[৭৮৯]

৩. মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করার সময় পঠিত দো'আ :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ **لِأَبِى سَلَمَةَ** وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِى الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِى عَقِبِهِ فِى الْغَابِرِيْنَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَافْسَحْ لَهُ فِى قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মাগফিরলি **আবী সালামাতা** ওয়ারফা' দারাজাতাহূ ফিল মাহদিই-ইয়াইনা ওয়াখলুফহু ফী 'আক্বিবিহী ফিল গা-বিরীন, ওয়াগ্‌ফিরলানা ওয়া লাহূ ইয়া-রাব্বাল 'আ-লামীনা ওয়াফসাহ্ লাহূ ফী ক্বাবরিহী ওয়া নাওবির লাহূ ফীহ্।*

৭৮৯. মুসলিম হা/৯১৮; মিশকাত হা/১৬১৮; ইবনু মাজাহ হা/১৫৯৮; তিরমিযী হা/৩৫১১।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আবূ সালামাকে মাফ করে দাও, হিদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করো এবং তার পিছনে যারা রয়ে গেল তাদের মধ্যে তুমিই তার প্রতিনিধি হও। ইয়া রাব্বাল আলামীন! তুমি আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা করো, তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও এবং তাতে তার জন্য আলোর ব্যবস্থা করো'।[৭৯০] *(আবূ সালমার নামের স্থানে মৃত ব্যক্তির নাম হবে)*

ফযীলত : উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবূ সালামার নিকট পৌঁছলেন তখন তাঁর চক্ষু-খোলা ছিল। তিনি তার চক্ষু বন্ধ করে বললেন, إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ. 'রূহ যখন কবয করা হয় তখন চক্ষু তার অনুসরণ করে'। একথা শুনে আবূ সালামার পরিবারের কিছু লোক চিৎকার করে কেঁদে উঠলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ. 'নিজেদের জন্য মঙ্গল কামনা ছাড়া অযথা কিছু করো না। কেননা তোমরা যা বলবে, তার উপর ফেরেশতাগণ আমীন বলবেন'।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ. وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ. অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! তুমি আবূ সালামাকে মাফ করে দাও, হিদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করো এবং তার পিছনে যারা রয়ে গেল তাদের মধ্যে তুমিই তার প্রতিনিধি হও। ইয়া রাব্বাল আলামীন! তুমি আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা করো, তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও এবং তাতে তার জন্য আলোর ব্যবস্থা করো'।[৭৯১]

৪. মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ :

أَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মাগ্‌ফির লাহূ ওয়ারহাম্‌হু, ইন্নাকা আন্‌তাল গাফূরুর রাহীম।*

৭৯০. মুসলিম, মিশকাত হা/১৬১৯।
৭৯১. মুসলিম হা/৯২০; মিশকাত হা/১৬১৯।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করো এবং তার প্রতি দয়া করো। তুমি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু'।[৭৯২]

ফযীলত : ওয়াসিলা ইবনে আসক্বা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে নিয়ে একজন মুসলিম ব্যক্তির জানাযা ছালাতে ইমামাত করলেন। আমরা তাঁকে পড়তে শুনেছি, اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَه وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করো এবং তার প্রতি দয়া করো। তুমি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু'।[৭৯৩]

৫. জানাযার দো'আ : নিচের দো'আটি প্রসিদ্ধ ও পরিচিত-

أَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا ، أَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلاَمِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيْمَانِ ، أَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মাগ্‌ফির লিহাইয়িনা ওয়া মাইয়িতিনা ওয়া শা-হিদিনা ওয়া গা-য়িবিনা ওয়া ছাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উন্‌ছা-না। আল্লা-হুম্মা মান আহইয়াইতাহূ মিন্না ফাআহ্‌য়িহী 'আলাল ইসলাম, ওয়া মান তাওয়াফ্‌ফায়তাহূ মিন্না ফাতাওফ্‌ফাহূ 'আলাল ঈমান। আল্লা-হুম্মা লা তাহ্‌রিমনা আজরাহূ ওয়া লা তাফ্‌তিন্না বা'দাহূ।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত এবং উপস্থিত-অনুপস্থিত আমাদের ছোট ও বড়, পুরুষ ও নারী সকলকে আপনি ক্ষমা করুন। যাকে আপনি বাঁচিয়ে রাখবেন, তাকে ইসলামের উপরে বাঁচিয়ে রাখুন এবং যাকে মারতে চান, তাকে ঈমানের হালতে মৃত্যু দান করুন। হে আল্লাহ! এই মাইয়েতের (জন্য দো'আ করার) উত্তম প্রতিদান হ'তে আপনি আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না এবং তার পরে আমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলবেন না'।[৭৯৪]

৭৯২. আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৬৭৭।
৭৯৩. আবূদাঊদ হা/৩২০২; ইবনু মাজাহ হা/১৪৯৯; মিশকাত হা/১৬৭৭।
৭৯৪. আহমাদ, আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৬৭৫; ইবনু মাজাহ হা/১৪৯৮।

৬. কবরে লাশ রাখার দো'আ :

بِسْمِ اللهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ.

উচ্চারণ : *বিসমিল্লা-হি ওয়া 'আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লা-হ।*

অর্থ : 'আল্লাহ্‌র নামে ও আল্লাহ্‌র রাসূলের দ্বীনের উপরে'।[৭৯৫]

অতঃপর কবর বন্ধ করার পরে উপস্থিত সকলে (*বিসমিল্লা-হ* বলে) তিন মুঠি করে মাটি কবরের মাথার দিক থেকে পায়ের দিকে ছড়িয়ে দেবে।[৭৯৬]

৭. দাফনের সময় উপস্থিত সকলে পড়বে :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন 'আযা-বিল ক্বাব্‌রি।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে কবরের আযাব হ'তে পানাহ চাই'।[৭৯৭]

ফযীলত : বারায়া ইবনে 'আযিব (রাঃ) বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এক আনছারী ব্যক্তির জানাযায় কবরের কাছে গেলাম। লাশ কবরস্থ করা হয়নি। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক জায়গায় বসে থাকলেন। আমরাও তাঁর আশেপাশে বসে আছি এমনভাবে যেন আমাদের মাথার উপর পাখী বসে আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাতে ছিল একটি কাঠ। তা দিয়ে তিনি নিবিড়ভাবে মাটি নাড়াচাড়া করছিলেন। তারপর তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন, 'কবরের আযাব থেকে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করো। এ কথা তিনি দু' থেকে তিনবার বললেন।[৭৯৮] *(হাদীছটি সংক্ষেপন করা হয়েছে)*

---

৭৯৫. তালখীছ, পৃঃ ১০২।

৭৯৬. তালখীছ, পৃঃ ৫৮-৬৫; মির'আত, 'মাইয়েতের দাফন' অনুচ্ছেদ, ৫/৪২৬-৫৭; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃষ্ঠা-২৩১।

৭৯৭. আহমাদ হা/১৮৫৫৭।

৭৯৮. আহমাদ, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৬৩০ 'জানায়েয' অধ্যায়-৫ অনুচ্ছেদ-৩।

৭. কবর যিয়ারতের দো'আ :

(١) أَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

উচ্চারণ : *আস্‌সালা-মু 'আলায়কুম আহলাদ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা; ওয়া ইন্না ইন্‌শা-আল্লা-হু বিকুম লা হিক্বূনা। নাসআলুল্লা-হা লানা ওয়া লাকুমুল 'আ-ফিয়াতা।*

অর্থ : 'মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীগণ! আপনাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক! আল্লাহ চাহে তো আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হ'তে যাচ্ছি। আমাদের ও আপনাদের জন্য আমরা আল্লাহ্‌র নিকটে মঙ্গল কামনা করছি'।[৭৯৯]

(٢) أَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ، أَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ.

উচ্চারণ : *আসসালা-মু 'আলায়কুম দা-রা ক্বাওমিন মু'মিনীনা, ওয়া ইন্না ইন্‌শা-আল্লা-হু বিকুম লা হিক্বূনা; আল্লা-হুম্মাগফিরলাহুম।*

অর্থ : 'মুমিন কবরবাসীদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক। আল্লাহ চাহে তো আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হ'তে যাচ্ছি। হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও'।[৮০০]

ফযীলত : (১) বুরায়দা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ক্বরস্থানে গেলে এ উপরোক্ত দো'আটি পড়তে শিখিয়েছেন।[৮০১]

(২) হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, যে দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার ঘরে আসতেন, সেদিন শেষ রাতে উঠে তিনি বাক্বী'তে (মাদীনার কবরস্থান) চলে যেতেন এবং বলতেন, মুমিন কবরবাসীদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক। আল্লাহ চাহে তো আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হ'তে যাচ্ছি। হে আল্লাহ! তুমি বাক্বী কবরবাসীকে ক্ষমা করে দাও'।[৮০২]

---

৭৯৯. মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৪; 'জানায়েয' অধ্যায়-৫, 'কবর যিয়ারত' অনুচ্ছেদ-৮।

৮০০. মুসলিম, মিশকাত হা/২৯৮, 'পবিত্রতা' অধ্যায়-৩; হা/১৭৬৬ 'জানায়েয' অধ্যায়-৫, অনুচ্ছেদ-৮।

৮০১. মুসলিম হা/২২৫৭; মিশকাত হা/১৭৬৪; ইবনু মাজাহ হা/১৫৪৭; আহমাদ হা/২৩০৩৫।

৮০২. মুসলিম হা/৯৭৪; মিশকাত হা/১৭৬৬; নাসাঈ হা/২০৩৯; ইবনে হিব্বান হা/৩১৭২।

ঝড়-বৃষ্টি সম্পর্কিত পঠিতব্য দো'আ সমূহ

১. আকাশে মেঘ দেখলে যে দো'আ :

اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন শাররি মা ফীহি।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! এতে যা মন্দ রয়েছে তা হ'তে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[৮০৩]

ফযীলত : হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আকাশে মেঘ দেখলে কাজ-কর্ম ছেড়ে দিয়ে তার দিকেই নিবিষ্টচিত্ত হয়ে যেতেন। তিনি বলতেন, اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ. অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! এতে যা মন্দ রয়েছে তা হ'তে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি'। এতে যদি আল্লাহ মেঘ পরিষ্কার করে দিতেন। তিনি আল্লাহ্‌র কাছে শুকরিয়া আদায় করতেন'।[৮০৪]

২. ঝড়-তুফানের সময় পঠিতব্য দো'আ :

أَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَمِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা খায়রাহা ওয়া খায়রা মা ফীহা ওয়া খায়রা মা উরসিলাত বিহী; ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন শার্‌রিহা ওয়া শার্‌রি মা ফীহা ওয়া মিন শার্‌রি মা উরসিলাত বিহী।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে এর মঙ্গল, এর মধ্যকার মঙ্গল ও যা নিয়ে ওটি প্রেরিত হয়েছে, তার মঙ্গল সমূহ প্রার্থনা করছি এবং আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এর অমঙ্গল হ'তে, এর মধ্যকার অমঙ্গল হ'তে এবং যা নিয়ে ওটি প্রেরিত হয়েছে, তার অমঙ্গল সমূহ হ'তে'।[৮০৫]

৮০৩. আহমাদ হা/২৫৬১১; মিশকাত হা/১৫২০, সনদ ছহীহ।
৮০৪. আহমাদ হা/২৫৬১১; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬৮৬।
৮০৫. মুত্তফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৫১৩।

ফযীলত : হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করলে রাসূল (ছাঃ) বলতেন, اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ. অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে এর মঙ্গল, এর মধ্যকার মঙ্গল ও যা নিয়ে ওটি প্রেরিত হয়েছে, তার মঙ্গল সমূহ প্রার্থনা করছি এবং আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এর অমঙ্গল হ'তে, এর মধ্যকার অমঙ্গল হ'তে এবং যা নিয়ে ওটি প্রেরিত হয়েছে, তার অমঙ্গল সমূহ হ'তে'। আর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যেত। তিনি বিপদের ভয়ে একবার বের হয়ে যেতেন। আবার প্রবেশ করতেন। কখনো সামনে আসতেন। কখনো পেছনে সরতেন। বৃষ্টি শুরু হ'লে তার উৎকণ্ঠা কমে যেত।

একবার আয়িশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উৎকণ্ঠা অনুভূত করলে, তিনি তাঁকে কারণ জিজ্ঞেস করলে বললেন, 'হে আয়িশা! এ ঝড়ো হাওয়া এমনতো হ'তে পারে যা 'আদ জাতি ভেবে ছিল। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন, فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا 'তারা যখন একে তাদের মাঠের দিকে আসতে দেখল, বললো, এটা তো মেঘ। আমাদের ওপর পানি বর্ষণ করবে' *(আহকাফ ৪৬/২৪)*'। অন্যত্র আছে, তিনি স্বাভাবিক বৃষ্টি দেখলে বলতেন, رَحْمَةً 'এটা আল্লাহ্‌র রহমাত'।[৮০৬]

৩. বজ্রের আওয়ায শুনলে পঠিতব্য দো'আ :

سُبْحَانَ الَّذِيْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلآئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ.

উচ্চারণ : *সুবহা-নাল্লাযী ইউসাব্বিহুর রা'দু বিহামদিহী ওয়াল মালা-ইকাতু মিন খীফাতিহি।*

অর্থ : 'মহা পবিত্র সেই সত্তা যাঁর গুণগান করে বজ্র ও ফেরেশতামণ্ডলী সভয়ে'।[৮০৭]

৮০৬. বুখারী হা/৪৮২৯; মুসলিম হা/৮৯৯; মিশকাত হা/১৫১৩।
৮০৭. সূরা রা'দ ১৩/১৩; মুয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৫২২।

ফযীলত : 'আমির ইবনে 'আব্দুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়ির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মেঘের গর্জন শুনতেন, তখন কথাবার্তা বন্ধ করে দিতেন। অতঃপর তিনি বলতেন, سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ অর্থাৎ, 'মহা পবিত্র সেই সত্তা যাঁর গুণগান করে বজ্র ও ফেরেশতামণ্ডলী সভয়ে'।[৮০৮]

৪. উপকারী বৃষ্টি প্রার্থনার দো'আ :

أَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيْثًا مَّرِيئًا مَّرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মাসক্বিনা গায়ছাম মুগীছাম মারীআম মারী'আ, না-ফি'আন গায়রা যা-র্রিন 'আ-জিলান গায়রা আ-জিলিন।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এমন বৃষ্টি দান করুন, যা চাহিদা পূরণকারী, পিপাসা নিবারণকারী ও শস্য উৎপাদনকারী। যা ক্ষতিকর নয় বরং উপকারী এবং যা দেরীতে নয় বরং দ্রুত আগমনকারী'।[৮০৯]

ফযীলত : হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ইস্তিস্ক্বার ছালাতে হাত বাড়িয়ে এ কথা বলতে দেখেছি, أَللهمّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيئًا مَرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ. অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এমন বৃষ্টি দান করুন, যা চাহিদা পূরণকারী, পিপাসা নিবারণকারী ও শস্য উৎপাদনকারী। যা ক্ষতিকর নয় বরং উপকারী এবং যা দেরীতে নয় বরং দ্রুত আগমনকারী'।[৮১০]

৫. বৃষ্টি চেয়ে দো'আ :

أَللّٰهُمَّ اسْقِنَا ، أَللّٰهُمَّ اسْقِنَا ، أَللّٰهُمَّ اسْقِنَا.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মাসক্বিনা, আল্লা-হুম্মাসক্বিনা, আল্লা-হুম্মাসক্বিনা।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! বৃষ্টি দাও; হে আল্লাহ! বৃষ্টি দাও; হে আল্লাহ! বৃষ্টি দাও'।[৮১১]

---

৮০৮. মুয়াত্ত্বা হা/৩৬৪১; মিশকাত হা/১৫২২; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭২৩।
৮০৯. আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৫০৭।
৮১০. আবূদাঊদ হা/১১৬৯; মিশকাত হা/১৫০৭; ছহীহুল জামি' হা/২৮৫৭; যাদুল মা'আদ ২/৪৩৯।
৮১১. বুখারী হা/১০১৩।

ফযীলত : আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি জুমু'আহ'র দিন মিম্বরের সোজা দরজা দিয়ে মসজিদে নব্বীতে প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন দাঁড়িয়ে খুৎবা দিচ্ছিলেন। সে রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলল, يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلَكَتِ الْمَوَاشِى وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ ، فَادْعُ اللهَ يُغِيْثُنَا. 'হে আল্লাহ্র রাসূল! গবাদি পশু ধ্বংস হয়ে গেল এবং রাস্তাগুলোর চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। সুতরাং আপনি আল্লাহ্র নিকট বৃষ্টির জন্য দো'আ করুন'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর উভয় হাত তুলে দো'আ করলেন, اللّٰهُمَّ اسْقِنَا ، اللّٰهُمَّ اسْقِنَا ، اللّٰهُمَّ اسْقِنَا. অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ্! বৃষ্টি দাও, হে আল্লাহ্! বৃষ্টি দাও, হে আল্লাহ্! বৃষ্টি দাও। আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা তখন আকাশে মেঘমালা, মেঘের চিহ্ন বা কিছুই দেখতে পাইনি। অথচ সাল'আ পর্বত ও আমাদের মধ্যে কোন ঘর-বাড়ি ছিল না। হঠাৎ সাল'আ পর্বতের পিছন হ'তে ঢালের মত মেঘ বেরিয়ে এলো এবং তা মধ্য আকাশে পৌঁছে বিস্তৃত হয়ে পড়ল এবং বর্ষণ শুরু হ'ল। এরপর আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা ছয় দিন সূর্য দেখতে পাইনি....।[৮১২]

৬. বৃষ্টি দেখলে বলতে হয় :

أَللّٰهُمَّ صَيِّباً نَافِعاً.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ছাইয়িবান না-ফি'আন।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ করুন'।[৮১৩]

ফযীলত : হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আকাশে মেঘ দেখলে কাজ-কর্ম ছেড়ে দিয়ে তার দিকেই নিবিষ্টচিত্ত হয়ে যেতেন এবং দো'আ করতেন। অবশেষে যখন আল্লাহ মেঘ পরিষ্কার করে দিতেন। তখন তিনি আল্লাহ্র কাছে শুকরিয়া আদায় করতেন'। আর যদি বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হতো তখন বলতেন, اللّٰهُمَّ صَيِّباً نَافِعاً. অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ করুন'।[৮১৪]

---

৮১২. বুখারী হা/১০১৩; মুসলিম হা/৮৯৭; নাসাঈ হা/১৫১৮।
৮১৩. বুখারী হা/১০৩২; মিশকাত হা/১৫০০।
৮১৪. আহমাদ হা/২৫৬১১; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬৮৬।

৭. ক্ষতিকর ও অতিবৃষ্টি বন্ধের দো'আ :

أَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَاعَلَيْنَا. أَللّٰهُمَّ عَلَى الْأَكَامِ وَالْجِبَالِ وَالْأُجَامِ وَالظِّرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা হাওয়া-লায়না ওয়ালা আ'লাইনা, আল্লা-হুম্মা আ'লাল আকা-মি ওয়াল্ জিবা-লি ওয়াল্ উজা-মি ওয়ায্ যিরা-বি ওয়াল্ আওদিইয়াতি ওয়া মানা-বিতিশ্ শাজারি।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমাদের আশে-পাশে বৃষ্টি বর্ষণ করো, আমাদের উপরে করিও না। হে আল্লাহ! টিলা, পাহাড়, উচ্চভূমি, মালভূমি, উপত্যকা এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ করো'।[৮১৫]

ফযীলত : আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি জুমু'আ'র দিন মিম্বরের সোজা দরজা দিয়ে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন দাঁড়িয়ে খুৎবা দিচ্ছিলেন। সে রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলল, يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ ، فَادْعُ اللهَ يُمْسِكْهَا، 'হে আল্লাহ্র রাসূল! ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল এবং রাস্তাঘাটও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কাজেই আপনি আল্লাহ্র নিকট বৃষ্টি বন্ধের জন্য দো'আ করুন'। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) তাঁর উভয় হাত তুলে দো'আ করলেন,

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ. অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! আমাদের আশে-পাশে বৃষ্টি বর্ষণ করো, আমাদের উপরে করিও না। হে আল্লাহ! টিলা, পাহাড়, উচ্চভূমি, মালভূমি, উপত্যকা এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ করো'। আনাস (রাঃ) বলেন, এতে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল এবং আমরা মসজিদ হ'তে বেরিয়ে রোদে চলতে লাগলাম।[৮১৬]

---

৮১৫. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৫৯০২।

৮১৬. বুখারী হা/১০১৩; মুসলিম হা/৮৯৭; নাসাঈ হা/১৫১৮।

দৈনন্দিন জীবনে পঠিতব্য বিভিন্ন দো'আ ও ফযীলত

১. ভবিষ্যতে কোন ভাল কাজ করতে চাইলে বলতে হয় :

إِنْ شَآءَ اللّٰهُ.

উচ্চারণ : *ইনশা-আল্লা-হ*।

অর্থ : আল্লাহ্র ইচ্ছায় *(কাহাফ ১৮/২৪)*।

ফযীলত : আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সুলায়মান ইবনে দাঊদ (আঃ) বলেছিলেন, قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً تَحْمِلُ كُلُّ امْرَأَةٍ فَارِسًا يُجَاهِدُ فِى سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ . فَلَمْ يَقُلْ، وَلَمْ تَحْمِلْ شَيْئًا إِلاَّ وَاحِدًا سَاقِطًا إِحْدَى شِقَّيْهِ. 'আজ রাতে আমি আমার সত্তর জন স্ত্রীর নিকট গমন করব। প্রত্যেক স্ত্রী একজন করে অশ্বারোহী যোদ্ধা গর্ভধারণ করবে। এরা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে। তখন তাঁর সাথী বললেন, *ইন্শা-আল্লা-হ্*। কিন্তু তিনি মুখে তা বললেন না। অতঃপর একজন স্ত্রী ছাড়া কেউ গর্ভধারণ করলেন না। যে স্ত্রী এক (পুত্র) সন্তান প্রসব করলেন, তার এক অঙ্গ ছিল না'। রাসূল (ছাঃ) বললেন, لَوْ قَالَهَا لَجَاهَدُوا فِى سَبِيلِ اللهِ . 'তিনি যদি *ইন্শা-আল্লা-হ* মুখে বলতেন, তাহ'লে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করতো'। অন্য বর্ণনায় আছে, تِسْعِينَ. 'স্ত্রীর সংখ্যা নিরানব্বই জন'। আর এটাই সঠিক।[৮১৭]

২. বিস্ময়কর কিছু দেখে বা শুনে পঠিতব্য দো'আ :

سُبْحَانَ اللّٰهِ.

উচ্চারণ : *সুবহা-নাল্লা-হ*।

অর্থ : মহাপবিত্র তুমি হে আল্লাহ![৮১৮]

---

৮১৭. বুখারী হা/৩৪২৪; মুসলিম ১৬৫৪; তিরমিযী হা/১৫৩২; নাসাঈ হা/৩৮৩১।

৮১৮. বুখারী হা/৬২১৮।

৩. অশুভ লক্ষণ বা কোন জিনিস অপছন্দ হ'লে দো'আ :

اَللّٰهُمَّ لاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ، وَلاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ، وَلاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা লা ত্বাইরা ইল্লা ত্বাইরুকা ওয়ালা খায়রা ইল্লা খায়রুকা, ওয়ালা ইলা-হা গায়রুকা।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনি কিছু ক্ষতি না করলে অশুভ বা কুলক্ষণ বলে কিছু নেই এবং আপনার কল্যাণ ছাড়া কোন কল্যাণ নেই। আপনি ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই'।[৮১৯]

৪. ভূমিকম্প বা কোন আকস্মিক বিপদে বলবে :

(١) لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ.

উচ্চারণ : *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ।*

অর্থ : 'নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত'।[৮২০]

(٢) اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلاَعَلَيْنَا.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা হাওয়া-লায়না ওয়ালা আ'লাইনা।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমাদের থেকে ফিরিয়ে নাও। আমাদের উপর দিয়ো না'।[৮২১]

ফযীলত : আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সে সময় কোন এক জুম'আর দিন নবী (ছাঃ) খুৎবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় জনৈক বেদুঈন উঠে দাঁড়াল এবং আরয করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! (বৃষ্টির অভাবে) সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পরিবার পরিজনও অনাহারে রয়েছে। তাই আপনি আল্লাহ্র নিকট আমাদের জন্য দো'আ করুন। তিনি দু'হাত তুললেন। সে সময় আমরা আকাশে একখণ্ড মেঘও দেখিনি। যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি! তিনি দু'হাত তখনও নামাননি, এমন সময় পাহাড়ের ন্যায় মেঘের বিরাট বিরাট খণ্ড উঠে আসল। অতঃপর তিনি

৮১৯. মুসনাদুল বাযযার হা/৪৩৭৯; সিলসিলা আহাদীছিচ ছহীহাহ হা/১০৬৫।
৮২০. তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৫৪।
৮২১. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৫৯০২।

মিম্বার হ'তে নীচে নামেননি, এমন সময় দেখতে পেলাম তাঁর দাঁড়ির উপর ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। সে দিন আমাদের এখানে বৃষ্টি হ'ল। এরপরে ক্রমাগত দু'দিন এবং পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত প্রত্যেক দিন। পরবর্তী জুমু'আর দিনে সে বেদুঈন অথবা অন্য কেউ উঠে দাঁড়াল এবং আরয করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! বৃষ্টির কারণে এখন আমাদের ঘর-বাড়ী ধ্বসে পড়ছে, সম্পদ ডুবে যাচ্ছে। তাই আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করুন। তখন তিনি দু'হাত তুললেন এবং বললেন, اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلاَ عَلَيْنَا. অর্থাৎ,'হে আল্লাহ! আমাদের থেকে ফিরিয়ে নাও। আমাদের উপর দিয়ো না'। দো'আ করার সময় তিনি মেঘের এক একটি খণ্ডের দিকে ইশারা করছিলেন, আর সেখানকার মেঘ কেটে যাচ্ছিল। এর ফলে চতুর্দিকে মেঘ পরিবেষ্টিত অবস্থায় ঢালের ন্যায় মদীনার আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে এবং কানাত উপত্যকায় একমাস ধরে পানি প্রবাহিত হ'তে লাগল, তখন কোন ব্যক্তি মদীনার চারপাশের যে কোন অঞ্চল থেকে এসেছে, সে এ প্রবল বৃষ্টির কথা আলোচনা করেছে।[৮২২]

৫. অন্যের অনিষ্টতা ও ভয় থেকে পরিত্রাণের দো'আ :

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইন্না নাজ'আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমরা আপনাকে ওদের মুকাবিলায় পেশ করছি এবং ওদের অনিষ্ট সমূহ হ'তে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[৮২৩]

ফযীলত : আবূ মূসা আশ্'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন কোন দলের ব্যাপারে ভয় করতেন, তখন বলতেন, أَللهم إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ. অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! আমরা আপনাকে ওদের মুকাবিলায় পেশ করছি এবং ওদের অনিষ্ট সমূহ হ'তে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[৮২৪]

৮২২. বুখারী হা/৯৩৩; মুসলিম হা/৮৯৭; মিশকাত হা/৫৯০২; ইবনু মাজাহ হা/১২৬৯; আমহাদ হা/১২০৩৮।
৮২৩. আহমাদ, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/২৪৪১।
৮২৪. আহমাদ হা/১৯৭৩৫; আবূদাঊদ হা/১৫৩৭; মিশকাত হা/২৪৪১।

৬. বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখে দো'আ :

أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِيْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً.

উচ্চারণ : *আল-হাম্দু লিল্লা-হিল্লাযী 'আ-ফা-নী মিম্মাব্তালা-কা বিহী ওয়া ফায্যালানী 'আলা কাছীরিম্ মিম্মান খালাক্বা তাফ্যীলান্।*

অর্থ : আল্লাহ্র শোকর, যিনি তোমাকে যাতে পতিত করেছেন তা হ'তে আমাকে নিরাপদে রেখেছেন এবং আমাকে তাঁর সৃষ্টির অনেক জিনিস অপেক্ষা অধিক মর্যাদা দান করেছেন'।[৮২৫]

ফযীলত : ওমর ইবনে খাত্ত্বাব (রাঃ) ও আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ رَأَى مُبْتَلًى فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى عَافَانِى مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِى عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً. لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلَاءُ. 'যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখে বলে, الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى عَافَانِى مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِى عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً. অর্থাৎ, আল্লাহ্র শোকর, যিনি তোমাকে যাতে পতিত করেছেন তা হ'তে আমাকে নিরাপদে রেখেছেন এবং আমাকে তাঁর সৃষ্টির অনেক জিনিস অপেক্ষা অধিক মর্যাদা দান করেছেন'। তার প্রতি ঐ বিপদ কখনও পৌঁছাবে না, সে যেখানেই থাকুক না কেন'।[৮২৬]

৭. বিষাক্ত কীট-পতঙ্গের কামড় ও কু-নযর থেকে পরিত্রাণ লাভের দো'আ :

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَّمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ.

উচ্চারণ : *আ'ঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তাম্মাতি মিন্ কুল্লি শাইত্বা-নিওঁ ওয়া হা-ম্মাতিওঁ ওয়া মিন্ কুল্লি 'আইনিল লাম্মাতি।*

অর্থ : 'প্রত্যেক শয়তান হ'তে আল্লাহ্র পূর্ণ কালিমা দ্বারা পরিত্রাণ চাচ্ছি। আর পরিত্রাণ চাচ্ছি প্রত্যেক বিষাক্ত কীট এবং প্রত্যেক ক্ষতিকর চক্ষু হ'তে'।[৮২৭]

---

৮২৫. তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩২৯।

৮২৬. তিরমিযী হা/৩৪৩২; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৯২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬০২; মিশকাত হা/২৩২৯।

৮২৭. বুখারী, মিশকাত হা/১৫৩৫।

ফযীলত : 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাসান ও হুসাঈন (রাঃ)-কে এভাবে দো'আ করে আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ করতেন। তিনি বলতেন, أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ. অর্থাৎ, 'প্রত্যেক শয়তান হ'তে আল্লাহ্র পূর্ণ কালিমা দ্বারা পরিত্রাণ চাচ্ছি। আর পরিত্রাণ চাচ্ছি প্রত্যেক বিষাক্ত কীট হ'তে এবং প্রত্যেক ক্ষতিকর চক্ষু হ'তে'। তিনি আরো বলেন, كَانَ إِبْرَاهِيمُ أَبِي يُعَوِّذُ بِهِمَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ. 'তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আঃ) এ কালিমা দ্বারা তাঁর সন্তান ইসমা'ঈল ও ইসহাক্ব (আঃ)-কে আল্লাহ্র কাছে সোপর্দ করতেন।[৮২৮]

৮. দুরারোগ্য ব্যাধী ও মহামারী থেকে বেঁচে থাকার দো'আ :

(١) أَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল বারাছি ওয়াল জুনূনি ওয়াল জুযা-মি ওয়া মিন সাইয়িইল আসক্বা-ম।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই শ্বেত, উন্মাদনা, কুষ্ঠ এবং সমস্ত দুরারোগ্য ব্যাধি হ'তে'।[৮২৯]

(٢) أَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْأَدْوَاءِ.

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিকা মিন মুনকারা-তিল আখলা-ক্বি ওয়াল আ'মা-লি ওয়াল আহওয়া-ই ওয়াল আদওয়াই।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার কাছে খারাপ চরিত্র, অন্যায় কাজ ও কুপ্রবৃত্তির অনিষ্টতা এবং বাজে অসুস্থতা ও নতুন সৃষ্ট রোগ-বালাই থেকে আশ্রয় চাই'।[৮৩০]

---

৮২৮. বুখারী, মিশকাত হা/১৫৩৫; আবূদাঊদ হা/৪৭৩৭; তিরমিযী হা/২০৬০; আহমাদ হা/২১১২; ইবনে হিব্বান হা/১০১২।

৮২৯. আবূদাঊদ হা/১৫৫৪; নাসাঈ হা/৫৫০৮ 'আশ্রয় প্রার্থনা' অধ্যায়; মিশকাত হা/২৪৭০, সনদ ছহীহ।

৯. রোগী দেখা বা পরিচর্যা করার দো'আ :

(١) أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا.

উচ্চারণ : *আয্হিবিল বা'স, রাব্বান না-স! ওয়াশ্ফি, আনতাশ শা-ফী, লা শিফা-আ ইল্লা শিফা-উকা, শিফা-আল লা ইউগা-দিরু সাক্বামা।*

অর্থ : 'কষ্ট দূর করো হে মানুষের প্রতিপালক! আরোগ্য দান করো। তুমিই আরোগ্য দানকারী। কোন আরোগ্য নেই তোমার দেওয়া আরোগ্য ব্যতীত; যা কোন রোগীকে ধোঁকা দেয় না'।[৮৩১]

ফযীলত : (১) হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, আমাদের কারো অসুখ হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর ডান হাত রুগীর গায়ে বুলিয়ে দিয়ে বলতেন, أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لَا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ أَنْتَ. অর্থাৎ, 'কষ্ট দূর করো হে মানুষের প্রতিপালক! আরোগ্য দান করো। তুমিই আরোগ্য দানকারী। কোন আরোগ্য নেই তোমার দেওয়া আরোগ্য ব্যতীত; যা কোন রোগীকে ধোঁকা দেয় না'।[৮৩২]

(২) আব্দুল্লাহ (রাঃ)-এর স্ত্রী যয়নাব (রাঃ) আব্দুল্লাহ (রাঃ) সূত্র থেকে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'জাদু, তাবীয ও অবৈধ প্রেম ঘটানোর মন্ত্র শির্কের অন্তর্ভুক্ত। তিনি (যয়নাব) বলেন, আমি বললাম, আপনি এসব কি বলেন? আল্লাহ্র কসম! আমার চোখ হ'তে পানি ঝরতো, আমি অমুক ইয়াহুদী কর্তৃক ঝাড়-ফুঁক করাতাম। সে আমাকে ঝাড়-ফুঁক করলে পানি ঝরা বন্ধ হয়ে যায়। আব্দুল্লাহ (রাঃ) বললেন, এগুলো শয়তানের কাজ। শয়তান নিজ হাতে চোখে যন্ত্রণা দেয়, আর ওঝা যখন ঝাড়-ফুঁক করে তখন সে বিরত থাকে। বরং এর চেয়ে তোমার জন্য এরূপ বলাই যথেষ্ট, যেরূপ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لَا كَاشِفَ لَهُ

---

৮৩০. তিরমিযী হা/৩৫৯১; মিশকাত হা/২৪৭১; ছহীহুল জামি' হা/১২৯৮।
৮৩১. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৫৩০।
৮৩২. বুখারী হা/৫৬৭৫; মুসলিম হা/৫৮৩৬; মিশকাত হা/১৫৩০।

إِلاَّ أَنْتَ. অর্থাৎ, 'কষ্ট দূর করো হে মানুষের প্রতিপালক! আরোগ্য দান করো। তুমিই আরোগ্য দানকারী। কোন আরোগ্য নেই তোমার দেওয়া আরোগ্য ব্যতীত; যা কোন রোগীকে ধোঁকা দেয় না'।[৮৩৩]

(٢) لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَآءَ اللهُ.

উচ্চারণ : *লা বা'সা ত্বহূরুন ইন্শা-আল্লা-হ।*

অর্থ : 'কষ্ট থাকবে না। আল্লাহ্র ইচ্ছায় দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবেন।[৮৩৪]

ফযীলত : আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার একজন অসুস্থ্য বেদুঈনকে দেখতে গেলেন। আর কোনো রোগীকে দেখতে গেলে তিনি বলতেন, لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ.। এ নিয়ম অনুযায়ী তিনি বেদুঈনকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ. অর্থাৎ, 'কষ্ট থাকবে না। আল্লাহ্র ইচ্ছায় দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবেন'। তাঁর কথা শুনে বেদুঈন বলল, কক্ষনো নয়। বরং এটা এমন এক জ্বর, যা একজন বৃদ্ধ লোকের শরীরে ফুঁটছে। এটা তাকে কবরে নিয়ে ছাড়বে। তার কথা শুনে রাসূল (ছাঃ) এবার বললেন, فَنَعَمْ إِذًا. আচ্ছা, তুমি যদি তা মনে করো; তবে তোমার জন্য তা-ই হবে'।[৮৩৫]

১০. ব্যথা দূর করার দো'আ :

ব্যথার জায়গায় হাত রেখে- بِسْمِ اللهِ *'বিসমিল্লাহ' (তিন বার)*। এরপরে-

أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ.

উচ্চারণ : *'আউযু বিইয্যাতিল্লা-হি ওয়া কুদরাতিহি মিন শার্রি মা আজিদু ওয়া উহাযিরু (৭ বার)*।

অর্থ : 'আমি আল্লাহ্র সম্মান ও তাঁর ক্ষমতার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি ঐ বস্তু হ'তে, যা আমি অনুভব করছি ও আশংকা করছি, তার অনিষ্ট হ'তে'।[৮৩৬]

---

৮৩৩. আবূদাঊদ হা/৩৮৮৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৫৩০।
৮৩৪. বুখারী, মিশকাত হা/১৫২৯।
৮৩৫. বুখারী হা/৩৬১৫; মিশকাত হা/১৫২৯; ইবনে হিব্বান হা/২৯৫৯।
৮৩৬. মুসলিম হা/৫৮৬৭; মিশকাত হা/১৫৩৩।

ফযীলত : ওছমান ইবনে আবূল 'আছ (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট স্বীয় শরীরে বেদনার অভিযোগ করলাম। ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন,

ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي يَأْلَمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِسْمِ اللهِ ثَلَاثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ.

'তুমি তোমার ব্যথার জায়গায় হাত রাখ ও তিনবার '*বিসমিল্লা-হ*' বলো এবং সাত বার বলো, '*আঊযু বিইয্যাতিল্লা-হি ওয়া কুদরাতিহি মিন শার্রি মা আজিদু ওয়া উহাযিরু*। ওছমান (রাঃ) বলেন, فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ اللهُ مَا كَانَ بِي 'এর ফলে আমার শরীরে যা ছিল তা আল্লাহ ভাল করে দিলেন'।[৮৩৭]

১১. আয়না দেখার দো'আ :

اَللّٰهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَأَحْسِنْ خُلُقِيْ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা হাসসান্‌তা খালক্বী ফা আহসিন খুলুক্বী*।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছ, তুমি আমার চরিত্র সুন্দর করে দাও।[৮৩৮]

১২. নতুন কাপড় পরিধানের দো'আ :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ.

উচ্চারণ : *আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযি কাসা-নী হা-যা ওয়া রাযাক্বানীহি মিন গায়রে হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুওয়াতিন*।

অর্থ : 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। যিনি আমার কোন ক্ষমতা ও শক্তি ছাড়াই আমাকে এই কাপড় পরিধান করিয়েছেন ও এটি প্রদান করেছেন'।[৮৩৯]

৮৩৭. মুসলিম হা/৫৮৬৭; ইবনে মাজাহ হা/৩৫২২; মিশকাত হা/১৫৩৩; রিয়াযুছ ছালিহীন হা/৯০৫।
৮৩৮. আহমাদ, মিশকাত হা/৫০৯৯; ইবনে হিব্বান হা/৯৫৯; শু'আবুল ঈমান হা/৮৫৪২।
৮৩৯. আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৩।

১৩. শিরক হ'তে নিরাপত্তা লাভের দো'আ :

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَ أَنَا أَعْلَمُ ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ.

উচ্চারণ : '*আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা আন্‌ উশরিকা বিকা ওয়াআনা আ'লামু, ওয়া আস্তাগফিরুকা লিমা লা আ'লামু*'।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমার জানা অবস্থায় তোমার সাথে শিরক করা হ'তে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি। আর আমার অজানা অবস্থায় শিরক হয়ে গেলে, তা থেকে তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি'।[৮৪০]

ফযীলত : (১) আবূ মূসা বর্ণনা করেন, একদিন রাসূল (ছাঃ) খুৎবা দেবার সময় বলেন, أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا هَذَا الشِّرْكَ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ অর্থাৎ, 'ওহে মানব সকল শিরককে ভয় করো, কারণ এটা একটা পিঁপড়ার চুপিসারে চলার চেয়েও গুপ্ত'। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কয়েকজন প্রশ্ন করল হে আল্লাহ্‌র রাসূল! শিরক যখন চুপিসারে চলা পিঁপড়া থেকে গোপন, তখন কিভাবে আমরা তা এড়িয়ে চলব? তখন তিনি বলেন, اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئاً نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ نَعْلَمُ. অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! আমার জানা অবস্থায় তোমার সাথে শিরক করা হ'তে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি। আর আমার অজানা অবস্থায় শিরক হয়ে গেলে, তা থেকে তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি'। যে ব্যক্তি এই দো'আ পাঠ করবে সে শিরক থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে'।[৮৪১]

(২) ফারওয়া বিন নওফেল স্বীয় পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে গেলাম এবং তাঁকে বললাম, নিদ্রাকালে কি বলব তা আমাকে শিক্ষা দিন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, إِقْرَأْ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ. 'তুমি '*কুল ইয়া আইয়্যুহাল কা-ফিরূন*' সূরাটি পড়ে ঘুমাবে। কেননা এটি হ'ল শিরক হ'তে মুক্তি ঘোষণার

৮৪০. আদাবুল মুফরাদ হা/৭১৬; আহমাদ হা/১৯৬২২; মুছান্নাফ আবী শায়বাহ হা/৩০১৬৩।
৮৪১. আহমাদ, তাবারানী, ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৬।

সূরা।[৮৪২] আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ليس في القرآن أشد غيظا لإبليس منها، لأنها توحيد وبراءة من الشرك– 'কুরআনে এই সূরাটির চাইতে ইবলীসের জন্য অধিক ক্রোধ উদ্দীপক সূরা আর নেই। কেননা এটি তাওহীদের স্বীকারুক্তি এবং শিরক মুক্তির সূরা' *(কুরতুবী)*।[৮৪৩]

১৪. অহংকার থেকে মুক্ত থাকার দো'আ :

أَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْراً وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْراً وَسَبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَّأَصِيْلاً. أَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ.

উচ্চারণ : *আল্লা-হু আকবার কাবীরা, ওয়াল হামদুলিল্লা-হি কাছীরা, ওয়া সুবহা-নাল্লা-হি বুকরাতাও ওয়াছীলা। আল্লা-হুম্মা ইন্নি আ'ঊযুবিকা মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম, মিন হাম্‌ঝিহী, ওয়া নাফ্‌খিহী, ওয়া নাফ্‌ছিহী।*

অর্থ : 'আল্লাহ সর্বোচ্চ, আল্লাহ্‌র জন্য যাবতীয় প্রশংসা, সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর প্রশংসাসহ আল্লাহ্‌র জন্য সকল পবিত্রতা'।[৮৪৪] আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত শয়তান হ'তে এবং তার প্ররোচনা, তার ফুঁক ও তার কুমন্ত্রণা হ'তে'।[৮৪৫] দো'আটির উপরের অংশ বিশেষ ছানা ও নিচের অংশ ছানা পাঠের শেষে 'আঊযুবিল্লা-হ পাঠের অংশে দ্রষ্টব্য।

ফযীলত : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেন, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 'যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহ'লে সাথে সাথে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী' *(আ'রাফ ৭/২০০)*।

৮৪২. তিরমিযী হা/৩৪০৩; আবূদাঊদ হা/৫০৫৫; আহমাদ হা/২৩৮৫৮; মিশকাত হা/২১৬১; ইবনে হিব্বান হা/৭৯০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮৯৭।

৮৪৩. তাফসীরুল কুরআন, ৩০তম পারা; (২য় সংস্করণ ২০১৩), পৃষ্ঠা-৫১৬।

৮৪৪. মুসলিম হা/৬০১; মিশকাত হা/৮১৭; সনদ ছহীহ।

৮৪৫. ইবনু মাজাহ হা/৮০৮; আহমাদ হা/১৬৭৮৫-৮৬; হাসান ছহীহ।

১৫. ক্বালবের প্ররোচনা থেকে বাঁচার দো'আ :

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

উচ্চারণ : *হুয়াল আউয়ালু ওয়াল আখিরু ওয়ায যাহিরু ওয়াল বাতিনু ওয়া হুওয়া বিকুল্লি শাইয়িন 'আলীম।*

অর্থ : 'তিনিই আদি, তিনিই অনন্ত, তিনিই প্রকাশ্য, তিনি গুপ্ত এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত' *(হাদীদ ৫৭/৩)*।

ফযীলত : আবূ যুমাইল (রহঃ) বলেন, একদা আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বললাম, আমি আমার অন্তরে যেসব বিষয় অনুভব করি তা কি? তিনি বললেন, তা কি? আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমি সে বিষয়ে মুখ খুলবো না। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, সন্দেহমূলক কিছু? তিনি হেসে বললেন, এসব প্ররোচনা থেকে কেহ রেহাই পায়নি। আল্লাহ বলেন,'আমি আপনার উপর যা নাযিল করেছি এসব বিষয়ে যদি আপনি সন্দেহে থাকেন, তাহ'লে যারা পূর্ব থেকে কিতাব পাঠ করে তাদেরকে প্রশ্ন করুন' *(ইউনুস ১০/৯৪)*। বর্ণনাকারী বলেন, ইবনে 'আব্বাস (রাঃ) আমাকে বললেন, 'যখন তুমি মনের মধ্যে এ ধরণের কিছু উদ্রেক হ'তে দেখবে, তখন তুমি পাঠ করবে, هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ অর্থাৎ, 'তিনিই আদি তিনিই অনন্ত, তিনিই প্রকাশ্য, তিনি গুপ্ত এবং তিনি সব বিষয়ে সম্যক অবহিত' *(হাদীদ ৫৭/৩)*।[৮৪৬] অন্যত্র, আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ছাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মনের মধ্যে এমন কিছু চিন্তার উদ্রেক হয় যা সূর্য উদিত হওয়ার পরিধির মধ্যকার (মূল্যবান) সবকিছুর বিনিময়েও কথায় প্রকাশ করা আমরা মোটেও সমীচীন মনে করি না। তিনি জিজ্ঞেস করেন, وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ. 'তোমরা কি তা অনুভব করো? তারা বলেন, হাঁ। তিনি বলেন, ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ. 'এটিই ঈমানের সুস্পষ্ট পরিচয়'।[৮৪৭]

৮৪৬. আবূদাঊদ হা/৫১১০; সনদ হাসান।

৮৪৭. আদাবুল মুফরাদ হা/১২৯৬।

১৬. উপকারী ব্যক্তির জন্য পঠিতব্য দো'আ

جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا.

উচ্চারণ : *জাঝা-কাল্লা-হু খায়রান*।

অর্থ : 'আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন'।[৮৪৮]

✓ **তার জওয়াবে বলতে হয় :**

وَأَنْتُمْ فَجَزَاكُمُ اللهُ خَيْراً.

উচ্চারণ : *ওয়া আন্‌তুম ফাজাঝা-কুমুল্লা-হু খায়রান*।

অর্থ : 'আল্লাহ আপনাকেও উত্তম প্রতিদান দিন'।

ফযীলত : (১) উসামা ইবনে যায়িদ (রাঃ) বলেন, একদা উসাইদ বিন হুযায়ির (রাঃ) কোন এক প্রেক্ষিতে শুকরিয়া স্বরূপ রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, '*জাঝা-কাল্লা-হু খায়রান*' বা '*জাঝা-কাল্লা-হু আত্বইয়াবাল জাঝা*'। উত্তরে তিনি বললেন, '*ফা জাঝা-কুমুল্লা-হু খায়রান*'।[৮৪৯] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ 'কাউকে অনুগ্রহ করা হ'লে সে যদি অনুগ্রহকারীকে বলে, 'আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন' তবে সে উপযুক্ত ও পরিপূর্ণ প্রশংসা করল'।[৮৫০] অন্য হাদীছে এসেছে, ওমর (রাঃ) বলেন, 'জাঝা-কাল্লা-হু খায়রান' বলাতে কি কল্যাণ রয়েছে লোকেরা তা যদি জানত, তাহ'লে পরস্পরকে বেশী বেশী বলত'।[৮৫১]

(২) আব্দুর রহিব ইবনু হাযিম আল বালখী (রহিঃ) বলেন, আমি মাক্কী ইবনু ইবরাহীমকে বলতে শুনেছি, আমরা ইবনু জুরাইজ আল-মাক্কী (রহিঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে তার নিকট কিছু চাইল। ইবনু জুরাইজ তার অর্থ সচিবকে বললেন তাকে একটি দীনার দিন। সে বলল, আমার নিকট একটি দীনার ব্যতীত আর কিছু নেই। এটি তাকে দান করলে

৮৪৮. তিরমিযী , মিশকাত হা/৩০২৪।
৮৪৯. হাকিম হা/৬৯৭৪; ইবনে হিব্বান হা/৭২৭৯; ছহীহাহ হা/৩০৯৬।
৮৫০. তিরমিযী হা/২০৩৫; মিশকাত হা/৩০২৪; ইবনে হিব্বান হা/৩৪১৩; ছহীহুল জামে' হা/৬৩৬৮।
৮৫১. ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৭০৫০।

আমার আপনার পরিবারের সবাইকে ক্ষুধার্ত থাকতে হবে। এ কথা শুনে তিনি রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, তাকে সেটা দাও। মাক্কী বলেন, আমরা ইবনু জুরাইজের নিকট থাকাবস্থায়ই এক ব্যক্তি একটি চিঠি এবং একটি থলে নিয়ে উপস্থিত হলেন। যাহা তার কোন ভাই তার নিকট পাঠিয়েছেন। চিঠিতে লিখাছিল আমি পঞ্চাশটি দীনার পাঠাইলাম। বর্ণনাকারী বলেন, ইবনু জুরাইজ থলেটি খুলে দীনার গণনা করলেন। তাতে তিনি (৫১) একান্নটি দীনার পেলেন। এতে ইবনু জুরাইজ তার অর্থ সচীবকে বললেন, তুমি একদীনার দান করেছ, আল্লাহ্ সেটা তোমাকে ফেরত দিয়েছেন তার সাথে অতিরিক্ত আরো পঞ্চাশটি দিয়েছেন।[৮৫২]

১৭. আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ভালবাসার কথা বললে, জওয়াবে বলতে হয় :

أَحَبَّكَ الَّذِىْ أَحْبَبْتَنِيْ لَهُ.

উচ্চারণ : *আহাব্বাকাল্লাযী আহবাবতানী লাহূ*।

অর্থ : 'যাঁর উদ্দেশ্যে আপনি আমাকে ভালবাসেন, তিনিও আপনাকে ভালোবাসুন'।[৮৫৩]

ফযীলত : আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, এক লোক রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিল। এ সময় অন্য এক ব্যক্তি সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। লোকটি বলল, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি অবশ্যই এ ব্যক্তিকে ভালবাসি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَعْلَمْتَهُ. 'তুমি কি তাকে তোমার ভালবাসার কথা জানিয়েছ'? সে বললো, না। তিনি বললেন, أَعْلِمْهُ. 'তুমি তাকে জানিয়ে দাও'। বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং সে ঐ ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত করে বললেন, إِنِّيْ أُحِبُّكَ فِي اللهِ. أَحَبَّكَ الَّذِى أَحْبَبْتَنِي لَهُ. 'আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসি। জওয়াবে লোকটি বলল, যাঁর উদ্দেশ্যে আপনি আমাকে ভালবাসেন তিনিও আপনাকেও

৮৫২. তিরমিযী হা/২০৩৫; হাদীছের টীকাতে বর্ণিত।
৮৫৩. আবূদাঊদ হা/৫১২৫।

ভালবাসুন'।[৮৫৪] অন্যত্র তিনি বলেন, আমি ছাহাবীদেরকে একটি বিষয়ে এতবেশী আনন্দিত দেখলাম যে, অন্য কোন বিষয়ে এমন আনন্দিত হ'তে দেখিনি। আর তা হ'ল, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে তার সৎকাজের জন্য ভালবাসে, কিন্তু সে তার মত সৎকাজ করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ. 'প্রত্যেকে যাকে ভালবাসে, সে তার সাথী হবে'।[৮৫৫] অন্য বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ. 'প্রত্যেক মানুষ তার সাথী হবে, সে যাকে ভালবাসে'।[৮৫৬]

১৮. ঋণ পরিশোধের সময় ঋণদাতার জন্য দো'আ :

بَارَكَ اللهُ لَكَ فِى أَهْلِكَ وَمَالِكَ.

উচ্চারণ : *বা-রাকাল্লা-হু লাকা ফী আহলিকা ওয়া মা-লিকা।*

অর্থ : 'আল্লাহ আপনাকে আপনার পরিবারে ও সম্পদে বরকত দান করুন'।[৮৫৭]

ফযীলত : আব্দুল্লাহ বিন আবূ রাবী'আহ আল-মাখযূমী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) হুনায়নের যুদ্ধে তার কাছ থেকে তিরিশ অথবা চল্লিশ হাযার দিরহাম ধার নিয়েছিলেন। তিনি যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তার পাওনা পরিশোধ করেন। অতঃপর নবী (ছাঃ) তাকে বলেন, بَارَكَ اللهُ لَكَ فِى أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْوَفَاءُ وَالْحَمْدُ. 'আল্লাহ তোমাকে তোমার পরিবার ও সম্পদে বরকত দান করুন। ধারের প্রতিদান হ'ল, তা পরিশোধ করা এবং প্রশংসা করা'।[৮৫৮]

---

৮৫৪. আবূদাঊদ হা/৫১২৫; হাসান ছহীহ।
৮৫৫. আবূদাঊদ হা/৫১২৭, হাসান ছহীহ।
৮৫৬. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৫০০৮
৮৫৭. ইবনু মাজাহ হা/২৪২৪।
৮৫৮. ইবনু মাজাহ হা/২৪২৪; আহমাদ হা/১৬৪৫৭; হাসান হাদীছ।

১৯. সকাল-সন্ধ্যায় পঠিতব্য দো'আ :

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ إِسْمِهِ شَيْءٌ فِيْ الْأَرْضِ وَلَا فِيْ السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

উচ্চারণ : *বিস্‌মিল্লা-হিল্লাযী লা-ইয়াযুর্‌রু মা'আ ইসমিহী শাইয়ুন ফিল্ আর্‌যি ওয়া লা ফিস্‌সামা-ই ওয়া হুওয়াস সামী'উল 'আলীম (৩ বার)*।

অর্থ : 'আমি ঐ আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, যাঁর নামে শুরু করলে আসমান ও যমীনের কোন বস্তুই কোনরূপ ক্ষতিসাধন করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ'।[৮৫৯]

ফযীলত : আবান ইবনে ওসমান (রাঃ) বলেন, আমি আমার পিতাকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِى صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللهِ الَّذِى لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِى الأَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَيَضُرُّهُ شَىْءٌ.

'যে বান্দা প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার করে পড়বে, بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ إِسْمِهِ شَيْءٌ فِيْ الْأَرْضِ وَلَا فِيْ السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. অর্থাৎ, 'আমি ঐ আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, যাঁর নামে শুরু করলে আসমান ও যমীনের কোন বস্তুই কোনরূপ ক্ষতিসাধন করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ'। তাহ'লে কোন কিছু তাকে ক্ষতি করতে পারে না'।

বর্ণনাকারী বলেন, আবান পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত ছিলেন। এজন্য যারা হাদীছ শুনছিলেন তারা তাঁর দিকে তাকাচ্ছিল। আবান তখন বললেন, আমার দিকে কী দেখছ? নিশ্চয়ই হাদীছে যা আমি বর্ণনা করছি তাই। তবে যেদিন

---

৮৫৯. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৯১।

আমি এ রোগে আক্রান্ত হয়েছি সেদিন এ দো'আ পড়িনি। এ কারণে আল্লাহ আমার ভাগ্যে যা লিখে রেখেছিলেন তা কার্যকরী হয়েছে।[৮৬০]

কিন্তু আবূ দাউদের বর্ণনায় রয়েছে, لَمْ تُصِبْهُ فَجْاءَةُ بَلاءٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ لَمْ تُصِبْهُ فَجْاءَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُمْسِيَ. 'সন্ধ্যায় পাঠ করলে রাতে তার ওপর কোন আকস্মিক বিপদাপদ ঘটবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না ভোর হয়। আবার সকালে পাঠ করলে তার ওপর কোন আকস্মিক বিপদাপদ সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সন্ধ্যা উপনীত হয়'।[৮৬১]

২০. মজলিশ বা বৈঠক শেষের দো'আ :

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

উচ্চারণ : *'সুবাহা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লা আন্‌তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা'*।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র এবং তোমার প্রশংসা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তওবা করে তোমার দিকে ফিরে যাচ্ছি'।[৮৬২]

ফযীলত : আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ.

৮৬০. তিরমিযী হা/৩৩৮৮; হাসান ছহীহ।
৮৬১. ইবনু মাজাহ হা/৩৮৬৯; মিশকাত হা/২৩৯১।
৮৬২. তিরমিযী, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২৪৩৩, সনদ ছহীহ।

'যে লোক মজলিসে বসে প্রয়োজন ছাড়া অনেক কথা-বার্তা বলেছে, সে উক্ত মাজলিস হ'তে উঠে যাওয়ার আগে যদি বলে, سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র এবং তোমার প্রশংসা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তওবা করে তোমার দিকে ফিরে যাচ্ছি'। তাহ'লে তার বসা মজলিশের অপরাধগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে'।[৮৬৩]

সমাপ্ত

www.anniyat.com

লেখকের অন্যান্য বই সমূহ প্রকাশের অপেক্ষায় -

১. মানব জীবনে ষড়রিপু।
২. রামাযান ও ছিয়াম।
৩. নারীর তিনটি ভূমিকা।
৪. প্রগতির নামে প্রহসন।
৫. অধিকাংশ মানব সমাচার
৬. যে দেহে ঈমান থাকে না
৭. দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর করণীয়

৮৬৩. তিরমিযী হা/৩৪৩৩; নাসাঈ হা/১৩৪৪; মিশকাত হা/২৪৩৩, সনদ ছহীহ।